ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

আন্তরিক রিপু ও শয়তান প্রভৃতির সঙ্গে

খ্রীষ্টীয় লোকেরদের যে রূপ যুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ।

জান্ বনয়ান সাহেবের রচিত।

শ্রী রাবিনসন সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৪৯ সাল।

JOHN CASHMAN, PRINTER.

ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

নানা দেশে ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে২ জগৎ নামক অতি প্রসিদ্ধ মহাদ্বীপে পঁহুছিলাম। এই দ্বীপ অতিবৃহৎ দুই কেন্দ্রের মধ্যস্থিত ও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারি দিগের মধ্যস্থলে। সেই দ্বীপ অনেক নদ নদী ও বহুতর পর্ব্বতে সুশোভিত ও সুরক্ষিত। আমি যে প্রদেশে ছিলাম তাহার ভূমি অতি উর্ব্বরা তাহাতে অনেক লোকের বসতি বায়ু অতি স্নিগ্ধ।

লোকের বর্ণ ও ভাষা ও ধর্ম্ম এক প্রকার নয় পরন্তু গ্রহেরদের যেমন পরস্পর প্রভেদ তেমন তাহারদের বর্ণ ও ভাষা ও ধর্ম্মেতে প্রভেদ আছে। আর যেমন ক্ষুদ্রতর দেশে কোন২ লোকের মত সত্য অন্য২ লোকের মত ভ্রমময় তেমন সেই দেশেও।

যাহারদের নিকটে আমার যাতায়াত ছিল তাহারদের ভাষা ও রীতি ব্যবহার অনেক শিক্ষা করিয়াছিলাম আর যাহা২ দেখিয়াছি শুনিয়াছি তাহাতে আমার অতি সন্তোষ জন্মিয়াছিল যাবজ্জীবন তাহারদের সহিত বাস করিতে সম্পূর্ণ বাঞ্ছা ছিল। ইতিমধ্যে আমার প্রভু আপন কর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

ঐ অতি সুচারু দ্বীপের মধ্যে রাজার স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক আশ্চর্য্য নগর আছে সেই নগরের নাম নরাত্মা।* সেই নগর এমন সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও স্থান এমন প্রশস্ত ও প্রথমাবস্থায় প্রজারদের এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল তত্তুল্য নগর এই ভূমণ্ডলের মধ্যে আর দৃষ্ট হয় না।

সেই নগর দুই লোকেরা মধ্যে স্থাপিত। অতি উত্তম ও যথার্থ লিপিদ্বারা‡ অবগত হইলাম যে শাদাই§ নামক মহারাজা স্বীয় আনন্দের জন্যে ঐ নগর স্থাপন করিলেন (আদি ১।২৬)। ফলতঃ ঐ নগর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর শ্রেষ্ঠ হইল অর্থাৎ নির্ম্মিত যাবদ্বস্তু তাহার মধ্যে প্রধান। কেহ২ কহে নগর নির্ম্মাণ সময়ে দূতগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিয়া আনন্দেতে গান করিতে লাগিলেন (আয়োব ৩৮॥৭)। আর এই নগর সুদৃশ্য যেমন তেমন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দেশে কর্ত্তৃত্বকরণক্ষমও বটে। দেশে২ এই আজ্ঞা প্রচার করা গেল নরাত্মা নগর রাজধানী হইল সকলেই তাহার অধীন হও। সেই নগরের লোককে এমত সনন্দ ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে অন্যান্যেরা তোমারদের সেবা করিবে যাহারা না করিবে তাহারদিগকে পরাজয় কর। (আদি।১॥২৬,২৮)।

এই নগরের মধ্যস্থলে অতি সুদৃশ্য ও বৃহৎ অট্টালিকা (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা রাজভবনের ন্যায় দৃঢ় ঈশ্বরের বাগানের তুল্য রম্য ও এমন বৃহৎ তাহাতে সর্ব্ব জগতের সমাবেশ হয়

---

* মনুষ্যের আত্মা। † স্বর্গ ও নরক। ‡ ধর্ম্মপুস্তক।
§ পরমেশ্বর।

(ধর্ম্মোপদেশ ৩।১১)। এই অট্টালিকাতে শাদাই রাজা স্বয়ং বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন কেননা তাহাই তিনি আপনার মনোরম স্থান করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অন্য কেহ্ সেই নগরের লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব না করে। এই স্থান গড়বন্দি* করিয়া তাহার রক্ষার ভার কেবল নগরীয় লোককে দিলেন।

সেই নগরের প্রাচীরও (অর্থাৎ শরীর) অতি সুনির্ম্মিত অত্যন্ত শক্ত ও সুবদ্ধ। তাহাতে নগরের লোক আপনারাই ভাঙ্গিবার উপায় না করিলে তাহা লড়াইতে কিম্বা ভাঙ্গিতে শক্তি কাহারো হইতে পারে না। নগরীয় লোকেরদের সম্মতি ভিন্ন অতি প্রবল শত্রুও তাহার প্রাচীর কখন ভাঙ্গিতে কিম্বা আঘাত করিতেও পারিত না ইহাতে নরাত্মা নগরনির্ম্মাতার অসীম বুদ্ধি প্রকাশ।

প্রবেশ ও নির্গমনার্থ ঐ নগরের পঞ্চ দ্বার সেই দ্বারও প্রাচীরের তুল্য অভেদ্য অর্থাৎ নগরীয় লোকেরদের অনুমতি ভিন্ন তাহা ছলেতে বা বলেতে কখন মুক্ত করা যায় না। ঐ পঞ্চ দ্বারের নাম এই২ কর্ণ চক্ষু মুখ নাসিকা চেতনা।

নগরের মধ্যে অন্য২ উত্তম বস্তুও ছিল তাহা বিবেচনা করিলে নগরের গৌরব ও বলের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আহারাদি দ্রব্য সর্ব্বদা প্রচুর ঐ লোকেরদের মধ্যে যে ব্যবস্থা তাহা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি উত্তম ও মঙ্গলজনক। নগরের মধ্যে প্রাণিমাত্রও চোর কিম্বা দুষ্ট কি অবি-

---

* আত্মার সকল গুণ। যদি মনুষ্যের পাপ না হইত তবে শরীর অমর হইয়া থাকিত। পাপের বেতন মৃত্যু।

স্বামী ছিল না সকলই সরল ও পরস্পর প্রেমাসক্ত। আপনি জানিবেন এই মহৎ বিষয় বটে। তদ্ভিন্ন প্রজারা যাবৎ শাদাই রাজার ভক্ত ছিল তাবৎ তিনি প্রসন্ন চিত্তে তাহারদিগকে রক্ষাদি করিয়া তাহারদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন।

অনন্তর দ্যাবল নামক এক মহাবীর (অর্থাৎ শয়তান) এই নগর অধিকার করিবার জন্যে আক্রমণ করিল। এই বীর দুষ্ট লোকেরদের (অর্থাৎ পতিত দূতগণের) রাজা ছিল সে অতি দুরাত্মা। অতএব অগ্রে দ্যাবলের প্রথমাবস্থার বিষয় পরে তৎকর্তৃক নরাত্মা নগরের অধিকার করণ বিষয় লিখি।

এই দ্যাবল মহান্ ও বলবান রাজা হইয়াও অতি দরিদ্র ও নীচ। প্রথমে শাদাই রাজার সে এক জন দাস ছিল। তিনি তাহাকে সৃজন করিয়া অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট অতি উত্তম দেশের কর্তৃত্ব পদ তাহাকে দিলেন। সে প্রভাতি তারার তুল্য হইল এবং সেই পদোপলক্ষে তাহার অনেক গৌরব ও তেজ ছিল কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত না হইয়া তাহার মন যমতুল্য লোভী হইল।

পরে সে আপনার মহত্ত্ব ও সম্ভ্রম দেখিয়া আরো উচ্চ পদে লোভ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কেবল শাদাই রাজার নিজ অধীন পদ কি প্রকারে পাইতে পারে এই বিষয় ভাবিতে লাগিল। পরন্তু সেই শ্রেষ্ঠতম পদ শাদাই রাজা আপন পুত্রকে দিয়াছিলেন। দ্যাবল প্রথমে ভাবিতে লাগিল যে কি কর্ত্তব্য। পরে সঙ্গি কএক জনকে আপনার মনস্থ জানাইলে তাহারাও সম্মত হইল। শেষে এই স্থির করিল আমরা রাজপুত্রকে নষ্ট করি তাহাতে অধিকার

আমারদেরই হয়। এই প্রকার স্থির করিলে তাহারা এই কুকল্পনা সিদ্ধ করিবার স্থান সময়াদি নিরূপণ করিয়া সকলই একত্র হইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল। পরন্তু মহারাজ ও তাঁহার পুত্র সর্ব্বদর্শী সুতরাং আপন রাজ্যের সকল স্থান জানিলেন আর মহারাজ পুত্রকে আত্মতুল্য প্রেম করিয়া দ্যাবলের ও তাহার সঙ্গিরদের উক্ত ক্রিয়াতে মহাক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব তাহারদের প্রথম উদ্যোগেতেই তাহারদিগকে ধরিয়া রাজবিদ্রোহির দোষেতে দোষী স্থির করিয়া সর্ব্ব প্রকার বিশ্বাস্য ও সম্ভ্রান্ত ও লভ্যজনক পদচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি তাহারদিগকে রাজবাটী-হইতে বহিস্কৃত করিয়া জিঞ্জিরে বদ্ধ লোকের তুল্য ঘোরতর গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন আর উত্তর কালে তাঁহার স্থানে তাহারা কোন প্রকার অনুগ্রহ পাইবে না। তিনি যে বিচার দিন নির্ণয় করিয়াছেন সেই বিচারেতে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া অকথনীয় যন্ত্রণার পাত্র হইবেক। সে বিচার এখনও হয় নাই পরে হইবেক (য়িহুদা। ৬ পদ)।

এতদ্রূপে বিশ্বাস্য ও লভ্যজনক ও সম্ভ্রান্ত সর্ব্বপদ-চ্যুত ও রাজবাটীহইতে বহিস্কৃত ও ঘোরতর গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া রাজার অনুগ্রহপাত্র আর কখন হইতে পারিব না ইহা জানিয়া আপনারদের পুর্ব্ব-কালীন অহঙ্কারেরও অতিরিক্ত শাদাই ও তাঁহার পুত্রের প্রতি যথাসাধ্য ঈর্ষা ও রাগ করিল। পরে মহারাজের কোন দ্রব্য লুঠের দ্বারা প্রতিহিংসা করণার্থ তাঁহার সম্পত্তির অন্বেষণে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল (১ পিত।৫।৮)। শেষে জগৎ নামক এই অতিপ্রশস্ত দেশে পঁহুছিয়া সোজাপথে

নরাত্মা নগরে আইল। সেই নগর শাদাই রাজার প্রধান ও অতিপ্রিয় স্থান জানিয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। নরাত্মা নগর শাদাই রাজার অধিকার ইহা জানিয়াছিল কেননা ঐ নগর নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করণ সময়ে তাহারা উপস্থিত ছিল। অতএব সেই স্থানে পঁহুছিলে আনন্দপূর্ব্বক অতি ভয়ানকরূপে চীৎকার করিল ও খাদ্যজন্তুকে দেখিয়া সিংহ যে প্রকার গর্জন করে সেই প্রকার গর্জন করিয়া কহিল এইক্ষণে লূঠ পাইয়াছি শাদাই রাজা আমারদের প্রতি যাহা করিয়াছেন তাহার প্রতিফল দিবার উপায় পাইলাম। পরে তাহারা উপবিষ্ট হইয়া যুদ্ধের মন্ত্রণা করত অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর অধিকারার্থ উপায় স্থির করিতে লাগিল। তৎকালে এই চারি বিষয় বিচার্য্য হইল।

প্রথম। নরাত্মা নগর অধিকার করিতে আমারদের সকলের প্রকাশরূপে গমন করা উচিত কি না।

দ্বিতীয়। আমারদের অতি কুদৃশ্য ও ছিন্ন বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া নগরের নিকটে যাওয়া উচিত কি না।

তৃতীয়। আমারদের যাত্রার অভিপ্রায় নরাত্মা নগরের লোককে জানান কর্ত্তব্য কিম্বা প্রবঞ্চনা বাক্য ও ব্যাপারেতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য।

চতুর্থ। ঐ নগরের কোন২ প্রধান লোককে চুপে২ নষ্ট করিবার জন্যে আমারদের সঙ্গি কোন লোককে নিযুক্ত করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের উপায় হয় কি না।

প্রথম প্রস্তাবের এই উত্তর করা গেল। নগরের প্রাচীরের নিকটে আমারদের সকলের উপস্থিত হওয়া

উচিত নয় কেননা অনেককে দেখিলে তাহারা ভীত হইবে। কএক কিম্বা এক জন গেলে তাহারদের ভয় জন্মিবে না। আরো এই স্থির করিবার জন্যে দ্যাবল কহিল নরাত্মা নগরীয় লোক যদি ভীত হয় কিম্বা আমরা শত্রু ইহার গন্ধও পায় তবে নগর অধিকার করা অসাধ্য হইবে কেননা তথাকার লোকের অনুমতি বিনা কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব অতি অল্প বরং এক জন মাত্র নরাত্মাতে আক্রমণ করুক বোধ করি আমিই করিলে ভাল হয়। ইহাতে সকলই সম্মত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবেতে অর্থাৎ আমারদের এখন যে অতি কুদৃশ্য ও ছিন্ন বস্ত্র আছে তাহা পরিধান করিয়া নগরের নিকটে যাওয়া উচিত কি না এই কথাতে এই উত্তর হইল। আলেক্‌টো নামক অতি নিষ্ঠুর এক অসুর কহিল নরাত্মার লোক যদিও অনেক অদৃশ্য *ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছে* তথাপি আমারদের তুল্য কদর্য্য ও কুদৃশ্য কাহাকেও কখন দেখে নাই। পরে আপল্লানও কহিল এই সৎপরামর্শ বটে কেননা আমারদের এইক্ষণকার বস্ত্র পরিয়া সম্মুখে গেলে তাহারা নানা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া ভয়েতে সাবধান হইয়া থাকিবে তাহা হইলে আমারদের নগর অধিকার করণের ভরসা বৃথা হইবেক অতএব আলেক্‌টো যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য বটে। তৎপরে বালজিবুব নামক মহাসুর কহিল এই সৎপরামর্শ বটে যেহেতু আমারদের পূর্ব্বাবস্থার তুল্যাবস্থ লোককে দেখিয়াছে কিন্তু আমারদের ইদানীন্তন দশাগ্রস্ত কাহাকেও কখনো দেখে নাই অতএব তাহারা যে প্রকার বেশ নিত্য

দেখিয়া থাকে সেই বেশ ধারণ করিলে ভাল হয়। ইহা স্থির করিলে পর এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিল দ্যাবল যখন নরাত্মা অধিকার করিতে যাইবে তখন তাহার কি বেশ ধারণ কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে নানা লোকের নানা মত ছিল। শেষে লুসিফর নামক তাহারদের এক জন কহিল নরাত্মার লোকেরা যাহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এমত কোন এক জীবের বেশ ধারণ করিলে উত্তম হয় কেননা তাহারদিগকে তাহারা নিত্য দেখিয়া থাকে সেই সকল জীব অধীনও বটে অতএব ইহারা নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে এমন কখনো বোধ করিবে না। আরো নরাত্মার লোকেরা যে জন্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বোধ করে সে জন্তুর বেশ ধারণ করিলে ভাল হয়। এই কথা শুনিয়া সকলে বলিল উত্তম বটে। অতএব দ্যাবলের সর্পের বেশ ধারণ কর্ত্তব্য এই স্থির হইল (আদি ৩।১।) কেননা এইক্ষণে বালকেরা যেমন পক্ষিকে পোষ মানাইয়া হাতে করে তদ্রূপ তৎকালে ঐ নগরের লোকেরা সর্পকে করিত। আরো পরমেশ্বর সকল বস্তুকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করিলেন সেই অবস্থায় দেখিলে তাহারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

পরে তৃতীয় প্রস্তাবের বিষয় বিচার হইল অর্থাৎ যে অভিপ্রায়ে নরাত্মা নগরে যাইতে হইবে তাহা প্রকাশ করা উচিত কি না। ইহাতে এই উত্তর হইল প্রকাশ করা উচিত নয় যেহেতুক নরাত্মার লোক অতি বলবান নগরও অতি দৃঢ় নির্ম্মিত প্রাচীর ও দ্বার ও দুর্গ অজেয় অতএব নগরীয় লোকের সম্মতি না হইলে তাহা জয় করা যায় না। লেজিওন আরো কহিল তাহারা আমারদের অভিপ্রায় জা-

নিতে পাইলে রাজার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহা করিলে আমারদের যে গতি হইবে তাহা কে না জানে। অতএব আমরা সরলতার ছলনা করিয়া সর্ব্ব প্রকার মিথ্যা কথা ও মিথ্যা প্রশংসা ও প্রবঞ্চনা বাক্যেতে আপনারদের অভিপ্রায় গুপ্ত রাখি আর যাহা কখন হইবে না ও যে সুখ তাহারা কখন পাইবে না সেই বিষয় আমারদের দ্বারা হইবে এমত প্রতিজ্ঞা করি ইহাতে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নগরের দ্বার খুলিয়া দিবে তদতিরিক্ত নগরে প্রবেশ করিতে ও আমারদিগকে আহ্বান করিবে তাহাতে অনায়াসে নগর অধিকার করিব। আর বোধ করি এই উপায়েতেই আমারদের কার্য্য সফল হইবে কেননা নরাত্মার লোকেরা সকলই সরল ও নিষ্কলঙ্ক এবং যাথার্থিক ও সাত্যিক। প্রতারণা কি প্রবঞ্চনা কি মিথ্যা কল্পনা দ্বারা আক্রান্ত কখন হয় নাই। মিথ্যা কথা তাহারা কখন শুনে নাই অতএব আমরা মিথ্যা কহিতেছি এমত কখন বোধ করিবে না আমরা সত্য ও সরল কথা কহি ইহাই বোধ করিবে। বিশেষতঃ যদি আমরা তাহারদের প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করি ও সকল বিষয়ে তাহারদের মঙ্গল ও সম্ভ্রম চেষ্টা করিবার ছলনা করি তবে তাহারা আমারদের সকল কথায় বিশ্বাস করিবে। এই পরামর্শেতে কেহ আপত্তি না করিয়া সকলই তাহাতে সম্মত হইল।

পরে তাহারা চতুর্থ বিষয়ের বিবেচনা করিল অর্থাৎ ঐ নগরের কোন প্রধান২ লোককে চুপে২ নষ্ট করিবার জন্যে আমারদের সঙ্গি কোন লোককে নিযুক্ত করিলে আমারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনের উপায় হয় কি না। তাহাতে সকলই উত্তর করিল হাঁ

অবশ্য হয়। এবং তাহারা এই স্থির করিল প্রতিবন্ধক নামক এক জন সৈন্যাধ্যক্ষকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে হয়। এই প্রতিবন্ধক নরাত্মা নগরে মহৎ লোক ছিলেন আর দ্যাবল ও তাহার সৈন্যেরা ইহাঁকে যত ভয় করিত তত নগরের অন্য কাহাকেও করিত না। পরন্তু তাঁহাকে কে নষ্ট করিবে এই বিষয় বিচার করিয়া তাহারা টিসিফন (অর্থাৎ হন্তা) নামক নরকের এক জন অনুচরকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিল।

এই প্রকারে যুদ্ধমন্ত্রণা সাঙ্গ করিয়া তাহারা উঠিয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল। সকলই নরাত্মা নগরে যাত্রা করিল কিন্তু এক জন ভিন্ন অন্যান্যেরা অদৃশ্য ছিল। আর যে জন দৃশ্য হইল সেও সর্পের আকার ধারণ করিয়া গেল।

তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কর্ণ দ্বারে বসিল। কেননা যেমন চক্ষুদ্বার দিয়া নানা বিষয়ের দর্শন হয় তদ্রূপ কর্ণ দ্বার দিয়া বহিস্থ লোকের বাক্য শ্রবণ হয়। দ্যাবল মহাবীর আপন সমস্ত সৈন্যকে কর্ণদ্বারে বসাইয়া প্রতিবন্ধককে নষ্ট করণার্থে টিসিফনকে ওতে রাখাইয়া আপনি দ্বারের নিকটে গিয়া নরাত্মার লোকেরদিগকে স্বীয় কথায় অবধান করিতে আহ্বান করিল। আপনার সঙ্গে কুতর্ক নামক এক ব্যক্তিকে আনিল কঠিন কোন বিষয় হইলে সে ব্যক্তি বক্তা হইত। দ্যাবল উক্ত প্রকারে তৎকালীন ব্যবহার মতে তূরীর ঘোষণা দ্বারা লোককে ডাকাইলে কে আসিয়াছে কি হইতেছে ইহা দেখিবার জন্যে নগরের প্রধান২ লোক দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহারদের নাম এই২ শুদ্ধতা শ্রীইচ্ছা বুদ্ধিনামক নগরাধ্যক্ষ ও বিবেকনামা অধ্যাপক ও প্রতিবন্ধক

সৈন্যাধ্যক্ষ। শ্রীইচ্ছা মহাশয় তাহাকে দ্বারে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলেন তুমি কে কেন আসিয়াছ আর এমন অসাধারণ শব্দ করিয়া আমারদিগকে কেন আহ্বান করিতেছ।

তখন দ্যাবল মেষশাবকের তুল্য নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির মত কহিতে লাগিল হে অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নিবাসি মহাশয়েরা দেখিতেছেন আমি আপনারদের সন্নিকটনিবাসি পশু ও রাজ নিয়মমতে আপনারদের আজ্ঞাবশ হইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত আপনারদের সেবা করিতে বদ্ধ আছি অতএব আপনার উচিত কর্ত্তব্য করিয়া আপনারদের উপযুক্ত মত সেবা করণার্থ কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আপনারাও সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক আমার বাক্যে অবধান করুন। প্রথমে আপনারদিগকে জানাই এইক্ষণে যাহা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম তাহাতে আমি আপনার লভ্য চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে মহাশয়েরদেরই লভ্য চেষ্টা করিব আমার কথায় মনোযোগ হইলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন। হে মহাশয়গণ আপনারা এইক্ষণে দাসত্বরূপ বন্ধনে বদ্ধ আছেন কিন্তু এখনপর্য্যন্ত অবগত হন নাই অতএব যে উপায়ে সেই বন্ধনহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন তাহা জানাইতে আইলাম। এই সকল কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা অতিশয় মনোযোগ করিয়া মনেং ভাবিতে লাগিল এ কি বন্ধনের কি কথা হইতেছে। দ্যাবল আরো কহিল আপনারদের রাজা ও তাঁহার ব্যবস্থার বিষয়ে ও আপনারদের বিষয়ে কিছু কহিতে চাই। রাজার বিষয় আমি জানি তিনি অতিমহান্ ও শক্তিমান বটেন তথাপি তিনি তোমারদিগকে যাহা কহিয়া-

ছেন তাহা সকল সত্য নয় লভ্যহেতুকও নয়। তাহা সত্য নয় কেননা যে বিষয় লইয়া আপনারদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা কখন ঘটিবে না তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও নয়। কিন্তু তাহাতে কোন আপদ যদিও ঘটে তথাপি একটি ক্ষুদ্র ফল খাইলে মহা দায় হইবেক ইহার আশঙ্কায় নিত্য বদ্ধ থাকা এই কি দাসত্বের বন্ধন নয়। আরো তাঁহার ব্যবস্থার বিষয়ে বলি তাহা যুক্তিসিদ্ধ নয় ও বুঝিতে কঠিন ও অসহ্য। তাহা যুক্তি সিদ্ধ নয় কেননা দোষ যেমন দণ্ড তেমন নয়। মনুষ্যের প্রাণ ও ক্ষুদ্র ফল এই দুয়ের মধ্যে কি কোন ঐক্যতা হয় তথাপি শাদাই রাজার ব্যবস্থামতে এই ফল খাইলে প্রাণ নাশ হয়। তাহা বুঝিতেও কঠিন বটে কেননা একবার কহেন সমস্ত বৃক্ষের ফল ভোজন কর আরবার বলেন কেবল একটি বৃক্ষের নহে। আর তাহা অসহ্যও বটে কেননা যদি তিনি একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন তবু জান যে সেই ফল খাইলে এইক্ষণে তোমারদের যে মঙ্গলের ভোগ হয় নাই এমত উত্তম মঙ্গল হইবে। তাহা ঐ বৃক্ষেরই নামদ্বারা প্রকাশ হয় বৃক্ষের নাম ভাল ও মন্দ জ্ঞানরূপ বৃক্ষ সেই জ্ঞান কি তোমারদের আছে। না না। আর তোমরা যাবৎ আপনারদের রাজার আজ্ঞা পালন কর তাবৎ ঐ বৃক্ষের ফল কিবা উত্তম ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় তাহা তোমরা জান না। তোমরা কেন অজ্ঞানতা ও অন্ধতাতে বদ্ধ থাকিবা। তোমারদের জ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ পুষ্প কেন প্রস্ফুটিত না হয়। অতএব এখন হে নরাত্মা নগরীয় লোক তোমরা মুক্তিভোগী নও। তোমরা মহাদায়-

গ্রস্ত হওনের আশঙ্কারূপ বন্ধনে ও দাসত্বাবস্থায় বদ্ধ আছ অথচ এই দশায় তোমারদিগকে কি কারণে রাখেন তাহা প্রকাশ করেন না তোমারদের রাজা কহেন আমার ইচ্ছা এমতই হইবেক। আর যে কার্য্যেতে নিষেধ হইয়াছে তাহা করিলে তোমারদের বুদ্ধি ও সম্ভ্রম জন্মিবে কেননা তোমারদের চক্ষু প্রকাশ হইলে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হইবা। অতএব সে নিষেধ বাক্যেতে বদ্ধ থাকা কি অতিশয় দুঃখের বিষয় নয়। আর এইক্ষণে তোমরা যে প্রকার বন্ধনে বদ্ধ আছ ইহার অপেক্ষা আর কি গুরুতর দায়। তোমরা দাসতুল্য হইয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিতেছ তাহার প্রমাণ দিলাম কেননা অন্ধেরদের তুল্য হওনঅপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ কি। চক্ষুহীন হওনঅপেক্ষা চক্ষুবিশিষ্ট হওয়া ভাল আর অন্ধকার ও দুর্গন্ধ গহ্বরে বদ্ধ হওনাপেক্ষা মুক্ত হওয়া ভাল ইহা কি সামান্য জ্ঞানেতে জানা যায় না।

দ্যাবল এই কথা কহিতেছে এমত সময়ে দ্বারের ছাতে দণ্ডায়মান প্রতিবন্ধককে টিসিফন গোলা নিক্ষেপ দ্বারা মস্তকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিল। আর নগরীয় লোকেরদের সাক্ষাৎ তিনি প্রাচীরের বাহিরে পড়িয়া মরিলেন তাহা দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করিল। কিন্তু দ্যাবলের আশ্বাস বৃদ্ধি হইল। নগরের মধ্যে সেই প্রতিবন্ধক ভিন্ন যোদ্ধা ছিল না অতএব তাঁহার মরণোত্তর নরাত্মার লোকেরদের সাহস রহিল না এবং প্রতিবন্ধকতা করিবার শক্তিও থাকিল না। শয়তান ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। পরে তাহার প্রতিনিধি বক্তা কুতর্ক নামক

ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নরাত্মার লোকেরদিগকে কহিতে লাগিল। তাহার বাক্যের সার এই।

হে মহাশয়েরা আপনারা অতি মনোযোগপূর্ব্বক আমার প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছেন ইহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট আছেন। ভরসা করি আপনারা তাঁহার সৎপরামর্শ অবহেলা করিবেন না। আমার প্রভু আপনারদিগকে অতিশয় স্নেহ করেন তিনি যে কথা কহিয়াছেন সে কথাপ্রযুক্ত শাদাই রাজার ক্রোধপাত্র হইবেন ইহা জানিয়াও আপনারদের প্রতি তাঁহার স্নেহ সরল হওয়াপ্রযুক্ত তিনি সেই ক্রোধের অতিরিক্তও অনেক ভোগ করিতে স্বীকৃত আছেন। আর তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহার সত্তাতার প্রমাণার্থ অতিরিক্ত কথা কহনের প্রয়োজন নাই। সকল কথা প্রমাণসিদ্ধ। বৃক্ষের নামেতেই এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ হয়। পরে দ্যাবলকে নমস্কার করিয়া কহিল প্রভুর অনুমতি পাইলে আমি কেবল এই মাত্র পরামর্শ জানাইতে পারি। তাঁহার কথায় মনোযোগ করুন বৃক্ষের প্রতি ও সে সুদৃশ্য ফলেতে দৃষ্টিক্ষেপ করুন আর বিচার করুন আপনারদের অতি অল্প জ্ঞান আছে এই উপায়েতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এই সকল বাক্যদ্বারা যদি আপনারদের বুদ্ধি প্রস্ফুটিত না হয় আর আপনারা যদি এই উপায় গ্রহণ না করেন তবে আপনারদের বিষয়ে আমি যাহা বোধ করিয়াছিলাম তদ্রূপ আপনারা নহেন।

নরাত্মার লোকেরা ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া কুতর্কের পরামর্শ মত করিল অর্থাৎ তাহারা ফল পাড়িয়া খা-

ইল। পরন্তু আমার অন্য এক বিষয় বক্তব্য। কুতর্ক যে সময়ে কথা কহিতেছিল সেই সময়ে শুদ্ধতা মহাশয় মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া মরিলেন। কিসে মরেন তাহা স্পষ্ট জানি না। হইতে পারে দ্যাবলের ছাউনির কোন লোক তাঁহার প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল কিম্বা মৃগি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে অথবা অতিদুষ্ট কুতর্কের মুখের দুর্গন্ধেতে পীড়িত হইয়া মরিলেন। নরাত্মা নগরের প্রধান দুই জনের মৃত্যু হইল। তাঁহারদিগকে প্রধান বলি কেননা নরাত্মার সৌন্দর্য্য ও গৌরব স্বরূপ তাঁহারাই ছিলেন। অতএব তাঁহারদের মরণের পরে নরাত্মার মধ্যে সাহসিক কেহ ছিল না সকলেই নতমস্তক হইয়া দ্যাবলের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহার দাস ও সেবক হইল। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন।

এই দুই জন ভদ্র লোকের মৃত্যু হইলে নগরীয় অন্য লোক সকল দ্যাবলের কথার সত্যতার প্রমাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। তাহারা প্রথমে কুতর্কের পরামর্শমতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে ও বিবেচনা করিতে লাগিল পরে ইচ্ছুক হইয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিল তাহাতেই তৎক্ষণাৎ মত্ত হইয়া আপনারদের উত্তম রাজা ও তাঁহার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইল ও সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে দণ্ড হইবেক এই বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কর্ণ দ্বার ও চক্ষু দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া দ্যাবল ও তাহার সমস্ত সৈন্যকে নগরে আসিতে দিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্যাবল নরাত্মা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার জন্যে নগরের মধ্যস্থলপর্য্যন্ত গমন করিল। লোকেরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতেও লাগিয়াছে ইহা দেখিয়া এই প্রবঞ্চনার বাক্য তাহারদিগকে কহিল হায়২ আমার দুর্ভাগা নরাত্মা তোমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি করণার্থ ও তোমাকে মুক্তি দানার্থ আমি এইপর্য্যন্ত তোমার সেবা করিয়াছি কিন্তু হায়২ দুর্ভাগা নরাত্মা তোমার এক জন রক্ষকও নাই। এই সকল ঘটনার সম্বাদ পাইলেই শাদাই রাজা অবশ্য আসিবেন আর তোমরা তাঁহার বন্ধন ছেদন করিয়াছ ও তাঁহার রজ্জু ফেলিয়া দিয়াছ ইহা শুনিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া আসিবেন। তখন তোমরা কি করিবা। তাঁহাকে আপনারদের প্রতি আক্রমণ করিতে দিয়া পুনরায় আপনারদের মুক্তি হরণ করিতে দিবা। তোমারদের কি অভিপ্রায়। তাহাতে সকলই একমনেতে এই কণ্টক বৃক্ষকে বলিল তুমিই আমারদের রাজা হও। তাহাতে সে সম্মত হইয়া নরাত্মার রাজা হইল। রাজা হইলেই গড় অধিকার করিতে হয় তাহা হইলে নগর সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয়। অতএব সে গড়ে প্রবেশ করিল। সেই গড় শাদাই রাজা আপনার আমোদার্থ রমণীয় স্থান করিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা দ্যাবল মহাবীরের গহ্বর হইল।

এই অতি সুন্দর অট্টালিকা অধিকার করিলে পর পাছে শাদাই রাজা আপনি তাহার প্রতি আক্রমণ করেন কিম্বা অন্য কেহ তাহা অধিকার করিয়া তাঁহার হস্তার্পণ করে এই ভয়েতে দ্যাবল ঐ স্থানে অনেক সৈন্যাদি রাখিয়া তাহার মধ্যে অনেক অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রী সঞ্চয় করিল।

অনন্তর নির্বিঘ্নে থাকিবার জন্যে এখনও প্রচুর উপায় হয় নাই বিবেচনা করিয়া দ্যাবল অনেক প্রকার নূতন নিয়ম করিতে লাগিল ও নগরের প্রধান লোকেরদের মধ্যে কএক জনকে পদচ্যুত করিয়া অন্যদিগকে উচ্চতর পদ দিল। বিশেষতঃ নগরের বুদ্ধি নামক অধ্যক্ষ ও বিবেকনামক অধ্যাপককে পদচ্যুত করিল।

নগরের অধ্যক্ষ বুদ্ধিমান বটে ও নরাত্মার মধ্যে দ্যাবলের প্রবেশ করণ বিষয় অন্যেরদের ন্যায় সম্মত ও বটে তথাপি পারদর্শী ছিল (২ করি। ১০॥ ৪,৫,) এইপ্রযুক্ত দ্যাবল বোধ করিল ইহার পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য ও গৌরব থাকিলে ভাল হবে না। অতএব তাহাকে পদভ্রষ্ট করিল অন্ধও করিল অর্থাৎ তাহার অট্টালিকার যে২ দ্বার দিয়া সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে সেই সকল দ্বারের সম্মুখে এক২ বৃহৎ ও শক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিল তাহাতে বাটী অতিশয় অন্ধকার হইল। এই প্রকারে দীপ্তি দেখিতে না পাইয়া জন্মান্ধ লোকের মত হইল (এফেস। ৪॥ ১৮,১৯।) তাহার ঘরও কারাগারতুল্য। বেড়াইতে চাহিলেও উঠনের বাহিরে যাইতে পারিত না। অতএব নরাত্মার কোন মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিলেও কি করিতে পারে। আর নরাত্মা যাবৎ দ্যাবলের অধীন ছিল ও যাবৎ

যুদ্ধের দ্বারা ঐ নগর দ্যাবলের পরাক্রমহইতে উদ্ধার না পাইল তাবৎ নগরের উপকারক না হইয়া বরং অনুপযোগী ছিল।

দ্যাবলের নগরাধিকার করণের পূর্ব্বে বিবেক নামক অধ্যাপক মহারাজার সকল ব্যবস্থাতে অতিশয় পারগ ছিল সাহসিকও বটে সর্ব্বদা সত্য কথা নির্ভয়ে কহিত। যেমন সদ্বিচারক তেমন মুক্ত কণ্ঠে কথা কহিতেও সাহসিক। দ্যাবল তাহাকে অতিশয় দ্বেষ করিত কেননা নগরে তাহার প্রবিষ্টহওন বিষয়ে অধ্যাপক যদিও সম্মত ছিল তথাপি দ্যাবলের কোন কৌশলে সম্পূর্ণরূপে অধীন হইল না। শাদাই রাজার ব্যবস্থামতে পূর্ব্ববৎ আচরণ করিত না দ্যাবলের অনেক সেবাতে ও ব্যবস্থাতে অতি সন্তুষ্ট ও ছিল তথাপি সর্ব্বপ্রকারে অধীন না হওয়াপ্রযুক্ত দ্যাবল তাহাকে কিছু স্নেহ করিত না। আরো অধ্যাপক কোন২ সময়ে শাদাই রাজাকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার ব্যবস্থাতে ত্রাসযুক্ত হইয়া সিংহের গর্জনের ন্যায় অতি উচ্চস্বরে দ্যাবলের বৈপরীত্যে কথা কহিত। আর কোন২ সময়ে বিশেষ অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া এমন ভয়ানক শব্দেতে কথা কহিত যে নগরের লোক সকল কাঁপিয়া উঠিত। সুতরাং কোনমতেই নরাত্মার বর্ত্তমান রাজার প্রিয় ছিল না।

আর উক্ত প্রকারে নগরের লোককে যখন কাঁপাইত তখন তাহার রব মেঘগর্জনের তুল্য ভয়ানক তাহাতে দ্যাবল তাহাকে যত ভয় করিত তত নগরের অন্য কাহাকেও নহে। অতএব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে না পারিয়া শেষে তাহাকে দুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল ও নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মদ্বারা

তাহার মন বিকৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার নিষ্ফল কার্য্যদ্বারা অচেতনপ্রায় করিতে উদ্যোগ করিল। এই উপায় সফলও হইল। দ্যাবল তাহাকে ক্রমে২ মহাপাপ ও দুষ্কর্ম্মেতে রত করাইল। শেষে অধ্যাপক অতিশয় কলঙ্কযুক্ত হইয়া পাপ করিলেও তাহাতে তাহার খেদ কিম্বা কোন চেতনা প্রায় হইত না। ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতে না পারিয়া দ্যাবল অন্য এক উপায় করিতে লাগিল নগরের সকল লোককে কহিল অধ্যাপক হতবুদ্ধি হইয়াছে। তাহার কথা কিছু নয়। দেখ তাহার কখন২ অস্বাস্থ্যও হয়। হতবুদ্ধি না হইলে এই সকল কথা কি সর্ব্বদাই কহিত না দেখ উন্মত্ত লোকেরা কোন২ সময়ে নানা প্রকার বিশৃঙ্খল কথা কহিয়া থাকে তেমনি এই বৃদ্ধও কহে। ইত্যাদি কথা কহিয়া নগরের সমস্ত লোক যাহাতে অধ্যাপকের তাবৎ কথা তুচ্ছ ও অবহেলা করে দ্যাবল এমত নানা উপায় করিল। আরো অধ্যাপক অসুস্থ হইয়া যে সকল কথা কহিত স্বাস্থ্য সময়ে তদ্বিপরীত কথা কহিতে দ্যাবল তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইত সুতরাং লোকেরা উপহাস করিয়া তাহার বাক্য তুচ্ছ করিত। আর শাদাই রাজার পক্ষে কদাচিৎ কিছু কহিলেও তাহা অনুরাগমতে নয়। আর লোকেরদের কুব্যবহার দেখিয়া কোন২ সময়ে অতি ধমকাইত কোন২ সময়ে কিছুই কহিত না এবং নরাত্মা নগর যে সময়ে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইয়া দ্যাবলের বাক্যেতে মুগ্ধ হইত এমত সময়ে অধ্যাপক কখন২ নিদ্রালু কি মৃতবৎ থাকিত।

অতএব পূর্ব্বকালীন অধ্যাপকের গর্জনতুল্য শব্দ কখন২ শুনিয়া নগরের লোকেরা ভীত হইয়া

দ্যাবলকে সম্বাদ দিলে সে কহিত বৃদ্ধ যাহা কহিয়া থাকে তাহা আমাকে ভাল বাসিয়া কিম্বা তোমারদিগকে দয়া করিয়া কহে এমত নহে কিন্তু অনর্থক কথা কহন স্বভাব মাত্র। এই প্রকারে সকলকে শান্ত করিত। বারম্বার এই কথাও কহিত হে নরাত্মার লোকসকল শুন বৃদ্ধ অধ্যাপক যদিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চ শব্দেতে অনেক বকে তথাপি শাদাই রাজার বিষয়ে কিছু কহে না। পরন্তু নরাত্মার লোকেরদের পাপ দেখিয়া অধ্যাপকের যে রব প্রকাশিত হইত সেই রব ঈশ্বরের বাণীতুল্য। মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক দ্যাবল কি ইহা জানিত না। অবশ্য জানিত। তথাপি কহিত দেখ নরাত্মা নগরের লোকেরা রাজবিদ্রোহি হইয়া নগর আমার হস্তগত করিয়াছে শাদাই রাজা এই বিষয়ে কিছু চিন্তা করেন না। পূর্ব্বে তোমরা তাঁহার অধিকার ছিলা বটে এইক্ষণে তিনি জানেন যে তোমরা ন্যায়মতে আমার হইয়াছ অতএব তিনি তোমারদিগকে আমার হাতে ছাড়িয়া বিদায় হইয়াছেন।

আরো কহিল হে নরাত্মা জগতের মধ্যে যে অতি উত্তম বস্তু আমার আছে ও যে অতি উত্তম দ্রব্য আমি পাইতে পারিলাম তাহার দ্বারা আপন সাধ্য পর্য্যন্ত তোমারদের সেবা করিয়াছি ইহা বিবেচনা কর। আর পূর্ব্বে তোমারদের যে আনন্দ ও সুখ ছিল তদপেক্ষা আমার ব্যবস্থা ও নিয়মের অধীন থাকিয়া আমার সেবা করাতে বোধ করি তোমারদের অধিক সান্ত্বনা ও সন্তোষ জন্মে। আমি যখন আইলাম তখন তোমরা কারাবদ্ধ লোকের তুল্য ছিলা এইক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছ। আমি তোমারদিগকে কোন বিষয়ে নিষেধ করি না। আমি তোমারদিগকে

ভয়জনক কোন আজ্ঞা বা ব্যবস্থা দেই না। ঐ পাগল লোক ভিন্ন অন্য কাহারো বিষয়ে বিচার করি না। যেমন স্বাধীন আমি তেমন প্রায় তোমরাও অনধীন হইয়া প্রত্যেক জন রাজতুল্য ভোগ কর।

পূর্ব্বকালীন অধ্যাপক লোকেরদিগকে দুঃখ দিলে দ্যাবল উক্ত প্রকার বাক্য দ্বারা তাহারদিগকে সুস্থির করিত পরন্তু তদ্দ্বারাই ইতর লোকেরদের উত্তেজনা জন্মিত তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা ঐ অধ্যাপককে নষ্ট করিতে প্রায় উদ্যত হইত। ইনি আমারদেরহইতে হাজার ক্রোশ অন্তরে বাস করিলে ভাল হয় বারম্বার তাহারদের এমন কথাও আপনি শুনিয়াছি। কেননা অধ্যাপক যদিও এখন বিপথগামী তথাপি তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে কিম্বা কথা কহিলে বা তাহাকে দেখিলেও তাহারদের ভয় হইত বিশেষতঃ পূর্ব্বে অধ্যাপক যে প্রকারে তাহারদিগকে তিরস্কার করিত ও দোষ দিত ইহার স্মরণ হইলেই তাহারদের অত্যন্ত ভয় ও দুঃখ হইত।

কিন্তু তাহারদের উক্ত সকল বাঞ্ছা বৃথা। শাদাই রাজার পরাক্রম ও বুদ্ধিক্রমে হউক কি যে কোনক্রমে হউক নগরেই অধ্যাপক বাঁচিয়া থাকিল। তাহার অট্টালিকাও গড়তুল্য দুর্গম ও নগরের এক দুর্গের নিকট ছিল। ইতর লোকেরা তাহার প্রতি আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে সে জল প্রণালি* মুক্ত করণেতে মহাবন্যা করিয়া তাহারদিগকে প্রায় ডুবাইয়া মারিত।

এইক্ষণে শ্রীইচ্ছার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। সেও নরা-

---

* পাপের দণ্ড বিষয়ক ভয় জন্মাইল।

আনগরের ভদ্র ও সদ্বংশীয় লোক ছিল এবং নগরের অনেক লোক অপেক্ষা বিনা বাধাতে স্বেচ্ছামত আচরণ করিত আর বোধ করি তাহাকে কোন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল তদ্ভিন্ন অতিশয় বলবান ও স্থির প্রতিজ্ঞ ও সাহসিক কোন কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা করিলে কেহই তাহার বাধা করিতে পারিত না। ফলতঃ সে অত্যন্ত অভিমানী ছিল। তাহার অভিমান কিসে জন্মিল তাহা বুঝা যায় না আপনার সদ্বংশতা কিম্বা ক্ষমতা বা পরাক্রম প্রযুক্তই বা হউক অহঙ্কারের বলেতে দাসত্বাবস্থায়* থাকিতে স্বীকার না করিয়া নগরের কোন অধ্যক্ষের পদাকাঙ্খী হইয়া আপনার সাধ্যমতে দ্যাবলের অধীন কোন শ্রেষ্ঠ পদ পাইতে মনস্থ করিল। আর এই বিষয়ের উদ্যোগও অতি শীঘ্র করিল। দ্যাবল যখন কর্ণ দ্বারে বক্তৃতা করিয়াছিল তখন তাহার বাক্য ও পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া দ্বার মুক্ত করণপূর্ব্বক তাহাকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওনাবিষয়ে এই ব্যক্তিই প্রায় প্রথমে ইচ্ছুক ছিল। অতএব দ্যাবলও তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে স্থির করিল। আর তাহার অতিশয় সাহস ও বীরতা দেখিয়া আপনার অধীন গুরুতর কর্ম্ম দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে প্রধান এক জন করিতে মনস্থ করিল।

অতএব শ্রীইচ্ছাকে আহ্বান করাইয়া আপন মনস্থ জ্ঞাত করিল। কিন্তু অনেক মিষ্ট বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। প্রথমে শ্রীইচ্ছা যেমন তাহার প্রবেশ করণ বিষয়ে সম্মত তেমন তাহার সেবা করিতেও প্রস্তুত ছিল। অতএব দ্যাবল এই ভাব দেখি-

---

* ধার্ম্মিক লোকের ইচ্ছা বুদ্ধির অধীন থাকে।

য়া তাহাকে একেবারে নরাত্মার গড়ের অধ্যক্ষ ও প্রাচীরের কর্ত্তা ও দ্বারের রক্ষক করিল ও তাহার সনন্দেতে এই নিয়ম ছিল শ্রীইচ্ছার অনুমতি বিনা নরাত্মার মধ্যে কেহ কিছুই না করিতে পারে। সুতরাং দ্যাবলের অধীন হইয়া সকল বিষয়ের কর্ত্তা স্বরূপ হইল। তাহার অনুমতি বিনা নগরে কিছুই হয় না (রোম। ৮॥ ৭)। তাহার অধীন লেখক মন ছিল সেও আপন প্রভুর মত। তাহারদের একই ভাব ব্যবহারও প্রায় সমান (এফি। ২॥ ২,৩)। এই প্রকারে নরাত্মা ইচ্ছার ও মনের অধীন হইয়া সমপুর্ণরূপে পরাস্ত হইল।

পরন্তু শ্রীইচ্ছা নগরের মধ্যে উচ্চ পদ পাইলে যেপর্য্যন্ত অভিমানী হইতে লাগিল তাহা নিত্য আমার স্মরণ হয়। প্রথমে কহিল আমার পূর্ব্বকালীন প্রভুর সেবাতে আমি কোন মতে বদ্ধ নই। তৎপরে শপথপূর্ব্বক দ্যাবলের আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠতম পদপ্রাপ্ত হইল। পরে নগরেতে যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিল না দেখিলে তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না।

প্রথমে অধ্যাপকের নামে অতিশয় অপবাদ দিতে লাগিল। কোনমতে তাহাকে দেখিতে পারিত না তাহার কথাও শুনিতে পারিত না তাহাকে দেখিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিত তাহার বাক্য শুনিলেই কর্ণ রোধ করিত। আর শাদাই রাজার ব্যবস্থার অংশ মাত্র নগরের কোন স্থানে দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। মনের বাটীতে শাদাই রাজার কএক খণ্ড উত্তম ব্যবস্থা পুস্তক ছিল শ্রীইচ্ছা তাহা দেখিলেই পৃষ্ঠভাগে ফেলিত (নেখি। ৯॥ ২৬)।

অধ্যাপকের বাটীতেও প্রভুর ব্যবস্থাখণ্ড ছিল কিন্তু শ্রীইচ্ছা তাহা হস্তগত করিতে পারিল না। সে বোধ করিত ও কহিত পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষ বুদ্ধির দ্বার অতি দিপ্তীমান তাহাতে নরাত্মার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। প্রদীপপর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না। প্রভু দ্যাবলের যাহাতে সন্তোষ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত।

দ্যাবলের সাহস ও বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা শ্রীইচ্ছা যেমন করিত তেমন অন্য কেহ করিত না। স্বীয় প্রসিদ্ধ প্রভুর প্রশংসা করিতে২ নরাত্মা নগরের সকল পথে ভ্রমণ করত আপনি অতি নীচ হইত। যখন যে কোন স্থানে কোন নীচ লোককে দেখিত তখন আপনিও তাহারদের তুল্য নীচ ব্যবহার করিত। আর সর্ব্বপ্রকার কুকথা কহিত আর বিনা অনুমতিতে সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মে রত হইত।

শ্রীইচ্ছার সাহায্যকর প্রেম নামক এক ব্যক্তি ছিল তাহার মন ও ব্যবহার উভয়ই অতি মন্দ (রোমা ১।। ২৫)। কেবল শারীরিক ক্রিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত অতএব লোকেরা তাহার নাম কুপ্রেম রাখিল। সে শারীরিক অভিলাষিণী নাম্নী মনের কন্যাতে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল তাহাতে তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল পুত্রেরদের নাম নির্লজ্জ দুর্মুখ তিরস্কারঘৃণা। কন্যারদের নাম এই২ সত্যতাঘৃণা ও ঈশ্বরতুচ্ছতা ও কনিষ্ঠার নাম হিংসুতা। ইহারদের সঙ্গে নগরীয় লোকেরদের বিবাহ হইলে অনেক সন্তান সন্ততিও জন্মিল তাহারদের নাম জননীর নামানুরূপই লিখনাতিরিক্ত।

দ্যাবল উক্ত প্রকারে নগরের গড় অধিকার করিয়া

যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিল এবং কোনং ব্যক্তিকে পদচ্যুত করণের পর ভদ্র বিষয় সকল নষ্ট করিতে লাগিল। নগরের হট্টস্থানে ও গড়ের দ্বারের উপরে সুবর্ণেতে উত্তমরূপে নির্ম্মিত শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহার তুল্য প্রতিমূর্ত্তি জগতে ছিল না। প্রতিমূর্ত্তি নষ্ট করিতে আজ্ঞা করিলেই সত্যতাহীন নামক এক ব্যক্তি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক অতিশীঘ্র নষ্ট করিল। তাহা দেখিয়া দ্যাবল তাহাকেই আজ্ঞা করিল ঐ স্থানেই আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর। সেই মূর্ত্তি অতি কুৎসিত ও ভয়ানক। এই প্রকার ব্যবহারেতে শাদাই রাজার অতিঅসম্ভ্রম ও নরাত্মা নগরের গৌরবের অত্যন্ত ক্ষয় হইল।

আরো নরাত্মার মধ্যে শাদাই রাজার বিধি ব্যবস্থার যে কোন অংশ পাইল তাহা নষ্ট করিল বিশেষতঃ ঈশ্বরবিষয়ক শিক্ষা ও সুনীতি ও মনুষ্যেরদের পরস্পর সম্ভ্রম ও স্নেহাদি সৎকর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা সকল নষ্ট করিল অর্থাৎ প্রভু ভৃত্যের স্বামি ভার্য্যার পিতা পুত্রাদির পরস্পর সম্বন্ধের নিয়ম তুচ্ছ ও বৃথা করিল। সংক্ষেপতঃ নরাত্মার মধ্যে ভদ্রবিষয়ের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা দ্যাবল ও শ্রীইচ্ছা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল তাহারদের অভিপ্রায় এই সত্যতাহীন দ্বারা নরাত্মাকে পশুবৎ ও শারীরিক সুখাভিলাষি শূকরবৎ করে।

দ্যাবল সাধ্যপর্য্যন্ত সকল উত্তম বিধি ব্যবস্থা বিনষ্ট করিয়া আপনার ইষ্ট সিদ্ধ অর্থাৎ শাদাই রাজার প্রতি লোকেরদিগকে পরাঙ্‌মুখ করিবার জন্যে নরাত্মা নগরের যে সকল স্থানে লোকেরদের নিত্য গমনা-

গমন হইত সেইং স্থানে আপনার কুবিধি ব্যবস্থা ও নিয়মের ঘোষণা করাইল। তাহার নিয়ম এই শাদাই রাজা হইতে হয় না কিন্তু সংসারহইতে হয় যে শারীরিক সুখ ও চক্ষুর সুখ ও ঐহিক গর্ব্ব তাহা সকলই ভোগ কর (১ য়োহন। ২ ॥ ১৬)। আর লাম্পট্য ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রবৃত্তি জন্মাইয়া এমন দুষ্কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর তোমারদের বিষয়ে কখন বিচার করিবেন না তোমরা স্বচ্ছন্দে শান্তি ও আনন্দ ও পরমসুখ পাইবা এই প্রকার বাক্যেতে লওয়াইয়া তাহারদিগকে অভয় দান করিত।

ইত্যাদি প্রকারে নরাত্মা নগর সম্পূর্ণরূপে দ্যাবলের আজ্ঞাবশ হইলে লোকেরদের তাবৎ কথোপকথনেতে ও কর্ম্মেতে কেবল তাহারই প্রশংসা ও গৌরব হইত।

পরন্তু নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধি ও শ্রীবিবেককে পদচ্যুত করিলে পর দ্যাবল মনে করিল এই নগর জগতের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতি প্রাচীন নগর ছিল অতএব সৌষ্ঠব রক্ষা না করিলে লোকেরা কহিবে নগরের হ্রাস হইয়াছে অতএব সৌন্দর্য্যের কিছু ন্যূনতা না হয় ও লভ্যজনক কোন বিষয়ের অভাব না হয় এই অভিপ্রায়ে নগরাধ্যক্ষতা ও অধ্যাপকতা পদে অন্য দুই জনকে নিযুক্ত করিল পরে সেই দুই জনের প্রতি নগরীয় লোকেরাও সন্তুষ্ট হইল তাহারা দ্যাবলের প্রিয়ও বটে।

নগরাধ্যক্ষতা পদে বধীর অথচ অন্ধ কদভিলাষনামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। স্বভাবতঃ কিম্বা আপন পদোপলক্ষে সে যাহা করিত তাহাতে কোন বিচার ছিল না পশুবৎ ব্যবহারী ছিল। তা-

হার সমস্ত কার্য্যই কেবল কুবিষয় বর্দ্ধনার্থ সুকর্ম্মের প্রতি মনোযোগমাত্র ছিল না। ইহাতেও নরাত্মার লোক কিছু মাত্র চিন্তা করিত না তথাপি অন্য যে লোকেরা নগরের বিনাশহেতুক দুঃখিত ছিল তাহারা ঐ ব্যক্তিকে অতিশয় হেয় জ্ঞান করিত।

নূতন অধ্যাপকের নাম ভদ্রতাবিস্মরণ। সেও অতিদুষ্ট। নিত্য মন্দ বিষয়ই স্মরণ করিত আর আনন্দপূর্ব্বক সতত কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত। নরাত্মা নগর ও তন্নিবাসিরদের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিজনক কার্য্যে-তেই সদা প্রবর্ত্ত। নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক এই দুই জন আপনারদের ক্ষমতা ও রীতিব্যবহার ও দুষ্কর্ম্মে তে উৎসাহ দান দ্বারা নগরের সর্ব্বনাশ করিল তাহা দেখিয়া লোকেরাও কুকর্ম্মেতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতে লাগিল। উচ্চ পদস্থেরা দুষ্ট ও কুকর্ম্মী হইলে সুতরাং অধীন লোকেরাও তদ্রূপ হয় এই বিষয় কে না জানে। (১ করি। ১৫॥ ৩৩। ১ তেম ৫॥ ২২ মাতিউ ২৬॥ ৪১)।

তদ্ভিন্ন দ্যাবল নগরের মধ্যে বিচারকর্ত্তা ও নগর রক্ষকস্বরূপ ত্রয়োদশ জনাকে নিযুক্ত করিল উচ্চপদের কার্য্যকারকের প্রয়োজন হইলে ইহারদের মধ্যহইতেই লোক মনোনীত হইত। তাহারদের নাম এই২। অবিশ্বাস দাম্ভিকতা শপথ লাম্পট্য কঠিনান্তঃকরণ নির্দ্দ-য়তা রাগ সত্যতাহীন মিথ্যাসক্তি কল্পিতশান্তি মদ্যপ প্রবঞ্চকতা নাস্তিকতা। ইহারদের জ্যেষ্ঠ অবিশ্বাস কনিষ্ঠ নাস্তিকতা।

এতদ্ভিন্ন পেয়াদা ও নায়ক ইত্যাদির পদে তদ্রূপ আর কএক জনকে নিযুক্ত করিল তাহারা উক্ত

লোকেরদের জ্ঞাতি কুটুম্বের অন্তঃপাতি নাম লিখনের আবশ্যক নাই।

এইং কর্ম্ম করিলে পর ঐ মহাবীর দ্যাবল নগরের মধ্যে কএক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া তিনটা প্রস্তুত করিল দৃষ্টতঃ সে সকলই অজেয়। প্রথম দুর্গের নাম আস্পর্দ্ধা কেননা নগরের মধ্যে সেই প্রধান। অভিপ্রায় এই নরাত্মার লোক আপনারদের পূর্ব্ব-কালীন রাজার বিষয়ে কোন জ্ঞান না পায়। দ্বিতীয় দুর্গের নাম মধ্যরাত্রি। তাহার অভিপ্রায় লোকেরা আপনারদের যথার্থ দশার জ্ঞান না পায়। তৃতীয়ের নাম পাপমিষ্টতা লোকেরদের ভদ্রতার ইচ্ছা না থাকে এই জন্যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ হয়। প্রথম দুর্গ চক্ষু দ্বারের নিকটে ছিল তাহাতে দীপ্তি প্রবেশ করি-তে পারে না। দ্বিতীয় দুর্গ পুরাতন গড়ের নিকটে তাহাতে সেই গড় পূর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারময় হয়। তৃতীয় দুর্গ হাটের মধ্যে নির্ম্মিত।

প্রথম দুর্গের অধ্যক্ষতা পদে ঈশ্বরবৈরিতা অতি নিন্দক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইল। এই ব্যক্তি নরাত্মা নগরের প্রথম আক্রমণকারি লোকেরদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল। সেও তাহারদের এক জন। মধ্য-রাত্রি দুর্গের অধ্যক্ষ দীপ্তিঘৃণা নামক ব্যক্তি সেও নগর আক্রমণকারি লোকেরদের এক জন। পাপ-মিষ্টতা দুর্গের অধ্যক্ষ শরীরপ্রেম নামক ব্যক্তি ছিল সে অতি লম্পট কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই জনের স্বদেশীয় নয়। অভিলাষ পূর্ণ করণেতে এই ব্যক্তির যত আনন্দ বোধ ছিল তত ঈশ্বরের বাগানের হর্ষ-জনক কোন বস্তুতে বোধ হইত না।

এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দ্যাবল মনেং ভা-

বিতে লাগিল আমি এখন নরাত্মার অধিকার করিয়াছি গড়ে সৈন্যাদি নিযুক্ত করিয়া বাস করি প্রাচীন কর্ম্মকারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া অন্যকে নিযুক্ত করিয়াছি শাদাইর প্রতিমা উচ্ছিন্ন করিয়া আপনার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি পুরাতন ব্যবস্থাগ্রন্থ নষ্ট করিয়া আপন অফলজনক মিথ্যা ব্যবস্থা প্রবল করিয়াছি নূতন বিচারকর্ত্তা ও নূতন নগর রক্ষককে স্বং পদোপবিষ্ট করিলাম নূতন দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়া স্বমনোনীত লোককে নিযুক্ত করিলাম অতএব আমার আর কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা থাকিল না। এই সকল কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় এই শাদাই রাজা কিম্বা তাঁহার পুত্র যুদ্ধ করিতে আইলেও কোন আশঙ্কা না থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই সকল ব্যাপার হইতেং শাদাই রাজার নিকটে এক জন দূত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সম্বাদ দিল জগৎ নামক মহাদ্বীপস্থ আপনকার নির্ম্মিত নরাত্মা নগর পরের হস্তগত হইয়াছে আপনকার পূর্ব্বকালীন দাস দ্যাবল বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সেই নগর অধিকার পূর্ব্বক স্বীয় সাধ্যমতে তাহা রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছে। তদ্বিস্মারিত কহি

প্রথম। নরাত্মার লোক নিষ্কপট ও নিষ্কলঙ্ক দেখিয়া দ্যাবল চাতুরী প্রবঞ্চনা মিথ্যাকথা প্রতারণা করিয়া তাহারদের নিকটে গিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক নামক অতিভদ্র ও সাহসিক সৈন্যাধ্যক্ষ নগরীয় লোকেরদের সঙ্গে প্রাচীরে সংলগ্ন দ্বারের ছাতে দণ্ডায়মান হইলে গুপ্তরূপে হত হন। তৃতীয় নরাত্মার ধার্ম্মিক প্রভু ও যথার্থ অধিকারী শাদাই মহারাজকে দ্যাবলের অতিদুষ্ট দাস কুতর্ক নিন্দা করিতেছে তাহা শুনিয়া শুদ্ধতা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কেহং কহে দুঃখেতে কেহবা বলে কুতর্কের মুখের দুর্গন্ধেতে পীড়িত হইয়া মরেন। আরো ঐ কুতর্ক আপন প্রভু দ্যাবলের পক্ষে কিছু বক্তৃতা করিলে পর নগরীয় লোকেরা তাহার কথা সত্য জ্ঞান করিয়া নগরের প্রধান কর্ণদ্বার মুক্ত করিয়া দ্যাবলকে সৈন্যসহিত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক অধিকার করিতে দিল। সে

প্রবিষ্ট হইয়া নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপককে পদচ্যুত করিল। চতুর্থ। শ্রীইচ্ছা ও মন নামক তাহার অধীন লেখক উভয়ই রাজবিদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া নগর পরিভ্রমণ করত সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইয়া কুক্রিয়া করিতে দুষ্টেরদের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে। শ্রীইচ্ছা অতি উচ্চপদস্থ হইয়াছে ও নরাত্মার সকল দুর্গের রক্ষকতা পদ তাহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আর প্রেম নামকব্যক্তি সদ্বিপরীত সকল কর্ম্মেতে তাহার সহকারী হইয়াছে। আরো শ্রীইচ্ছা শাদাই মহারাজার আজ্ঞাবহতা প্রকাশরূপে অস্বীকার করিয়া শপথপূর্ব্বক দ্যাবলের সেবা করিতে স্বীকার করিয়াছে।

সেই দূত আরো কহিলেন পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ এইক্ষণে ম্রিয়মাণ নরাত্মা নগরের নূতন রাজা বস্তুতঃ সত্য রাজবিদ্রোহী বীর আপনার মনোনীত কদভিলাষিকে নগরাধ্যক্ষ ও ভদ্রতাবিস্মরণকে অধ্যাপক করিয়াছে। নগরের মধ্যে এই দুই জন দোষেতে তৎপর। আরো কএক জনকে অপঃস্থ কর্ত্তাস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছে ও নগরের মধ্যে অতি দৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। আরো শাদাই রাজা যদি সেই নগর পুনরায় অধিকার করিতে যান তবে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে নগরের মধ্যে অনেক অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত রাখিয়াছে। এই সকল বিবরণ কহিলেন।

দূত এই সকল কথা গোপনে না কহিয়া রাজা ও রাজপুত্র ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ ও কুলীনেরদের সমক্ষে জানাইলেন। আর নরাত্মা নগর শত্রুহস্তগত হইয়াছেএই সম্বাদ শুনিলে সকলের যে শোক ও দুঃখ

জন্মিল তাহা সাক্ষাৎ দৃষ্টি করিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। পরন্তু এই সকল ঘটনা পূর্ব্বেই হইবে তাহা রাজা ও রাজপুত্র জানিয়াছিলেন নরাত্মার উদ্ধার করণের উপায়ও পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু সকলকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করান নাই। তথাপি তাঁহারাও নরাত্মার শত্রুহস্তগত হওন বিষয়ে অতিশয় খেদান্বিত ছিলেন। মহারাজা আপনি কহিলেন যে আমার খেদ হইতেছে (আদি ৬।৫,৬।) পুত্রের খেদও ন্যূন নহে। এই প্রকারে সেই অতি প্রসিদ্ধ নগরের প্রতি তাঁহারদের স্নেহ ও দয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইল।

পরে রাজা ও তদীয় পুত্র অন্তরাগারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে স্থিরীকৃত বিষয়ে এই রূপ কথোপকথন করিলেন। রাজা কহেন নরাত্মা নগর এইক্ষণে শত্রুর অধিকার হইলেও পুনরায় আমার আজ্ঞাবশ হইবেক। আর সে নগর উদ্ধার করিলে আমারদের অনন্ত যশ ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইবেক। পুত্র সুশ্রী ও অতিপ্রিয় ও দুঃখিরদের প্রতি অতিশয় দয়ালু ও করুণাময় কিন্তু দ্যাবল ইমানুএলের মুকুট ও পদ স্বহস্তগত করিতে চাহিল এই প্রযুক্ত ও পরমেশ্বরের অভিপ্রায় প্রযুক্ত দ্যাবলের সঙ্গে তাঁহার চিরকাল শত্রুতা। (ঈশাই।৪৯॥৫। ১ তিম ১॥১৫। হোস।১৩॥১৪।) রাজপুত্র পিতার নিকটে নিয়ম পত্র লিখিয়া দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন নরাত্মা নগর উদ্ধার করণার্থ আমি আপনকার দাস তুল্য হইব। সে প্রতিজ্ঞা তিনি কখন উল্লঙ্ঘন করিলেন না সেই অভিপ্রায়হইতে কখন বিমুখ হইলেন না। ঐ নিয়মপত্রের সার এই পিতা পুত্রের নিরূপিত কোন সময়ে পুত্র জগতে যাত্রা করিবেন এবং ন্যায় ও যথার্থ বিচার দৃষ্টে নরাত্মার

লোকেরদের পাপের প্রতিকার করিয়া দ্যাবলের অধীনতা ও রাজত্বহইতে তাহারদের উদ্ধার করণরূপ মূলকার্য্য সিদ্ধ করিবেন।

আরো ইমানুএল স্থির করিলেন দ্যাবল নরাত্মা নগরে থাকিতেই আমি উপযুক্ত সময়ে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ও বাহুবলে তাহাকে আশ্রয় স্থানহইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনি নগরে বাস করিব।

এই সকল বিষয় স্থির করণানন্তর শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে* আজ্ঞা হইল এই নিয়মের লিপি † প্রস্তুত করাইয়া জগতের সর্ব্বস্থানে ঘোষণা করান্। সেই লিপির সারসংক্ষেপ এই।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে শাদাই মহারাজার পুত্র পিতার নিকট নিয়ম করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আমি নরাত্মাকে পুনরায় অধীন করিব। দ্যাবলের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে তাহার যে সুদশা ছিল তদপেক্ষা অতি উত্তম অবস্থাতে আপন প্রেমদ্বারা রক্ষা করিব।

এই লিপি জগতের অনেক স্থানে প্রকাশ হইলে দ্যাবল অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বোধ করিতে লাগিল এইক্ষণে আমার কিছুমাত্র বিশ্রাম হইবেক না অধিকারও থাকিবে না।

পরন্তু পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় রাজবাটীতে প্রকাশ হইলে প্রধান২ লোক ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও কুলীনেরা তাহাতে যেপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন তাহা কে কহিতে পারে। দুর্ভাগা নরাত্মার বিষয়ে রাজার ও রাজপুত্রের অতি সদভিপ্রায়েতে সকলই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া প্রথমে তদ্বিষয়ে পরস্পর

---

* ধর্ম্মাত্মা। † ধর্ম্মপুস্তক।

কর্ণাকর্ণি করিয়া পরে অতি বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিল এবং রাজবাটীর মহাত্মারা রাজার কিম্বা রাজ্যের পক্ষে যে কোন কর্ম্ম করেন সেই সময়েই নরাত্মা নগরের প্রতি রাজার ও রাজপুত্রের দয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। আর রাজবাটীর মহৎ লোকেরা ঐ প্রেমের বাক্য কেবল রাজবাটীর মধ্যেই প্রকাশ করিলেন না তদ্বিষয়ক লিপি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইতেং জগৎ মহাদ্বীপপর্য্যন্তও প্রকাশ করিলেন।

শেষে ঐ সম্বাদ দ্যাবলের কর্ণগোচর হইলে সে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। বিপরীত নানা ব্যাপার হইতেছে শুনিয়া অবশ্যই উদ্বেগ জন্মে। তাহা ভাবিতেং চারি কল্পনা করিল।

প্রথম। এই সুসম্বাদ নরাত্মার লোকেরা শুনিতে না পায় এমন উপায় করিতে হইবেক। কেননা এই নগরের পূর্ব্বকার শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএল লোকেরদের মঙ্গলের উপায় কল্পনা করিতেছেন ইহা ব্যক্ত হইলে আমার রাজ্য রক্ষার কি সম্ভাবনা। সুতরাং নরাত্মা আমার অধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাঁহার বশ হইবে।

দ্যাবল এই কল্পনা সিদ্ধ করিবার জন্যে শ্রীইচ্ছাকে আহ্বানপূর্ব্বক অনেক প্রশংসার ছল করিয়া এই অতিদৃঢ় আজ্ঞা করিল তুমি নগরের সকল দ্বারে বিশেষতঃ কর্ণ ও চক্ষুদ্বারে দিবারাত্রি অতি সতর্ক হইয়া থাক। শুনিয়াছি এমত ষড়যন্ত্র হইতেছে আমাদের সকলকে বিশ্বাসঘাতক করিবে ও নগরের লোকদিগকে পূর্ব্ববৎ দাসত্বাবস্থায় ফেলিবে। যদি এই কথা বাজারু গপ্পমাত্র হয় তবে ভাল তথাপি কোনমতে

নগরে রাষ্ট্র না হয় পাছে লোকেরদের ক্ষোভ জন্মে বোধ করি মহাশয়ও এই সম্বাদেতে কিছুমাত্র আনন্দিত নহেন আমার অত্যন্ত মনোদুঃখ হইয়াছে আর আমারদের অধীন লোকসকলের দুঃখজনক এই প্রকার গপ্প একেবারে রহিত করাই আমারদের কর্ত্তব্য অতএব তুমি আমার আজ্ঞামতে কার্য্য করহ। নগরের প্রত্যেক দ্বারে বলবান তৈনাতি সৈন্য নিযুক্ত কর। আর এই নগরে ব্যবসায় করণার্থ দূর দেশাগত লোকদিগকে ধরিয়া কোন্ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লও। আমারদের উত্তম রাজনিয়মের সপক্ষ লোক না হইলে কোন মতে প্রবেশ করিতে দিও না। আরো চরেরা নিত্য ইতস্ততো ভ্রমণ করুক ও তাহারদিগকে এই ক্ষমতা দেও আমারদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিতে অথবা শাদাই ও ইমানুএলের কল্পনা বিষয়ে কথোপকথন করিতে যাহাকে দেখে তাহাকে ধরিয়া নষ্ট করে।

প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া শ্রীইচ্ছা অতি মনোযোগপূর্ব্বক কেহ বাহিরে যাইতে না পারে ও যাহারা নগরে উক্ত সম্বাদ দিতে চেষ্টা করে তাহারা প্রবেশ করিতে না পারে এই বিষয়ে গুরুতর উদ্যোগ করিল।

দ্বিতীয়। উক্ত কার্য্য সিদ্ধ করিলে পর নগর আপন অধীনে স্থির থাকে এই অভিপ্রায়ে লোকেরদিগকে এই অতি ভয়ানক শপথ করাইল।

বিশেষতঃ আমরা আপনাকে ও আপনকার কর্ত্তৃত্ব কখনো ত্যাগ করিব না আপনকার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইব না ও আপনকার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যোগ করিব না যে কেহ কোন ছলনা কি

ব্যবস্থা কি স্বত্ব প্রকাশ করিয়া নগর অধিকারের দাওয়া রাখে বা রাখিবে আমরা তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়া আপনাকেই আমারদের যথার্থ রাজা জ্ঞান করিব ও স্বীকার করিব ও আপনকারি সপক্ষ থাকিব। (য়িশা। ২৮॥১৫।) বুঝি দ্যাবলের এই জ্ঞান ছিল মৃত্যু ও নরকের সঙ্গে লোকেরদের এই নিয়মহইতে শাদাই তাহারদিগকে মুক্ত করিতে পারেন না। নরাত্মার হতবুদ্ধি লোকেরাও এই নিয়ম কিছুমাত্র কঠিন বোধ করিল না কিন্তু বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে যেমন গ্রাস করিয়া স্বচ্ছন্দে উদরস্থ করে তদ্রূপ লোকসকল সহসা দ্যাবলের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিল। তাহারা কি ইহাতে দুঃখিত ছিল না। বরং ভাক্ত প্রভুর প্রতি চিরভক্তি স্বীকার করিয়া শ্লাঘা করিতে লাগিল আর শপথ করিয়া কহিল আমরা বহুরূপী নহি প্রাচীন রাজাকে ত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিব না।

এই প্রকারে দ্যাবল নগরীয় লোককে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। পরন্তু দ্বেষি ব্যক্তিরা কখনও বোধ করে না যে আশঙ্কা রহিত হইয়াছি। দ্যাবল তদ্রূপ হইয়া আরো এই কল্পনা করিল লোকদিগকে আরো দুষ্ট করি। অতএব মলনামক এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিল তুমি সর্ব্বপ্রকার মন্দ ও মলিন বিষয় ও দুর্ব্বাক্যেতে পূর্ণ এক পত্র লিখিয়া নগরদ্বারে লট্‌কাইয়া দেও। সেই পত্রেতে সকল লোকের প্রতি এই অনুমতি দেও যাহার যে দুষ্কর্ম্ম করিবার লালস থাকে সে তাহা করুক কেহ কোনপ্রকারে কাহারো বাধা বা নিষেধ না করে করিলে রাজা দণ্ড করিবেন।

এই কুব্যবস্থা করণের কারণ এই২। প্রথম

লোকেরা দুষ্কর্ম্মেতে আসক্ত হইলে ক্রমশঃ অতিশয় দুর্ব্বল হইবেক তাহা হইলে আপনারদের উদ্ধারের উপায় হইতেছে এই সম্বাদ পাইলেও তাহারা সেই কথা বিশ্বাস করিবে না সত্যও জ্ঞান করিবে না কেননা পাপ বৃদ্ধি হইলে দয়া পাইবার ভরসা হ্রাস হয় ইহা সকলে সামান্য বুদ্ধিতেই জানে।

দ্বিতীয় কারণ এই শাদাই রাজার পুত্র ইমানুএল যদিও লোকেরদের উদ্ধার করণার্থ নিয়মেতে বদ্ধ আছেন তথাপি তাহারদের অতিশয় দুষ্টাচরণ দেখিয়া ঐ নিয়ম সিদ্ধ করণ বিষয়ে মনঃ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কেননা শাদাই ও তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক এই বিষয় দ্যাবল জ্ঞাত আছে ও আপন যন্ত্রণাতেই তাহার দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছে বিশেষতঃ পাপপ্রযুক্ত সে গভীর স্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব সে বোধ করিল মহাপাপ হইলে নরাত্মার লোকেরদেরও এই ফল হইতে পারে। পরন্তু এই উপায় পাছে সফল না হয় এই জন্যে সে অন্য উপায় স্থির করিল অর্থাৎ।

তৃতীয়। শাদাই রাজা নগর পরাজয় করিয়া সকলকে সমপূর্ণরূপে নষ্ট করিবার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এমত প্রবোধ নরাত্মার লোকেরদের মনেতে জন্মাইল। সে বোধ করিল ইহারদের এইপ্রকার প্রবোধ জন্মিলে বিরুদ্ধ সম্বাদ পাইলেও তাহা বিশ্বাস করিবে না কারণ শাদাই রাজা নগর অধীন করিতে আসিতেছেন ইহা শুনিলে আমারদিগকেও নিতান্ত নষ্ট করিবেন এই প্রকার বোধ করিবে। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যে সে নগরীয় সকল লোককে হট্ট স্থানে আহ্বান করাইয়া তাহারদিগকে এই কথা কহিতে লাগিল।

হে মহাশয়েরা হে প্রিয় বন্ধুগণ তোমরা ন্যায়মতে আমার প্রজা ও অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের লোক ইহা অবগত আছ। আমি যে দিবসে তোমারদের নিকটে আগমন করিলাম সেই দিবসাবধি অদ্যপর্য্যন্ত আমার সমস্ত রীতি ব্যবহার তোমরা জ্ঞাত আছ ও আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে তোমারদের স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার যে শক্তি ও ক্ষমতা হইয়াছে তাহাও জ্ঞাত আছ তাহাতে তোমারদের ও আমার সম্ভ্রম এবং তোমারদের সন্তোষ ও আনন্দ হইয়াছে এমত বোধ করি। এইক্ষণে হে অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা দুঃখজনক রব অর্থাৎ নরাত্মা নগরের দুঃখজনক সম্বাদ শুনিলাম আর তোমারদের দুঃখ হইবে এই আশঙ্কায় আমিও দুঃখিত হইলাম। আমি সম্প্রতি লুসিফর নামক আমার রাজ্যের এক কুলীন ব্যক্তির পত্র ডাকযোগে পাইলাম তিনি যে সম্বাদ দেন সে সত্য বটে তিনি আমাকে এই সম্বাদ লিখিয়াছেন তোমারদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া নষ্ট করিবার জন্যে তোমারদের পুর্ব্বকালীন শাদাই রাজা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন অতএব হে নরাত্মা এই সঙ্কট কালে কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনার জন্যে তোমারদিগকে আহ্বান করিলাম। আমি যদি আপনার রক্ষামাত্র চেষ্টা করিয়া নরাত্মার আপদ বিষয়ে চিন্তিত না হই তবে আমি একাকী স্বচ্ছন্দে কোন দিগে পলাইতে পারি। পরন্তু আমার মন তোমারদের প্রতি আসক্ত অতএব তোমারদিগকে ত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখ তোমারদের জন্যে স্বীকার করি। তোমরা যত দিন থাক আমিও থাকিব তোমারদের পতনে আমারও পতন হউক। হে নরাত্মা তোমারদের প্রা-

চীন বন্ধুকে ত্যাগ করিবা কি আমার পক্ষেই স্থিররূপে থাকিবা।

তাহাতে সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া কহিল আপনার পক্ষে যে নহে সে মরুক।

পরে দ্যাবল কহিল শাদাই রাজার স্থানে আমারদের দয়া পাইবার আশা নাই কেননা তিনি নির্দয়। তবে নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি ছলপূর্ব্বক দয়ার কথা কহিতে পারেন এমন করিলে আমি অনায়াসে নরাত্মার পুনরধিকার করিব এমত জ্ঞান করেন আর আমারদিগকে পরাস্ত করিবার আশয়ে অনেক কথা কহিবেন কিন্তু পরাস্ত হইলে পর তিনি নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক নগরকে রক্তাক্ত করিবেন অতএব যাহা কহেন তাঁহার একটি কথাতেও বিশ্বাস করিও না। এই হেতুক আমার মনস্থ এই আমরা প্রত্যেক জন তাঁহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া কোনক্রমেই তাঁহাকে বিশ্বাস না করি করিলেই আমারদের আপদ ঘটিবে। তাঁহার মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়া কি আপনারা প্রাণে নষ্ট হইব। তোমরা রাজ্য রক্ষার মূল নিয়ম উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া এমন নির্দ্দয়াচরণ তাঁহাকে করিতে দিবা না।

পরন্তু আমরা তাঁহার জন্যে দ্বার মুক্ত করিলে তিনি যদিও নগরের ক্ষুদ্র কতিপয় জনের প্রাণ রক্ষা করেন তথাপি হে প্রধান২ লোকসকল তোমরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছ তোমারদের আর কি লাভ হইবে। আর যদিও তোমারদের প্রত্যেক জনকে রক্ষা করেন তথাপি পূর্ব্ববৎ বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর দাসত্বাবস্থায় তোমারদিগকে নিক্ষেপ করিবেন তাহা হইলে বাঁচিলেও কি লাভ। তোমারদের এখন

যে আমোদ প্রমোদ তাহা কি থাকিবে। না বরং যে ব্যবস্থাতে তোমারদের দুঃখ জন্মিবে এমন সকল ব্যবস্থাতে বদ্ধ হইবা আর এখন যে কর্ম্ম ঘৃণা কর এমন অনেক কর্ম্ম করিতে হইবেক। তোমরা যদি আমার পক্ষ হও আমিও তোমারদের পক্ষ হই দাসতুল্য প্রাণ রক্ষা করণহইতে বীরতুল্য প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়। পরন্তু নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থায় দাসত্ব স্বীকার করিয়াও প্রাণ রক্ষা করা ভার কেননা শাদাই রাজার তূরীর একং শব্দের ভাব রক্ত রক্ত রক্ত ভিন্ন নয়। এই বিষয়ে সতর্ক হও। তিনি আসিতেছেন আমি এমন সম্বাদ পাইলাম তোমারদের এখন অবকাশ থাকিতে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াও আমি সে অস্ত্র চালাইতে তোমারদিগকে শিক্ষা করাই। তোমারদের ব্যবহারার্থ আমার নির্ম্মিত অস্ত্র আছে তাহা লইলে তোমরা মস্তকহইতে পাদপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সসজ্জ হইবা আর তাহা গাত্রে রাখিলে তাঁহার সৈন্যেরদের কোন কৌশলেই তোমারদের ক্ষতিমাত্র হইতে পারে না। অতএব আমার অস্ত্রাগারে আইস আমি তোমারদিগকে সসজ্জ করি। সে আগারে শিরস্ত্র বুকপাটা খড়গ ঢালাদি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা গ্রহণ করিলে তোমরা বীরতুল্য যুদ্ধ করিতে পারিবা।

১। আমার শিরস্ত্র আশা। অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে আচরণ করিলেও পরলোকে মঙ্গল পাইবার আশা। আমি আপন মনের অভিলাষানুসারে চলিয়া তৃষ্ণাপ্রযুক্ত মত্ত হইলেও আমার মঙ্গল হইবে এই কথা যাহারা অতি পূর্ব্বে কহিত (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯॥১৯) তাহারদের এই শিরস্ত্র ছিল। এই অস্ত্র অনেক জন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে আর যাহারা ইহা ধারণ

করিয়া রাখিতে পারে তাহারদের কোন বাণ বা বর্ষা কিম্বা খড়্গ অথবা ঢালদ্বারা আঘাত হইতে পারে না। অতএব হে আমার নরাত্মার লোকসকল এই অস্ত্র ধারণ করিলে অনেক আঘাতহইতে তোমারদের রক্ষা হইবেক।

২। আমার বুকপাটা লৌহময় (প্রকা। ৯॥ ৯।) তাহা স্বদেশে প্রস্তুত করিলাম আমার সমস্ত সৈন্য তাহা ধারণ করে। স্পষ্ট কহি তাহা কঠিন অন্তঃকরণ অর্থাৎ লৌহতুল্য কঠিন ও প্রস্তরতুল্য অভেদ্য অন্তঃকরণ। তাহা যদি রাখ তবে দয়ার বাক্যদ্বারা তোমরা নীত হইবা না দণ্ডের ভয়েতেও ভীত হইবা না। অতএব যাহারা শাদাইকে স্নেহ করে না ও আমার পক্ষে যুদ্ধ করিতে চাহে তাহারদের এই অস্ত্র সর্ব্বতোভাবে ধারণ করা আবশ্যক।

৩। আমার খড়্গ নরকানলে দগ্ধ জিহ্বা (গীত ৫৭॥ ৪।৬৪॥৩। য়াকুব ৩।।৬) অর্থাৎ শাদাই ও তাঁহার পুত্র ও ব্যবস্থা ও তাঁহার লোকের বিপরীত যে কথা কহে এমন জিহ্বা। এই খড়্গ চালাও। অনেকে তাহা সহস্র সহস্রবার ব্যবহার করিয়াছে। যে জন তাহা রাখিয়া ব্যবহার করে তাহাকে আমার শত্রু কখন জয় করিতে পারে না।

৪। আমার ঢাল অবিশ্বাস অর্থাৎ শাদাই রাজা দুষ্টেরদের দণ্ড করিবেন ইত্যনুরূপ সকল কথা ও ধর্ম্মগ্রন্থের লিখিত সকল বাক্যের সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ। এই ঢাল ব্যবহার কর তাহার উপর অনেকবার আক্রমণ হইয়াছে আর কখন২ কিঞ্চিৎ ভগ্নও হইয়াছে (গীত ৭৬॥৩।) কিন্তু আমার দাসেরদের সঙ্গে ইমানুএল রাজার যুদ্ধ বিবরণ যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহার-

দের এই সাক্ষ্য লোকেরদের অবিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি অনেক মহৎ কর্ম্ম করিতে পারিলেন না। (মার্ক ৬॥৫,৬।) এই অস্ত্র উপযুক্তমতে চালাইবার জন্যে তোমারদের এইং রূপ কর্ম্ম করিতে হইবেক অর্থাৎ যে কেহ যাহা কিছু কহে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও না। যদি তিনি দণ্ডের কথা বলেন তাহাতে কিছু ভাবনা করিও না যদি দয়ার কথা কহেন তাহাতেও চিন্তা করিও না যদি তিনি শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেন নরাত্মা আমার প্রতি ফিরিলে আমি কোন অমঙ্গল না করিয়া কেবল মঙ্গল করিব তথাপি তাহা মানিও না সকল কথা তুচ্ছ কর। এই প্রকার করিলে তোমরা আমার দাসের উপযুক্তমতে এই ঢাল ব্যবহার করিবা। যে এই প্রকার না করে সে আমাকে প্রেম করে না তাহাকে আমি শত্রু জ্ঞান করি।

৫। দ্যাবল আরো কহিল আমার অতি উত্তম অন্য এক অস্ত্র এই *মৌনী ও প্রার্থনাহীন মন* অর্থাৎ অত্যন্ত আপদের সম্ভাবনা হইলেও দয়া প্রার্থনা করা তুচ্ছ কর্ম্ম জ্ঞান করে এমন মন। অতএব হে নরাত্মা তোমরা এই অস্ত্র অবশ্য ব্যবহার করিবা। তোমরা কি রক্ষা প্রার্থনা করিবা। আমার প্রজা হইয়া এমন কখন করিও না তোমরা সাহসিক লোক আমিও তোমারদিগকে অভেদনীয় অস্ত্রেতে সজ্জিত করিয়াছি তাহা নিশ্চয়রূপে জানি অতএব শাদাইর নিকটে দয়া প্রার্থনা তোমারদেরহইতে দূর হউক। তদ্ভিন্ন এইং অস্ত্র আছে মুদ্গর ও জ্বলন্তকাষ্ঠ ও তীর ও মৃত্যু এই সকল উত্তম ও নাশক যন্ত্র।

লোকেরদিগকে সসজ্জ করণানন্তর দ্যাবল তাহার-দিগকে এইং কথা কহিতে লাগিল। আমি তোমার-

দের রাজা ও তোমরা আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া আমায় স্বপক্ষ কার্য্য করিতে শপথপূর্ব্বক নিয়ম করিয়াছ ইহা স্মরণ করিয়া নরাত্মার উপযুক্ত সাহস ও বীরতা প্রকাশ কর। আরো তোমরা না চাহিতেও আমি যে সকল অনুগ্রহ করিয়াছি তাহাও মনে রাখ। আমি সাংসারিক অনেক বস্তু তোমারদিগকে দিয়াছি অর্থাৎ ক্ষমতা ধন লভ্য সম্ভ্রমাদি বিষয় দান করাপ্রযুক্ত তৎপ্রতিফলস্বরূপ হে নরাত্মানিবাসি সিংহ তুল্য বলবানেরা তোমারদের রাজভক্ত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ এইক্ষণে তোমারদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া পরাধীন করার কল্পনা হইতেছে এই সময়েতেই তোমরা ভক্তি প্রকাশ কর। আমার একটি শেষ কথা এই। যদি এই যুদ্ধেতে আমরা পরাস্ত না হই তবে বোধ করি স্বল্পকালেই জগৎ আমার হস্তগত হইবেক তাহা হইলেই হে সাহসিক সৈন্যগণ আমি তোমারদিগকে রাজত্ব ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষতা পদ অর্পণ করি। তাহাতে সকলেরই অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ হইবেক।

এই প্রকারে নরাত্মার ধার্ম্মিক ও যথার্থ রাজা শাদাইর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লোকেরদিগকে সুসজ্জিত করিয়া দ্যাবল নগরের দ্বারে দ্বিগুণ তৈনাতি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া গড়ে প্রবেশ করিল। প্রজারাও আপনারদের অভিমত ও কল্পিত সাহস প্রকাশার্থ দিনে২ অস্ত্র চালায় ও চালাইতে পরস্পর শিক্ষা করায় আর শত্রুরদের প্রতি আস্পর্দ্ধা বাক্য কহিয়া মহাবীরের প্রশংসা গান করে আর তাহার সঙ্গে শাদাই রাজার যুদ্ধ হইলে আমরা এই২রূপে সাহস প্রকাশ করিব ইত্যাদি গল্পেতে শ্লাঘা করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

উক্ত সকল ব্যাপার ঘটন সময়ে ভাক্ত রাজা দ্যাবলের হস্তহইতে নরাত্মার উদ্ধারার্থ ধার্ম্মিক শাদাই রাজা আপন সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন নরাত্মার ভাব অবগত হওনার্থ ও আমার কোন ভৃত্যদ্বারা ঘোষিত আমার বাক্য গ্রহণ করে কি না ইহার পরীক্ষার্থ সৈন্যসহিত প্রথমে আপন পুত্রকে না পাঠাইয়া কএক জন ভৃত্যকে পাঠাই তাঁহারদের অধীন চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল সকলেই প্রভভক্ত এবং প্রভুর মনোনীত ও মহারাজধানীহইতে প্রেরিত।

সৈন্যাধ্যক্ষ চারি জন ছিল প্রত্যেক জনের অধীন দশ সহস্র করিয়া সৈন্য। সৈন্যাধ্যক্ষেরদের ও ধ্বজা বাহকেরদের নাম ও ধ্বজার রূপাদির বিবরণ লিখি। প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষের নাম বিনেরেগশ্। (মার্ক ৩॥ ১৭)। দ্বিতীয়ের নাম দোষপ্রদর্শক তৃতীয়ের নাম বিচারক চতুর্থের নাম দণ্ডদায়ক। ইহারদিগকে নরাত্মার অধিকার করিতে শাদাই রাজা প্রেরণ করেন।*

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে নগরের প্রতি আক্রমণ করিতে রাজা সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক এই সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে

---

* পরমেশ্বর প্রথমে আপন ব্যবস্থাদ্বারা পাপবিষয়ক চেতনা জন্মান। (রোম।৩॥ ২০। গাল।৩॥ ২৪।)

প্রথমে প্রেরণ করেন। ফলতঃ রাজা যে কোন স্থান আক্রমণ করিতেন সেই স্থানে প্রথমে ইঁহারদিগকেই প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারা অতি সাহসী ও বহু ক্লেশ সহিষ্ণু রাজপথ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত খড়্গ-হস্ত দিগ্বিজয়ী। সৈন্যেরাও তত্তুল্য।

রাজা ন্যায়মতে যুদ্ধকারী ও নরাত্মা নগরের প্রকৃতাধিকারী ইহা প্রকাশ করিতে তিনি এই সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এক২ ধ্বজা প্রদান করিলেন (৬০ গীত ৪)।

প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বিনেরেগশের অধীন দশ-সহস্র সৈন্য। তাহার ধ্বজাবাহকের নাম মেঘনাদ ধ্বজা কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাতে তিনটা জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত।

দ্বিতিয় সেনাপতি দোষপ্রদর্শকের অধীন দশ সহস্র সৈন্য তাহার ধ্বজাবাহকের নাম মনস্তাপ ধ্বজা শ্বেতবর্ণ ও তাহাতে মুক্ত ব্যবস্থাগ্রন্থহইতে উদিত অগ্নিশিখা চিত্রিত। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩॥২।)

তৃতীয় সেনাপতি বিচারকের অধীন দশ সহস্র সৈন্য তাহার ধ্বজাবাহকের নাম ত্রাস ধ্বজা রক্তবর্ণ ও তাহাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড চিত্রিত (মাতি। ১৩॥ ৪১,৪২ ।)

চতুর্থ সেনাপতি দণ্ডদায়ক তাহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য ধ্বজাবাহকের নাম যাথার্থিক তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা তাহাতে নিষ্ফল বৃক্ষের মূলে লাগান কুড়ালি চিত্রিত (মাতি।৩॥১০।)।

সকল সৈন্যই প্রভুভক্ত ও যুদ্ধে অতি পরাক্রান্ত।

উক্ত সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্যপ্রভৃতিকে শাদাই রাজা এক দিন মাঠে দণ্ডায়মান করাইয়া প্রত্যেক জনকে আহ্বানপূর্ব্বক আপন২ পদোপযুক্ত ও যে

কার্য্য করিতে উদ্যত তাহার উপযুক্ত সজ্জা দান করিলেন।

আর এই প্রকারে রাজা স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সৈন্যেরদের সাক্ষাতে সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞাপত্র দিয়া কহিলেন সাবধান বিশ্বস্ততা ও সাহসপূর্ব্বক এই আজ্ঞানুসারে আচরণ কর। সেনাপতিরদিগকে যেং আজ্ঞাপত্র দিলেন তাহা একইরূপ। কেবল নাম উপাধি বাসস্থান পদ ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঐ আজ্ঞাপত্রের সারার্থ লিখি।

নরাত্মা নগরের শ্রীমান মহারাজ শাদাই বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সেনাপতি বিনেরেগশ্‌কে নরাত্মায় যুদ্ধ করিতে যে আজ্ঞাপত্র লেখেন তাহা এই।

হে বিনেরেগশ্‌ সাহসিক ও বিশ্বস্ত আমার দশ সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ অতি সাহসিক ও মেঘনাদতুল্য শব্দকারি তুমি এই সকল সৈন্যের সহিত নরাত্মা নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাহারদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কহ তোমরা দুষ্ট দ্যাবলের যোঁয়ালি ও তাহার প্রভুত্ব তুচ্ছ কর শাদাই মহারাজা প্রকৃত রাজা ও প্রভু তাঁহার অধীন হও। আরো কহ নরাত্মা নগরের মধ্যে মলিন যে সকল বস্তু তাহাহইতে পরিষ্কৃত হও। তাহারা যদি স্বীকার করে তবে তদ্বিষয়ের অকাপট্যের প্রমাণ লও আর যদি সরলতাপূর্ব্বক তোমার কথা গ্রহণ করে তবে তুমি সাধ্যপর্য্যন্ত নগরে আমার জন্যে গড় নির্ম্মাণ কর। আর নগরজাত যত লোক আমার অধীন হয় তাহারদের অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতিও কোন অত্যাচার করিও না সকলের প্রতি বন্ধু ভ্রাতৃ তুল্য আচরণ কর। এমন সকল লোককেই আমি স্নেহ

করি তাহারা আমার অতি প্রিয় তাহারদিগকে কহ আমি সময়ানুসারে তাহারদের নিকটে উপস্থিত হইয়া দয়ার ভাব প্রকাশ করিব। ১ তেসল ২।।৭—১১।

পরন্তু তোমার কথা শুনিয়া ও আমার আজ্ঞাপত্র দেখিয়াও যদি তাহারা বাধকতা করে ও রাজবিদ্রোহী হয় তবে তোমার সমস্ত বুদ্ধি ও বল ও পরাক্রমক্রমে তাহারদিগকে অধীন কর ইতি।

এই প্রকার আজ্ঞাপত্র সকল সেনাপতিকেই দিলেন।

তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত প্রকারে রাজার নিকটে আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরূপিত দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বং পদোপযুক্ত বেশে বিভূষিত হইয়া উপস্থিত হইল। পরে শাদাই রাজার সঙ্গে ভোজন করণান্তর উড্ডীয়মান ধ্বজার সহিত যাত্রা করিতে লাগিল। অগ্রে বিনেরেগশ তৎপশ্চাৎ দোষপ্রদর্শক ও বিচারক সর্ব্বপশ্চাৎ দণ্ডদায়ক গমন করিল। রাজধানীহইতে নরাত্মা নগর অতিদূর নানা দেশ দিয়া যাইতে হয় কিন্তু কোন স্থানেই কাহারো ক্ষতি বা অপমান না করিয়া সকলেরই মঙ্গল করিতেং চলিল পথের ব্যয়সকল রাজভাণ্ডারহইতে প্রাপ্ত হইল।

এতদ্রূপে অনেক দিবস যাত্রা করণোত্তর নগর দেখিতে পাইল। পরে নগর দ্যাবলের ইচ্ছা ও ব্যবস্থা ও কল্পনার অধীন হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ নগরে উপস্থিত হইয়া কর্ণদ্বারের সম্মুখে থাকিল কারণ সেই দ্বার শুনিবার স্থান। পরে

ছাউনির চতুর্দ্দিগে মুর্চাবন্দি করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

অনন্তর বহুসংখ্যাক সাহসিক সুসজ্জিত সুনিয়মবদ্ধ শাণিতাস্ত্রশস্ত্রধারি সৈন্য ও উড্ডীয়মান ধ্বজা দেখিয়া নগরীয় লোকেরা স্বং গৃহহইতে আসিয়া দর্শন করিতে লাগিল। অতি ধূর্ত্ত দ্যাবল ইহা দেখিয়া মনেং এই সন্দেহ করিল লোকসকল এইপ্রকার দেখিতেছে ইতিমধ্যে সেনাপতিরা আজ্ঞা করিলেই তাহারা দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে পারে। অতএব সে অতিশীঘ্র গড়হইতে বাহির হইয়া সকলকে নগরের মধ্যস্থলে আহ্বান করিয়া এই মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা কহিতে লাগিল।

হে মহাশয়েরা তোমরা আমার বিশ্বাস্য ও অতি প্রিয় বন্ধু বট তথাপি অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর অধিকার করণের জন্যে যে বহুসংখ্যাক ও মহাপরাক্রান্ত সৈন্যেরা কল্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুর্চাবন্দি করিয়াছে তাহারদিগকে দেখিতে যাওয়া তোমারদের অতি অবিবেচনার কার্য্য তৎপ্রযুক্ত তোমারদিগকে কিছু তিরস্কার করা আমার উচিত হয়। তাহারা কে কোথাহইতে আসিয়াছে কি অভিপ্রায়ে নগরের সম্মুখে ছাউনি করিয়াছে তাহা কি তোমরা জান। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম বিপক্ষেরা নগর বেষ্টন করিতে আসিবে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমি আপন সম্পত্তি ব্যয় করিয়া তোমারদের শরীর ও মন সুসজ্জিত করিয়াছিলাম দেখ তাহারাই আসিয়াছে। তাহারদের উপস্থিত হওন কালে একেবারে নগরের সর্ব্ব লোককে সঙ্কটের সম্বাদ দেওয়া তোমারদের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা যদি করিতা তবে

আমরা সকলে আত্মরক্ষা হেতুক অতিশয় আস্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতাম এমন করিলে আমার মনোনীতের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতা। পরন্তু তোমরা যে প্রকার আচরণ করিয়াছ তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ উদ্বেগ জন্মিয়াছে এক্ষণে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে বোধ হয় তোমরা তাদৃশ সাহসী হইবা না! নগরের দ্বারে দ্বিগুণ তৈনাতি সৈন্য কেন নিযুক্ত করিলাম। তোমারদিগকে লৌহবৎ কঠিন ও তোমারদের মন যাঁতার প্রস্তরের তুল্য শক্ত কেন করিলাম। কি এইজন্যে যে তোমরা স্ত্রীর ন্যায় সাহসহীন হইবা ও শিশুর মত বিনাশক শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইবা। ধিক তোমারদের। আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হও ডঙ্কা মার যুদ্ধের জন্যে সসজ্জ হইয়া একত্র দাড়াও। তাহাতে শত্রুরা জানুক অগ্রে বীরেরদের সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে নরাত্মার অধিকার হইবেক না।

এইক্ষণে তোমারদিগকে আর অনুযোগ করিব না কিন্তু সাবধান২ উত্তরকালে এমত কর্ম্ম কদাচ আর না হয়। আমার আজ্ঞা না পাইলে এক জনও প্রাচীরের উপর না উঠে। এখন আমার আজ্ঞা শুনিলা। এই আজ্ঞামত করিলে আমি তোমারদের মধ্যে নিষ্কণ্টকে থাকিতে পারি ও যেমন আত্মরক্ষার বিষয়ে তেমন তোমারদের প্রাণ ও মান রক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকিব ইতি।

এই সকল কথা শুনিয়া নগরীয় লোকেরদের মন চঞ্চল হইল ও তাহারা মহাত্রাসযুক্ত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল ও যাহারা জগৎকে উলটিয়া ফেলে তাহারা পঁহুছিয়াছে নগরের পথে২ দৌড়াদৌড়ি

করিয়া এই কথা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কেহ নীরব হইয়া থাকিতে পারিল না সকলেই হতবুদ্ধির ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিল আমারদের শান্তিনাশক ও নগর অপহারকেরা আসিয়াছে। দ্যাবল এই সকল শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মনেং ভাবিল এই আমার ইষ্ট বটে। ইহাতেই তোমারদের রাজার আজ্ঞাবহতা প্রকাশ হইতেছে। তোমারদের এই ভাব থাকিলে দেখি নরাত্মার অধিকার কে করে।

অনন্তর শাদাই রাজার সৈন্যেরা ছাউনি করিলে পর তৃতীয় দিনে বিনেরেগশ্ তূরীবাদককে* কহিলেন তুমি কর্ণদ্বারে গমনপূর্ব্বক প্রভুর উদ্দেশে বক্তব্য কথায় অবধান করিতে শাদাই রাজার নাম লইয়া নরাত্মার লোকদিগকে আহ্বান করহ। সেনাপতির আজ্ঞামতে শ্রুতাবধান নামক তূরীবাদক কর্ণদ্বারে গমন করিয়া লোকেরদের অবধানার্থ তূরী বাজাইল। কিন্তু দ্যাবলের আজ্ঞামতে কেহ উপস্থিত হইল না তাহাতে কেহ কোন উত্তর করিল না অবধানও করিল না। তূরীবাদক সেনাপতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বৃত্তান্ত কহিল তাহাতে সেনাপতি দুঃখিত হইয়া কহিল তবে এইক্ষণে তাম্বুতে যাও। দ্বিতীয়বার তূরীবাদককে কর্ণ দ্বারে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ আজ্ঞা করিলেন তাহাতেও লোকেরা দ্যাবলের আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ আচরণ করিল। অতএব সেনাপতিরা সভাস্থ হইয়া নরাত্মা অধিকারার্থ কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহারদের রাজদত্ত আজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া তাহার ভাব লইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে অনেক

---

* উপদেশক।

মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন তূরীবাদক তৃতীয়বার লোকেরদিগকে আহ্বান করুক তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়া রাজবিদ্রোহ করিতে থাকিলে আমরা তাহারদিগকে শাদাই রাজার আজ্ঞাধীন করিতে বলপূর্ব্বক উদ্যোগ করিব এই কথা তূরীবাদক তাহারদিগকে জানাউক।

অতএব বিনেরেগশ্ তূরীবাদককে আহ্বান করাইয়া কহিলেন তুমি তৃতীয়বার কর্ণদ্বারে যাও আর তূরীর মহাধ্বনি করিয়া শাদাই মহারাজের নাম লইয়া তাহারদিগকে কহ অবিলম্বে তোমরা কর্ণদ্বারে আইস আর মহারাজার শ্রীযুক্ত সেনাপতি মহাশয়েরদের বক্তব্য বিষয়ে অবধান কর। তূরীবাদক তদনুসারে কর্ণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া তূরীর ঘোষণা দ্বারা তৃতীয়বার লোকেরদিগকে আহ্বান করিল। আরও তাহারদিগকে কহিল তোমরা ইহা না করিলে প্রভুর সেনাপতিরা আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক তোমারদিগকে বাধ্য করিবেন।

পূর্ব্বে যে ধর্ম্মভঞ্জকের বিষয়ে লিখিয়াছি অর্থাৎ যাহাকে দ্যাবল নগরাধ্যক্ষতা ও নগরের দ্বার রক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করে সেই শ্রীইচ্ছা তৎকালে দণ্ডায়মান হইয়া অতি গর্ব্বিত বাক্যে তূরীবাদককে কহিল তুই কে কোথাহইতে আসিয়াছিস্ নগর দ্বারে এমন ভয়ানকরূপে চীৎকার বা কেন করিতেছিস্ আর লোককে এমন কেন বলিতেছিস্।

তূরীবাদক এই উত্তর করিল তুমি ও নগরীয় সমস্ত লোক যে শাদাই মহারাজের বৈপরীত্যাচরণে গুড়মুড়া তুলিয়াছ সে মহারাজার প্রধান সেনাপতি বিনেরেগশের ভৃত্য আমি। নগরীয় লোকের প্রতি

আমার প্রভুর কিছু বক্তব্য আছে তোমরা তাহাতে অবধান করিলে মঙ্গল। না করিলে উপযুক্ত ফল ভোগিতে হইবেক।

তাহাতে শ্রীইচ্ছা কহিল আমি এ কথা আপন প্রভুকে জানাই দেখি তিনি কি কহেন।

তূরীবাদক উত্তর করিল আমারদের যে বক্তব্য তাহা দ্যাবল মহাবীরের নিকটে নহে দুর্ভাগা নরাত্মার নিকটে আমরা প্রেরিত হইয়াছি অতএব দ্যাবল বা তাহার স্বপক্ষ কেহ যাহা কহে তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না। তাহার নির্দ্দয় রাজত্বহইতে এই দুর্ভাগা নগরকে উদ্ধার করিয়া অতি ধাম্মিক শাদাই রাজার পূর্ব্ববৎ অধীন হইতে লোককে প্ররোচনা করিতে আসিয়াছি।

শ্রীইচ্ছা কহিল আমি তোমার কথা নগরীয় লোককে জ্ঞাত করাই।

তূরীবাদক কহিল সাবধান আমারদিগকে প্রবঞ্চনার বাক্য কহিও না পাছে আমারদিগকে প্রবঞ্চনা করণেতে আপনারাই অধিকরূপে প্রবঞ্চিত হও। আর কহিল দেখ তোমরা শান্তিপূর্ব্বক আমারদিগকে অধিকার না দিলে আমরা যুদ্ধ করিয়া বলক্রমে তোমারদিগকে জয় করিব এই স্থির করিলাম। আর আমার এই কথার সত্যতার চিহ্ন এই। কল্য তোমরা নগরের নিকটস্থ ঢিবির উপর জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা উড্ডীয়মান দেখিবা।

পরে শ্রীইচ্ছা প্রাচীরহইতে অবরোহণ করিল। তূরীবাদক ছাউনিতে প্রত্যাগমন করিলে শাদাই মহারাজের সেনাপতিরা একত্র হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা তোমার কথা শুনিয়াছে কি না কি

হইয়াছে বল। তূরীবাদক কহিল তূরীর ধ্বনি দ্বারা আমার কথা শুনিতে আহ্বান করিলে নগরাধ্যক্ষ ও দ্বাররক্ষক শ্রীইচ্ছা প্রাচীরের উপর দিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কে তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ এমন মহাধ্বনি করিবার কি অভিপ্রায়। পরে আমি বক্তব্য বিষয় জানাইলাম এবং ইহা শাদাই রাজার আজ্ঞা এমত কহিলাম। সে কহিল তোমার কথা আমি রাজাকে ও নরাত্মার লোককে জানাইব। পরে চলিয়া আইলাম।

বিনেরেগশ্ ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিল আমরা কতক দিন এই স্থানে থাকিয়া দেখি বিদ্রোহিরা কি করে। কতক দিবসানন্তর বিনেরেগশ্ ও তাঁহার সঙ্গি সেনাপতিরদের কথায় নরাত্মার অবধান করণের সময় উপস্থিত হইলে শাদাই রাজার সমস্ত সৈন্যকে আজ্ঞা হইল সকলই সসজ্জ হইয়া প্রস্তুত হও নগরীয় লোকেরা মানিলে তাহারদের প্রতি করুণাচরণ করিতে হইবেক। না মানিলে বলপূর্ব্বক বশ করিতে হইবেক। অতএব তদ্দিবসের কার্য্যার্থ সকলকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে সমস্ত সৈন্যদলে তূরীবাদকেরা তূরীধ্বনি করিল। পরন্তু নরাত্মার লোকেরা ঐ তূরীর ধ্বনি শুনিয়া বোধ করিল অবশ্য আমারদের নগরে আক্রমণ করিবার জন্যে লোকেরদিগকে আহ্বান করিতেছে। অতএব তাহারা প্রথমে ভয়প্রযুক্ত অতিশয় অস্থির হইল পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সাধ্যমতে ইহা বলিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল সৈন্যেরা আক্রমণ করিলে আমরা যুদ্ধ করিব। না করিলেও আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত থাকিব।

অনন্তর সময় অতীত হইলে বিনেরেগশ্ লোকের-

দের উত্তর শ্রবণ করিতে চাহিলেন অতএব তিনি পুনরায় আপন তূরীবাদককে পাঠাইয়া শাদাই রাজার উক্ত কথা শুনাইতে লোকদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহাতে তূরীবাদক তূরী ধ্বনি করিলে নগরীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়া প্রথমে কর্ণদ্বারে অতি দৃঢ়রূপে প্রহরি রাখিয়া প্রাচীরে উঠিল (জিখ। ৭॥১১)। তাহারদিগকে দেখিয়া বিনেরেগশ্ কহিলেন নগরাধ্যক্ষকে দেখিতে চাহি। তৎকালে কদভিলাষির পরিবর্ত্তে অবিশ্বাস অধ্যক্ষ ছিল অতএব অবিশ্বাস প্রাচীরে দাঁড়াইল। তাহাকে বিনেরেগশ্ দেখিবামাত্র অতি উচ্চস্বরে কহিলেন এ নহে। নগরের পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষ শ্রীবুদ্ধি কোথায় তাহার সঙ্গে কথা কহিব।

দ্যাবল সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া কহিল হে সেনাপতি তুমি এই চারিবার সাহস প্রকাশপূর্ব্বক নগরীয় লোককে তোমার রাজার আজ্ঞাবশ হইতে আজ্ঞা করিতেছ। কাহার অনুমতিতে এমন কর্ম্ম করিতেছ তাহা জানি না জানিতে চাইও না। তোমরা যদি হতবুদ্ধি নও তবে তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি এই সকল গণ্ডগোলের কারণ কি। তোমারদের বা অভিপ্রায় কি।

তাহাতে তিনটা জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা যাঁহার সেই বিনেরেগশ দ্যাবল ও তাহার কথা অবহেলা করিয়া নগরীয় লোককে কহিলেন হে দুর্ভাগা ও বিদ্রোহি নরাত্মা তোমারদিগকে জানাইতেছি আমার অতি দয়ালু প্রভু শ্রীমন্ মহারাজ শাদাই তোমারদিগকে আজ্ঞাবশ করিতে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার মোহরাঙ্কিত এই আজ্ঞাপত্র দেখ।

আর তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা আমারদের কথা শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ হইলে আমরা তোমারদের প্রতি বন্ধু ও ভ্রাতৃতুল্য আচরণ করিব। কিন্তু আমারদের কথায় অবধান না করিয়া তোমরা বিদ্রোহাচরণ করিতে থাকিলে বলপূর্ব্বক তোমারদিগকে জয় করিব।

তৎপরে শ্বেতবর্ণ ধ্বজাতে চিত্রিত মুক্ত ব্যবস্থাগ্রন্থ যাঁহার সেই দোষপ্রদর্শক কহিলেন হে নরাত্মা শুন। হে নরাত্মা তুমি পূর্ব্বে শুদ্ধতাহেতুক প্রসিদ্ধ ছিলা এইক্ষণে অসত্যতা ও প্রবঞ্চনাতে আসক্ত। (রোম।৩॥১০-১৯, ২৩। ১৬॥১৭,১৮। গীত ৫০॥২১,২২) আমার ভ্রাতা বিনেরেগশ্ যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়াছ। যাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছ তিনি তোমারদিগকে মহাক্রোধে বিদীর্ণ করিতে পরাক্রান্ত কিন্তু এখন শান্তি ও দয়ার প্রসঙ্গ করিতেছেন সেই শান্তি ও দয়া গ্রহণ করিলে তোমারদের বুদ্ধির প্রমাণ অথচ সুখ হয়। কেননা আমারদের শাদাই রাজা মহাশক্তিমান তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কেহ তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। যদি বল আমি পাপ করি নাই রাজার বিপরীতাচরণও করি নাই। তবে শুন। তুমি তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়াছ এই তোমার পাপের আরম্ভ আর যে দিবসে তাহা করিয়াছ তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত তোমার সমস্ত ক্রিয়াই তোমার দোষের প্রমাণ। আর তুমি দ্যাবলের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকেই রাজাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছ। তুমি শাদাই রাজার ব্যবস্থা তুচ্ছ করিয়া দ্যাবলের আজ্ঞাবহ হইয়াছ। আমরা শাদাই রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য কিন্তু আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমারদের সম্মুখে নগরের

দ্বার বদ্ধ করিয়াছ তোমরা পাপী না হইলে এই সকল কেন হয়। অতএব আমারদের পরামর্শ গ্রহণ কর ও আমার ভ্রাতার বাক্য মান। দয়া পাইবার সুযোগ থাকিতে তাহা গ্রহণ কর তোমার শত্রুর সঙ্গে শীঘ্র মিল (লুক ১২॥৫৮,৫৯)। হায় নরাত্মা দ্যাবলের চাতুরী বাক্য শুনিয়া আপনারদের দয়া প্রাপণের বাধা করিও না ও আপনার দুঃখ সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিও না। কি জানি সে ব্যক্তি প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক তোমারদিগকে এমন প্রবোধ দিবে এই কার্য্যেতে আমরা আপনারদেরই মঙ্গল চেষ্টা করি তোমারদের নয়। কিন্তু আমারদের এই কার্য্য করণের এই কারণ আমরা আপনারদের রাজার আজ্ঞাবহ ও তোমারদের সুখান্বেষী ইহা নিশ্চয় জান।

আরো হে নরাত্মা বিবেচনা কর। মহারাজা এইপ্রকারে তোমার নিকটে দয়ার বাক্য প্রচার করেন ইহাতে কি তাঁহার আশ্চর্য্য অনুগ্রহ প্রকাশ হয় না। তিনি আমারদের দ্বারা তোমারদের দুর্দ্দশা প্রকাশ করিয়া মিষ্ট বাক্যদ্বারা প্ররোচনা করত এই জন্যে বিনয়বাক্য কহিতেছেন যে তাঁহার আজ্ঞাবশ হও। (২ করি।৫॥১৮-২১) তাঁহার সেবা না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই তোমারদেরই অতিশয় ক্ষতি। তিনি অত্যন্ত দয়ালু অতএব নরাত্মার নাশ হয় তাঁহার এমত কোন মতে বাঞ্ছা নয় বরং তাঁহার প্রতি মন ফিরাইয়া বাঁচ এই তাঁহার বাঞ্ছা।

পরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড চিত্রিত রক্তবর্ণ ধ্বজা যাঁহার সেই বিচারক কহিলেন হে নরাত্মানগর নিবাসিরা তোমরা অনেক দিবসাবধি শাদাই মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ এইক্ষণে জান আমরা আপনারদের

মনস্থ সম্বাদ জ্ঞাপন করিতে কিম্বা আপনারদের প্রতি কৃতহিংসার প্রতিফল দিতেও আইসি নাই। তোমারদিগকে প্রভুর আজ্ঞাধীন করিতে তিনিই আমারদিগকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা শান্তিপূর্ব্বক তাঁহার অধীন না হইলে তোমারদিগকে বলপূর্ব্বক অধীন করিতে আমরা আজ্ঞা পাইয়াছি। আর আমারদের মহারাজা স্বীয় পরাক্রমে তোমারদিগকে বশ করিয়া পদতল করিতে পারেন না এমত বোধ করিও না দ্যাবল এমন বাক্যেতে তোমারদিগকে না ভুলাউক। আমারদের রাজা সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি পর্ব্বতকে স্পর্শমাত্র করিলে ধূমময় হয়। আর তাঁহার দয়ারূপ দ্বারও নিত্য মুক্ত থাকিবে না. দেখ যে দিন তুন্দুরের ন্যায় জ্বলিবে তাহা আসিতেছে। অতি শীঘ্র আসিবে বিলম্ব হইবে না। (মলা। ৪॥১। ২পিত। ২॥৩।) হে নরাত্মা তোমার অনেক দোষ হইলেও রাজা দয়ার বাক্য কহেন এই কি ক্ষুদ্র বিষয়। তিনি আপন স্বর্ণময় রাজদণ্ড এখনও বিস্তার করিতেছেন (এষ্টর ৫॥২।) ও আপন দয়ারূপ দ্বার রুদ্ধ করেন না। তুমি কি তাঁহাকে বিরক্ত করিবা যদি কর তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর সেই দ্বার একবার রুদ্ধ হইলে কখনো মুক্ত হয় না যদি বল তাঁহার দর্শন পাইব না তবে শুন তিনি বিচারকর্ত্তা তাঁহাতে বিশ্বাস কর। সাবধান। পাছে তাঁহার ক্রোধ তোমাকে একাঘাতে নষ্ট করে তাহা হইলে বহু প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তোমার মুক্তি হইবে না। তিনি কি তোমার ধন মানিবেন। তাহা নয় তোমার সম্পত্তি ও সমূহ পরাক্রমও মানিবেন না। তিনি বিচার করিতে আপন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অগ্নিবৎ তেজেতে

আগমন করিবেন ও তাঁহার রথসকল প্রবল ঝড়ের ন্যায় আসিবে তিনি মহা তাপে আপন ক্রোধ ও প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা আপন অভিশাপ দেখাইবেন। আয়োব ৩৬॥ ১৪-১৮। গীত ৯॥৭। যিশা। ৬৬॥ ১৫। অতএব হে নরাত্মা সাবধান পাছে দুষ্টেরদের উপযুক্ত দণ্ডপাত্র হইয়া যথার্থ বিচারে দণ্ডগ্রস্ত হও।

বিচারক এই সকল কথা নরাত্মাকে কহিতেছেন ইতিমধ্যে কেহ২ দ্যাবলকে কম্পমান হইতে দেখিল। বিচারক আরো কহিলেন হে দুর্ভাগা লোক আমরা মহারাজের দূত তোমারদের রক্ষা হইলে আমারদের আনন্দ হয় আমারদের প্রবেশার্থ দ্বার কি মুক্ত করিবা না। (যিথে। ২২॥১৪।) তিনি যখন তোমারদের বিচার করিবেন তখন কি তোমারদের মন সহ্য করিতে কিম্বা তোমারদের হস্ত বলবান হইতে পারিবে। দ্যাবল ও তাহার দূতগণের জন্যে আমারদের রাজা যে দারুণ যন্ত্রণা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা তোমারদিগকে বলপূর্ব্বক বাহুল্যরূপে ভোগাইলে তোমরা কি সহ্য করিতে পারিবা অতএব বিবেচনা কর। সময় থাকিতে সাবধান হও।

পরে চতুর্থ সেনাপতি দণ্ডদায়ক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন হে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ এইক্ষণে নির্ম্মূল শাখাতুল্য পূর্ব্বে স্বর্গস্থ পবিত্রগণের রম্যস্থান এইক্ষণে দ্যাবলের আবাস নরাত্মা নগরের লোকসকল আমার কথাও শুন এবং শাদাই মহারাজার নামে তোমারদের নিকট আমার যাহা বক্তব্য তাহাতে অবধান কর। দেখ বৃক্ষের মূলে কুড়ালি লাগান যায় যে প্রত্যেক বৃক্ষ উত্তম ফল না ফলে তাহা ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় (মাতি।৩॥৭-১০)।

হে নরাত্মা নগর তুমি অদ্যপর্য্যন্ত নিষ্ফল বৃক্ষ তুল্য তোমাতে কেবল কণ্টক ও শেয়ালকণ্টকবৃক্ষ জন্মিয়াছে। কুফলেতে কুবৃক্ষ জানা যায়। তোমার দ্রাক্ষার ফল বিষতুল্য ও গুচ্ছ তিক্ত (দ্বি। বি। ৩২॥৩২।) তুমি রাজবিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ। শাদাই মহারাজার পরাক্রমতুল্য সৈন্য আমরাই তোমার মূলেতে লাগান কুড়ালিস্বরূপ। কি কহ। ফিরিবা। পুনশ্চ জিজ্ঞাসি ফিরিবা কুড়ালি তুলিয়া আঘাত না করিতে২ শীঘ্র উত্তর কর। আঘাত করিবার পূর্ব্বে কুড়ালি তোমার মূলে লাগান যায় প্রথমে ভয় ও চেতনা জন্মাওনার্থ কুড়ালি লাগান যায় পরে ছেদনার্থ আঘাত হইবেক ইহার মধ্যেই মনঃপরিবর্ত্তনের অবকাশ। কি করিবা। মনঃপরিবর্ত্তন করিলে মঙ্গল। না করিলে ছেদন করি। হে নরাত্মা আমি ছেদন করিলে তুমি পতিত হইবা। কেননা যেমন চেতনা জন্মাওনার্থ মূলেতে কুড়ালি লাগাইবার আজ্ঞা পাইলাম তেমন ছেদনার্থও আজ্ঞা পাইয়াছি। আমারদের রাজার আজ্ঞাবশ হইলে আমরা আঘাত করাতে নিবৃত্ত হই অন্য কিছুতেই নহে। হে নরাত্মা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে নিবারণ না হয় তবে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপের পর দগ্ধ হওন ভিন্ন তোমারদের উপযুক্ত কি।

হে নরাত্মা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা চিরকালীন নয়। এক দুই তিন বৎসর তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু তিন বৎসরপর্য্যন্ত বিদ্রোহ করিলে ছেদন করিতে আজ্ঞা হইবেক। তাহার পরেই ছেদন (লুক ১৩॥৯)। দেখ তুমি তিন বৎসরের অধিক কালপর্য্যন্তও বিদ্রোহাচরণ করিতেছ। আমারদের রাজার কথা কথামা-

ত্রই তাঁহার বাক্য সফল করিবার ক্ষমতা নাই এমত বোধ করিও না। হে নরাত্মা আমারদের মহারাজার বাক্য পাপিরা তুচ্ছ করিলে সেই বাক্য কেবল ভয়-প্রদর্শক নয় জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় সর্ব্বনাশক হয়।

তোমরা অনেক কালাবধি নিষ্ফল স্থানযোড়া বৃক্ষের ন্যায় আছ উত্তর কালেও কি এই অবস্থায় থাকিবা। তোমারদের পাপপ্রযুক্তই মহারাজার সৈন্যেরা উপস্থিত হইয়াছে। তবে তোমারদের নিতান্তই কি মহাদণ্ড দিতে হইবেক। সেনাপতিরদের বাক্য তোমরা শুনিয়াছ তথাপি দ্বার মুক্ত কর নাই। হে নরাত্মার লোকসকল কহ যাহা করিতেছ তাহাই করিবা কি সন্ধি করিবা তোমারদের কি ইচ্ছা।

চারি জন সম্ভ্রান্ত সেনাপতির এই সকল কথায় নরাত্মার লোকেরা অবধান করিল না। তাহারদের রব কর্ণদ্বারপর্য্যন্ত গেল কিন্তু দ্বার মুক্ত হইল না। শেষে নগরীয় লোকেরা কহিল তোমারদের কথা বিবেচনা করিবার জন্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ চাহি। তাহাতে সেনাপতিরা কহিলেন নগরবাসি কুতর্ককে আমারদের হস্তে সমর্পণ কর আমরা তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেই পরে তোমারদিগকে বিবেচনা করিবার সময় দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে সমর্পণ না করিলে তোমরা সময় পাইবা না কেননা কুতর্ক যাবৎ নরাত্মায় থাকে তাবৎ কোন প্রকার সদ্বিবেচনা না হইয়া কেবল কুতর্কই হইবেক।

তৎসময়ে দ্যাবল উপস্থিত হইয়া ঐ কুতর্ক বক্তাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া স্বয়ং সেনাপতিরদিগকে উত্তর দিতে উদ্যত হইল পরে অন্যমতি হইয়া নগরের তৎকালীন অধ্যক্ষ অবিশ্বাসকে কহিল মহা-

শয় এই লক্ষ্মীছাড়াদিগকে তুমি উত্তর দেও নরাত্মার সমস্ত লোক তোমার রব শুনিয়া বুঝিতে পারে এমত উচ্চস্বরে কহ।

দ্যাবলের আজ্ঞামতে অবিশ্বাস মুক্তোষ্ঠ হইয়া কহিতে লাগিল হে সেনাপতি মহাশয়েরা তোমরা নগরের চতুর্দ্দিগে ছাউনি করিয়া আমারদের রাজাকে ব্যামোহ দিতেছ ও লোকেরদের উদ্বেগ জন্মাইতেছ। তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ তাহা জানিতে চাহি না। তোমরাই বা কে পরিচয় দিলেও বিশ্বাস করিব না। অতিভয়ঙ্কর বাক্যেতে কহিতেছ আমরা শাদাই মহারাজার আজ্ঞামতে আসিয়াছি কিন্তু তাঁহার এমত আজ্ঞা করিবার কি শক্তি এই বিষয়ও আমরা অবগত হইতে চাহি না।

আর তাঁহার আজ্ঞামতে তোমরা নগরীয় লোকেরদিগকে কহিতেছ তোমরা আপন প্রভু ত্যাগ করিয়া আমারদের শাদাই মহারাজার শরণাপন্ন হও আর অমূলক আশা দিয়া কহিতেছ তাহা করিলে কোন দোষের বিচার না করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিবেন। আরো এই ভয় দেখাইয়া কহিতেছ আমারদের আজ্ঞামত না করিলে নগর বিনষ্ট করিব।

হে সেনাপতিরা যে কোন স্থানহইতে আইস ও তোমারদের অভিপ্রায় যাহা হউক তথাপি জানিবা আমার প্রভু দ্যাবল ও অবিশ্বাস নামক তাঁহার ভৃত্য আমি ও নরাত্মা নগরের অতি সাহসিক কোন লোক তোমারদিগকে কিম্বা তোমারদের বাক্য বা তোমারদের রাজাকে কিছুমাত্র মানি না তাঁহার পরাক্রম বা প্রতাপ বা দণ্ডেতে আমরা ভয় করি না তোমারদের কোন বাক্যেই অবধান করিব না।

আর তোমরা যে যুদ্ধের কথা কহিতেছ তাহাতে আমরা সাধ্যমতে আত্ম রক্ষা করিব। তোমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উপায়ের অভাব নাই। আর বিস্তারিত কহিবার আবশ্যক নাই স্পষ্টই কহিতেছি তোমরা লক্ষ্মীছাড়া স্বদেশত্যাগী রাজবিদ্রোহি কতক লোক দলবদ্ধ হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেং দেখিতেছ অমূলক আশা দিয়া কি ভয় দেখাইয়া নির্বুদ্ধি লোকবিশিষ্ট কোন নগর কি শহর অধিকার করিতে পার কি না আমারদের এমন বোধ হয়। পরন্তু জান নরাত্মা নগরীয় লোক এমন নির্ব্বোধ নয়।

আমারদের এইমাত্র কথা তোমারদিগকে ভয় করি না তোমারদের কথাও শুনিব না। নগর দ্বার রুদ্ধই রাখিব কদাচ তোমারদিগকে প্রবেশ করিতে দিব না। আর তোমারদিগকে অনেক দিন নগরের নিকটে থাকিতেও দিব না। লোকেরা স্বচ্ছন্দে বাস করিবে কিন্তু তোমরা থাকিলে তাহারদের নিত্য উদ্বেগ হয় অতএব শীঘ্র আপনারদের সমস্ত দ্রব্য লইয়া উঠিয়া যাও। না গেলে তোমারদের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিব।

অবিশ্বাসের এই বক্তৃতা সাঙ্গ হইলে পর অতি ক্রোধাবিষ্ট শ্রীইচ্ছা এই কথা কহিল। (লুক। ১১॥২১।)

হে মহাশয়েরা তোমারদের আজ্ঞা ও তর্জনগর্জন শুনিয়াছি কিন্তু তোমারদের পরাক্রমেতে ভয় করি না তোমারদের তর্জনগর্জনও তুচ্ছ করি যেমন আছি তেমনি থাকিব। তিন দিনের মধ্যে এই স্থানহইতে উঠিয়া যাও। না গেলে নরাত্মা নগরস্থ নিদ্রিত সিংহ দ্যাবলকে জাগৃত করণের প্রতিফল পাইবা।

পরে নগরাধ্যাপক ভদ্রতাবিস্মরণ এই কথা কহিল।

হে মহাশয়েরা তোমরা অতি কঠোর ও ক্রোধের কথা কহিয়াছ তাহার উত্তরে আমার সঙ্গি অধ্যক্ষেরা তোমারদিগকে অতি কোমল বাক্য কহিয়াছে। তাহারা তোমারদিগকে স্বচ্ছন্দে এখানহইতে উঠিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছে। অতএব এই সময়ে তাহারদের কোমল বাক্য শুনিয়া প্রস্থান কর। আমরা গিয়া তোমারদিগকে খড়্গাঘাত করিয়া তাড়িয়া দিতাম পরন্তু আমারা শান্তস্বভাবপ্রযুক্ত অন্যেরদিগকে কোন ক্লেশ দিতে ইচ্ছুক নই।

দ্যাবল ও তাহার সৈন্যসকল সেনাপতিরদিগকে জয় করিলে যে প্রকার আনন্দধ্বনি হইতে পারে লোকেরা উক্ত সকল কথা শুনিয়া তদ্রূপ মহাধ্বনিপূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইয়া হাস্য পরিহাস্য নৃত্যাদি করিতে লাগিল।

পরে দ্যাবল গড়ে প্রত্যাগমন করিল নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক স্বস্বস্থানে গমন করিল। পরন্তু শ্রীইচ্ছা নগরের সমস্ত দ্বারেতে দ্বিগুণ তৈনাতি নিযুক্ত করিল ও দ্বিগুণ খিল হুড়কাদি দ্বারে দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিল পরন্তু বিশেষ সতর্ক হইয়া কর্ণদ্বার রক্ষা করিল যেহেতুক সেই দ্বারদিয়া মহারাজার সৈন্যেরদের প্রবেশ করণের বিশেষ চেষ্টা। অতএব শ্রীইচ্ছা কুসংস্কার নামক অতি কুদৃশ্য ক্রোধন ব্যক্তিকে ঐ দ্বার রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া ষাইট জন বধীরকে তাহার অধীন করিয়া রাখিল। তাহারা সেই স্থানে থাকিবার উপযুক্ত কেননা সেনাপতিরদের কি সৈন্যেরদের কোন বাক্য শুনিতে না পারিয়া প্রকাশ করিতেও অক্ষম।

পঞ্চম অধ্যায়।

নগরের প্রধানং লোকেরদের উত্তর শুনিয়া নগর নিবাসিরা সেনাপতিরদের বাক্যেতে অবধান করিবে না ও শাদাই মহারাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে নরাত্মার লোকেরা যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়াছে দেখিয়া সেনাপতিরা তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন আর বাহুবলেতে তাহারদিগকে দমন করিবার উপায় করিলেন। প্রথমে তাঁহারা কর্ণদ্বারের সম্মুখে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত করিলেন যেহেতুক সেই দ্বার মুক্ত করিতে না পারিলে কোন ফল জন্মে না। পরে অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে স্বস্বস্থানে নিযুক্ত করিয়া সকলের নিকটে ঘোষণা করিলেন যে "তোমারদের পুনর্জাত হইতে হইবেক" এই কথা উচ্চ শব্দে প্রকাশ হইলেই যুদ্ধারম্ভ করিতে হইবেক। পরে সেনাপতিরদের তূরীর বাদ্য হইলে নগরীয় লোকেরা সেইরূপ উত্তর দিল ইঁহারা মহাধ্বনি করিলে তাহারাও মহাধ্বনি করিল ইঁহারা গোলা নিক্ষেপ করিলে তাহারাও গোলা নিক্ষেপ করিল এতদ্রূপ যুদ্ধারম্ভ হইল। পরন্তু নগরীয় লোকেরা কর্ণদ্বারের উপর দুইটা বৃহৎ কামান রাখিয়াছিল একের নাম অভিমান অন্যের নাম একগুঁয়ামি। সেই কামান দম্ভকর

নামক দ্যাবলের এক জন কর্ম্মকার গড়ে গঠন করিয়াছিল সেই কামানের প্রতি লোকেরদের বিশেষ ভরসা ছিল ফলতঃ তদ্দ্বারা শত্রুর ক্ষতির সম্ভাবনা বটে। সেনাপতিরা সেই কামান দেখিয়া অতিশয় সাবধান থাকিলেন তাহাহইতে নিক্ষিপ্ত অনেক গোলা তাঁহারদের কর্ণের অতি নিকট দিয়া গেলেও স্পর্শ করে নাই। নগরীয় লোকেরা বোধ করিল এই দুই কামান দ্বারা শাদাই রাজার সৈন্যেরদের মহা ক্লেশ হইবে কর্ণদ্বার ও উত্তমরূপে রক্ষা হইবে পরন্তু সমস্ত প্রত্যাশাই বিফল হইল। তদ্বিস্তারিত পশ্চাৎ লিখি।

উক্ত দুই কামান ভিন্ন নগরস্থ কএক ক্ষুদ্র কামানহইতেও অনেক গোলা নিক্ষেপ হইল।

মহারাজার সৈন্যেরাও মহোৎসাহ প্রকাশ করিয়া নগরের মধ্যে ও কর্ণদ্বারে অনেক গোলা বর্ষণ করিল বিশেষ কর্ণদ্বারে যেহেতুক সেই দ্বার মুক্ত না হইলে প্রাচীরে যথেষ্ট আঘাত করিলেও বৃথা হয়। মহারাজার সেনাপতিরা অনেক ফিঙ্গা ও দুই তিনটা ভিত্তিভেদক যন্ত্র* আনিয়াছিলেন। ফিঙ্গাদ্বারা তাঁহারা নগর নিবাসিরদের ও তাহারদের ঘরের উপর বহুতর ভগ্ন প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন ও ভিত্তিভেদক যন্ত্রদ্বারা কর্ণদ্বারে আঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যোগ করিলেন।

---

*এই যন্ত্র পূর্ব্বকালে যুদ্ধে অতি ব্যবহার্য্য ছিল। তাহার এই আকৃতি অতি বৃহৎ কড়িকাষ্ঠের অগ্রভাগে মেষের মস্তকের আকার। যে প্রাচীর কি দ্বার ভাঙ্গিতে হয় তাহার নিকটে দুই থাম গাঁথিয়া তাহার মধ্যে এই যন্ত্র টাঙ্গাইয়া যে প্রাচীর কিম্বা দ্বার ভগ্ন করিতে হয় তাহার প্রতি বলপূর্ব্বক আঘাত করা যাইত।

নগর ও শিবিরস্থ সৈন্যেরদের পরস্পর অতি উৎসাহপূর্ব্বক অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল আর কর্ণদ্বারের উপরি ভাগে যে এক গড় নির্ম্মিত ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা দ্বার মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিতে সেনাপতিরা অতি সাহসপূর্ব্বক বারম্বার মহোদ্যোগ করিলেন। কিন্তু দ্যাবলের রাগদ্বারা ও শ্রীইচ্ছার সাহসদ্বারা ও নগরাধ্যক্ষ অবিশ্বাসের ও অধ্যাপক ভদ্রতাবিস্মরণের আচরণ দ্বারা নগরীয় লোকেরা উৎসাহ পাইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল সেই যুদ্ধে মহারাজার যত টাকা ব্যয় হয় তাহা সকলই বিফল এমত বোধ হইল। সেনাপতিরা ইহা দেখিয়া হটিয়া গিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে ছাউনিতে পুনর্গমন করিলেন।

এই যুদ্ধেতে উভয় পক্ষে অনেক লোকের প্রাণ নাশ হয় তদ্বিবরণ এই।

মহারাজার সেনাপতিরা নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবার সময়ে তিন জন যুবাকে দেখিলেন তাহারা সৈন্য হইতে ইচ্ছুক ছিল দৃষ্টতঃ উপযুক্ত সাহসিক গুণবন্তও বটে। তাহারদের নাম এই২ শ্রুতবাক্য ও মানববুদ্ধি ও মানবকল্পনা। ইহারা সেনাপতিরদের নিকটে আসিয়া কহিল যে আমরাও শাদাই রাজার সৈন্য হইতে চাহি। সেনাপতিরা তাহারদিগকে কহিলেন আমারদের যাত্রার কারণ এই২ অতএব তোমরা যদি এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হও তবে অগ্রে বিবেচনা কর। যুবারা কহিল আমরা এই বিষয়ে অতি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছি আর আপনারা যে অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন তাহার সংবাদ পাইয়া আমরা আপনকারদের অধীন সৈন্য হই এই ভাবেই

নিকটে আইলাম। ইহা শুনিয়া ও তাহারদিগকে সাহসিক দেখিয়া বিনেরেগশ আপন সৈন্যদলভুক্ত করিলেন।

অনন্তর মহাড়ম্বরপূর্ব্বক যুদ্ধ হওনসময়ে শ্রীইচ্ছার অধীন কএকজন সৈন্য নগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বিনেরেগশের সৈন্যেরদের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পড়িল এবং ঐ তিন জনকে ধরিয়া নগরে লইয়া গেল। তাহারা কিঞ্চিৎকাল কারাবদ্ধ হইলে সর্ব্বত্রই এমত জনরব হইতে লাগিল দেখ শ্রীইচ্ছার সৈন্যেরা তিন জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছে তাহারা শাদাই রাজারই সৈন্য।

শেষে দ্যাবল এই বিষয়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীইচ্ছাকে জিজ্ঞাসা করিল এই কথা কি সত্য। শ্রীইচ্ছা কহিল সত্য বটে। তাহাতে দ্যাবল ঐ তিন জনকে আহ্বান করিয়া কহিল তোমরা কে কোথাহইতে আসিয়াছ আর শাদাই রাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে থাকিয়া কি কর। এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর পাইলে দ্যাবল পুনরায় তাহারদিগকে কারাবদ্ধ করাইল। কতক দিন পরে পুনশ্চ তাহারদিগকে ডাকিয়া কহিল এইক্ষণে তোমরা আমার অধীন হইয়া তোমারদের পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবা কি না। তাহারা উত্তর করিল আমরা কোন বিশেষ ধর্ম্মনাশের ভয়েতে সঙ্কুচিত নহি অদৃষ্টক্রমে যাহা পাই তাহাই ভোগ করি। আপনি আমারদিগকে কর্ম্ম দিলে অবশ্যই কর্ম্ম করিব। তৎসময়ে নগরের মধ্যে যথাতথাগ্রাহক নামক এক সেনাপতি নরাত্মা নগরে ছিল। দ্যাবল ঐ তিন জনকে তাহার নিকটে এক পত্র দিয়া পাঠাইল সেই পত্রের মর্ম্ম এই।

অতিপ্রিয় শ্রীযথাতথাগ্রাহক মহাশয়েষু। এই পত্র সহিত আমি তিন জনকে পাঠাইতেছি ইহারা আমার সৈন্য হইতে চাহে আর বোধ করি তোমার অধীনে থাকিলেই ভাল হয়। আমার নিমিত্তে ইহারদিগকে নিকটে রাখ এবং শাদাই রাজা ও তাঁহার সৈন্যের-দের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে প্রয়োজনমতে নিযুক্ত কর। তোমার মঙ্গল হউক। তাহারা ঐ পত্র লইয়া গেলে সেনাপতি তাহারদের দুই জনকে আপন অধীন কতি-পয় সেনার কর্ত্তা করিল মানবকল্পনাকে আপন অস্ত্রবাহক করিল। এইক্ষণে ছাউনির বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

তাঁহারা নগরের অনেক ক্ষতি করিলেন বিশেষতঃ নূতন নগরাধ্যক্ষের গৃহের ছাত ভাঙ্গিয়া তাহাকে আ-ঘাতঃ করিবার পূর্ব্বাপেক্ষা অতি সদুপায় করিলেন। শ্রীইচ্ছা ফিঙ্গার দ্বারা প্রায় হত হইয়াছিল অতিকষ্টে বাঁচিল। পরন্তু ক্ষুদ্র২ অনেক অধ্যক্ষ হত হইল বি-শেষতঃ শপথ লাম্পট্য রাগ মিথ্যাসক্তি মদ্যপ প্রবঞ্চক এই ছয় জন এক গোলা দ্বারাই নষ্ট হয়।

কর্ণদ্বারের উপরি ভাগে যে দুই বৃহৎ কামান ছিল তাহাও তাঁহারা পঙ্কেতে ফেলিয়া দিলেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে মহারাজার অতি সম্ভ্রান্ত সেনাপতি-রা নগরের প্রাচীরের নিকটে না থাকিয়া কিঞ্চিদ্দূরে থাকিয়া আপনারদের চতুর্দ্দিগে পরিখা করিলেন কিন্তু যে স্থানে থাকিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য অথচ শত্রু দমন ও নগরীয় লোকদিগকে পুনঃ২ সৎপরামর্শ ও সদুপদেশ দিতে পারেন এমন স্থান মনোনীত করি-লেন। তাঁহারদের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইল যেহেতুক

তাঁহারদের শত্রুরদিগকে ক্লেশ দিতে যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা প্রায় তাহাই সম্পন্ন করিলেন।

তাহাতে নরাত্মা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতে পারিল না এবং পূর্ব্ববৎ নিষ্কণ্টকরূপেও ব্যভিচার ক্রিয়াতে রত হইতে পারিল না। কেননা শাদাই রাজার সৈন্যেরা পুনঃ২ বাক্যের উপর বাক্য কহিয়া এক বার এক দ্বারহইতে অন্যবার অন্য দ্বারহইতে কএক বার সর্ব্ব দ্বারহইতে তাহারদিগকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিলেন তাহাতে তাহারদের পূর্ব্বকার শান্তি লোপ হইয়া গেল। সেই সময়ও শীতকাল রাত্রি অতি দীর্ঘ তাহাতে সৈন্যেরদের ভয়প্রদর্শক বাক্যেতে নগরের বহুতর ক্লেশ হইল এমন সঙ্কট পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। কোন সময়ে তুরী বাজিত কোন সময়ে নগরের মধ্যে ফিঙ্গাদ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ হইত। কোন২ সময়ে মধ্যরাত্রেই দশসহস্র সৈন্য নগরের প্রাচীর বেষ্টন করিয়া যুদ্ধের ঘোরতর রবে লোকেরদিগকে আহ্বান করিত। কখন২ নগরীয় কোন২ লোক আঘাতী হইলে দারুণ চীৎকার করিয়া দুরবস্থ নরাত্মার মহা উদ্বেগ জন্মাইত। নগরীয় লোকের অত্যন্ত ক্লেশ ও দুঃখ হইত বুঝি দ্যাবল রাজাও প্রায় বিশ্রাম পাইতে পারিত না।

শুনিয়াছি তৎসময়ে নগরীয় লোকেরদের মনোমধ্যে নানা বিরুদ্ধ ভাবনা জন্মিতে লাগিল। কেহ২ কহিত এমন হইলে বাঁচা ভার। কেহ কহিত এমন বহুকাল থাকিবে না। অন্য কেহ কহিত আমরা শাদাই রাজার শরণ লই তাহাতে আর দুঃখ থাকিবে না। অন্য কেহ কহিত তিনি কি এখন আশ্রয় দিবেন।

দ্যাবলের নগর অধিকার করণের পূর্ব্বে বিবেকনা-

মক যে বৃদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন সেও অতি উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল তাহার রব মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইল। অতএব বাহিরে সেনাপতিরদের মহা-রব ও চীৎকার ও নগরের মধ্যে অধ্যাপকের গর্জ্জন ইহাতে নরত্মার যে ত্রাস তাহার কি বর্ণনা করিব।

তৎসময়ে নগরের মধ্যে সকল বস্তুর অতিশয় অপ্র-তুল হইতে লাগিল আর তাহারা যে সুখের বাসনা করে তাহার অভাব হইল। (লুক ১৫॥১৪।) তাহার-দের মনোরঞ্জক সকল বস্তু তেজোহীন ও সৌন্দর্য্যের স্থানে দগ্ধের চিহ্ন হইল। নগরীয় লোকেরদের মুখ তুবড়িয়া গেল এবং মৃত্যুর ছায়ার চিহ্নও প্রকাশ হইল অতএব তৎকালে অতি নীচাবস্থ স্বীকার করি-য়াও যদি কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি ও আনন্দ পাইতে পারিত তাহাও হৃষ্টচিত্তে তাহারা স্বীকার করিত।

অনন্তর সেনাপতিরা জ্ঞান করিলেন নরাত্মার শা-দাই রাজার অধীন হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে অত-এব তাহারদিগকে এমন সময়ে আদেশ করিলে কি জানি তাহাতে উৎসাহ জন্মে ইহা ভাবিয়া তাহারা বি-নেরেগশের তূরীবাদকের দ্বারা শীতকালের মধ্য সময়ে তিনবার নগরীয় লোকদিগকে পুনরায় আজ্ঞা করি-লেন তোমরা শাদাই মহারাজার অধীন হও। আমি শুনিয়াছি অবিশ্বাসের শত্রুতাতে ও শ্রীইচ্ছার চাঞ্চ-ল্যেতেই বাধা হইল নতুবা নগর অবশ্য রাজার আজ্ঞা-ধীন হইত। দ্যাবলও উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অত্যাচার করিতে লাগিল অজ্ঞান নরাত্মার লোকেরাও শাদাই রাজার আজ্ঞাধীন হইবার বিষয়ে ঐক্যবাক্য ছিল না অতএব তাহারদের দুঃখ ও উদ্বেগ কোনমতেই নিবৃত্ত হইল না।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ শীতকালে রাজার সেনাপতিরা নরাত্মাকে অধীন হইতে তিনবার আজ্ঞা দিলেন। তদ্বিস্তার এই।

প্রথমবার তূরীবাদক এই শান্তির বাক্য কহিল শাদাই রাজার অতি সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরা ম্রিয়মাণ নরাত্মার দুর্দ্দশা বিষয়ে অতি দুঃখিত হইয়াছেন এবং তোমরা আপনারদের উদ্ধারের বাধা আপনারাই করিতেছ ইহাতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন অতএব এই সময়ে যদি দুর্ভাগা নরাত্মা নম্র হইয়া বিরুদ্ধাচরণ বিষয়ে অনুতাপী হয় তবে দয়ালু মহারাজ তাহারদিগকে ক্ষমা করিবেন ও তাহারদের দোষ মনে রাখিবেন না এই কথা তোমারদিগকে জানাইতে সেনাপতিরা আমাকে পাঠাইয়াছেন অতএব তোমরাই আপনারদের মঙ্গলের বাধা করিও না ও আপনারদের শত্রু হইও না ও আপনারদের ক্ষতি করিও না সাবধান হও। ইহা কহিয়া তূরীবাদক প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয়বার তূরীবাদক গিয়া তূরীর ধ্বনি করিয়া তাহারদিগকে কিছু শক্ত বাক্য কহিল তোমরা বিদ্রোহী থাকিয়া কেবল সেনাপতিরদের মন বিরক্ত করিতেছ অতএব তাঁহারা স্থির করিয়াছেন হয় নগর জয় করিবেন নতুবা নগরের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে২ প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়বার তাহারদিগকে আরো শক্ত কথা কহিলেন তোমরা অতিঅমর্য্যাদক অতএব সেনাপতিরা দয়া করেন কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না তাঁহারা এবার কেবল এই কহিয়াছেন তুমি লোকদিগকে দ্বার মুক্ত করিবার আজ্ঞা দেও।

ঐ কথা শুনিয়া বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কথা শুনিয়া

লোকেরদের মহাদুঃখ হইল। তৎপ্রযুক্ত তাহারা মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিল শ্রীইচ্ছা কর্ণদ্বারে যাইয়া তূরীর ধ্বনি করুন ও সেনাপতিরদের নিকটে সন্ধির নিয়ম প্রস্তাব করণের নিমিত্ত তাহারদিগকে আহ্বান করুন। তাহাতে শ্রীইচ্ছা প্রাচীরে উঠিয়া তূরীর ধ্বনি করিলে সেনাপতিরা সসজ্জ হইয়া প্রত্যেকে দশসহস্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে নগরীয় লোকেরা কহিল আমরা তূরীবাদকের দ্বারা তোমারদের বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিয়াছি অতএব আমারদের রাজা যে কএক প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে তোমরা সম্মত হইলে তোমারদের ও তোমারদের রাজা শাদাইর সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি তাহা হইলে তোমারদের সঙ্গে আমারদের ঐক্যও হইবেক।

প্রথম প্রস্তাব এই। শাদাই রাজাকে যদি গ্রহণ করি তবে বর্ত্তমান নগরাধ্যক্ষ ও ভদ্রতাবিস্মরণ ও অতি সাহসিক শ্রীইচ্ছা নরাত্মা নগর ও গড় ও দ্বারের রক্ষকর্ত্তা পদে থাকিবে।

দ্বিতীয়। যাহারা দ্যাবল মহাবীরের সেবা করিয়াছে তাহারা নগরের মধ্যে যে স্থান ও আশ্রয় ও ক্ষমতা পাইয়াছে তাহাই ভোগ করিতে থাকিবেক শাদাই রাজা কিছু নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত করিবেন না।

তৃতীয়। নগরজাত লোকেরা যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে বিশেষতঃ অনেক কালাবধি তাহারদের একই প্রভু ও মহারক্ষক দ্যাবল যাহা ভোগ করিতে দিয়াছে তাহাই ভোগ করিতে থাকিবেক।

চতুর্থ। লোকেরদের ইচ্ছা ও সম্মতি না হইলে

শাদাই রাজা কোন নূতন ব্যবস্থা দিবেন না ও নূতন কোন অধ্যক্ষ কিম্বা বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন না।

এই আমারদের প্রস্তাব ইহাতে সম্মত হইলে আমরা তোমারদের রাজার অধীন হই।

এই প্রকারে কেবল অর্দ্ধেকরূপে নগর সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় দেখিয়া ও লোকেরদের সাহসের বাক্য শুনিয়া সেনাপতিরা বিনেরেগশ্ মহাশয়ের দ্বারা এই উত্তর করিলেন।

হে নরাত্মা নগরীয় লোকসকল আমারদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার নিমিত্তে তোমারদের তূরীর রব শুনিয়া আমরা নিতান্ত আনন্দিত ছিলাম। আর যখন কহিলা আমরা তোমারদের প্রভু ও রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছি তখন আরো আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু তোমারদের অবিবেচনার প্রস্তাব শুনিয়া ও আপনারদের পাপজনক উপায় আপনারাই জন্মাইতেছ দেখিয়া আমারদের সুখের স্থানে দুঃখ হইল এবং তোমারদের মনঃপরিবর্ত্তন বিষয়ে আমারদের সকল ভরসা প্রায় লুপ্ত হইল।

বোধ করি নরাত্মার পূর্ব্বকালাবধি শত্রু কুতর্ক ঐ সকল প্রস্তাব করে। কিন্তু শাদাই রাজার সেবার বিষয়ে যে জন কিঞ্চিৎ মাত্রও মানস রাখে তাহার ঐ বাক্য কদাচ শ্রবণীয় নহে। অতএব যে প্রকারে মহাপাপ অস্বীকার করিয়া দূর করিতে হয় সেই প্রকারে আমরা তোমারদের সেই বাক্য সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করি। (২ তিম।২॥১৯।)

পরন্তু হে নরাত্মা যদি তোমরা আপনারদিগকে আমারদের হস্তে বরং আমারদের রাজার হস্তে সমর্পণ কর আর তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে নিয়ম করেন

সেই নিয়মানুসারে আচরণ করিতে ইচ্ছা কর তবে আমরা তোমারদিগকে গ্রাহ্য করিয়া তোমারদের সঙ্গে শান্তিভাবে থাকিব। আর তিনি যে নিয়ম করিবেন তাহাতে অবশ্যই তোমারদের মঙ্গল হইবেক। তোমরা আপনারদিগকে শাদাই রাজার হস্তে সমর্পণ না করিলে তোমারদের দশা পূর্ব্ব মতই রহিবে। আমারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা জানি।

এই কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ অবিশ্বাস নগরীয় লোকদিগকে কহিল তোমরা এইক্ষণেও শত্রুর হাতে পড় নাই তবে কি আপনারদের রাজদণ্ড লইয়া যাহার পরিচয় জান না এমন লোকের হাতে দিবা। এমন মূর্খ কে। তাঁহারা যে প্রকার অনিয়মিত প্রস্তাব করেন তাহাতে আমি কোন প্রকারেই অবধান করিব না। তাঁহারদের রাজার কি রীতি স্বভাব জান। কেহ২ কহে তাঁহার প্রজারা বিন্দুমাত্র দোষ করিলেই মহাক্রুদ্ধ হন। অন্যেরা কহে প্রজারদের যাহা অসাধ্য এমন কর্ম্ম তাহারদের দ্বারা করান। অতএব হে নরাত্মা এই বিষয়ে যাহা করিবা তাহা অতি সতর্ক হইয়া করাই তোমারদের বুদ্ধির প্রমাণ। এক বার তাঁহারদের কথা শুনিয়া তাঁহার হস্তগত হইলে আর স্বাধীন হইতে পারিবা না। ঐ রাজা স্বেচ্ছামতে কর্ত্তৃত্ব করেন অতএব অধীন হওয়া অত্যন্ত মূঢ়তার প্রমাণ। তাহা করিলে তোমরা অনুতাপ করিতে পার বটে কিন্তু আপনারদের দুঃখের কারণ আপনারাই হইবা। আর তাঁহার অধীন হইলে তোমারদের কত জনকে নষ্ট করিবেন কত জনকে বা রক্ষা করিবেন তা কে জানে। এমনও হইতে পারে আমারদের সকলকেই

নষ্ট করিয়া এই নগরে বসতি করিবার নিমিত্তে স্বদেশ-হইতে নূতন লোককে পাঠান।

নগরাধ্যক্ষের এই বাক্যেতে সকলই চঞ্চল হইল তাহাতে সেনাপতিরদের যে কিঞ্চিৎ ভরসা ছিল তাহাও লুপ্ত হইল অতএব তাঁহারা উঠিয়া আপনারদের ছাউনিতে ও স্বজনের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। নগরাধ্যক্ষও স্বীয় গড়ে ও রাজার নিকটে গেল।

দ্বারমুক্ত করি কি না প্রজারা এই বিষয়ে প্রায় দ্বিমনা হইয়াছে এই কথা দ্যাবলও শুনিয়া নগরাধ্যক্ষের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় থাকিল। নগরাধ্যক্ষ আইলেই দ্যাবল কহিল মহাশয় আপনকার মঙ্গল হউক অদ্যকার কি সম্বাদ। অবিশ্বাস নমস্কারপূর্ব্বক কহিল সৈন্যাধ্যক্ষেরদের এইং বাক্য আমারও এইং উত্তর। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দ্যাবল মহানন্দিত হইয়া কহিল হে আমার বিশ্বাস পাত্র অধ্যক্ষ অবিশ্বাস দশবার তোমার পরীক্ষা করিলাম কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কখন হও নাই অতএব আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই যাত্রায় উদ্ধার পাইলে নরাত্মা নগরের অধ্যক্ষতাহইতেও উত্তম পদ তোমাকে দিব সর্ব্ব বিষয়েতেই তোমাকে আমার পরেই কর্ত্তা করিব সর্ব্বদেশীয় লোককে তোমার অধীন করিয়া দিব কেবল আমার অধীনমাত্র তুমি থাকিবা। আর কেহ অবাধ্য হইলে তুমি তাহার শাসন করিবা প্রজারদের মধ্যে তোমার শৃঙ্খলে বদ্ধ যে না হইবে সে কখনো কোথাও এক পা চলিতে পাইবে না।

নগরাধ্যক্ষ এই সকল বাক্য শুনিয়া আপনাকে মহানুগ্রহ পাত্র জ্ঞান করিয়া দ্যবলের নিকটহইতে প্রস্থান

করিল ও অত্যন্ত গর্ব্বভাবে স্বগৃহে গমন করিয়া ভাবিতে লাগিল আমার যাবৎ উচ্চ পদ না হয় তাবৎ সেই ভরসাতে আনন্দে থাকি।

পরন্তু তদ্দিবসের উক্ত ঘটনাতে দ্যাবল ও নগরাধ্যক্ষ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেও শাদাইর সেনাপতিরদের প্রতি অবিশ্বাসের উত্তর শুনিয়া নগরীয় লোকেরা প্রায় অবাধ্য হইতে লাগিল। তদ্বিস্তার এই। অবিশ্বাস অধ্যক্ষ সেনাপতিরদিগকে কর্ণদ্বারে যে সময়ে কহিতেছিল সে সময়ে দ্যাবল পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষ বুদ্ধিকে ও অধ্যাপক বিবেককে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে দিল না পাছে ইহারাই অবাধ্য হইয়া সেনাপতিরদের সপক্ষে নানা বিরুদ্ধ কথা কহিয়া নগরীয় লোকেরদিগকে লওয়ায়। পরে তাহারা পরম্পরা ঐ সকল সম্বাদ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নগরীয় কতক লোককে ডাকিয়া কহিতে লাগিল সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরা যে কথা কহিয়াছেন সকলই যথার্থ আর অবিশ্বাসের বাক্যেতে অতি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। যেহেতুক সেই ব্যক্তি ঐ সেনাপতিরদিগকে ও তাঁহারদের রাজাকে কিছুমাত্র সম্মান করে না আর তাঁহারদিগকে প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা দোষের অপবাদও দিয়াছে। কেননা একে সেনাপতিরদের প্রস্তাবে সম্মত হইল না তদ্ভিন্ন রাজা কহিয়াছিলেন লোকেরা আমার প্রতি মন ফিরাইলে আমি তাহারদিগকে দয়া করিব অবিশ্বাস কহিতেছে কি জানি তিনি আমারদের সকলকে নষ্ট করেন এই কি তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা নহে। ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া লোকসকল বিবেচনা করিল অবিশ্বাস অতিদুর্ব্বাক্য কহিয়াছে। অতএব পাঁচ জন এক দিগে

দশ জন অন্য দিগে ইত্যাদি প্রকারে তাহারা স্থানেং ও পথেং দৌড়াদৌড়ি করিয়া প্রথমে মৃদুস্বরে পরে স্পষ্ট বাক্যে শেষে উচ্চ স্বরে এই অনুতাপের কথা কহিতে লাগিল হায় শাদাই রাজার সাহসি সেনাপতিগণ। হায় তাঁহারদের ও শাদাই রাজার আজ্ঞাধীন আমরা কেন হইলাম না।

পরন্তু নগরীয় লোকেরদের এই প্রকার গোলমালের কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ তাহারদিগকে শান্ত করিতে আইল। সে বোধ করিল আমার দাম্ভিক আচরণেতে ভয় পাইলে অবশ্য দমন করা যাইবেক। কিন্তু লোকেরা তাহাকে দেখিবামাত্র হুড়াহুড়ি করিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিল তাহাকে নষ্ট করিত কিন্তু সে পলাইয়া ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাতে লোকেরা তাহার ঘরপর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উপক্রম করিল কিন্তু ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় প্রযুক্ত পারিল না। তাহাতে সে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টি করিয়া তাহারদিগকে কহিল। হে মহাশয়েরা অদ্য এইপ্রকার বিভ্রাট কেন।

বুদ্ধি উত্তর করিল। শাদাই রাজার সেনাপতিরদের প্রতি তুমি ও তোমার প্রভু অহিতাচরণ করিয়াছ এই জন্যে। তোমারদের তিন বিষয়ে দোষ হইয়াছে প্রথম তাঁহারদের সঙ্গে কথোপকথন সময়ে তোমরা শ্রীবিবেককে ও আমাকে উপস্থিত হইতে দিলা না। দ্বিতীয় তোমরা সন্ধির যে নিয়ম প্রস্তাব করিলা তাহাতে শাদাই রাজার সম্মত হওয়া অসম্ভব! সম্মত হইলেও তিনি নামমাত্র রাজা হইতেন লোকেরা ব্যবস্থানুসারে তাঁহার সাক্ষাতেও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতা ও কদাচরণ করিতে পারিত ফলতঃ সমস্ত

কর্তৃত্বভার দ্যাবলের হাতেই থাকিত শাদাই নাম-মাত্র রাজা হইতেন। তৃতীয় সেনাপতিরা কোন২ নিয়মেতে আমারদের প্রতি দয়া করিতে চাহিলেও তুমি অতি কটু ও অনিষ্ট ও দুষ্ট বাক্যদ্বারা তাহা বিফল করিলা।

এই সকল কথা শুনিয়া অবিশ্বাস অতি চেঁচাইয়া কহিল বিদ্রোহি২ রাজবিদ্রোহি২ দ্যাবলের নগরীয় বিশ্বস্ত বন্ধুসকল অস্ত্র ধর২।

বুদ্ধি কহিল। হে মহাশয় তুমি আমার বাক্যের যেমন অর্থ করিতে চাহ করহ আমি জানি এমন মহৎ রাজার সেনাপতিরদের প্রতি শিষ্টাচরণ করাই অতি কর্ত্তব্য।

বৃদ্ধ অবিশ্বাস কহিল এই বাক্য তোমার পূর্ব্বকার কথারই তুল্য। আমি যাহা কহিলাম তাহা আপন রাজা ও রাজনিয়মের পক্ষে কহিলাম আর তোমরা সর্ব্ব ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারদিগকে অস্থির করিয়াছ তাহারদিগকে সুস্থির করণের জন্যে কহিলাম।

তাহাতে পূর্ব্বকালীন অধ্যাপক বিবেক অবিশ্বাসকে কহিল বুদ্ধি যাহা কহিয়াছেন তাহার এমন উত্তর করা উচিত নয়। তিনি সত্য কহিয়াছেন তুমিই নরাত্মার নিতান্ত শত্রু সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব কটু বাক্য কহনেতে ও সেনাপতিরদিগকে ক্লেশ দেওনেতে তোমার যে দোষ হইয়াছে তদ্বিষয়ে সাবধান হও আর তদ্দ্বারা নরাত্মার যে ক্ষতি করিয়াছ তদ্বিষয়ে সচেতন হও। তাঁহারদের নিয়মেতে যদি সম্মত হইতা তবে নরাত্মার চতুর্দ্দিগে যে তূরীর ধ্বনি ও যুদ্ধের রব শুনা যাইতেছে তাহা পূর্ব্বেই নিবৃত্ত

হইত। কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার বাক্যপ্রযুক্ত সেই ভয়ানক রব এখনও শুনা যাইতেছে।

বৃদ্ধ অবিশ্বাস উত্তর করিল মহাশয় আমি যদি রক্ষা পাই তবে তোমার বাক্য দ্যাবলকে জানাইব তিনি উত্তর দিবেন ইতিমধ্যে আমরা তোমার পরামর্শ চাহি না স্ববিবেচনা মতে নগরের হিত অন্বেষণ করিব।

বুদ্ধি কহিলেন। মহাশয় তোমার রাজা ও তুমি বিদেশীয় লোক নগরজাত নও। কি জানি আমারদিগকে আরো সঙ্কুচিত করিলে তোমারদের পলায়ন ভিন্ন রক্ষা পাইবার অন্য উপায় না থাকিলে তোমরা আমারদিগকে ছাড়িয়া আপনারদেরই রক্ষা করিবা অথবা আমারদের নগরে অগ্নি লাগাইয়া ধূমেতেই লুকাইয়া কিম্বা জাজ্বল্যমান নগরের আলোতেই পথ দেখিয়া২ পলায়ন করিবা আমরা সংহারক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব।

অবিশ্বাস কহিল। তুমি পরাধীন প্রজার ন্যায় তোমার আচরণ করা উচিত ভুলিয়াছ। আমারদের রাজা অদ্যকার ঘটনার সম্বাদ শুনিলে কি করেন বলিতে পারি না।

ইহারদের এই প্রকার পরস্পর বিরোধ হইতেছে ইতি মধ্যে শ্রীইচ্ছা ও দ্বেষ ও কুতর্কাদি এবং নূতন নিযুক্ত কএক জন বিচারক নগরের প্রাচীর ও দ্বারহইতে নামিয়া এই সকল বিভ্রাটের কারণ জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে একজন এক কথা অন্য জন অন্য কথা গোলমাল করিয়া কহিলে কে কাহার কথা বুঝিতে পারে। তাহাতে সকলকে নীরব থাকিতে আজ্ঞা হইলে বৃদ্ধ কেন্দুয়া অবিশ্বাস কহিতে লাগিল। হে

মহাশয় এই দুই জন অবাধ্য হইয়া কুস্বভাবানুসারে বোধ হয় অসন্তোষ নামক এক ব্যক্তির পরামর্শমতে এই সকল লোককে হুড়াহুড়ি করিবার নিমিত্তে অদ্য একত্র করিয়াছে এবং নগরীয় লোকদিগকেও রাজ-বিদ্রোহ ব্যাপারেতে প্রবর্ত্ত করাইতেছে।

তাহাতে দ্যাবলীয় যত লোক উপস্থিত ছিল সকলে কহিতে লাগিল এই সকল কথা সত্য বটে। অনন্তর বুদ্ধি ও বিবেকের পক্ষে অল্প লোক বিপক্ষের পক্ষে অনেক লোক হইয়াছে দেখিয়া বুদ্ধি ও বিবেকের পরাজিত হওনের সম্ভাবনা জ্ঞান করিয়া তাহারদের পক্ষীয় লোকসকল একত্র হইল তাহাতে দুই দিগেই অনেক লোক হইল। পরে অবিশ্বাসের পক্ষীয় লোকেরা কহিল ঐ দুই ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ কর। বিপক্ষেরা কহিল তাহা নহে। উভয় পক্ষীয়েরাই আপনং মনোনীত কর্ত্তারদের নাম উচ্চস্বরে করিতে লাগিল। দ্যাবলীয় লোকেরা কহিতে লাগিল জয় অবিশ্বাস জয় ভদ্রতাবিস্মরণ জয় নূতন বিচারকগণ জয় তাহারদের অধ্যক্ষ দ্যাবল। অন্য পক্ষীয় লোকেরা কহিল জয় শাদাই মহারাজ ও তাঁহার সেনাপতিগণ ও তাঁহার ব্যবস্থা ও দয়া আরও তাঁহার সুনিয়ম ও সুরীতির প্রশংসা করিল। উভয় পক্ষীয় লোক এই প্রকার করিতেং অগ্রে বাগ্যুদ্ধ পরে হাতাহাতি হইতে লাগিল। শীতাচেতন নামক দ্যাবলীয় এক ব্যক্তি বিবেককে দুইবার ফেলিয়া দিল বুদ্ধিও বাণদ্বারা প্রায় হত হইল কিন্তু যে ব্যক্তি বাণ নিক্ষেপ করিল সে প্রকৃতরূপে লক্ষ করিতে না পারাতেই রক্ষা পাইল। পরপক্ষীয় অনেক লোকেরাও আঘাতি হইল বিশেষতঃ শ্রীই-

চ্ছার ভৃত্য মন অবিবেচক নামক এক ব্যক্তির মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল আর লোকেরা কুসংস্কারকে পঙ্কেতে ফেলিয়া যে প্রকারে লাথি মারিল তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় হাসিলাম। সেই ব্যক্তি কতক দিবস পূর্ব্বে দ্যাবলীয় লোকেরদের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়া নগরের অতিশয় ক্ষতিকর হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহাকে পদতলে ফেলিল। তদ্ভিন্ন বুদ্ধির পক্ষীয় কএক জন ভৃত্য তাহার মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যথাতথাগ্রাহকও সেই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল কিন্তু এই দিগেও নয় ওদিগেও নয় বলিয়া দুই দিগেরই লোক তাহার শত্রু হইল। এই গোলেতে তাহার এক পদ ভগ্ন হইল আর যে জন পা ভাঙ্গিল সে বলিল হায়২ ইহার ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলে ভাল হইত। এই প্রকার উভয় পক্ষের আরও অনেক লোকের আঘাত হইল। পরন্তু আমার এই বক্তব্য শ্রীইচ্ছা এই বিষয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল কোন পক্ষের পক্ষ হইল না কিন্তু কুসংস্কারকে পঙ্কে গড়াগড়ি দেওয়ান গেলে সে হাসিতে লাগিল যথাতথাগ্রাহক খোঁড়া হইয়া তাহার নিকটে আইলে সে প্রায় কিছুই কহিল না ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত গণ্ডগোলের শেষ হইলে পর বুদ্ধি ও বিবেক সেই গোলের মূল ও উৎপাদক জ্ঞান করিয়া দ্যাবল তাহারদিগকে ধরাইয়া কারাবদ্ধ করিল তাহাতে নগর কিছু সুস্থির হইতে লাগিল। কিন্তু দ্যাবল কারাবদ্ধেরদের প্রতি অতি নির্দ্দয়াচরণ করিল তাহারদিগকে হত করিতেও ইচ্ছা করিল কিন্তু যুদ্ধের আড়ম্বরপ্রযুক্ত সে সময়ে করিতে চাহিল না। পরন্তু শাদাই রাজার সৈন্যেরদের বিষয়ে কিছু বক্তব্য। সেনাপতিরা দ্বারহইতে প্রস্থান করিয়া ছাউনি স্থানে ফিরিয়া গেলে এইক্ষণে অধিক কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে যুদ্ধের মন্ত্রণা করিল। কেহ২ কহিল আমরা একেবারে নগরের প্রতি আক্রমণ করি। অধিকাংশ লোক কহিল আমারদের হস্তে নগর সমর্পণ করণ বিষয়ে লোকেরদিগকে আর একবার কহিলে ভাল হয় যেহেতুক আমারদের বিবেচনাতে লোকেরা প্রায় সম্মত আছে অতএব তাহারদের কিঞ্চিৎ সম্মতি থাকিতে যদি আমরা কঠিনরূপে আচরণ করি তবে তাহারা আমারদের প্রস্তাবে আরো অনিচ্ছুক হইবে তাহাতে আমারদের কার্য্য সফল হওয়ার ভরসা দূর হইবেক।

এই পরামর্শেতে সকলে সম্মত হইয়া তূরীবাদক এক জনকে ডাকিয়া কহিলেন তুমি অমুক সময়ে দ্বারে গমনপূর্ব্বক অমুক২ কথা কহ এবং পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন। কিঞ্চিৎকাল পরে সেই তূরী-

বাদক গিয়া প্রাচীরে উপস্থিত হইয়া কর্ণদ্বারে আ-ইল। পরে আজ্ঞামতে তূরীর ধ্বনি করিলে কি হই-য়াছে বলিয়া নগরীয় লোকেরা দেখিতে আইল। তাহাতে তূরীবাদক এই কথা কহিল।

হে কঠিনমনা দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরাত্মা নগরের লোক-সকল তোমরা কত দিন অজ্ঞানতাতে আসক্ত থা-কিবা হে অজ্ঞানেরা তোমরা কত কাল নিন্দাতে স-ন্তুষ্ট হইবা। এইক্ষণপর্য্যন্তও অনুগ্রহ ও উদ্ধার প্রা-পণের প্রস্তাব কি তুচ্ছ কর। শাদাই রাজার অতি ল-জ্জাজনক প্রস্তাব এখনও ত্যাগ করিয়া দ্যাবলের মিথ্যা কথাতে ও প্রবঞ্চনাতে ভরসা রাখ। দেখ শাদাই রাজা তোমারদিগকে পরাজয় করিলে পর তোমারদের এই প্রকার আচরণ মনে উঠিলে কি শান্তি ও সান্ত্বনা জন্মিবে। অথবা ফড়িঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ভয় দে-খাইবা। তিনি কি ভয়প্রযুক্ত তোমারদিগকে এমত বিনয় বাক্য কহিতেছেন। তোমরা কি তাঁহাহইতে বলবান। স্বর্গ পানে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা কর তারাগণ কত উচ্চ। তোমরা কি সূর্য্যের গমন অব-রোধ কিম্বা চন্দ্রের আলো নিবারণ করিতে পার। তোমরা কি তারাগণ গণনা করিতে পার কিম্বা মেঘের জল রুদ্ধ করিতে পার। তোমরা কি সমুদ্রের জল আহ্বান করিয়া পৃথিবী প্লাবন করিতে পার। অহ-ঙ্কারি প্রত্যেক জনকে দর্শনপূর্ব্বক কি নত করিতে পার। অথবা গোপনে তাহারদিগকে নতমস্তক ক-রিতে পার। তথাপি আমারদের রাজার কতক কর্ম্ম এই২। মহারাজার নাম লইয়া মহারাজার বাধ্যতা স্বীকার করাইবার নিমিত্তে আমরা আইলাম। অত-

এব তাঁহার নামেতে পুনরায় কহি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরদের হাতে আপনারদিগকে সমর্পণ কর।

এই কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা সঙ্কুচিত হইয়া কি উত্তর দিতে হইবেক তাহা জানিল না। তাহাতে দ্যাবল উপস্থিত হইয়া আপনি উত্তর করিতে লাগিল কিন্তু তূরীবাদককে কোন কথা না কহিয়া নরাত্মার লোকদিগকে কহিল।

হে মহাশয়েরা ও আমার বিশ্বস্ত প্রজারা এই তূরীবাদক আপন রাজার মহত্ত্বের ও ভয়ঙ্করতার বিষয়ে যাহা কহেন তাহা যদি সত্য হয় তবে তাঁহার ভয়ঙ্করতাতে তোমরা নিত্য দাসত্বাবস্থায় থাকিবা ও মস্তক কখনও তুলিতে পারিবা না। এমন প্রবল ও মহৎ রাজা দূরে থাকিতেও তাঁহার শক্তির বিষয় চিন্তা করিলেই মনে ভয় জন্মে। তবে তিনি উপস্থিত হইলে তোমরা কেমনে সহ্য করিবা। আমি তোমারদের রাজা অথচ তোমারদের বন্ধুতুল্য। ফড়িঙ্গের সঙ্গে তোমরা যেমন খেলা কর তেমন আমার সহিত পার। অতএব তোমারদের যাহা লজ্জাজনক তাহা বিবেচনা কর ও আমি তোমারদিগকে যে সকল ক্ষমতা দিলাম তাহা মনে রাখ।

আরো এই ব্যক্তি যাহা কহিয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে শাদাই রাজার প্রজামাত্রই কেন দাসতুল্য হয়। তাহারদের তুল্য দুঃখী কিম্বা অপমানগ্রস্ত জগতের মধ্যে কেহ নাই।

হে আমার নরাত্মা বিবেচনা কর। আমি তোমারদিগকে ত্যাগ করিতে যেমন অনিচ্ছুক তোমরাও আমাকে ছাড়িতে তেমন অনিচ্ছুক হইলে ভাল হইত। আমার বাক্যে অবধান কর। কর্ত্তৃত্বভার

এখনপর্য্যন্তও আমার প্রতি আছে তোমরাতো মুক্তই আছ মুক্তির গুণ জান। রাজাও আছেন সেই রাজাকে উপযুক্তমতে স্নেহ করিতে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে শিক্ষা কর।

এই বাক্য শুনিয়া শাদাই রাজার সৈন্যেরদের বিরুদ্ধে নরাত্মার লোকেরদের মন আরো কঠিন হইল। তাঁহার ধর্ম্মগুণ বিবেচনা করিয়া তাহারা নিরাশ হইল। অতএব কিঞ্চিৎকাল পরামর্শ করিয়া দ্যাবলের প্রতি আসক্ত লোক তূরীবাদকদ্বারা এই কথা সেনাপতিরদিগকে কহিল আমরা আপনারদের রাজাতে অনুরক্তই আছি শাদাই রাজার বশ কখনো হইব না। তাঁহারদের হাতে আপনারদিগকে সমর্পণ করাহইতে বরং প্রাণ ত্যাগ করা ভাল। অতএব পুনর্ব্বার আসিয়া আমারদিগের কোন বিষয়ের প্রস্তাব করার আবশ্যক নাই।

তাহাতে সেনাপতিরদের সমস্ত উদ্যোগ নিষ্ফল বোধ হইল আর নরাত্মা কোন প্রকার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে তাহারদের এমত ভরসা প্রায় রহিত হইল। তথাপি শাদাই রাজা সর্ব্বশক্তিমান ইহা জানিয়া সেনাপতিরা ভগ্নাশ না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো শক্ত বাক্যেতে নগরীয় লোকেরদিগকে নগর সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরন্তু শাদাই রাজার সঙ্গে মেল করিতে তাঁহারা যত যত্নেতে তাহারদিগকে আহ্বান করিলেন ততই তাহারা আরো দূরবর্ত্তি হইল। তাহারদিগকে সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের নিকটে আহ্বান করিলেও যেমন আহ্বান করা গেল তেমনি তাহারা আরো দূরে গেল। (হোস। ১১॥ ২)।

অতএব সেনাপতিরা তাহারদিগের সঙ্গে তদ্রূপ ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সভাস্থ হইয়া নগরকে দ্যাবলের নির্দ্দয় হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া অধিকার করিতে পরামর্শ করিলেন। তাহাতে একের এক মত অন্যের অন্য মত। পরে সুভদ্র শ্রীদোষপ্রদর্শক কহিলেন হে ভ্রাতৃগণ আমার মত এই।

প্রথম। আমরা নগরের মধ্যে সর্ব্বদা ফিঙ্গার দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করত দিবারাত্রি তাহারদের ভয় জন্মাই এই প্রকারে তাহারদের অহঙ্কারি মনকে দমন করি। নিত্যং ক্লেশ দেওনেতে সিংহকেও দমন করা যায়।

দ্বিতীয় পরামর্শ এই আমরা ঐক্যবাক্য হইয়া আপনারদের প্রভু শাদাইর নিকটে প্রার্থনা পত্র পাঠাই। তাহাতে নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থা এবং কার্য্যের গতিক প্রকাশ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম না এইপ্রযুক্ত তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাহায্য যাচঞা করি। অর্থাৎ শ্রীলশ্রীযুক্ত আমারদের নিকটে অধিক সৈন্য ও সেই সৈন্যেরদের অধ্যক্ষতাপদে কএক জন উপযুক্ত ও সাহসিক সেনাপতি প্রেরণ করেন তাহাতে নগরের অধিকারার্থ যে উত্তম কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন তাহা বিফল না হইয়া নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেন।

দোষপ্রদর্শক মহাশয়ের এই বাক্যেতে সকলেই সম্মত হইলেন ও কহিলেন অবিলম্বে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া উপযুক্ত লোকদ্বারা মহারাজার নিকটে প্রেরণ কর্ত্তব্য। ঐ পত্রের লিখিত কথা এই।

হে অতি দয়ালু ও মাহাত্মাবিশিষ্ট রাজন্ সর্ব্বোত্তম লোকের প্রভু নরাত্মা নগরের নির্ম্মাণকর্ত্তা হে অতি

সম্ভ্রান্ত রাজন আপনকার আজ্ঞামতে আমরা হস্তগতপ্রাণ হইয়া আপনকারই আজ্ঞামতে অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরে যুদ্ধ করিলাম। প্রথমে নগরেব নিকটে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্তের আজ্ঞাপত্রের লিখিত বাক্যের অনুযায়ি আমরা শান্তিসূচক নিয়মের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু হে মহারাজ তাহারা আমারদের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া আমারদের প্রবোধ বাক্য গ্রাহ্য করিল না (মাতি। ২২॥৫। জিখ। ৭॥১১।) তাহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমারদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না এবং কামান পাতিয়া আমারদের প্রতি আক্রমণপূর্ব্বক সাধ্যপর্য্যন্ত আমারদের ক্ষতি করিয়াছে। আমরাও ভয়প্রদর্শক বাক্য পুনঃ২ প্রচার করিলাম ও উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া নগরস্থ কোন২ লোককেও নষ্ট করিয়াছি।

দ্যাবল ও অবিশ্বাস ও শ্রীইচ্ছা বিশেষরূপে আমারদের প্রতিবন্ধক হয়। এইক্ষণে আমরা ছাউনি করিয়া রহিয়াছি তথাপিও নগরীয় লোকদিগকে কিছু মাত্র বিশ্রাম করিতে দিই না।

এক বার এমন হইল যদি কোন বিশ্বস্ত এক জন বন্ধুও নগরের মধ্যে আমারদের স্বপক্ষে কিছু কহিতেন তবে বোধ হয় লোকেরা আপনারদিগকে সমর্পণ করিত। পরন্তু নগরে শত্রুবিনা নাই আমারদের প্রভুর স্বপক্ষ কথা কহিবার কেহই ছিল না। অতএব আমরা সাধ্যপর্য্যন্ত উদ্যোগ করিলাম বটে কিন্তু এখনও নরাত্মা বিদ্রোহী অবস্থায় আছে।

এইক্ষণে হে রাজাধিরাজ আপনকার ক্ষুদ্র দাস আমরা নরাত্মা নগর জয়করণরূপ ইষ্ট কার্য্যে কৃতার্থ হইলাম না ইহাতে ক্ষমা করুন্। আর নগর অধি-

কার করণের উপযুক্ত আর কতিপয় সৈন্য প্রেরণের আজ্ঞা হউক ও যাঁহাকে নরাত্মার লোকেরা ভয় অথচ স্নেহ করিবে এমন এক জন সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণের আজ্ঞা হউক।

আমরা এই যুদ্ধেতে ক্ষান্ত হইতে চাহিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি এমত নয় কেননা কার্য্যসিদ্ধ না হওনপর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও এই স্থানে থাকিতে প্রস্তুত আছি নরাত্মা নগর আপনকারই অধিকার হয় এই আমারদের নিতান্ত প্রার্থনা। অতএব হে মহারাজ এই কার্য্য অতিশীঘ্র সম্পন্ন হওনের আজ্ঞা হইলে আমরা আপনকার অন্য কোন দয়ার কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হইবার অবকাশ পাই। তথাস্তু।

প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত করিয়া নরাত্মস্নেহ নামক এক ভদ্র লোকের দ্বারা মহারাজার নিকটে পাঠাইলেন।

তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের হস্তে পত্রার্পণ করেন। রাজকুমার তাহা পাঠ করিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলেন পরে তাহা সংশোধন করিয়া তাহাতে অতিরিক্ত কএক বাক্য আপনি লিখিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে প্রণাম করিয়া রাজহস্তে পত্র সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ক্ষমতানুসারে তদ্বিষয়ে কহিতে লাগিলেন।

রাজা সেই প্রার্থনা পত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন পুত্রও সে বিষয় কহিতেছেন তাহাতে আরো আনন্দিত হইলেন। আর নরাত্মার সম্মুখস্থ স্বীয় সৈন্যেরা কায়মনোবাক্যেতে উদ্যোগ করিতেছে ও অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের মঙ্গলজনক যে কার্য্য করিয়াছে তাহা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলেন।

অতএব মহারাজা আপন প্রিয় পুত্র ইমানুএলকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন নরাত্মার অবস্থা বিষয়ে আমার যদ্রূপ জ্ঞান তোমারও সেইরূপ জ্ঞান আছে এই নগরের নিস্তারের নিমিত্তে তুমি যাহা করিয়াছ তাহাও জান। হে পুত্র নরাত্মার নিকটে আমার যে সৈন্যেরা আছে তাহারদের সাহায্যার্থ তোমার যাইতে হইবেক অতএব যুদ্ধার্থে সসজ্জ হও তুমি কৃতকার্য্য হইয়া নরাত্মাকে জয় করিবা।

পুত্র উত্তর করিলেন হে পিতঃ আপনকার ব্যবস্থা আমার হৃদয়ে আছে আপনার ইষ্ট সাধন করাতেই আমার সন্তোষ (এব্রী ১০।) অনেক কালাবধি আমি এই সময়ের ও এই কর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছি। অতএব আপনকার বিবেচনাক্রমে আমার সঙ্গে যে সৈন্য পাঠাইবেন তাহার আজ্ঞা করুন আমি যাইয়া ম্রিয়মাণ নরাত্মাকে দ্যাবলের পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার করি। নরাত্মার দুর্দ্দশা ভাবিয়া আমার মন বার২ দুঃখিত হইয়াছে এইক্ষণে পরমানন্দিত হইলাম। ইহা কহিয়া তিনি অত্যন্ত উল্লাসেতে লক্ষ দিয়া কহিলেন নরাত্মার রক্ষার জন্যে আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই এমন অতিপ্রিয় কিছুই নাই। হে নরাত্মা তোমার হিংসুকেরদের প্রতিহিংসা করণদিন উপস্থিত। হে পিতঃ আমাকেই নরাত্মার ত্রাণের সেনাপতি করিয়াছেন ইহাতে আমি পরম উল্লসিত হইলাম (এব্রী। ২॥ ১০)। নরাত্মা নগরের বিঘ্নকারক যাহারা হইল তাহারদেরই বিঘ্নকারক আমি হইয়া তাহারদের হস্তহইতে নরাত্মার উদ্ধার করিব।

রাজপুত্রের এই বাক্য বজ্রতুল্য রাজধানীর সর্ব্বত্রই ক্ষণমাত্রে ব্যাপ্ত হইল আর নরাত্মার জন্যে ইমানুএল যাহা করিবেন তদ্ভিন্ন প্রায় অন্য বাক্য তৎসময়ে শ্রুত

হইল না। রাজবাটীর সমস্ত লোক ঐ বিষয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন কার্য্য মহৎ যুদ্ধও যথার্থ ইহা জানিয়া প্রধানং লোকের এই ইচ্ছা ছিল আমরাও যাইয়া ইমানুএল রাজার অধীন কোন পদপ্রাপ্ত হইয়া নরাত্মা নগরকে শাদাই রাজার বশ করিতে সাহায্য করিলে ভাল হয়।

পরে আজ্ঞা হইল ইমানুএল নরাত্মার উদ্ধারার্থে আগমন করিতেছেন অজেয় পরাক্রান্ত সৈন্যদল সঙ্গে আনিবেন সৈন্যেরদের ছাউনিতে কেহ এই বিষয়ের সম্বাদ দিউন। এমন সম্বাদ প্রকাশ করণার্থে রাজবাটীর প্রধানং লোক দূত হইতে প্রস্তুত ছিলেন।

অনন্তর মহারাজ আপন পুত্র ইমানুএলকে পাঠাইবেন ইমানুএলও গমন করিতে সন্তুষ্ট আছেন এই সম্বাদ সেনাপতিরা শুনিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কম্পমান করিলেন। তাঁহারদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি পর্ব্বতহইতেও হইল। তাহাতে দ্যাবলও কাঁপিতে লাগিল।

নরাত্মা নগর পাপামোদে ও কুঅভিলাষের সুখেতে উন্মত্ত হইয়া ঐ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিল না। দ্যাবল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তাহার চরেরা চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করত যেখানে যে বিষয়ের প্রস্তাব হইত তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে জানাইত। তাহার রাজ্য বিনষ্ট করিবার যে কল্পনা হইতেছে ও ইমানুএল আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এই সম্বাদও সে পাইল। আর ইমানুএলহইতে দ্যাবলের মনে যত ভয় তত রাজবাটীর অতিভয়ঙ্কর অন্য কোন ব্যক্তিতে ছিল না যেহেতুক পাঠক মহাশয়কে পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিয়াছি ইমানুএলের মহাবাহুবলের প্রমাণ দ্যাবল পূর্ব্বে পাইয়া-

ছিল সুতরাং তিনি আসিতেছেন শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল।

অপর নরাত্মাকে উদ্ধার করিতে রাজপুত্র যাত্রা করিবেন মহারাজা তাঁহাকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয় স্থির হইলে পর ইমানুএল আপন বলস্বরূপ পঞ্চ জন সেনাপতি ও অধীন সেনারদিগকে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

১। প্রথম সেনাপতি অতি সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস। তাঁহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম প্রতিজ্ঞা। ধ্বজাতে পবিত্র মেষশাবক ও স্বর্ণময় ঢাল চিত্রিত ছিল। (য়োহন ১॥ ২০। ইফ। ৬॥ ১৬।) তাঁহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

২। দ্বিতীয় সেনাপতি অতি প্রসিদ্ধ উত্তমাশা। তাঁহার ধ্বজা আকাশবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম প্রতীক্ষা। ধ্বজাতে স্বর্ণময় তিন নঙ্গর চিত্রকরা ছিল (এব্রী॥ ৬। ১৯)। তাঁহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

৩। তৃতীয় সেনাপতি অতি সাহসিক প্রেম (১ করি। ১৩॥ ৪-৮)। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম দয়াশীল। ধ্বজা সবুজবর্ণ ও তাহাতে ক্রোড়ে করিয়া আলিঙ্গন করা অতি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন তিন বালক চিত্র ছিল। তাঁহারও অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

৪। চতুর্থ সেনাপতি অতি সাহসিক নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম অহিংসুক (মাতি ১০।১৬)। ধ্বজা শ্বেতবর্ণ ও স্বর্ণময় তিন কপোত চিত্রিত।

৫। পঞ্চম সেনাপতি প্রভুভক্ত ও অতি প্রিয় সহিষ্ণুতা! তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম দীর্ঘসহ। ধ্বজা কৃষ্ণবর্ণ ও তিন বাণেতে বিদ্ধ স্বর্ণময় হৃদয় চিত্রিত।

ইহারদিগকে লইয়া অতি সাহসিক যুবরাজ নরা-ত্মা নগরে যাত্রা করিলেন। বিশ্বাস অগ্রে চালিলেন সহিষ্ণুতা সসৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। অন্য তিন সেনাপতি ও তাঁহারদের সমস্ত সৈন্য মধ্যস্থলে চলিল। সর্ব্বাগ্রে যুবরাজ স্বয়ং শকটারোহণে যাত্রা করিলেন।

যাত্রারম্ভে তূরী বাদ্য ও সেনারদের অস্ত্রের তেজ ও উড্‌ডীয়মান ধ্বজার বর্ণন কি করিব। যুবরাজের পরিচ্ছদ সকল সুবর্ণময় ও সূর্য্যবৎ তেজঃপুঞ্জ। সেনাপতিরদের সজ্জা অভেদ্য ও তারার ন্যায় চাকচিক্য। তদ্ভিন্ন শাদাই রাজার প্রেম ও নরাত্মার উদ্ধারের অত্যন্ত বাসনাপ্রযুক্ত কতিপয় ব্যক্তি উভয় পার্শ্বে রাজবাটীহইতে যাত্রা করিলেন।

নরাত্মার উদ্ধারার্থ গমনে প্রবর্ত্ত হইলে ইমানুএল পিতার আজ্ঞামতে ভিত্তিভেদ করিতে চৌআন্ন যন্ত্র ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বারোটা ফিঙ্গা লইলেন (অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক)। প্রত্যেক যন্ত্র স্বর্ণময়। এই সকল যন্ত্র সৈন্যদল মধ্যস্থলে করিয়া লইয়া গেল।

পরে নগরহইতে ক্রোশেক অন্তর উপস্থিত হইলে পর প্রথম প্রেরিত ঐ চারি জন সেনাপতি সম্বাদ জানাইতে নিকটে আসিবেন এই অপেক্ষায় তাঁহারা কিঞ্চিৎ-কাল ঐ স্থানে অবস্থান করণানন্তর নগরে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু শিবিরস্থায়ি পূর্ব্ব প্রেরিত সেনাপতি বহুসংখ্যক নূতন সেনাপতিরদিগকে আসিতে দেখিয়া মহানন্দিত হইয়া নগরের প্রাচীরের নিকটে মহাধ্বনি করত দ্যাবলকে পুনরায় কম্পমান করিলেন। নগরের নিকটে সকলেই ছাউনি করিলেন কিন্তু চারি সেনাপতির সৈন্যেরা পূর্ব্বে কেবল দ্বারের নিকটে

ছিলেন ইঁহারা নগরের চতুঃপার্শ্ব ঘেরিলেন। যে দি-গে দৃষ্টি পড়িত সেই দিগই নরাত্মা সৈন্যময় দেখিত। তদ্ভিন্ন প্রাচীরের নিকটে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় মৃত্তিকার দুই ঢিবি করিলেন। এক দিগের ঢিবির নাম অনুগ্রা-হক পর্ব্বত অপর দিগের ঢিবির নাম যথার্থ পর্ব্বত। তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরেও কএক মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ঢিবি ক-রিলেন তাহার এই২ নাম স্পষ্টসত্যতা ও পাপহীন। নগরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার নিমিত্তে অনেক ফিঙ্গা ঐ সকল ঢিবির উপর রাখা গেল। কর্ণদ্বার ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ঐ দ্বারের নিকটস্থ শ্রবণ পর্ব্বতের উপর অতি বৃহৎ পাঁচ যন্ত্র স্থাপিত হইল।

অনন্তর নগর জয় করিতে আগত বহুতর সৈন্য ও ভিত্তি ভাঙ্গিতে যন্ত্র ও ফিঙ্গা ও তাহা বসাইবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও অতিতীক্ষ্ণ২ অস্ত্র ও উড্ডীয়মান ধ্বজাপ্রভৃতি দেখিয়া নগরীয় লোকেরা নানা দুর্ভাবনা ও চিন্তা করিতে লাগিল ক্রমশঃ সাহসহীনও হইতে লাগিল। তাহারদের পূর্ব্বে বোধ ছিল আমরা উত্তমরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু এই দেখিয়া আমারদের কি হবে বলা যায় না এইমত ভাবিতে লাগিল।

অতি সাধু ইমানুএল রাজা উক্ত প্রকারে নগর বে-ষ্টন করিয়া যে অনুগ্রাহক পর্ব্বতে স্বর্ণময় ফিঙ্গা স্থাপন করেন তাহার উপর শ্বেতবর্ণ ধ্বজা তুলিলেন। ইহার দুই অভিপ্রায়। ১। নরাত্মার মন আমার প্রতি ফিরিলে আমি দয়া করিতে শক্তিমান ও ইচ্ছুক আছি ইহা তাহারা জ্ঞাত হয়। ২। তাহারা বিদ্রোহাচরণে রত থাকিলে তাহারদিগকে নষ্ট করিলেও তাহারা অন্যায় বলিতে না পারে।

অতএব তাহারদিগকে বিবেচনা করিবার অবকাশ ও সুযোগ দেওনের নিমিত্ত স্বর্ণময় তিন কপোত চিত্রিত শ্বেতবর্ণ ধ্বজা দুই দিবসপর্য্যন্ত উড্ডীয়মান ছিল। কিন্তু রাজার অনুগ্রহের এই চিহ্ন দেখিয়াও তাহারা নিশ্চিন্তের ন্যায় থাকিয়া কিছু মাত্র উদ্যোগ করিল না।

পরে রাজপুত্রের আজ্ঞামতে যথার্থ নামক পর্ব্বতে বিচারকের রক্তবর্ণ ধ্বজা তুলিয়া দিল তাহাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড চিত্রিত ঐ ধ্বজাও অনেক দিবসপর্য্যন্ত উড্ডীয়মান ছিল। কিন্তু শ্বেতবর্ণ ধ্বজা দেখিয়া যেমন নিশ্চিন্ত রক্তবর্ণ ধ্বজা দেখিয়াও তাহারা তেমনি থাকিল তথাপি রাজপুত্র তাহারদিকে নষ্ট করিলেন না।

পরে আজ্ঞা করিলেন যুদ্ধ করিবার মনস্থের চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা তুলিয়া দেও ঐ ধ্বজা তিন জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত। কিন্তু নরাত্মার লোক তাহা দেখিয়াও পূর্ব্ববৎ ভাবেই থাকিল। এই প্রকারে দয়ার প্রস্তাব কি বিচারের কি দণ্ডের চিহ্ন প্রকাশ করিলেও তাহারদের কিছু মাত্র চৈতন্য জন্মিল না দেখিয়া রাজপুত্র দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন বোধ হয় এই অসম্ভব আচরণের কারণ এই ইহারা যুদ্ধের রীতি ব্যবহার কিছু জানে না। আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা ভীত নয় কিম্বা আপনারদের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে চিন্তিত নহে এমন হইবে না অথবা যুদ্ধের রীতি ব্যবহার যদিও জানিতে পারে তথাপি দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে আমার যে রীতি ব্যবহার তাহা না জানিয়া থাকিবে।

অতএব ঐ ধ্বজা উঠাইবার অভিপ্রায় জানাইতে এক দূত পাঠাইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন অনুগ্রহ ও দয়া কিম্বা বিচার ও দণ্ড ইহার কি তোমরা

ভালবাস। ইতিমধ্যে লোকেরা যথাসাধ্য আপনারদের সমস্ত দ্বার অতি দৃঢ়রূপে বন্ধ রাখিল ও প্রতি দ্বারের নিকট দ্বিগুণ তৈনাতি ও প্রহরি নিযুক্ত করিল। দ্যাবলও সাহস বৃদ্ধি করিয়া তাহারদিগকে সাধ্যপর্য্যন্ত বাধা জন্মাইতে উৎসাহ দিল।

তাহাতে নগরীয় লোকেরা রাজপুত্রের দূতকে যে উত্তর দিল তাহার সার এই।

মহাশয়। আমরা আপনারদের দয়া গ্রহণ করিব কিম্বা আপনকার যথার্থ বিচারানুসারে দণ্ড ভোগ করিব এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন পরন্তু আমরা এই স্থানের ব্যবস্থা ও নিয়মেতে বদ্ধ হইয়াছি আপনাকে কিছু উত্তর দিতে পারি না। যেহেতুক আমারদের রাজার আজ্ঞা ও কর্তৃত্বের নিয়ম ও অধিকার এই আমরা আজ্ঞাব্যতিরেকে সন্ধি না করি যুদ্ধও না করি। পরন্তু কর্ত্তব্যের মধ্যে এই পারি। আমরা রাজার নিকটে প্রার্থনা করি তিনি প্রাচীরে আসিয়া যাহাতে আমারদের হিত হয় এমত উপযুক্ত উত্তর আপনাকে দেন।

অতি ধার্ম্মিক রাজপুত্র এই উত্তর শুনিয়া ও তাহারদের দাসত্ব দশা ও বন্ধন দেখিয়া ও তাহারা দ্যাবল মহাবীরের জিঞ্জিরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট আছে দেখিয়া অতি দুঃখিত হইলেন। ফলতঃ যে কোন সময়ে যে কেহই হউক ঐ বীরের দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্মত আছে দেখিলেই তিনি অতি দুঃখিত হইতেন।

পরন্তু নগরীয় লোকেরা উক্ত সকল কথা দ্যাবলকে জানাইলে আর প্রাচীরের বাহিরে রাজপুত্র আপন প্রস্তাবের উত্তর চাহেন এই কথা জানাইলে দ্যাবল

এক বার অস্বীকৃত হইল আরবার দাম্ভিকতা প্রকাশ করিল কিন্তু অন্তরে অতি ভীত হইল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল আমি আপনি দ্বারে গিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত উত্তর দিব। অতএব মুখ দ্বারে গমন করিয়া ইমানুএলের নিকটে নীচের লিখিত কথা আপন ভাষাতে কহিল। নরাত্মার কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল হে মহা ইমানুএল জগৎস্বামী আমি আপনাকে জানি। আপনি মহা শাদাই রাজার পুত্র। আমাকে ক্লেশ দিতে ও এই অধিকারহইতে উঠাইয়া দিতে কেন আসিয়াছেন। আপনি জানেন এই নরাত্মা নগর আমারই হইয়াছে আমি বাহুবলে তাহা অধিকার করিয়াছি। বলবানহইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য কি নীত হইবে ও ন্যায়েতে ধৃত দ্রব্য কি মুক্ত করা যাইবে। আরো নগরীয় লোকেরা বাধ্য হইয়া আমার অধিকার হইয়াছে। তাহারা আমার প্রবেশার্থ নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া শপথপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তি স্বীকার করিয়াছে ও আমাকে রাজস্বরূপ প্রকাশরূপে মনোনীত করিয়াছে। গড়ও আমার হস্তে অর্পণ করিয়া নরাত্মার সমস্ত শক্তি আমার ইচ্ছাধীন করিয়াছে।

আরো এই নরাত্মা আপনাকে অস্বীকার করিয়াছে আপনকার ব্যবস্থা ও নাম ও প্রতিমর্ত্তি ও আপনকার সমুদয়ই ত্যাগ করিয়া আমার ব্যবস্থা ও নাম ও প্রতিমূর্ত্তি ও আমার যাহা তাহা সমুদয়ই গ্রহণ করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস না করিলে আপনকার সেনাপতিরদিগকে প্রশ্ন করুন তাঁহারাই এই প্রমাণ দিবেন তাহারদের সকল প্রস্তাবের উত্তরে নরাত্মার লোকেরা আমার প্রতি প্রেম ও ভক্তি প্রকাশ

করিয়াছে কিন্তু আপনকার প্রতি ও আপনকার সকল নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে। আপনি ন্যায় ও পবিত্র। অন্যায় কর্ম্ম আপনকার কর্ত্তব্য নহে অতএব বিনয় করি এইক্ষণে প্রস্থান করুন আমার যথার্থ অধিকার আমিই ভোগ করি।

এই সকল কথা দ্যাবল আপন ভাষাতেই কহিল। দ্যাবল সকল দেশীয় লোকের সঙ্গে আপন২ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে নতুবা সকলকে পাপে লওয়াইতে পারিত না। তদ্ভিন্ন গভীর স্থলের বা নরকের তাহার স্বতন্ত্র ভাষা আছে।

কাযেই নরাত্মার লোকেরা তাহার কোন কথা বুঝিতে পারিল না আর দ্যাবল যে মতে ইমানুএলের নিকটে নম্রতাপূর্ব্বক বিনয় করিল তাহাও জানিল না। বরং বোধ করিল দ্যাবলের বল ও পরাক্রম কে দমন করিতে পারে। অতএব নরাত্মাকে বলপূর্ব্বক আপন হস্তহইতে ইমানুএল কাড়িয়া না লন দ্যাবল যে সময়ে এই প্রার্থনা করিতেছিল সেই সময়েই নগরীর লোকেরা শ্লাঘা করিয়া আপনারদের রাজার বিষয় কহিতে লাগিল দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কে জয়ী হইতে পারে।

ঐ ভাক্ত রাজার বাক্যের শেষ হইলে স্বর্ণময় মুকুটে সুশোভিত ইমানুএল রাজা দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে এই কথা কহিলেন।

ওরে প্রবঞ্চক আমার পিতার নামেতে ও দুর্ভাগা নরাত্মা নগরের পক্ষে ও মঙ্গলার্থে তোর নিকটে আমার কিছু বক্তব্য। তুই বলিস্ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরাত্মা নগর আমার যথার্থ অধিকার অথচ নরাত্মার দ্বারদিয়া তুই মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা প্রবেশ

করিয়াছিলি তাহা পিতার বাটীর সকলই জানেন। আরো পিতাকে ও তাঁহার ব্যবস্থা নিন্দা করিয়া তুই নরাত্মাকে ভ্রান্ত করিয়াছিলি। তুই বলিস লোকেরা আমাকেই আপনারদের রাজা ও অধ্যক্ষ ও ভক্তি-যোগ্য প্রভুস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাও তোর প্রবঞ্চনা ও শঠতাদ্বারা হইয়াছে। পিতার রাজ সিং-হাসনের সম্মুখে তোর বিচার হইবেক। সেই স্থলে যদি মিথ্যা কথা ও শঠতা ও অতি প্রবঞ্চনা ও সর্ব্বপ্র-কার কাল্পনিকতা ন্যায় ও যথার্থতুল্য গণ্য হয় তবে তুই ন্যায়মতে এই নগরের অধিকারী আমিও তাহা স্বীকার করিব। পরন্তু ছলনার দ্বারা জয় করিতে না পারে এমত কোন চোর কি নিষ্ঠুর কি শয়তান আছে। কিন্তু ওরে দ্যাবল তুই নরাত্মার জয় কর-ণের বিষয়ে যাহা কহিস তাহা সকলই মিথ্যা করিব। তুই আমার পিতাকে মিথ্যাবাদী কহিলি আর নরা-ত্মার নিকটে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শঠস্বরূপ জানাইলি আর তাঁহার ব্যবস্থার যথার্থ ভাব ও অভিপ্রায় বিকৃত করিয়াছিলি এবিষয়ে তোর কি উত্তর। আর নরাত্মাকে নিষ্কপট ও সরল দেখিয়া তাহাকে ভুলাইয়াছিলি। আরো পিতার ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহারদের সুখ হইবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারদিগকে জয় করিলি। অথচ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনেতেই বিনাশ ইহা জানিলি ও আপনি যে দুঃখ ভোগিয়াছিস তা-হাতেই প্রমাণ পাইলি। ওরে সর্ব্ব শত্রুতার মূল তুই আপনি ঈর্ষাপূর্ব্বক নরাত্মা নগরেতে পিতার প্রতি-মূর্ত্তি উচ্ছিন্ন করিয়া তোর নিজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিস এমতে পিতার অনাদর করাতে আপন

অপরাধ বৃদ্ধি করিয়া ম্রিয়মাণ নরাত্মারও অসহ্য ক্ষতি করিয়াছিস।

আরো এই সকল দোষ অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া আপনার মিথ্যা কথা ও শঠতার দ্বারা তাহারদিগের উদ্ধারপাওয়া তুচ্ছ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিস। তাহারদিগকে দাসত্বের বন্ধনহইতে মুক্ত করনার্থ পিতা যে সেনাপতিরদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তুই লোকেরদের উত্তেজনা করিয়াছিস। তদ্ভিন্ন তুই আপনার জ্ঞানবিরুদ্ধে পিতা ও তাঁহার ব্যবস্থার বিপরীতে এমত অনেকং কার্য্য করিয়াছিস। তোর সে সকল কার্য্যের অভিপ্রায় এই নরাত্মা নগর পিতার অনন্ত ক্রোধপাত্র হয়। অতএব তুই পিতার যে উৎকট নিন্দা করিয়াছিস তদ্ধেতুক তোর শাসন করিতে আইলাম ও নরাত্মাকে যে কটুবাক্য শিক্ষা করাইয়া পিতার নিন্দা করিয়াছিস তাহার প্রতিফল দিতে আইলাম। ওরে পাতালের রাজা তোর মস্তকের উপর এখন আমার ক্রোধাগ্নি জ্বলিবে।

ওরে দ্যাবল আমি ন্যায্য পরাক্রমদ্বারা তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ও তোর জ্বলন্ত হস্তহইতে নরাত্মাকে বাহু বলে উদ্ধার করিতে আইলাম। যেহেতুক ওরে দ্যাবল এই নরাত্মা নগর আমার যথার্থরূপেই আমার ও তাহাতে আমার যে অধিকার আছে তাহা অতি প্রাচীন ও যথার্থ লিপি যে কেহ পাঠ করে সে দেখিতে পাইবে আর তোর অপমান করিয়া এই নগরে আমার অধিকার প্রকাশ করিব।

প্রথমতঃ পিতা আপন হস্তেতে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া শোভিত করিলেন। নগরের মধ্যস্থিত গড়ও

তিনি আপনার আমোদের নিমিত্তে নির্ম্মাণ করিলেন অতএব এই নরাত্মা নগর অবশ্যই পিতার তাহাতে তাঁহার নিশ্চয় অধিকার আছে। যে জন এই কথা স্বীকার না করে সে আপনারই প্রাণের বিপরীত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ ওরে প্রবঞ্চনার কর্ত্তা এই নরাত্মা নগর আমারই। যেহেতুক ১। আমি জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও তাঁহার হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ (য়োহন ১৫॥১৬। এব্রী।১॥২।) অতএব আপনার যথার্থ অধিকার তোর হস্তহইতে উদ্ধার করিতে আইলাম।

২। পিতার উত্তরাধিকারি প্রযুক্ত নরাত্মা নগরে আমার যথার্থ অধিকার আছে তদ্ভিন্ন পিতা ঐ নগর আমাকেই দান করিয়াছেন। তাঁহারই ছিল তিনি আমাকে দিয়াছেন (য়োহন ১৭॥৬।) আমাহইতে লইয়া তোমাকে যে দেন তাঁহার এমন অসন্তোষ আমি কখনো জন্মাই নাই। (য়িশা।৫০॥১।) আমিও কখনো নিঃস্ব হইয়া অতিপ্রিয় নরাত্মা নগর তোমার নিকটে বিক্রয় করি নাই প্রস্তাবও করি নাই। নরাত্মা আমার ইষ্ট স্থান ও আমার আনন্দপাত্র ও মনের উল্লাসের বিষয়।

তদ্ভিন্ন ৩। আমি নরাত্মাকে ক্রয় করিয়া তাহা অধিকার করিলাম। ওরে দ্যাবল আমি তাহা ক্রয় করিয়াছি আপনারই নিমিত্তে তাহা ক্রয় করিয়াছি। সেই নগর আদৌ আমার পিতার। তাঁহার উত্তরাধিকারিপ্রযুক্ত তাহা আমার আর আমি মহামূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইয়াছি অতএব ন্যায় ও যথার্থমতে আমার অধিকার। আর তুই তাহা অধীন করিয়াছিস ইহাতে অন্যায় ও দৌরাত্ম্যকারী ও বিদ্রো-

হী হইয়াছিস। আমি এই নগর ক্রয় করিলাম তাহার কারণ এই। নরাত্মা পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। পরন্তু পিতা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন নরাত্মা যে দিনে আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে সেই দিনেই মরিবে। তাঁহার বাক্য ব্যর্থ নহে স্বর্গ ও পৃথিবী বরং লোপ হইতে পারে কিন্তু তাঁহার বাক্য লোপ হইতে পারে না। (মাতি ৫॥১৮।) অতএব নরাত্মা তোর বাক্য শুনিয়া পাপ করিলে আমি আপনি মধ্যস্থ হইয়া পিতার নিকটে প্রতিনিধি হইলাম। আমি নরাত্মার প্রতিনিধি হইয়া তাহারদের শরীরের জন্যে আপন শরীর ও তাহারদের আত্মার জন্যে আপন আত্মা দিয়া তাহারদের দোষের প্রতিকার করিব এইমত প্রতিজ্ঞা করিলে পিতাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে আমি নরাত্মা নগরের শরীরের জন্যে আপন শরীর ও তাহারদের আত্মার জন্যে আপন আত্মা ও তাহারদের প্রাণের জন্যে আপন প্রাণ ও তাহারদের রক্তের জন্যে আপন রক্ত দিয়া অতিপ্রিয় নরাত্মাকে ক্রয় করিলাম।*

৪। আর আমি এই কৰ্ম্ম ন্যূনতারূপে করি নাই। পিতার স্নেহ ও যথার্থ গুণানুসারে পাপের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু আমার সেই দণ্ড ভোগ করণেতে তাঁহার উক্ত গুণও রক্ষা হইয়াছে অথচ নরাত্মার উদ্ধার বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট আছেন।

৫। আরো আমি যে তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলাম তাহাও পিতার আজ্ঞামতে। তিনিই কহিলেন তুমি গিয়া নরাত্মাকে উদ্ধার কর।

অতএব ওরে সৰ্ব্বপ্রবঞ্চনার আকর ওরে মূর্খ নরাত্মা

---

* ইমানুএল কিবা দয়াবান।

তোরদিগকে জানান যাইতেছে আমি পিতাভিন্ন তোর-দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসি নাই।

পরে স্বর্ণ মুকুটে শোভিত যুবরাজ কহিলেন নগরীয় লোকেরদের নিকটেও আমার কিছু বক্তব্য।

যুবরাজের এই বাক্য উচ্চারণমাত্রেই সকল দ্বারে দ্বিগুণসংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া কেহই তাঁহার কথায় অবধান না করে এই আজ্ঞা লোকেরদিগকে দিল। তথাপি তিনি কহিলেন।

হায়২ দুর্ভাগা নরাত্মা তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার চিত্ত দয়ার্দ্র হয়। তোমরা দ্যাবলকে রাজা স্বীকার করিয়া তোমারদের একাধিপতির বিপরীতে দ্যাবলীয় লোকদিগকে পালন ও সেবা করিতেছ। তাহারই জন্যে দ্বার মুক্ত করিলা আমার সম্মুখে রুদ্ধ করিলা। তাহারই বাক্য শ্রবণ করিলা আমার রব শুনিয়া কর্ণ রোধ করিতেছ। সে তোমারদিগকে বিনষ্ট করিলেও তোমরা তাহাকে ও তৎসমভিব্যাহারি নাশও গ্রহণ করিলা আমি ত্রাণ করিতে আইলাম আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। তদ্ভিন্ন তোমরা আপনারদিগকে ও তোমারদের নিকটে আমার যাহা২ ছিল তাহা সমুদয় অপহরণ করিয়া আমার শত্রু ও পিতার প্রধান শত্রু যে তাহারই হস্তগত করিয়াছ। তোমরা তাহার প্রতি দণ্ডবৎ হইয়া তাহার অধীন আছ ও তাহার সেবা করিতে শপথপর্য্যন্ত করিয়াছ। হায় নরাত্মা তোমার কি করিব। তোমার কি ত্রাণ করিব। কি তোমাকে নষ্ট করিব। তোমার প্রতি আক্রমণ করিয়া কি চূর্ণ করিব কিম্বা অতুল্য অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে নিযুক্ত করিব। কি করিব। অতএব হে নরাত্মা অবধান কর আমার বাক্যে অবধান কর। করিলে বাঁচিবা। হে নরাত্মা আমি দয়ালু।

তাহার প্রমাণ তোমরা পাইবা। আমার সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ রাখিও না। (পরমগীত ৫॥২।)

হে নরাত্মা তোমার ক্ষতি করিতে পিতা আমাকে প্রেরণ করেন নাই আমারও ইচ্ছা নয়। কেন আপন বন্ধুহইতে অতিবেগে পলায়ন করিয়া পরম শত্রুতে দৃঢ়রূপে আশ্রয় লইতেছ। আপনার পাপনিমিত্তে অনুতাপী হওয়া তোমার উচিত তদনুরূপ আমারও ইচ্ছা। কিন্তু জীবন রক্ষার বিষয়ে নিরাশ হইও না। এই সমূহ সৈন্যকে তোমার ক্ষতি করিতে আনি নাই কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করিতে ও আমার আজ্ঞাধীন করিতে আনিয়াছি।

পিতা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন রাজা দ্যাবল ও তাহার সহকারি সজাতীয় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ কর যেহেতুক সে অস্ত্রপাণি বলবান হইয়া ঘর অধিকার করিয়াছে। তাহাকে তাড়িয়া দিবই দিব। তাহার লুঠিত দ্রব্যসকল আমি বিভাগ করিব। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইব। গড়হইতে তাহাকে তাড়িয়া দিয়া আপনি তাহাতে বাস করিব। হে নরাত্মা ইহার প্রমাণ দ্যাবলও পাইবে আমি তাহাকে জিঞ্জিরে বদ্ধ করিয়া আমার অনুগামি করাইব নরাত্মা তাহা দেখিয়া মহা হৃষ্টচিত্ত হইবে।

বল প্রকাশ করিলে আমি ক্ষণমাত্রেই তাহাকে নগরত্যাগি করিয়া প্রস্থান করাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রতি আমার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই স্বীকার করে আমি ন্যায়মতে যুদ্ধ করি এমত আমার ইচ্ছা। সে শঠতাক্রমে নগরাধিকার করিয়া দৌরাত্ম্য ও প্রবঞ্চনা যোগে তাহাতে কর্ত্তৃত্ব করে। আমি সকলের সাক্ষাতে তাহাকে উলঙ্গ ও নিস্ব করিব। আমার

বাক্য সত্য। আমি ত্রাণ করিতে বলবান। তাহার হস্তহইতে নরাত্মাকে উদ্ধার করিবই।

উক্ত সকল বাক্য নরাত্মার শ্রবণের জন্যে কহা গিয়াছিল পরন্তু নরাত্মা তাহা শুনিল না। তাহারা কর্ণদ্বার অবরোধ করিল ও তাহাতে কপাট লাগাইল ও প্রহরি নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিল নরাত্মার কেহই তাঁহার নিকটে না যায় ও শাদাইর ছাউনিহইতে কেহ নগরে প্রবেশ না করে। তদনুসারেই তাহারা করিল। দ্যাবল তাহারদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশতাপন্ন করিয়া তাহারদের সত্যাধিপতির বিরুদ্ধে উদ্যোগ করিতে লওয়াইল তাহাতে মাহাত্ম্যবিশিষ্ট সৈন্যেরদের এক জন কিম্বা বহু জনের রবপর্য্যন্তও নগরে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না।

সপ্তম অধ্যায়।

নরাত্মা সম্পূর্ণরূপে পাপে মগ্ন এবং আপনার সকল বাক্যও তুচ্ছ করিল দেখিয়া ইমানুএল সৈন্যেরদিগকে একত্র করিয়া আজ্ঞা করিলেন সকলই নিরূপিত সময়ের অপেক্ষায় প্রস্তুত হও। নরাত্মা নগরে প্রবেশ করিবার দ্বারভিন্ন উপযুক্ত পন্থা নাই। সকল দ্বারের মধ্যে প্রধান কর্ণদ্বার। অতএব ইমানুএল আপন সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিলেন নগর অধিকার করণের জন্যে তোমরা ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র সকল ও ফিঙ্গা ও সেনারদিগকে চক্ষু ও কর্ণদ্বারে বসাও।

দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সকল বিষয় প্রস্তুত হইলে ইমানুএল পুনরায় দূত প্রেরণ করিয়া কহিলেন তোমরা শান্তরূপে আমার হস্তে নগর অর্পণ কর। না করিলে যুদ্ধদ্বারা হস্তগত করি। অতএব নগরীয় লোকেরা দ্যাবলের নিকটে যুদ্ধের মন্ত্রণা করিতে সভা করিল এবং ইমানুএলের নিকটে যে বিষয়ের প্রস্তাব কর্ত্তব্য তাহার নির্দ্ধারণ করিল। সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমরা তাঁহার হস্তে নগর অর্পণ করিব।

পরে ঐ প্রস্তাব ইমানুএলের নিকটে জানাইতে কাহাকে পাঠাইতে হইবেক এই বিষয়ের বিচার হইল। তৎকালে নগরে নম্রতাঘৃণানামক দ্যাবলীয় বৃদ্ধ এক ব্যক্তি ছিল সে নত হইতে স্বীকার করিত না ও দ্যাবলের পক্ষে মহোদ্যোগী ছিল। তাহাকেই সকল বাক্য শিক্ষাইয়া প্রেরণ করিল। তাহাতে সে ইমানুএলের ছাউনিতে উপস্থিত হইলে তাহার প্রস্তাব

শুনিবার সময় নিরূপণ হইল। সময় উপস্থিত হইলে সে আসিয়া দ্যাবলীয় লোকেরদের ব্যবহারমতে নানাপ্রকার বিনয় নমস্কারাদি করিয়া এই কথা কহিতে লাগিল। হে মহাশয় আমার রাজার অতি সুস্বভাব সকল লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায় এই নিমিত্তে তিনি আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া কহিতেছেন যুদ্ধ না হয় এইজন্যে আমি নরাত্মার অর্দ্ধেকপর্য্যন্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি (তিত। ১।।১৬)। মহারাজ এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন কি না।

ইমানুএল কহিলেন সমুদয় নগর আমার। তাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে আমি তাহা ক্রয় করিয়াছি তাহার অর্দ্ধেক কেন ত্যাগ করিব।

নম্রতাঘৃণা কহিল মহাশয় আমার প্রভু কহিয়াছেন তিনি একাংশ পাইয়া আপনি সমুদয় নগরের প্রভু বিখ্যাত হইলেও সন্তুষ্ট হইবেন।

ইমানুএল উত্তর করিলেন। নগর আমারই। নাম ও বাক্যমাত্রে নয় সত্য ও সারোদ্ধারে আমার। অতএব আমি নরাত্মার একাধিপতি একাধিকারী হইব। কখন অংশমাত্র লইব না।

তখন নম্রতাঘৃণা কহিল। দেখ আমার প্রভুর কি নম্রতা। তিনি কহিতেছেন আমাকে নগরের মধ্যে গোপনে বাস করিতে একটি ক্ষুদ্র স্থান দেন আর আপনি সমুদয় নগরের কর্ত্তৃত্ব করুন।

স্বর্ণময় মুকুটে সুশোভিত রাজা কহিলেন পিতা যাহা আমাকে দান করিয়াছেন তাহাই আমার অধিকারে আসিবে তাহার কিছুমাত্র ছাড়িব না। নরাত্মার

মধ্যে বাসার্থ অতি গুপ্ত কোন স্থানও নয়। আমি সমুদয়ই লইব।

তাহাতে নমুতাঘৃণা কহিল হে মহাশয় আমার প্রভু যদি সমুদয় আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়া এইমাত্র যাচ্ঞা করেন তিনি কখন২ এই দেশ দিয়া যাত্রা করণকালে দশপাঁচ দিন বা মাসেক কাল কোন বন্ধুর সহিত নগরে বাস করিতে পান এই ক্ষুদ্র বিষয়ে আ-পনি সম্মত হইতে পারেন কি না।

ইমানুএল কহিলেন। না। তোমার প্রভু একবার যাত্রিকস্বরূপ দাউদের নিকটে আসিয়া কিঞ্চিৎ কাল মাত্র ছিল তাহাতেই দাউদের প্রায় প্রাণনাশ হয় (২ শিমু। ১২।। ৪)। আমি তাহাকে কখনই নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।

নমুতাঘৃণা কহিল। মহাশয় অতিকঠিন। ভাল আমার প্রভু আপনকার সকল কথায় সম্মত হইযাও তাঁহার কোন বন্ধু কি কুটুম্বেরা নগরের মধ্যে থাকিয়া কোন ব্যবসা চালাইতে পায় এমত অনুমতি যদি প্রার্থনা করেন সেই অনুমতি দিবেন।

ইমানুএল কহিলেন। কখন না তাহা পিতার ইচ্ছা বিরুদ্ধ। দ্যাবলীয় যত জন নগরের মধ্যে আছে ও যাহাকে কোন সময়ে নগরে পাওয়া যায় তাহার-দের সমস্ত ভূমি ও ক্ষমতা লইব তাহারদের প্রাণ-পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিব। (রোম।৬।১৩। কোল।৩। ৫। গাল।৫।। ২৪)।

তাহাতে নমুতাঘৃণা কহিল হে মহাশয় যদি আমার প্রভু মহারাজ আপনকার হস্তে সম্পূর্ণ নগর সমর্পণ করেন তবে কি পত্রদ্বারা কিম্বা যাত্রিকের দ্বারা কিম্বা

দৈবাৎ অন্য কোন সুযোগক্রমে নরাত্মার সঙ্গে কোন প্রকারে বন্ধুত্ব পালন করিতে পারেন না।

ইমানুএল উত্তর করিলেন। কোন ক্রমেই নয়। যেহেতুক তোমার প্রভু যে কোনপ্রকার সঙ্গ কি বন্ধুত্ব অথবা প্রেমালাপ পালন করে তাহাতে নরাত্মার ধর্ম্মহ্রাস হইবেক ও আমার প্রতি তাহারদের মন বিকৃত হইবেক ও পিতার সঙ্গে তাহারদের সদ্ভাব ভঞ্জনের সম্ভাবনা।

নম্রতাঘৃণা আরো কহিল। পরন্তু হে মহাশয় নরাত্মার মধ্যে আমার প্রভুর অনেক বন্ধু ও অতিপ্রিয় ব্যক্তি আছে। তিনি বদান্যতা প্রকাশ করিয়া আপন বিবেচনামতে স্বকীয় স্নেহ ও দয়ার চিহ্নস্বরূপ কোন দ্রব্যাদি দান করিতে পারেন কি না। তাহা করিতে পারিলে তিনি নগরহইতে প্রস্থান করিলেও তাহারা আপনারদের প্রাচীন বন্ধুর সেই অনুগ্রহের চিহ্ন দেখিয়া রাজাকে স্মরণ করিবে এবং যে কালে তিনি নগরে বাস করিতেন তৎকালে একত্র তাহারা যে সুখ ভোগ করিয়াছিল তাহা মনে রাখিবে। (রোম। ৬ ॥ ১২)।

তাহাতে ইমানুএল কহিলেন। না। কেননা নরাত্মা আমার হস্তগত হইলে দ্যাবলের সঙ্গে তাহারদের যে কদালাপ হইত তাহার স্মরণের নিমিত্তে তাহার এক কুটি কি ছাট কি ধূলার কণাপর্য্যন্ত থাকিতে দিব না।

নম্রতাঘৃণা কহিল। হে মহাশয় আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। তাহা জ্ঞাপন করিলে আমার কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। আমার প্রভু নরাত্মাহইতে গেলে পর নগরীয় কোন লোকের যদি অতি গুরুতর কোন কর্ম্ম থাকে আর তাহা না করিলে তাহার ক্ষতি হয় অথচ

আমার প্রভুতুল্য যদি তাহার সাহায্য করিবার উপযুক্ত কেহ না থাকে তবে এমন গতিকেও কি সেই ব্যক্তি আমার প্রভুকে আহ্বান করিতে পারিবে না। যদি প্রভুকে নগরে প্রবেশ করিতে না দেন তবু সেই জন ও সে কর্ম্মেতে লিপ্ত ব্যক্তিরা নরাত্মার নিকটস্থ কোন গ্রামে থাকিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সেই কর্ম্ম বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারিবেন কি না। (২ রাজ। ১॥ ৩।)

আপন প্রভু দ্যাবলের পক্ষে নম্রতাঘৃণার ফাঁদতুল্য শেষ প্রস্তাব এই। তাহাতেও ইমানুএল সম্মত না হইয়া কহিলেন দ্যাবল প্রস্থান করিলে পিতা ও আমি যাহা নিকাশ করিতে না পারি এমত কোন বিষয় ব্যাপার নরাত্মার মধ্যে ঘটিতে পারে না। (১ শিমু। ২৮॥ ১৫।) আরো পিতা আদেশ করিতেছেন সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে আমার নিকটে তোমারদের মনস্থ জ্ঞাপন কর। নরাত্মার কোন লোককে দ্যাবলের নিকটে পরামর্শ লইবার অনুমতি প্রদান করিলে পিতার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিন্দা হয়। আর এমন অনুমতি দিলে নরাত্মা নগরে দ্যাবলীয় যে লোকেরা থাকে তাহারা নরাত্মার সম্পূর্ণ নাশ ও পিতার ও আমার দুঃখজনক বিষয় কল্পনা করিয়া সিদ্ধ করিতে পারিবে আটক কি।

নম্রতাঘৃণা এই উত্তর শুনিয়া বিদায় হইয়া কহিল আমি এই সকল কথা প্রভুকে জ্ঞাত করাইব। অনন্তর সে জন নরাত্মায় গিয়া দ্যাবলকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইল। আরো কহিল তুমি একবার নগরহইতে প্রস্থান করিলে নগরে কিম্বা নগরীয় লোকেরদের সঙ্গে তোমার কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে কোন ক্রমেই

অনুমতি দিবেন না। নরাত্মার লোকেরা ও দ্যাবল এই কথা শুনিয়া এক মনেতে স্থির করিল ইমানুএল নগরের অধিকার না পান এমত উদ্যোগ আমরা সাধ্যপর্য্যন্ত করিব। আর এই বিষয় রাজপুত্রকে ও তাঁহার সেনাপতিরদিগকে জানাইবার নিমিত্তে কুতর্ককে পাঠাইল। অতএব কুতর্ক কর্ণদ্বারের উপরিভাগে গিয়া ছাউনির লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিল আমার প্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন তোমরা আপনারদের রাজা ইমানুএলকে কহ নগরের রাজা ও লোকসমূহ একত্র বাঁচিতে কিম্বা মরিতে স্থির করিয়াছে আর তিনি যাবৎ সকলকে নষ্ট না করেন তাবৎ নগর জয় করিতে পারিবেন না অতএব তোমার রাজা বলপূর্ব্বক নগর অধিকার করিতে পারেন করুন নতুবা পাইবেন না। তাহাতে কোন লোক রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন কুতর্ক এই২ কথা কহে। ইমানুএল উত্তর করিলেন এমন হইলে আমার খড়গেতে যাহা করা যায় তাহা দেখিব। (উক্তি। ৬ ॥ ১৭।) নরাত্মা যদিও আমার বিরুদ্ধে এতদ্রূপ আচরণ করে ও আমার অনাদর করে তথাপি আমি প্রস্থান করিব না আমার নরাত্মাকে শত্রুর হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া তাহা অবশ্য অধিকার করিব। পরে বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক ও বিচারক ও দণ্ডদায়ক এই চারি জন সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমরা পতাকা তুলিয়া কর্ণদ্বারে গিয়া তূরীর ধ্বনি ও যুদ্ধার্থ রব করহ। বিশ্বাস সেনাপতিও তোমারদের সঙ্গে গমন করুন। উত্তমাশা ও প্রেম এই দুই সেনাপতি চক্ষুর্দ্বারের সম্মুখে ছাউনি করুন। অন্য সকল সেনাপতি ও সৈন্য নগরের প্রাচীরের নিকটস্থ যে স্থানহইতে শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্ম্ম ক-

রিতে পারে এমন স্থানে গমন করুক। আরো তিনি কহিলেন ইমানুএল এই শব্দই যুদ্ধের উৎসাহদায়ক হইবেক। তৎসময়ে তূরী বাজিতে লাগিল ও ভিত্তি-ভঞ্জক যন্ত্র চালান গেল ও ফিঙ্গাদ্বারা নগরে পাতর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এতদ্রূপে যুদ্ধারম্ভ হইল। নগরীয় লোকেরদের মধ্যে দ্যাবল আপনি ঐ যুদ্ধের অধ্যক্ষ ছিল আর সকল দ্বারে২ গমন করিয়া তাহারদের উত্তেজনা করিল সুতরাং তাহারা অধিক সাহস ও দুষ্টতাপূর্ব্বক ইমানুএলের শোকজনকরূপে যুদ্ধ করিল। অনেক দিবসপর্য্যন্ত দ্যাবল ও নরাত্মার লোকেরা ঐ ভদ্র ইমানুএলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। পরন্তু শাদাই রাজার সেনাপতিরা এই যুদ্ধেতে যে প্রকার কর্ম্ম করিলেন ও যে সাহস প্রকাশ করিলেন তদ্বিষয়ে কি কহিব।

প্রথমতঃ বিনেরেগশ কর্ণদ্বারের প্রতি তিনবার অতি-ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিলে দ্বারের নিকটস্থ স্তম্ভ নড়িল। দোষপ্রদর্শকও উক্ত সেনাপতির সঙ্গে২ আক্রমণ করিলেন আর তাহারা দেখিলেন দ্বার প্রায় মুক্ত হইয়াছে অতএব নিয়ত ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র চালাইতে আজ্ঞা করিলেন। এমত সময়ে দ্বারের অতি নিকট গমন করাতে দোষপ্রদর্শক অতি বলপূর্ব্বক তাড়িত হইলেন ও মুখে তিন স্থানে আঘাতী হইলেন। যাঁহারা রাজবাটীহইতে দর্শনের নিমিত্তে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সেনাপতিরদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

উক্ত দুই সেনাপতির সাহস ও পরিশ্রম দেখিয়া ইমানুএল তাঁহারদিগকে আপন তাম্বুতে ডাকিয়া কহিলেন তোমরা কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া কিছু

আহার পানাদি কর। আর দোষপ্রদর্শকের আঘাতের স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁহাকে ঔষধ দিলেন। তদ্ভিন্ন রাজা তাহারদিগকে পুরস্কারস্বরূপ একং স্বর্ণময় মালা প্রদান করিয়া কহিলেন সাহসী হও।

উত্তমাশা ও প্রেম এই দুই সেনাপতিরও কিছু-মাত্র ন্যূন সাহস ছিল না তাঁহারাও অতি ভয়ঙ্কর-রূপে যুদ্ধ করিয়া চক্ষুর্দ্বার প্রায় মুক্ত করিয়া ফেলি-লেন ইঁহারদিগকে এবং অন্য সকল সেনাপতিকে তাঁহারদের সাহসপ্রযুক্ত রাজা নানা পুরস্কার দিলেন।

এই যুদ্ধেতে দ্যাবলের অনেক সেনাপতি হত হইল নগরীয় কএক জনও আঘাতী হইল। সেনাপতিরদের মধ্যে শ্লাঘাকরনামক এক ব্যক্তি হত হইয়াছিল। সে বোধ করিত কর্ণদ্বার কেহ লড়াইতে পারে না আর দ্যাবলের মন কেহ কম্পমানও করিতে পারে না। নি-শ্চিন্তনামক এক জন সেনাপতিও হত হইল সে কহিত ইমানুএলের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিতে না পারে এই জন্যে দ্বার রক্ষা করিতে নরাত্মার অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তিরদের ও যথেষ্ট শক্তি আছে (২ শিমু।৫॥৬)। দোষপ্রদর্শক যে সময়ে মুখে তিনটা আঘাত পাইলেন সেই সময়ে তিনি দ্বিধার খড়্গেতে ঐ নিশ্চিন্তের শির-শ্ছেদন করিলেন।

তদ্ভিন্ন অতিসাহসিক অভিমানি নামক এক জন ছিল। তাহার অধীন জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বাণ ও মৃত্যু নিক্ষেপকারি সৈন্যেরা ছিল। তাহাকে উত্তমাশা চক্ষু-দ্বারে বক্ষস্থলে আঘাত করিয়া নষ্ট করিলেন।

আরও মায়ানামক এক ব্যক্তি হত হইয়াছিল। সে সেনাপতি নহে কিন্তু নরাত্মাকে বিদ্রোহাচরণ করিতে অতিশয় উৎসাহ দিত। বিনেরেগশের অধীন এক

জন সৈন্য তাহার চক্ষুতে আঘাত করিলে সে অতি-শীঘ্র পলায়ন করিল নতুবা সেনাপতির হাতে মরিত।

পরন্তু শ্রীইচ্ছা সেই সময়ে যেমন বিষন্ন হইল তেমন পূর্ব্বে কখনো তাহাকে দেখি নাই তৎকালে স্বেচ্ছামতে কিছু করিতে পারিল না কেহ২ কহে তাহার পায়ে আঘাত হইয়াছিল ও কএক জন রাজসৈন্য তাহাকে দেখিল খঞ্জের মত প্রাচীরের উপরে চলিল।

নগরের মধ্যে অনেক জন খঞ্জ ও আঘাতী ও হত হইল। হত সৈন্যেরদের নাম লেখা অনাবশ্যক। রাজসৈন্যেরদের যুদ্ধ করণেতে কর্ণদ্বারের স্তম্ভ লড়িতে লাগিল চক্ষুদ্বার প্রায় ভগ্ন হইল সেনাপতিরাও হত হইল দেখিয়া দ্যাবলীয় অনেক লোক ভগ্নাশ হইল। আর স্বর্ণময় ফিঙ্গাদ্বারা যে প্রস্তর নিক্ষেপ করা গেল তাহাতেও অনেক মরিল।

নগরীয় লোকেরদের মধ্যে ভদ্রতারঅপ্রেম নামে এক জন নগরবাসী কিন্তু জাতিতে দ্যাবলীয়। সে নরা-ত্মার মধ্যে সংহারক আঘাত পাইয়াছিল কিন্তু অতি-শীঘ্র মরিল না।

আর নরাত্মার অধিকার করণার্থ দ্যাবলের সঙ্গে আইসে যে কুতর্ক সেও মস্তকে অতিশয় আঘাতী হইল কেহ২ কহে তাহার মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়াছিল কিন্তু আমি দেখিলাম পূর্ব্বে সে নগরের যত ক্ষতি করিত তত আর করিতে পারিল না। আরো বৃদ্ধ কুসংস্কার ও যথাতথাগ্রাহক এই দুই জন পলায়ন করিল।

সে যুদ্ধ সম্পন্ন হইলে পর যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন নরাত্মার দৃষ্টিগোচরে অনুগ্রাহক পর্ব্বতের উপর শ্বেতবর্ণ ধ্বজা তুল। তাহাতে লোকেরা জানিবে এখ-নো নরাত্মার প্রতি ইমানুএলের অনুগ্রহ হইতে পারে।

দ্যাবল ঐ ধ্বজা দেখিয়া আমার প্রতি নয় কিন্তু নরাত্মার প্রতি অনুগ্রহের চিহ্ন জানিয়া অন্য প্রকার ছলনার দ্বারা সদাচরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে ইমানুএল সৈন্য লইয়া প্রস্থান করেন কি না ইহা দেখিতে চাহিল। অতএব এক দিন সূর্য্যাস্ত হইবার অনেকক্ষণ পরে দ্যাবল নগরের দ্বারে গিয়া কহিল আমি ইমানুএলের সঙ্গে কিছু কথা কহিব। তাহাতে তিনি দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্যাবল এই কথা কহিল।

আপনি শান্তি করিতে চাহেন ইহার প্রমাণ আপনকার শ্বেতবর্ণ ধ্বজা। অতএব আপনি যে নিয়ম গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নিয়মেতেই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি এই কথা জানাইতে আইলাম।

আপনি ভক্তিতে পরিতৃপ্ত ও ধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হন আর নরাত্মা পবিত্র হয় এই অভিপ্রায়েতে নগরে যুদ্ধ করিতেছেন ইহা আমি নিশ্চয় জানি। অতএব আপনকার সেনারদিগকে স্থানান্তর করুন আমি নরাত্মাকে আপনকার অধীন করিয়া দেই।

প্রথম। আমি আপনকার শত্রু না হইয়া আপনকার অধীন কার্য্যকারকের পদ গ্রহণ করিব। আর পূর্ব্বে যেমন আপনার বিপক্ষ ছিলাম তেমন এখন নরাত্মা নগরে আপনার সেবা করিব।

১। নরাত্মা আপনাকেই প্রভুস্বরূপ গ্রহণ করে এমন পরামর্শ দিব। আমি আপনকার অধীন কার্য্যকারক ইহা জ্ঞাত হইলেই তাহারা অনায়াসে সম্মত হইবে।

২। যাহাতে তাহারদের দোষ হইয়াছে তাহা জানাইয়া আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে জীবনের পথ রুদ্ধ হয় এই বিষয় তাহারদের নিকটে প্রকাশ করিব।

৩। যে ধর্ম্মব্যবস্থামতে তাহারদের আচরণ করিতে হইবেক অর্থাৎ তাহারা যে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা তাহারদের নিকটে প্রকাশ করিব।

৪। তাহারদের রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ব্যবস্থানুসারে আচরণ করা আবশ্যক ইহাও জানাইব।

৫। আর এই সকল কার্য্যের নিমিত্তে আমি নরাত্মার মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচুর লোক নিযুক্ত করিয়া নিজহইতেই তাহারদের প্রতিপালন করিব।

৬। আরো আমরা আপনকার অধীন আছি ইহার প্রমাণার্থ আপনি আমারদের উপর যে কর বসাইবেন তাহা বৎসরে২ আপনকার নিকটে প্রেরণ করিব।

ইমানুএল তাহাকে উত্তর করিলেন ওরে সমপূর্ণ প্রবঞ্চক তোর চলন কিবা বক্র নরাত্মাকে অধিকারে রাখিবার জন্যে তুই একবার একরূপ অন্যবার অন্যরূপ আচরণ করিয়া কতবার নানামতে আচরণ করিয়াছিস। পরন্তু আমিই নগরের যথার্থ অধিকারী তাহা পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়াছে। তুই অনেকবার নানামত প্রস্তাব করিয়াছিস আর তোর এই শেষ প্রস্তাব পূর্ব্বমতই অগ্রাহ্য। আর কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকেরদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে না পারাতে এইবার তেজস্বি দূতের বেশ ধারণ করিয়া প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্তে ধর্ম্মপ্রচার করিবি (২ করি। ১১।১৪)।

ওরে দ্যাবল তুই যাহা বলিস তাহা কদাচ গ্রাহ্য নহে প্রবঞ্চনাভিন্ন তোর অন্য অভিপ্রায় নাই। তুই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করিস না নরাত্মাকেও স্নেহ করিস না। অতএব পাপময় চতুরতা ও প্রবঞ্চনাভিন্ন তোর এই সকল বাক্যের মূল কি হইতে পারে। আপনার

আশ্রিতেরদের নাশ করিতে যে জন স্বেচ্ছামতে প্রস্তাব করে সে ও তাহার বাক্য কি কখন গ্রাহ্য। তুই পাপেতে আসক্ত হইয়া এখন ধর্ম্মপ্রচারক হইবি। এই বিষয়ে আর কোন কথার প্রয়োজন নাই।

এই সময়ে নরাত্মার রীতি পরিবর্ত্তনের বিষয় বলিতেছিস আমার অনুমতি পাইলে তুই সেই কার্য্য চালাইতে চাহিস। অথচ জানিস ব্যবস্থা পালন করিলে ও পুণ্যকর্ম্ম করিলেও নরাত্মা দণ্ডহইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। কেননা পরমেশ্বর পুর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে জন এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে সেই শাপগ্রস্ত। অতএব সেই ব্যবস্থা একবার লঙ্ঘন হইলে শাপ হয় তৎপরে ব্যবস্থাপালন করিলেও সেই শাপমুক্ত হইতে পারে না। এখন শয়তান দোষের দমন করিতে লাগিলে নরাত্মায় যে প্রকার সদাচরণ হইবেক তাহা কে না জানে। পরন্তুএই বিষয়ে যাহা কহিতেছিস সকলি শঠতা ও প্রবঞ্চনাময়। শঠতাতেই আরম্ভ করিলি শঠতাতেই শেষ করিবি তোর দ্বিভাগ পাদ দেখিয়াই অনেক লোক তোকে জানে পরন্তু তুই শুক্লবর্ণ তেজস্বি বস্ত্রধারী হইয়া সদাচারণ করিবার প্রস্তাব করিলে প্রায় কেহই তোকে জানে না তুই সকলকেই ভুলাইস। ওরে দ্যাবল তুই আমার নরাত্মাতে এইরূপ ব্যাপার করিতে পারিবি না। আমি নরাত্মাকে ভাল বাসি।

তদ্ভিন্ন প্রাণ রক্ষার জন্যে নরাত্মার পুণ্য কর্ম্ম করিতে হইবেক এমন শিক্ষা দিতে আমি আইসি নাই। তাহা করিলে তোর মত হইতে হয়। নরাত্মা পাপপ্রযুক্ত পিতার ক্রোধপাত্র হইলেও এবং ব্যবস্থার দ্বারা অনুগ্রহ পাইতে না পারিলেও আমার দ্বারা ও আমি

নরাত্মার নিমিত্তে যাহা করিলাম ও করিব তাহার দ্বারা পিতার সঙ্গে তাহার ঐক্য করাইবার জন্যে আসিয়াছি।

তুই বলিস আমি লোকেরদিগকে সৎক্রিয়া করাইব। তোর স্থানে এই কর্ম্ম কে চাহিয়াছে। নগর অধিকার করিতে আমাকে পিতা পাচাইয়াছেন এবং আপন নৈপুণ্যদ্বারা এই নগরকে তাঁহার তোষণীয়রূপে উপযুক্ত করিতে আইলাম। আমিই এই নগর অধিকার করিয়া তোকে দূর করিয়া দিব। লোকেরদের মধ্যে আমি আপনার ধ্বজা উঠাইব। নূতন ব্যবস্থা ও নূতন কার্য্যকারক ও নূতন অভিপ্রায় ও নূতন নিয়মদ্বারা তাহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিব। এই নগর ভগ্ন করিয়া নূতন নগর গাঁথিব ভিত্তির মূলাবধি তাহার সমপূর্ণরূপে নূতন সৃষ্টি করিব এই নগর জগতের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ হইবেক।

দ্যাবল এই কথা শুনিয়া ও আপন সমস্ত ছলনা প্রকাশ হইয়াছে বুঝিয়া অতি সন্দিগ্ধ হইল আর কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারিল না। পরে শাদাই ও তাঁহার পুত্র ও তাঁহারদের অতিপ্রিয় নরাত্মার প্রতি ঈর্ষা ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতা ও ক্রোধ করিয়া অতি পূজনীয় ইমানুএল রাজের সঙ্গে পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে আপনি সাধ্যমতে বলবান হইল। অতএব নরাত্মা ইমানুএলের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে অন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখি। অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর স্বং অধিকারে রাখিতে উভয়পক্ষের যে রূপে শেষবার যুদ্ধ হয় তাহা মহাশয়েরা দেখিতে চাহিলে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দেখ।

দ্যাবল প্রাচীরহইতে নামিয়া নরাত্মার মধ্যস্থলে

নির্ম্মিত গড়ে প্রবেশ করিল। ইমানুএলও ছাউনিতে প্রত্যাগমন করিলেন। উভয়পক্ষই যুদ্ধ করণার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। নগর অনেক দিন রাখিতে পারিব না বোধ করিয়া দ্যাবল স্থির করিল রাজার সৈন্যেরদের ও নগরের যে কিছু ক্ষতি করিতে পারি তাহা সাধ্য-পর্য্যন্ত করিব। যেহেতুক দুর্বুদ্ধি দ্যাবল নরাত্মার সুখ ও মঙ্গল কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সমপূর্ণরূপে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। সে আপন সেনাপতিরদিগকে ও অধীন কার্য্যকারকদিগকে আজ্ঞা করিল যুদ্ধ স্থলে ইমানুএলের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা বোধ হইলে তৎক্ষণেই তোমরা নগরের স্ত্রীপুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলকে বিদীর্ণ করিয়া যে ক্ষতি করিতে পার তাহাই করিবা। যে-হেতুক এই নগরে ইমানুএলের রাজ্য করণাপেক্ষা বরং আমরা তাহা বিনষ্ট করিয়া ঢিবির মত করিব।

ইমানুএল এই যুদ্ধেতে জয় করিবেন নিশ্চয় জানিয়া আপন সমস্ত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা দ্যাবল ও দ্যাবলীয় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইও না কিন্তু পূর্ব্বকালাবধি নরাত্মানিবাসিরদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ ও নম্রতা প্রকাশ কর। দ্যাবল ও তাহার লোকেরদের সহিত তোমারদের বিশেষ-মতেই যুদ্ধ হউক।

নিরূপিত দিবসে যুদ্ধের আজ্ঞা দিলেন। মহারাজের সৈন্যেরা অতি সাহসপূর্ব্বক অস্ত্র চালাইলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ তাঁহারা চক্ষু ও কর্ণদ্বার ভঞ্জনার্থ বিশেষরূপে উদ্যোগী ছিলেন না। যুদ্ধের উৎসাহবর্দ্ধক কথা এই নরাত্মা জয় হইল। এই প্রকারে তাঁহারা নরা-

আর প্রতি আক্রমণ করিলেন। দ্যাবলও যথাশীঘ্র আপন প্রধান২ সৈন্যেরদিগকে লইয়া নগরহইতে যুদ্ধ করিতে লাগিল কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রধান লোকসকল ও সেনাপতিরা অতিনির্দয়রূপে রাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল।

পরন্তু রাজা ও তাঁহার সাহসিক সেনাপতিরা তিন চারিবার আক্রমণ করিলে কর্ণদ্বার যে হুড়কা ইত্যাদিতে বদ্ধ ছিল তাহা সকলই ছিন্নভিন্ন করিয়া মুক্ত করিলেন তাহাতে তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইতে লাগিল সেনাপতিরা জয়২ ধ্বনি করিল নগরও কাঁপিতে লাগিল দ্যাবল গিয়া গড়ে আশ্রয় লইল। দ্বার মুক্ত হইলেই যুবরাজ আপনি আসিয়া দ্বারেতে সিংহাসন স্থাপন করাইলেন ও তাহার নিকটে ফিঙ্গা রাখিতে সুশ্রবণ নামক যে ঢিবি সৈন্যেরা করিয়াছিল সেই ঢিবিতে পতাকা উঠাইলেন। দ্বারের প্রবেশ স্থানে যুবরাজ অবস্থান করিলেন। আরো তিনি আজ্ঞা করিলেন সুবর্ণময় ফিঙ্গাহইতে যে গোলা নিক্ষেপ হয় তাহা বিশেষমতে গড়ে নিক্ষেপ কর যেহেতুক ঐ গড়ই দ্যাবলের আশ্রয় স্থান। দ্যাবলের নগর অধিকার করণের পূর্ব্বে যে অধ্যাপক ছিল তাহার ঘরে যাইতে কর্ণদ্বারহইতে সোজা পথ ঐ ঘরের নিকটেই গড় তাহা দ্যাবল অনেককালাবধি আপনার কুৎসিত আলয় করিয়াছিল। সেনাপতিরা ফিঙ্গা দ্বারা অতিশীঘ্র পথ মুক্ত করিয়া নগরের মধ্যস্থলপর্য্যন্ত পথ পরিষ্কার করিল। তৎকালে যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক ও বিচারক সেনাপতি পূর্ব্বকার বৃদ্ধ অধ্যাপকের গৃহে গমন করুন। তাহাতে সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত সৈন্যদল স্বরূপ নগরে প্রবেশ করিয়া

উড্ডীয়মান ধ্বজাসহিত অধ্যাপকের ঘরে আইল। সেই ঘর প্রায় গড়তুল্য দৃঢ়। আরো সেনাপতিরা ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র গড়ের দ্বারের সম্মুখে স্থাপনার্থ আনিলেন। তাঁহারা বিবেকের বাটীতে আসিয়া দ্বারে ঘা মারিলেন। বৃদ্ধ তাঁহারদের অভিপ্রায় না জানিয়া যুদ্ধের কালে যেমন করিত তেমন দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল বিনেরেগশ ডাকিলেন কিন্তু কেহ উত্তর না করিলে ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্রদ্বারা এক বার ঘা মারিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল তাহার ঘরও লড়িল। পরে কম্পিত কলেবরে দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে। বিনেরেগশ উত্তর করিলেন মহাশাদাই রাজা ও তাঁহার মাহাত্ম্যবিশিষ্ট পুত্র ইমানুএলের সেনাপতি আমরা যুবরাজের অবস্থানার্থ তোমার ঘর অধিকার করিব। তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঐ যন্ত্রদ্বারা ঘা মারিলেন। বৃদ্ধ তাহাতে অধিক কাঁপিতে২ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহাতে তিন জন সাহসিক সেনাপতি প্রবেশ করিলেন অধ্যাপকের ঐ বাটী যুবরাজের অবস্থানের উপযুক্ত বটে যেহেতুক দ্যাবলের আশ্রয়গড়ের নিকট সম্মুখেই। দ্যাবলও ভয়প্রযুক্ত বাহিরে আসিতে পারিল না। অধ্যাপকের প্রতি সেনাপতিরা অতিশয় হেয়রূপে আচরণ করিলেন আর ইমানুএলের গূঢ়াভিপ্রায় না জানিয়া এই সকল ব্যাপারের শেষে কি হইবেক তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিল না। অধ্যাপকের ঘর অধিকার করিয়াছে ও তাহার বাটী রণস্থল হইয়াছে নগরে এই রব হইতে লাগিল। এই কথা রাষ্ট্র হইতে২ শেষে সকলেই ভয় করিয়া বোধ করিল যুবরাজ আমারদিগকে অবশ্য নষ্ট করি-

বেন দেখ অধ্যাপক কাঁপিতে লাগিয়াছে ও সেনাপতিরা তাঁহার প্রতি তাচ্ছল্যপূর্ব্বক আচরণ করিতেছেন অনেকে দেখিতেও আইল। তখন সেনাপতিরা বাটীতেই আছেন এবং গড়ের ভিত্তিভঞ্জনার্থ ঐ যন্ত্রদ্বারা মহা উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া তাহারা আরও ভয় করিয়া প্রায় অচেতন হইল আরো অধ্যাপকের কথাতে তাহারদের ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। কেননা যে কেহ তাহার নিকটে আসিত কিম্বা তাহার সঙ্গে কথা কহিত তাহাকে এই একই কথা কহিত নরাত্মার মৃত্যু ও বিনাশ হইবেক।

বিশেষতঃ বৃদ্ধ কহিত তোমরা সকলেই জান আমরা যাহাকে তুচ্ছ করিতাম তিনিই এইক্ষণে সাক্ষাৎ জয়ী ও মাহাত্ম্যবিশিষ্ট তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় হইলাম দেখ তিনি নগর বেষ্টন করিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছেন। দ্যাবলই তাঁহার সম্মুখে পলায়ন করিয়াছে গড়ের বিপরীত গড়স্বরূপ আমার বাটী করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন। আমিই মহা অপরাধী। যে নিরপরাধী তাহারই মঙ্গল। যে সময়ে লোকেরদের আপনং দোষ প্রকাশ করা উচিত এমন সময়ে আমি নিঃশব্দ থাকিতাম। যে সময়ে ন্যায় বিচার করা উচিত এমন সময়ে অন্যায় করিতাম ইহাতে আমি মহা অপরাধী। পরন্তু শাদাই রাজার ব্যবস্থার সপক্ষ হওয়াপ্রযুক্ত আমি দ্যাবলের স্থানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি বটে। তাহাতে কি হইবে। আমি যে বিদ্রোহাচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি ও নগরের মধ্যে যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার বাধক হইলাম না সেই সকল দোষের প্রতিকার উক্ত কষ্ট ভোগেতে হয় না। আরম্ভেতে এমন

ক্রোধ প্রকাশ হইতেছে ইহার শেষে কি হইবেক এবিষয়ে আমার অতিশয় ভয় হয়।

তিন জন সাহসিক সেনাপতি অধ্যাপকের বাটীতে থাকিয়া উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতেছেন ইতিমধ্যে দণ্ডদায়ক সেনাপতিও নগরের অন্তর্ভাগ ও প্রাচীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি শ্রীইচ্ছাকে অতিশয় তাড়না করিয়া কোন স্থানেই তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিলেন না। অত্যন্ত তাড়িত হইলে তাহার সৈন্যেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল শ্রীইচ্ছা একটা গহ্বরে গিয়া লুক্কায়িত রহিল। দণ্ডদায়ক সেনাপতি শ্রীইচ্ছার অধীন তিন জন কর্ম্মকারককেও নষ্ট করিলেন। তাহারদের একজনের নাম কুসংস্কার। পূর্ব্বে যে দাঙ্গা হইয়াছিল তাহাতে তাহার মস্তকে আঘাত হয় শ্রীইচ্ছা তাহাকে কর্ণ দ্বারের রক্ষক করিয়াছিল। অন্য এক জনের নাম ব্যর্থতাভিন্নসমস্তকর্ম্মানিচ্ছুক সে শ্রীইচ্ছার অধীন কর্ম্মকারক কর্ণদ্বারে যে দুইটা কামান পাতা গিয়াছিল তাহারই রক্ষক সে ছিল তাহাকেও দণ্ডদায়ক কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির নাম বিশ্বাসঘাতক সে অতি দুষ্ট কিন্তু শ্রীইচ্ছার বিশ্বাসপাত্র ছিল। শ্রীইচ্ছার সৈন্যেরদের মধ্যে অনেককেও নষ্ট করিলেন। বিশেষতঃ স্থূলাঙ্গ ও সাহসিক লোককে ও দ্যাবলের সেবাতে যাহারা অতি পটু তাহারদের অনেক জনকে নষ্ট করিলেন। সকলই দ্যাবলীয় লোক নগরজাত এক জনেরো ক্ষতি করেন নাই।

অন্য সেনাপতিরাও বীরতুল্য অনেক কার্য্য করিলেন। বিশেষতঃ চক্ষুদ্বারে উত্তমাশা ও প্রেম ছিলেন। বদ্ধচক্ষু নামক ঐ দ্বারের রক্ষককে উত্ত-

মাশা আপন হাতে নষ্ট করিলেন। বদ্ধচক্ষুর অধীন সহস্র সেনা ছিল তাহারা মুদ্গর হস্তে যুদ্ধ করিত। তিনি ঐ সৈন্যেরদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাহারদের কএক জনকে হত করিলেন কতককে আঘাত করিলেন অন্য সকলে কোণেং গিয়া লুকাইয়া থাকিল।

সেই দ্বারে কুতর্কও ছিল তাহার বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। সেই লোক বৃদ্ধ ও তাহার কটিবন্ধন পর্য্যন্ত দীর্ঘ দাড়ি। দ্যাবলের পক্ষে সেই বক্তা নগরের মধ্যে অতিশয় ক্ষতিকর তাহাকেও উত্তমাশা নষ্ট করিলেন।

অধিক কি লিখিব। তৎকালে দ্যাবলীয় অনেক হত ব্যক্তিরা নগরের কোণেং পড়িয়া রহিল। তথাপি নরাত্মার মধ্যেও অনেকে লুকাইয়া থাকিল।

অষ্টম অধ্যায়।

অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর যত কাল থাকে তত কাল আমরাও থাকিব নগর পতন হইলে আমারদেরও পতন হইবে এই রূপ জ্ঞান যাহারদের ছিল তাহারা অর্থাৎ বৃদ্ধ অধ্যাপক ও বুদ্ধি ও নগরের অন্য কএক প্রসিদ্ধ লোক এক দিবসে সভাস্থ হইয়া মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিল এইক্ষণে ইমানুএল নগরের দ্বারে অবস্থান করিতেছেন এই সময়ে আমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা পত্র লিখিয়া পাঠাই। সে পত্রে এই২ কথা লিখিল দুর্দশাগ্রস্ত নরাত্মা নগরের প্রাচীন নিবাসি আমরা আপনারদের পাপ স্বীকার করি আর আপনি মহাত্মা রাজা আপন ক্রোধ জন্মাইয়াছি ইহাতে অতিশয় খেদযুক্ত হইয়া এই প্রার্থনা করি আপনি আমারদিগকে সংহার না করেন।

যুবরাজ এই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না ইহাতে তাহারা আরো দুঃখিত হইল। ইতিমধ্যে অধ্যাপকের গৃহবাসি সেনাপতিরা ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্রদ্বারা গড়ের দ্বার মুক্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অনেক কাল পরে অত্যন্ত পরিশ্রম ও ক্লেশ করণানন্তর গড়ের অগম্য নামক দ্বার খণ্ড২ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন তাহাতে দ্যাবল যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল তথায় প্রবেশ করণের পথও হইল। পরে নরাত্মার গড়ের দ্বার দিয়া প্রবেশ করণের পথ মুক্ত হইয়াছে এই সম্বাদ কর্ণ দ্বারে ইমানুএলের নিকটে প্রেরিত হইল তাহাতে যুদ্ধের প্রায় শেষ ও নরাত্মার উদ্ধারের

কাল নিকট বলিয়া রাজসৈন্যেরা অত্যন্ত তূরী বাদ্য করিতে লাগিল।

পরে যুবরাজ উপযুক্ত কতিপয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া নরাত্মার পথ দিয়া অধ্যাপকের গৃহে গমন করিলেন। যুবরাজ স্বর্ণময় অস্ত্রে বিভূষিত হইয়া গমন করেন সম্মুখে ধ্বজাবাহক চলে। যুবরাজের গমন কালে হাস্য বদন দৃষ্ট না হওয়াতে দয়া করিবেন কি না ইহার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। নগরীয় লোকেরা দ্বারে২ দাঁড়াইয়া দর্শন করিল ও তাঁহার শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল কিন্তু প্রসন্ন মুখ না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর যেমন দুঃখি লোকের হইয়া থাকে তেমনি নরাত্মার লোকেরা যুষফের ভ্রাতারদের মত ইমানুএলের সকল ক্রিয়ার বিপরীত ভাব ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। তাহারা বোধ করিল আমারদের প্রতি যদি ইমানুএলের স্নেহ থাকিত অবশ্য তাঁহার বাক্য ও ব্যবহারেতে প্রকাশ পাইত কিন্তু তাঁহার গম্ভীর ভাব অবশ্য আমারদের প্রতি ক্রোধান্বিত আছেন এমন হইলে নিতান্তই নরাত্মার বিনাশ নগর ও মলের ঢিবিতুল্য হইবেক। আমরা তাঁহার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি ও তাঁহার শত্রু দ্যাবলের অনুগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধপর্য্যন্ত করিয়াছি। ইমানুএলও এই সকল জানেন তিনি ঈশ্বরের দূত সুতরাং পৃথিবীতে যাহা ঘটে তাহা সমুদয়ই জানেন। অতএব আমারদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা এই ভদ্র রাজা আমারদিগকে নষ্ট করিবেন। যদি তাঁহার নষ্ট করিবার কল্পনা থাকে তবে তাহার সময় এই যেহেতুক নগর তাঁহারই হস্তগত।

পরন্তু আমি এক বিষয়ের বিশেষরূপে তত্ত্ব লইলাম

লোকেরদের মনেতে এই রূপ সন্দেহ যদ্যপি ছিল তথাপি রাজার গমন কালে তাহারা নমস্কার করিতে লাগিল ও দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণের ধুলা চাটিতেও উদ্যত ছিল তাহারদের এই নিত্য বাঞ্ছা ইনিই রাজা ও সেনাপতি হইয়া আমারদের আশ্রয় হউন। আর তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে ও তিনি সংসারের অতি সম্ভ্রান্ত লোকেরদের অপেক্ষা গৌরবান্বিত সাহসিক ও সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন নিত্য করিত। তথাপি প্রাণের আশঙ্কাতে অতি সঙ্কুচিত হইয়া কখন হর্ষ কখন বা বিষাদে নরাত্মা অতি ব্যাকুল হইয়া কিছু শান্তি পাইল না।

ইমানুএল গড়ের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্যাবলকে আজ্ঞা করিলেন আয় তোর প্রাণ আমাতে অর্পণ কর্। ইহা শুনিয়া ঐ পশু কোনমতে সম্মত না হইয়া কতক বার অঙ্গভঙ্গ করিল কতক বার গড়িয়া পড়িল শেষে রাজার নিকটে আইল। তাহাতে তিনি পরিচারকদিগকে আজ্ঞা করিলেন ইহাকে বিচারের নিমিত্তে রক্ষা করণার্থ জিঞ্জিরে বদ্ধ কর। তাহাই হইল। পরে দ্যাবল এই প্রার্থনা করিল হে ইমানুএল আমাকে গভীরস্থলে না ফেলিয়া নগরহইতে স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিতে অনুমতি দেন।

পরে ইমানুএল তাহাকে হট্টস্থলে আনাইয়া যে সকল অস্ত্রেতে তাহার অত্যন্ত শ্লাঘা ছিল সে সমুদয় নরাত্মার সাক্ষাতে ফেলিয়া দিলেন ইমানুএলের আপন শত্রুজয় প্রকাশক এক কার্য্য এই। আরো দ্যাবলের অস্ত্রাদি হরণ কালে রাজার সুবর্ণমণ্ডিত তূরীর বাদ্য হইতে থাকিল সৈন্যাধ্যক্ষেরাও মহা আনন্দধ্বনি ও

সৈন্যেরা আনন্দ গান করিতে লাগিল নরাত্মা যাহার মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল ও যাহার বিষয়ে শ্লাঘা করিত তাহাকেই ইমানুএল উক্ত প্রকারে উলঙ্গ করিয়া ফেলিলেন।

পরে তিনি আজ্ঞা করিলেন তাহাকে শৃঙ্খলদ্বারা আমার রথের চক্রেতে বাঁধ। অনন্তর দ্যাবলের পূর্ব্বকার অনুগামী কোনং লোক পাছে পুনরায় গড় অধিকার করিতে চেষ্টা করে এই জন্যে ইমানুএল বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক দুই সেনাপতিকে গড়ের দ্বারে নিযুক্ত করিলেন এবং দ্যাবলকে রথচক্রে বদ্ধ করাইয়া জয়োল্লাসেতে নরাত্মার মধ্যদিয়া গমন করত চক্ষুর্দ্বারদিয়া বাহির হইলেন। সেই দ্বারের সম্মুখ মাঠেই তাঁহার সৈন্যের ছাউনি।

পরন্তু ঐ যুবরাজের রথচক্রে মহাবীর বদ্ধ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সৈন্যেরা যেরূপ আনন্দধ্বনি করিয়াছিল তাহার কি বর্ণনা করিব। সৈন্যেরা দেখিয়া কহিল তিনি জয়িগণকে বন্দি করিয়া প্রধান ও পরাক্রমী ভূতকে দমন করিলেন। দ্যাবল খড়্গেতে পরাজিত হইয়া সকলের হাস্যাস্পদ হইল।

তদ্ভিন্ন রাজবাটীহইতে আগত যাঁহারা চতুর্দ্দিগে পরিভ্রমণ করিয়া যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন তাঁহারাও মিষ্ট স্বরে গান করত মহা আনন্দধ্বনি করিলেন। সর্ব্বোপরিস্থ জগতের লোকসকল এই আনন্দের হেতু জানিবার নিমিত্তে অধোদৃষ্টি করিলেন। (লুক। ১৫॥৭, ১০।)

নগরীয় যত লোক এই সকল বিষয় দেখিয়াছিল তাহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে দৃষ্টি করত আশ্চর্য্য বোধ করিল। সকল কার্য্যই অতি পরিপাটীরূপে

হইল আর সমস্ত কার্য্যেতেই রাজা নগরের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এমত অনুভব হইতে লাগিল। এবং ইমানুএল্লের সুনিয়ম দেখিয়া লোকের চক্ষু মস্তক অন্তঃকরণ মন মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি তাহারদের শেষ গতি কি হইবে তাহা বুঝিতে পারিল না।

এইরূপ শত্রুর প্রতি জয়োল্লাস প্রকাশ করণানন্তর অতি সাহসিক যুবরাজ তাহাকে আজ্ঞা করিলেন তুই নরাত্মার অধিকার আর কখনও পাইবি না এই প্রকারে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিলেন তাহাতে দ্যাবল লবণাক্ত মরুভূমিতে বাস করিল বিশ্রাম অন্বেষণ করিয়াও পাইল না। (মাতি ১২॥ ৪৩।)

বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক দুই সেনাপতিই অতি প্রতাপান্বিত তাঁহারদের মুখ সিংহতুল্য তাঁহারদের গর্জন সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়। তাঁহারা বিবেকের বাটীতে অবস্থান করিলেন। মহামহিম সর্ব্ব শক্তিমান যুবরাজ দ্যাবলকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়া দিলে পর নগরীয় লোকেরা ঐ সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরদের কার্য্য দেখিয়া বিবেচনা করিবার কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইল। কিন্তু সেনাপতিরা রাজাজ্ঞামতে যে আচরণ করিলেন তাহাতে লোকেরদের অত্যন্ত ভয় ও অত্যন্ত ক্লেশ হইল ও নগর রক্ষা হয় কি না এই বিষয়ে নিত্য সংশয় থাকাতে অনেক দিনপর্য্যন্ত তাহারদের কিছু মাত্র শান্তি কি সুখ ছিল না।

যুবরাজ নগরের মধ্যে বাস না করিয়া স্বীয় শিবিরে পিতার সৈন্যেরদের মধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে সময় মতে বিনেরেগশকে এই আজ্ঞা করিলেন তুমি নগরের সমস্ত লোককে গড়ের মাঠে আসিতে আজ্ঞা কর এবং তাহারদের গোচরে বুদ্ধি ও বিবেক ও

অতি প্রসিদ্ধ শ্রীইচ্ছাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ কর ও তাহারদের উপর সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখ পরে যে কর্ত্তব্য হয় তাহার আজ্ঞা করিব। সেনাপতিরা আজ্ঞা পাইয়া তদনুরূপ করিলেন। তাহাতে ভয় বৃদ্ধি হইয়া লোকেরা কহিতে লাগিল এক্ষণে নিতান্তই নরাত্মার বিনাশ হইবে। অতএব কি প্রকারে আমারদিগকে নষ্ট করিবেন কখন বা মরিতে হইবেক তিনি বা উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া আমারদিগকে গভীর স্থানে ফেলিয়া দিবেন সেই স্থানে যাইবার বিষয়ে দ্যাবলও অত্যন্ত ভয় করিয়াছিল এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। আরও নগরীয় লোকেরদের সম্মুখে প্রকাশরূপে অপমানিত হইয়া অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক যুবরাজের খড়্গাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তদ্ভিন্ন কারাবদ্ধ লোকেরদের বিষয়ে নগরীয় লোকেরাও অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল যেহেতুক তাহারাই তাহাদের আশ্রয় ও উপদেশক তাহারা হত হইলে অবশ্যই নরাত্মার সমস্ত লোকের সংহার হইবেক।

এই সকল ভাবিতে২ তাহারা কারাবদ্ধ লোকেরদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া যুবরাজের নিকটে প্রার্থনাপত্র লিখিল ও জীবনেচ্ছুক নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পাঠাইল। সেই ব্যক্তি যুবরাজের শিবিরে গিয়া প্রার্থনাপত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল পত্রের মর্ম্ম এই।

মহামহিম আশ্চর্য্য বুদ্ধিমন্ত রাজাধিরাজের নিকটে দুরবস্থ নগরবাসি অতি দীনহীন ব্যক্তিরদের নিবেদন এই। আপনি আমারদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমারদের দোষ ও নগরীয় প্রধান২ লোকেরদের পাপ মোচন করিয়া মহা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমারদের প্রাণ রক্ষা করুন আমরা না মরিয়া আপনকার দৃষ্টিতে

বাঁচি তাহা হইলে আমরা একান্তমনে আপনকার সেবা করি ও অনুমতি পাইলে আপনকার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি। তথাস্তু।

যুবরাজ পত্র লইয়া কোন উত্তর না দিয়া পত্রবাহককে বিদায় করিলেন। ইহাতে নরাত্মার আরও দুঃখ হইল। তথাপি প্রার্থনাভিন্ন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা মন্ত্রণাপূর্ব্বক অন্য প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত করিল। তাহার মর্ম্ম প্রায় পূর্ব্ব লিখিত পত্রের তুল্য।

এই পত্র কে লইয়া যাইবেক। যেহেতুক পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যায় তাহার অসভ্য ব্যবহারেতে যুবরাজের বৈরক্তি জন্মিয়া থাকিবেক অতএব তাহাকে এইবার পাঠান উচিত নহে এই বিবেচনা করিয়া তাহারা দোষপ্রদর্শক সেনাপতিকে কহিল রাজার নিকটে আপনি এই পত্র লইয়া যাউন। তিনি কহিলেন আমি বিশ্বাসঘাতকেরদের নিমিত্তে ইমানুএলের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি না বিদ্রোহিরদের সপক্ষ হইয়া রাজসমীপে গমন করিব না। পরন্তু রাজা সুশীল বটেন। অতএব নগরীয় কোন লোককে পাঠাইতে পার কিন্তু সে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া কেবল দয়ার প্রার্থনা করিবে।

ইহা শুনিয়া নগরীয় লোকেরা ভয়প্রযুক্ত অতিশয় বিলম্ব করিতে লাগিল শেষে তাহারা বোধ করিল অধিক বিলম্ব করিলে আমারদের আপদ্ ঘটিতে পারে অতএব তাহারা জাগ্রতেচ্ছা নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পত্র পাঠাইতে স্থির করিল তথাপি অত্যন্ত ভয়েতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিল। জাগ্রতেচ্ছা নগরের মধ্যে অতিক্ষুদ্র এক কুঠরীতে থাকিত একজন প্রতিবাসির দ্বারা

তাহাকে ডাকাইয়া কহিল আমরা এইং কর্ম্ম করিয়াছি আর রাজার নিকটে আমারদের এইং প্রকারে প্রার্থনা করিবার বাঞ্ছা আছে তুমি এই পত্র তাঁহার নিকটে লইয়া যাও। জাগ্রতেচ্ছা কহিল নরাত্মা অতি প্রসিদ্ধ নগর তাহার রক্ষার্থ আমি সাধ্যমতে কেন উদ্যোগ না করিব। অতএব ঐ পত্র তাহার হস্তে দিয়া কহিল রাজসমীপে উপস্থিত হইলে তোমার এইং প্রকারে কর্ম্ম করিতে হইবে তোমার মঙ্গল হউক। পরে যুবরাজের ছাউনিতে উপস্থিত হইয়া পত্রবাহক কহিল মহারাজার নিকটে আমার কিছু নিবেদন আছে। ইমানুএল এই বিষয় অবগত হইয়া বাহিরে আইলেন। জাগ্রতেচ্ছা তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ হইয়া উচ্চস্বরে কহিল মহরাজা কৃপা করুন নরাত্মার রক্ষা হউক। পরে রাজহস্তে পত্র অর্পণ করিল। যুবরাজ তাহা পাঠ করিয়া অশ্রুপাত প্রযুক্ত মুখ ফিরাইলেন। পত্রবাহকও রোদন করিতেং তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিল। পরে রাজা স্থির হইয়া তাহাকে কহিলেন তুমি এইক্ষণে বিদায় হও আমি তোমার প্রার্থনা বিষয়ে বিবেচনা করিব।

ইতিমধ্যে নরাত্মার লোক সকল পাপজালেতে ও ভয়েতে দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা সিদ্ধ হয় কি না ইহাতে ব্যাকুল হইয়া পত্রবাহকের আসিবার প্রতীক্ষায় থাকিল। পত্রবাহক উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিল কেমন মঙ্গল। ইমানুএল কি কহিয়াছেন। পত্র কোথায় দিলা। সে কহিল এই স্থানে কিছুই কহিব না। নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছা ও অধ্যাপক যে কারাগারে আছেন সে স্থানে গিয়া সকলই কহিব। অতএব কারাগারে যাওনকালে বহুতর লোক পশ্চাৎং

আসিতে লাগিল। পত্রবাহক কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল ভয়েতে নগরাধ্যক্ষের মুখ মলিন অধ্যাপকও কাঁপিতছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল মহারাজা কি কহিলেন। জাগ্রতেচ্ছা কহিতে লাগিল আমি রাজতাম্বুতে উপস্থিত হইয়া কাকুক্তি করিলে মহারাজা দর্শন দিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বদনের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আমি দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পত্র দিলাম। তাঁহার ঐ পত্র গ্রহণ কালে আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম কৃপা করুন নরাত্মার রক্ষা হউক। তিনি পত্র পাঠানন্তর আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন এক্ষণে বিদায় হও আমি তোমার প্রার্থনা বিষয়ে বিবেচনা করিব। অনন্তর পত্রবাহক কহিল তোমরা আমাকে যে রাজার নিকটে পাঠাইলা তাঁহার অদ্ভুত গৌরব ও সৌন্দর্য্য দেখিলেই ভয় স্নেহও জন্মে। আমি তাঁহাকে স্নেহ করি ভয়ও করি তথাপি এই সকল ঘটনার শেষ ফল কি হয় তাহা বলিতে পারি না।

এই সকল কথা শুনিয়া কারাবদ্ধ ও অন্য যে সকল লোক পত্রবাহকের অনুগামী হইয়াছিল তাহারা সন্দিগ্ধমনা হইল আর যুবরাজের বাক্যের ভাব কি তাহা বুঝিতে পারিল না। জনতা স্বং স্থানে চলিয়া গেলে পর কারাবদ্ধ লোকেরা ইমানুএলের কথার ভাব আপনং বুদ্ধিমতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। নগরাধ্যক্ষ কহিল আমার বোধ হয় ইহা দয়া প্রকাশক কথা। শ্রীইচ্ছা কহিল না অমঙ্গলের লক্ষণ। অধ্যাপক কহিল আমারদের বিনাশের চিহ্ন। জনতার অবশিষ্ট যে কএক জন কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল তাহারা কারাবদ্ধ লোকেরদের কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে না পা-

ইয়া এক জন একের কথার একাংশ ধরিল অন্য জন অন্যাংশ ধরিল। কেহ২ পত্রবাহকের কথা শুনিল কেহ২ কারাবদ্ধ কোন লোকের কথা শুনিল। কেহ স্পষ্টরূপে কিছু বুঝিতে পারিল না অতএব তাহারা সর্ব্বত্র বেড়াইয়া যে কি পর্য্যন্ত গোলমাল করিল তাহা কি বলিব।

তাহারা নগরের চতুর্দ্দিগে গিয়া এক জন একরূপ কহে অন্য জন তদ্বিপরীত কহে উভয়ই বলে আমার কথা সত্য আমি যাহা কহিতেছি তাহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি আমার ভুল নাই। এক জন কহিল আর কি আমারদের তাবতেরি বিনাশ হইবে। অন্য জন কহিল কিছু না আমরা সকলই রক্ষা পাইব। অপর জন কহিল যুবরাজ নরাত্মার বিষয়ে কিছুমাত্র মনো-যোগ করিবেন না। অন্যে কহিল যাহারা কারাবদ্ধ তাহারাই শীঘ্র হত হইবে। প্রত্যেক জনই কহিতে লা-গিল আমার কথাই সত্য আর সকল মিথ্যা। অতএব নরাত্মার লোকেরদের ক্লেশের উপর ক্লেশ জন্মিল কেহ কোন দিগেই শান্তি পাইল না। এক জন পথে যাইতে২ অন্যের কথা শুনিয়া বলিত না এমন নয় কিন্তু এমন২। এ বলে আমার কথা সত্য ও বলে আমারই সত্য। কেহ২ কহিল আমরা সকলেই নষ্ট হইব। ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত হইলে অন্ধকার হইল সেই সমস্ত রাত্রি প্রভাতপর্য্যন্ত সকলের মহা উদ্বেগ ছিল।

আমি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হই-লাম এই গোলের কারণ কেবল অধ্যাপকের কথা। নরাত্মার লোক পুর্ব্বকালে সেই অধ্যাপকের কথা পরমেশ্বরের বাণীতুল্য জ্ঞান করিত। অতএব যুবরাজ

যে উত্তর দিয়াছেন তাহা আমারদের বিনাশের লক্ষণ তাঁহার এইমত কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরদের মহা ত্রাস জন্মিল।

তৎসময়ে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করণের ও ব্যবস্থা-বিরুদ্ধে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করণের ফল ভোগ করিতে লাগিল যেহেতুক তাহারা আপন২ দোষ বিষয়ে চেতনা ও ত্রাস যুক্ত হইল আর নগরের প্রধান২ লোকের-দের অধিক ভয় হইল যেহেতুক তাহারদেরই দোষ অধিক।

পরে যে জনরবদ্বারা তাহারদের আশঙ্কা হইল তাহা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে ও তাহারদের মন স্থির হইলে তাহারা সাহস পাইয়া প্রাণ রক্ষার বিষয়ে পুনশ্চ রাজার নিকটে প্রার্থনা করিল এই তৃতীয় পত্রের মর্ম্ম এই।

হে মহারাজ ত্রিলোকের প্রভু করুণাকর ইমানুএল মরণাপন্ন নরাত্মা নগরের দীনহীন দুঃখি দুর্ভগা লোক আমরা আপনকার নিকটে অপরাধী হইয়াছি স্বীকার করি। আপনকার পিতা ও আপনার বিদ্রোহেতে আমরা মহাপরাধী আপনকার নরাত্মা খ্যাত হইবার যোগ্য নহি কেবল গভীর স্থলে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য। আপনি সংহার করিলে উপযুক্ত দণ্ড হয়। আমারদিগকে গভীর স্থলে নিক্ষেপ করিলেও আপনকার ন্যায়বিচার করা হয়। আপনি যাহা করেন ও আমারদের যে দণ্ড দেন তাহা আমরা অন্যায় কহিতে পারি না। কিন্তু দয়ার প্রাদুর্ভাব হউক সেই দয়া আমারদের প্রতিও হউক। দয়া প্রাপ্তিতে আমারদের পাপ বিমোচন হউক। মুক্ত হইয়া আমরা দয়া ও সুবিচার বিষয়ে গান করি। তথাস্তু।

এই প্রার্থনাপত্র যুবরাজের নিকটে পাঠাইবার কল্পনা ছিল কিন্তু কে লইয়া যাইবে। কেহ২ কহিল প্রথমে যে গেল এই বারেও সে যাউক। অন্যেরা কহিল এই সৎপরামর্শ নহে যেহেতুক সে জনের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। সৎক্রিয়া নামক এক বৃদ্ধ ব্যক্তি নগরে বাস করিত তাহার নাম সৎক্রিয়া বটে কিন্তু স্বভাব সৎ নয়। কেহ২ কহিল তাহাকেই প্রেরণ কর। অধ্যাপক কহিল না এইক্ষণে দয়াতে আমারদের আবশ্যক দয়ারই যাচ্ঞা করি অতএব সৎক্রিয়াকে পাঠাইলে আমারদের প্রার্থনা অবশ্য বিফল হইবে। পত্রদ্বারা দয়া প্রার্থনা করণ সময়ে সৎক্রিয়া কি পত্রবাহক হইতে পারে। যুবরাজের হস্তে পত্রার্পণ করিলে যদি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি। সে কহিবে আমার নাম বৃদ্ধ সৎক্রিয়া। এই উত্তর পাইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে পারেন নরাত্মাতে কি সৎক্রিয়া আছে তবে সৎক্রিয়াই তোমারদিগকে উদ্ধার করুক। তাহা হইলে আমারদের নাশ নিশ্চয়ই হইবেক। সহস্র সৎক্রিয়াতেও নরাত্মার উদ্ধার হওয়া অসাধ্য।

অধ্যাপকের এই কথা শুনিয়া নরাত্মার কারাবদ্ধ অন্য সকল প্রধান২ লোক কহিল তাহাই বটে। অতএব বৃদ্ধ সৎক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়া তাহারা জাগ্রতেচ্ছাকে পুনরায় পাঠাইতে স্থির করিল। পরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল তুমি আরবার প্রার্থনাপত্র লইয়া যুবরাজের নিকটে গমন কর। সে কহিল এইক্ষণেই যাইব। তাহারা কহিল সাবধান তোমার কোন বাক্য কিম্বা আচরণ দ্বারা রাজার ক্রোধ না জন্মে তাহা করিলে কি জানি তিনি নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।

তাহাতে জাগ্রতেচ্ছা কহিল সজলনয়নকে আমার

সঙ্গে আসিতে দেও। এই সজলনয়ন জাগ্রতেচ্ছার প্রতিবাসী ছিল। সে দরিদ্র ও ভগ্নান্তঃকরণ লোক পরন্তু প্রার্থনা করণ বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ। সেও সঙ্গে গেল। তাহাতে জাগ্রতেচ্ছা আপন মস্তকে দড়ি বাঁধিয়া সজলনয়ন কম্পিত কলেবর হইয়া যুবরাজের তাম্বুতে উপস্থিত হইল।

রাজার নিকটে তৃতীয়বার প্রার্থনা হইতেছে ভাবিয়া তাহারা কহিল কি জানি রাজা বিরক্ত হন। অতএব তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা প্রথমে কহিল আমরা বারম্বার আসিয়া ইমানুএলকে বিরক্ত করিতেছি এই বিষয়ে আমারদিগকে ক্ষমা করেন। আমরা আপনারদের সুবাক্য আপনারাই শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আইসি না কিন্তু আবশ্যক কার্য্যের অনুরোধে আইলাম। শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলের প্রতি বিদ্রোহেতে আমারদের মহা অপরাধ হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত দিবানিশি বিশ্রাম নাই। আরো কি জানি জাগ্রতেচ্ছার কোন অনুপযুক্ত কার্য্যহেতু দয়ালু রাজা তাহাকে উত্তর না দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন অতএব সম্পূর্ণ ভয় হইতেছে। এই কথা কহনের পরে জাগ্রতেচ্ছা পূর্ব্ববৎ মহারাজার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া কহিল হে মহারাজ কৃপা করুন নরাত্মার রক্ষা হউক। পরে পত্র যুবরাজের হস্তে দিল। তিনি পাঠ করিয়া কিঞ্চিদন্তরে গেলে তাঁহার অশ্রুপাতও হইল। পরে জাগ্রতেচ্ছা যে স্থানে দণ্ডবৎ ছিল সেই স্থানে আসিয়া কহিলেন তোমার নাম কি আর নরাত্মা অন্য সকল লোকহইতে তোমাকেই মনোনীত করিয়া পত্রসহিত পাঠাইতেছে ইহার কারণ কি তোমার কি পদ। জাগ্রতেচ্ছা কহিল প্রভু

কোপ না করেন মরা কুকুর বই নই আমার নামের অনুসন্ধান কেন লইতেছেন। আপনি অতি মহৎ আমি অতি ক্ষুদ্র আমার বিষয়ে অনুসন্ধান লইবেন না। প্রভুর নিকটে আমাকে কেন পাঠাইল তাহা তাহারাই জানে প্রভুর অনুগ্রহ পাত্র বলিয়া আমাকে পাঠাইয়াছে এমন কদাচ হইতে পারে না। আমি আপনি অতি নীচ অন্য লোক কিপ্রকারে আমাকে স্নেহ করিবে। তথাপি বাঁচিতে চাহি এবং নগরীয় লোকেরাও বাঁচে এই আমার বাঞ্ছা। আমরা সকলেই মহা অপরাধের অপরাধী অতএব তাহারদের পক্ষে প্রভুর নিকটে দয়া প্রার্থনা করি মহারাজা দয়া করেন। দাসেরা কে বা কি তদ্বিষয়ের তত্ত্ব লইবেন না।

পরে যুবরাজ কহিলেন এই গুরুতর কার্য্যের নিমিত্তে তোমার সঙ্গে এ কে আসিয়াছে। জাগ্রতেচ্ছা কহিল এই এক জন দরিদ্র প্রতিবাসী আমার বন্ধু ইহার নাম নরাত্মা নগরের সজলনয়ন। এই নামেতে খ্যাত অনেক কপটীও আছে এই দরিদ্র প্রতিবাসিকে সঙ্গে আনিয়াছি ইহাতে মহাশয়ের ক্রোধ না জন্মে। পরে সজলনয়ন দণ্ডবৎ হইয়া প্রতিবাসির সঙ্গে আসিবার কারণ কহিল।

হে প্রভো আমি কি তাহা আপনি জানি না আর আমি যথার্থ কি কপটী তাহাও জানি না। কোন২ লোক কহে আমার পিতা পরামনন এইহেতুক আমার এই নাম হইল। ইহাতে সরলতার সন্দেহ জন্মে। ভদ্রলোকেরদেরও কখন২ দুষ্ট সন্তান হয় আর সরল লোকেরদেরও কখন২ কাল্পনিক সন্তান হয়। আমার মাতাও শিশুকালঅবধি আমাকে এই নাম ধরিয়া ডাকিতেন কিন্তু নিত্য কাঁদিতাম বলিয়া কি আমার মন

নম্র বলিয়া আমাকে এই নাম দিলেন তাহা জানি না। আমার অশ্রুতে মল ও আমার প্রার্থনার মূলেতে মল দেখিতে পাই। কিন্তু আমার বিনয় এই আপনি আমারদের দোষ ক্ষমা করুন দাসেরা অযোগ্য বলিয়া ক্রুদ্ধ না হন শুদ্ধ দয়া প্রকাশ করিয়া নরাত্মার দোষ মার্জনা করেন আপনকার অনুগ্রহের গৌরব প্রকাশ করণেতে বিলম্ব না হয়। এই সকল কথা কহিবার সময়ে সজলনয়নের বহুতর অশ্রুপাত হইল।

পরে রাজা কহিলেন উঠিয়া দাঁড়াও। তাহাতে দুই জন উঠিয়া কাঁপিতে২ দাঁড়াইল। অনন্তর যুবরাজ কহিলেন।

নরাত্মা নগর আমার ও পিতার বিরুদ্ধে মহা দোষ করিয়াছে। তিনিই রাজা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া মিথ্যাবাদী ও হন্তা ও অতি দুষ্ট এক জন দাসকে মনোনীত করিয়া রাজা করিয়াছে। এই ভাক্ত রাজাকে তোমরা অতি সম্মান করিলা অথচ সেই দুষ্টাত্মা রাজবাটীতে ও সর্ব্বোত্তম অট্টালিকাতে আমার ও পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনি যুবরাজের ও রাজপদ লইতে কল্পনা করিল। কিন্তু সময় থাকিতে ঐ কল্পনা প্রকাশ হইল। পরে তাহাকে ধরিয়া তাহার দোষহেতুক তাহাকে বদ্ধ করাইলাম ও আপন সঙ্গিরদের সহিত গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার জন্যে রাখিলাম। সে দুষ্ট তোমারদের রাজা হইতে চাহিলে তোমরা তাহাকে গ্রহণ করিলা। ইহাতে পিতার অত্যন্ত অসম্ভ্রম করিয়াছ ও অনেক কালাবধি করিতেছ। পরে তোমারদিগকে অধীন করিবার নিমিত্তে তিনি পরাক্রান্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন। ঐ সৈন্য ও সেনাপতিরদিগকে তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিলা ও তাহারদের প্রতি কঠিন

ব্যবহার করিলা। তোমরা তাহারদের বিপরীতাচরণ করিয়া তাহারদের প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিলা ও আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলা। তাহাতে পিতার নিকটে তাহারা দূত প্রেরণ করিয়া অধিক সৈন্য প্রার্থনা করিলে আমি সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলাম কিন্তু ভৃত্যবর্গের প্রতি তোমারদের যে ব্যবহার প্রভুর প্রতিও তদ্রূপ। আমারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিলা ও আমার বাক্যেতে কর্ণরোধ করিয়া যতক্ষণ পারিলা ততক্ষণ প্রতিবন্ধকতা করিলা এইক্ষণে তোমারদিগকে পরাভব করিয়াছি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার যাবৎ ভরসা ছিল তাবৎ কি দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলা। এখন নগর অধিকার করিয়াছি তোমরা প্রার্থনা করিতে লাগিয়াছ। আমার অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ শ্বেতবর্ণ ধ্বজা ও যথার্থের চিহ্ন রক্তবর্ণ ধ্বজা ও দণ্ডের চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা যখন উড়াইলাম তখন কেন দয়া প্রার্থনা কর নাই। তোমারদের রাজা দ্যাবলকে জয় করিলে তোমরা দয়া প্রার্থনা করিতেছ। তৎসময়ে সেই বলবানের বিপক্ষে কেন আমার সাহায্য করিলা না।

তোমারদের এই প্রকার কুরীতি যদিও হইয়াছে তথাপি আমি তোমারদের প্রার্থনা বিষয়ে বিবেচনা করিব ও আপনার মহিমা যাহাতে প্রকাশ পায় এমন উত্তর দিব। তোমরা এখন গিয়া বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক সেনাপতিরদিগকে কহ কল্য তাহারা কারাবদ্ধেরদিগকে আমার নিকটে ছাউনি স্থানে আনে। বিচারক ও দণ্ডদায়ক সেনাপতিরদিগকে কহ তাহারা গড়ে থাকে ও যাবৎ আমার অন্য আজ্ঞা না হয় তাবৎ

নরাত্মার মধ্যে সকল বিষয় সুস্থির রাখে সাবধান। এই কথা কহিয়া যুবরাজ পরাঙমুখ হইয়া তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন।

পত্রবাহকেরা এই উত্তর পাইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল নরাত্মার প্রতি রাজা দয়া করিবেন না।

নগরীয় লোকেরা অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহারদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা নগর দ্বারে উপস্থিত হইলেই অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিল আমারদের প্রার্থনার কি মঙ্গল। রাজস্থানের কি সম্বাদ। ইমানুএল কি করিয়াছেন। তাহারা উত্তর করিল কারাগারে গিয়া সম্বাদ কহিব। গমন সময়ে মহাজনতা তাহারদের পাছেং চলিল। পরে কারাগারে উপস্থিত হইলে উক্ত ভাবনাতে অত্যন্ত বিষণ্নমনা হইয়া রাজবাক্য প্রায় কহিতে পারিল না কেবল এই কহিল রাজা কহেন তোমরা পিতার ও আমার বিরুদ্ধাচরণ করত দ্যাবলকে মনোনীত করিয়া তাহার নিয়মেতে সম্মত হইলা তাহার সপক্ষে যুদ্ধ করিলা তাহার বাক্যে অবধান করিলা ও তাহার অধীন হইলা রাজাকে ও তাঁহার লোককে তুচ্ছ করিয়াছ। এই কথা শুনিয়া ভয়েতে কারাগারস্থ লোকেরদের বদন মলিন হইল। পত্রবাহকেরা আরো কহিল যুবরাজ আরো কহিয়াছেন তোমারদের প্রার্থনা বিষয়ে বিবেচনা করিবেন ও তাঁহার মহিমা যাহাতে প্রকাশ হয় এমন উত্তর দিবেন। এই কথা কহিবামাত্রে সজলনয়ন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলই বিষণ্ন হইয়া কিছুই কহিতে পারিল না। তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া মৃতপ্রায় হইল। লোকের-

দের মধ্যে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসুনামক অতি দরিদ্র বটে তথাচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি অতিপ্রসিদ্ধ এক জন। সে জিজ্ঞাসা করিল ইমানুএল যাহা কহিয়াছেন তাহা কি সমুদয়ই জানাইলা। তাহারা কহিল না। জিজ্ঞাসু কহিল বটে তাহা বুঝিলাম। তবে আর কি কহিলেন। তাহারা কিঞ্চিৎ কাল নিঃশব্দ থাকিয়া শেষে সমুদয় কথা জানাইল রাজা আজ্ঞা করিলেন তোমরা বিনেরেগেশ ও দোষপ্রদর্শক সেনাপতিরদিগকে কহ তাহারা কারাবদ্ধ লোকেরদিগকে কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করে। আমার স্থানে অন্য আজ্ঞা না পাওয়াপর্য্যন্ত বিচারক ও দণ্ডদায়ক সেনাপতিরা গড় ও নগর রক্ষা করিবে এই সকল কথা কহিয়া যুবরাজ বিমুখ হইয়া রাজকীয় তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন।

বন্দি লোকেরদিগকে যুবরাজের ছাউনি স্থানে গমন করিতে হইবেক এই কথা শুনিবামাত্র সকলে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যে আর্ত্তনাদ করিল তাহা স্বর্গপর্য্যন্ত শুনা যায়। পরে কারাবদ্ধ তিন জন কহিল মরণের নিমিত্তে আমারদের প্রস্তুত থাকা উচিত প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই কল্য সূর্য্যাস্ত না হইতেং মরিতে হইবেক। অধ্যাপক কহিল আমারও এই আশঙ্কা ছিল। নগরীয় সমস্ত লোকও বোধ করিল আমারদের সকলেরই একেং তদ্দশা ভোগ করিতে হইবেক। অতএব সেই সমস্ত রাত্রি সকল লোক মৃত্তিকাতে বসিয়া বিলাপ ও অনুতাপ ও খেদ করিতে থাকিল। পরে যুবরাজের নিকটে কারাবদ্ধ লোকেরদের গমনকালে তাহারা শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে রজ্জু বন্ধন করিল। নগরীয় সকল লোকও শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া

নগরের প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা ভাবিল কি জানি আমারদের শোক দেখিয়া রাজা দয়ার্দ্রচিত্ত হন। ইতিমধ্যে নগরীয় সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চাকারিরা দশ পাঁচ জন একত্র হইয়া চতুর্দ্দিগে দৌড়াদৌড়ি করিয়া কএক জন এক কথা অন্য কএক জন অন্য কথা কহিয়া মহা গোলমাল করিল। তাহাতে নরাত্মা প্রায় হতবুদ্ধি হইল।

অনন্তর ছাউনি স্থানে রাজার নিকটে গমনকালে তাহারা এই রূপে চলিল। কারাবদ্ধ লোকেরদের সম্মুখে বিনেরেগশ কএক জন তৈনাতি লইয়া গমন করিলেন তাহারদের পাছে২ দোষপ্রদর্শক মধ্যে তাহারাই জিঞ্জির বদ্ধ হইয়া চলিল এই প্রকারে তাহারা বিষণ্ণবদন হইয়া যাইতে লাগিল তাহারদের সম্মুখে ও পাছে তৈনাতিরা পতাকা তুলিয়া গমন করিল। এই বিষয়ের আরও বিশেষ বিবরণ লিখি। কারাবদ্ধ লোকেরা শোকসূচক বস্ত্র পরিয়া মস্তকে রজ্জু বন্ধন করিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে২ চলিল স্বর্গ পানে যে দৃষ্টি করে তাহারদের এমন সাহস নাই। নরাত্মার দ্বার দিয়া বহির্গমন করিয়া রাজার সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরদের তেজ দৃষ্টে পুর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাতে তাহারা নীরব থাকিতে না পারিয়া অতি উচ্চস্বরে চেঁচাইয়া কহিল হায় আমরা কি দুঃখগ্রস্ত হায় নরাত্মা কি দুর্ভগা। তাহারদের বিলাপের শব্দ সহিত জিঞ্জিরের ঝিন২ শব্দ শুনা গেল তাহা শুনিয়া কে দুঃখী না হয়।

যুবরাজের তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল। পরে এক জন যুবরাজের নি-

কটে নিবেদন করিল নরাত্মার বন্দিগণ উপস্থিত। যুবরাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন তাহারদিগকে সম্মুখে আন। তাহারা সম্মুখে গিয়া অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল ও লজ্জাতে মুখ ঢাকিয়া থাকিল। আসনের নিকটে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। রাজা বিনেরেগশকে কহিলেন উহারদিগকে দাঁড়াইতে কহ। তাহারা কাঁপিতে২ দাঁড়াইলে যুবরাজ কহিলেন তোমরা কি পূর্ব্বে শাদাই রাজার দাস ছিলা। তাহারা কহিল হাঁ প্রভো হাঁ। তিনি কহিলেন দুষ্ট দ্যাবল তোমারদিগকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করিলে তোমরা তাহা সহ্য করিলা। তাহারা কহিল হে প্রভো অধিকও হইয়াছে আমারদের সম্পূর্ণ সম্মতিও ছিল। রাজা আরও কহিলেন তাহার অধীনে তোমরা কি যাবজ্জীবন দাস হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট হইতা। তাহারা কহিল হাঁ প্রভু হাঁ কেননা তাহার উপদেশ শরীরতোষক। পূর্ব্বে আমারদের যে ভদ্র অবস্থা ছিল তাহা চাহিলাম না। রাজা কহিলেন আমি যখন নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম তখন তোমারদিগকে জয় করিতে না পারি তোমারদের মনের এই সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল কি না। তাহারা কহিল হাঁ প্রভু হাঁ। তাহাতে রাজা কহিলেন এই সকল ও আর২ ভারি২ দোষপ্রযুক্ত তোমরা কি রূপ দণ্ডের যোগ্য। তাহারা কহিল আমরা মৃত্যু ও গভীর হ্রদে নিক্ষিপ্ত হওনের যোগ্য। পরে রাজা কহিলেন তোমরা এই দণ্ডের যোগ্য যদি হও তবে তোমারদের সেই দণ্ড না দেই এমত কোন বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পার। তাহারা কহিল না প্রভু আমরা কিছু কহিতে পারি না। আপনি ন্যায় বিচারক আমরা মহা অপরাধী। রাজা

কহিলেন রজ্জুতে তোমারদের মস্তক বাঁধা কেন। তাহারা কহিল আপনি যদি দয়া না করেন তবে প্রাণদণ্ড দিবার জন্যে আমারদিগকে বদ্ধ করিয়া লইবার নিমিত্তে এই রজ্জু (হিতোপ। ৫॥ ২২)। তিনি কহিলেন তোমরা যে প্রকারে দোষ স্বীকার করিতেছ নগরের সকল লোক কি এইরূপ করে। তাহারা কহিল নগরজাত লোকেরা বটে কিন্তু দ্যাবল নগর অধিকার করিলে যাহারদিগকে আনিল তাহারদের বিষয়ে কিছু কহিতে পারি না।

পরে যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন দূতকে ডাকিয়া কহ ইমানুএলের ছাউনির স্থান ব্যাপিয়া তূরীর দ্বারা এই কথা প্রকাশ কর শাদাইর পুত্র আমি যুবরাজ পিতার নামেতে ও তাঁহার মহিমার জন্যে নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিলাম। কারাবদ্ধ লোকেরাও তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকার করুক। তাঁহার আজ্ঞামতে সকল হইলে পর স্বর্গীয় বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল ছাউনির সেনাপতি সকলেও মহাজয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল ও সৈন্যেরা যুবরাজের প্রশংসা করিয়া জয়োল্লাসের গীত গান করিতে লাগিল। ধ্বজা উড্ডীয়মান হইল চতুর্দ্দিকে মহাআনন্দরব। কেবল নরাত্মার লোকেরদের মনে দুঃখ ভয় ছিল।

পরে যুবরাজ ঐ বন্দিরদিগকে কহিলেন তোমরা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াও। তাহারা কম্পিত কলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পরে তিনি কহিলেন তোমরা ও নরাত্মার সমুদয় লোক পিতার ও আমার বিরুদ্ধে যে সকল দোষ করিয়াছে তাহা ক্ষমা করিতে তিনি আমাকে ক্ষমতা ও আজ্ঞা দিয়াছেন তদনুসারে তোমারদিগকে ক্ষমা করিলাম। এই কথা কহিয়া

তিনি চর্ম্মেতে লিখিত ও সপ্ত মোহর বিশিষ্ট সাধারণ ক্ষমাপত্র দিয়া শ্রীইচ্ছা ও অধ্যাপককে কহিলেন কল্য সূর্য্যোদয় না হইতেং এই পত্রের সমুদয় কথা নরাত্মা নগরের সমস্ত লোককে জানাও।

পরে যুবরাজ তাহারদের শোকসূচক বস্ত্র লইয়া ভস্মের পরিবর্ত্তে সুন্দর মুকুট ও শোকের পরিবর্ত্তে সুখরূপ তৈল ও দুঃখিত মনের পরিবর্ত্তে স্তবরূপ বস্ত্র দিলেন (যিশ। ৬১॥ ৭।)।

পরে তিনি ঐ তিন জনকে স্বর্ণ ও বহুমূল্য মণিতে রচিত অলঙ্কার দান করিলেন ও মস্তকের রজ্জু লইয়া তাহারদের গলদেশে সুবর্ণমালা ও কর্ণে কুণ্ডল দিলেন। যুবরাজ ইমানুএলের দয়াময় বাক্য শুনিয়া যে অনুগ্রহ ও মঙ্গল ও ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অনপেক্ষিত ও বৃহৎ ও মহিমাবিশিষ্ট হওয়াতে তাহারা প্রায় মুমূর্ষু হইল আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না। শ্রীইচ্ছা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল কিন্তু যুবরাজ তাহার নিকটে গিয়া আপন অনন্ত বাহু বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করত চুম্বন করিয়া কহিলেন শান্ত হও আমার বাক্যমতে সকলই সিদ্ধ হইবেক। শ্রীইচ্ছার সঙ্গি দুই জনকেও চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন ও ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন এই আমার প্রেম ও অনুগ্রহ ও দয়ার চিহ্ন হে অধ্যাপক তুমি যাহা দেখিয়াছ শুনিয়াছ তাহা নরাত্মাকে কহ এই আমার আজ্ঞা।

পরে তাহারদের জিঞ্জির তাহারদের সম্মুখে খণ্ডং রূপে ভগ্ন করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেওয়াইলেন তাহাতে মুক্ত হইয়া যুবরাজের চরণে পড়িয়া চরণ চুম্বন করিয়া অশ্রুতে অভিষেক করিল এবং অতি

উচ্চ শব্দে কহিল এই স্থানহইতে প্রভুর মাহাত্ম্য ধন্যং। অনন্তর যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন তোমরা উঠিয়া নগরে যাও ও আমি যাহা করিয়াছি তাহা নরাত্মাকে কহ। যুবরাজ আরো আজ্ঞা করিলেন বাদকেরা বীণাপ্রভৃতি যন্ত্র বাদ্য করিতেং তাহারদের সম্মুখে নরাত্মায় গমন করুক। এই প্রকারে তাহারা যে বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়াছিল তাহাও সিদ্ধ হইল ও যাহা কখন স্বপ্নেও দেখে নাই এমন বিষয় ভোগী হইল। আরো তিনি বিশ্বাস সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তুমি ও তোমার অধীন কএক জন সেনাপতি ধ্বজা উড়াইয়া নরাত্মার কুলীনেরদের সম্মুখ দিয়া নগরপর্য্যন্ত যাও আর অধ্যাপক যে সময়ে নগরের মধ্যে ক্ষমাপত্র পাঠ করে সেই সময়েতেই তুমি উড্ডীয়মানা ধ্বজা ও দশ সহস্র সৈন্য লইয়া চক্ষুদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ কর ও নগরের প্রধান পথ দিয়া গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত গমন কর যাবৎ আমার সমাগম না হয় তাবৎ তুমি ঐ গড়ে বাস কর। আর বিচারক ও দণ্ডদায়ক সেনাপতিরদিগকে কহ তোমরা গড়হইতে অবসর হইয়া নরাত্মাহইতে প্রস্থান কর ও ত্বরায় আমার নিকটে আইস।

তৎসময়ে প্রথম চারি সেনাপতি ও তাহারদের সৈন্যেরদের আশঙ্কাহইতে নরাত্মা মুক্ত হইল।

নবম অধ্যায়।

ইমানুএল রাজা পূর্ব্বোক্ত কারাবদ্ধদিগকে যে প্রকারে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সম্মুখে তাহারদের যে রূপ ব্যবহার হইয়াছিল ও তিনি যে দয়া প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে বাদ্যযন্ত্র সহিত বিদায় করিয়াছিলেন তদ্বিষয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইলাম। ইতিমধ্যে নগরীয় লোকেরা তাহারদের মৃত্যুর সম্বাদ অবশ্য শীঘ্র পাইবে এমতে অনেক কাল অপেক্ষা করিয়া মনে২ অতিশয় শোকাকুল হইল ও তাহারদের বহুতর ভাবনা কণ্টকতুল্য মনে বিন্ধিল। কোন প্রকারেই তাহারদের মন স্থির হইল না। বায়ুতে চাঞ্চল্যমান পত্রের ন্যায় কিম্বা কম্পিত হস্তধৃত তুলাদণ্ডের ন্যায় অস্থির চিত্ত হইল। অনেক ক্ষণ নগরের প্রাচীরহইতে দৃষ্টি করিতেং শেষে দেখিল নগরের দিগে কেহ আসিতেছে। তাহাতে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিল কে গো এই সকল কে আসিতেছে। শেষে দেখিল যাহারা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহারাই বটে। অথচ তাহারা অতি সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্মানপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতেছে দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল। তাহারা শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়া ছাউনিতে গিয়াছিল কিন্তু শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতেছে। যাইবার সময়ে তাহারা মস্তকে রজ্জু বান্ধিয়া গেল এখন গলায় সুবর্ণমালা পরিয়া আসিতেছে বেড়িতে বদ্ধ পদ হইয়া গেল পদ মুক্ত হইয়া আসিতেছে মরিবার অপেক্ষায় গিয়াছিল জীবন ভোগী হইয়া আ-

সিতেছে উৎকণ্ঠ মনে যায় এখন বাদকেরা সম্মুখে বাদ্য বাজাইতেছে মহাহর্ষেতে আসিতেছে। পরে চক্ষুদ্বারপর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে নরাত্মার ভয়ার্ত্ত লোক সকল মহাড়ম্বরে জয়ধ্বনি করিল। তাহারদের জয়-ধ্বনি শুনিয়া যুবরাজের সেনাপতিরা আনন্দিত মনে লম্ফ দিতে লাগিল। এমন সময়ে তাঁহারদের জয়-ধ্বনি কেন না করিবে। তাহারদের মৃতবৎ বন্ধু সকল জীবিত হইয়াছে। নরাত্মার প্রাচীনেরদের অত্যন্ত তেজ দর্শন করিয়া তাহারদিগকে মৃত্যুঞ্জয় তুল্য জ্ঞান করিল। তাহারা বোধ করিয়াছিল ইহার-দের শিরশ্ছেদন নিশ্চয়ই হইবে কিন্তু শিরশ্ছেদন দূরে থাকুক হর্ষ আনন্দ ও শান্তি সান্ত্বনা ও বাদ্যের মধুর-ধ্বনিপ্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া পীড়িত ব্যক্তি প্রায় সুস্থ হয়। নগরের প্রাচীনেরা উপস্থিত হইলে নগরস্থ লোকেরা কহিল আইসং যিনি তোমারদের রক্ষা ক-রিলেন তিনি ধন্য। তোমারদেরতো মঙ্গল হইয়াছে দেখিতেছি নগরের কি হইবেক। অধ্যাপক ও নগ-রাধ্যক্ষ কহিল সম্বাদ সুসম্বাদ মঙ্গলের সম্বাদ নরা-ত্মার জন্যে মহা হর্ষজনক সম্বাদ আছে। তাহাতে লোকেরা মহা আনন্দধ্বনি করিল তাহাতে পৃথিবী পূর্ণা হইল। পরে তাহারা বিশেষমতে জিজ্ঞাসা করিল ছাউনির স্থানে কি হইয়াছিল নগরীয় লো-কেরদিগকে ইমানুএল কি আজ্ঞা দিয়াছেন। পরে ছাউনির স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল ও যুবরাজ তাহার-দের প্রতি যদ্রূপ আরচণ করিলেন তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইল তাহাতে নরাত্মার লোকেরা ইমানুএ-লের বুদ্ধি ও অনুগ্রহ বিষয়ে অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। পরে তাহারা কহিল নরাত্মার

সমুদয় লোকের জন্যে আমারদের হস্তে এক নিদর্শন অর্পণ হইয়াছে। অধ্যাপক কহিল ক্ষমা নরাত্মার নিমিত্তে ক্ষমা তদ্বিশেষ কল্য জ্ঞাত হইবা। পরে আজ্ঞা করিল সকল লোককে এই সম্বাদ দেও কল্য সমস্ত লোক হট্টস্থলে গমন করে ক্ষমাপত্র পাঠ করিব।

এই সম্বাদ শুনিয়া সকল লোকের বদন সহাস্য হইল ও সকলের যে প্রকার আনন্দ তাহা কে বলিতে পারে। ঐ রাত্রে পরমানন্দ প্রযুক্ত কেহ ঘুমাইতে পারিল না প্রতি ঘরে২ আনন্দ ও বাদ্যধ্বনি ও গান ও সর্ব্বপ্রকার আমোদ। সকলেই ইমানুএলের ধন্যবাদ করিতে ও শুনিতে কালযাপন করিল ও পরস্পর কহিতে লাগিল কল্য সূর্য্যোদয় হইলে আমরা এই বিষয়ে আরো অধিক শুনিতে পাইব। অদ্য আমারদের যে এই প্রকার সম্বাদ শুনিতে হইবেক কল্য কে এমন বোধ করিয়াছিল। বেড়িতে বদ্ধ আমারদের কুলীনেরা স্বর্ণমালাতে ভূষিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এমন কাহার বোধ ছিল। তাহারা আপনারদিগকে দণ্ডের যোগ্য জানিয়াছিল কিন্তু বিচারকর্ত্তা যুবরাজ তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন নির্দ্দোষি বলিয়া নহে কিন্তু দয়া প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে ক্ষমা করিলেন ও বাদ্য ধ্বনিপূর্ব্বক ফিরিয়া পাঠাইলেন। এই কি রাজারদের ব্যবহার। রাজবৈরিরদের প্রতি রাজারা কি এই প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। না। এই মত দয়া কেবল শাদাই রাজার ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলের ধর্ম্ম।

প্রভাত হইলে নগরীয় সমস্ত লোক হট্টস্থলে একত্র হইল। নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছা ও অধ্যাপক যে ভূষণ ও মণিমুক্তাদিতে সুশোভিত বেশ যুবরাজের স্থানে

পূর্ব্ব দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে বিভূষিত হইয়া নিরূপিত সময়ে তৎস্থানে গমন করিল অলঙ্কারাদির তেজেতে পথ আলো করিল। হট্টস্থলের প্রান্তভাগে মুখদ্বারের নিকটে পূর্ব্বকালাবধি সকল ঘোষণাপত্র পাঠ করা যাইত। সেই স্থানে তাহারা গমন করিল বীণাবাদকেরা বাদ্য করিতে২ সম্মুখে চলিল। সকল লোক পত্রের বিস্তারিত শুনিতে একান্ত মনা হইল।

পরে অধ্যাপক দাঁড়াইয়া লোকেরদের অবধানার্থে সঙ্কেত করিয়া অতি উচ্চস্বরে ক্ষমাপত্র পাঠ করিতে লাগিল। পরন্তু পরমেশ্বর প্রভু পরমেশ্বর দয়ালু ও কৃপাবান এবং অধর্ম্মের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী এবং তোমরা যে সমস্ত পাপ ও ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছ সেই সকল অপরাধের ক্ষমা হইবেক এই কথা পাঠ করিবার সময়ে সকলে আনন্দেতে লক্ষ দিতে লাগিল। ঐ ক্ষমাপত্রেতে নগরের প্রত্যেক জনের নাম লিখিত ছিল ও তাহাতে যে মোহর ছিল তাহা অতি সুপ্রকাশ।

অধ্যাপক ঐ ক্ষমাপত্র পাঠ করিলে পর নগরীয় লোকেরা প্রাচীরের উপরে দৌড়িয়া আনন্দেতে লক্ষ দিতে লাগিল ও ইমানুএলের ছাউনির দিগে সপ্তবার নমস্কার করিয়া উচ্চস্বরে কহিল ইমানুএল চিরজীবী হউন। পরে যুবা লোকদিগকে আনন্দপ্রযুক্ত ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ করিল তাহাতে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল লোকেরা গান করিতে লাগিল নরাত্মার প্রতিঘরে২ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল আনন্দের পরিসীমা নাই।

ইমানুএল যে সময়েতে আনন্দ ও বাদ্যধ্বনিপূর্ব্বক উক্ত তিন জন সম্ভ্রান্তকে বিদায় করিয়াছিলেন তৎ-

সময়ে তিনি আপন সৈন্য ও সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিলেন অধ্যাপক যে কালে নরাত্মার নিকটে ক্ষমা-পত্র পাঠ করেন তৎকালে তোমরা আমার আজ্ঞা মতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও। অধ্যাপক ক্ষমাপত্র পাঠ সমাপ্ত করিলেই ইমানুএল আজ্ঞা করিলেন ছাউনির মধ্যস্থ সমস্ত তূরীর বাদ্য হউক ও দয়ালুনামক ও যাথার্থ্যনামক পর্ব্বতে ধ্বজা উড্ডীয়মান হউক। আরো সমস্ত সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে সজ্জীভূত হউক ও সৈন্যেরা আনন্দ ধ্বনি করুক। তৎসময়ে নগরের বিশ্বাস সেনা-পতি গড়ের মধ্যে থাকিয়াও নিষ্কর্ম্ম ছিলেন না তিনিও গড়ের ছাতে দাঁড়াইয়া তূরী বাজাইতে২ নরাত্মার ও যুবরাজের সৈন্যেরদের নিকটে প্রকাশ হইলেন।

দ্যাবলের হস্ত ও পরাক্রমহইতে নরাত্মার উদ্ধারার্থে ইমানুএলের যে উপায় ও কার্য্য হইল তাহার বিবরণ লিখিলাম।

অনন্তর যুবরাজ আপনকার আনন্দের উক্ত চিহ্ন প্রকাশ করিলে পর আপন সেনাপতি ও সৈন্যের-দিগকে আজ্ঞা করিলেন নরা আর নিকটে তোমারদের যুদ্ধ করণের প্রকার দর্শাও। তাহাতে সৈন্যেরা যেরূপ শীঘ্র২ অস্ত্র চালায় ও যে পটুতা ও সাহস প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া নরাত্মার লোকেরা চমৎকৃত হইল।

সৈন্যেরা দলবদ্ধ হইয়া এক২ বার অগ্রসর হইত এক২ বার হটিয়া যাইত দল বিভক্ত ও পুনর্ব্বিভক্ত হইয়া আরবার সকলে নিকটে দাঁড়াইয়া মণ্ডলাকৃতি করিয়া হাঁটিত। ইত্যাদি অনেক প্রকার কার্য্য এমন বেগে ও পটুতাপূর্ব্বক করিয়াছিল নরাত্মার লোক তাহা দর্শন করিতে২ মুগ্ধ হইল। আর তাহারা যে

প্রকারে অস্ত্র চালাইল তাহা দেখিয়া নরাত্মা এবং আমিও অতি হৃষ্ট হইলাম।

এই সকলের পর ইমানুএল যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্ধেতুক নগরীয় সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে সপ্তবার দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার ধন্যবাদ ও স্তুতি করিতে ও তিনি সৈন্যসহিত নরাত্মায় চিরকাল বাস করেন এই প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে ছাউনিস্থানে গেল যুবরাজ তাহারদিগকে দেখিয়া কহিলেন তোমারদের মঙ্গল হউক। তাহাতে নরাত্মার সমস্ত লোক তাঁহার স্বর্ণময় যষ্টির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া আপনারদের এই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

যুবরাজ ইমানুএল স্বীয় সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে লইয়া চিরকাল নরাত্মায় বাস করুন এবং রাজার ব্যবহারার্থে ও লোকেরদের বল ও সাহায্যার্থে ভিত্তি-ভঞ্জক ও গোলা নিক্ষেপক যন্ত্র আনয়ন করুন। আপনকার নিমিত্তে ও আপনকার লোকেরদের ও যুদ্ধাস্ত্রের নিমিত্তে অনেক স্থান আছে ও আপনকার যান বাহনাদি রাখিতে ঘর করিবারও স্থান আছে। অতএব আইসুন চিরকাল নরাত্মার রাজা ও অধ্যক্ষ হউন। আপনকার মানসানুসারে কর্ত্তৃত্ব করুন আপনকার সেনাপতি ও লোকেরদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করুন। আমরা আপনকার দাস হইয়া আপনকার ব্যবস্থামতে আচার ব্যবহার করিব। মহারাজ আমারদের প্রার্থনায় মনোযোগী হউন। এই দুর্ভগা নরাত্মার প্রতি আপনি এত অনুপম অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে পর যদি সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রস্থান করেন তবে নরাত্মার বিনাশ হইবেক। হে মহাত্ম ইমানুএল আপনি আমারদের প্রতি এত মঙ্গল ও এমন অদ্ভুত

অনুগ্রহ প্রকাশ করণের পর যদি আমারদিগকে ত্যাগ করিয়া যান তবে আমারদের সকল আনন্দ নিরানন্দই হইবে শত্রুরা ও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধ করিয়া আমারদের প্রতি পুনশ্চ আক্রমণ করিবে। অতএব হে ইষ্ট প্রভো আমারদের দুঃখিত নগরের বল ও জীবন স্বরূপ প্রভো আমারদের মধ্যে আসিয়া বাস করুন আমরা আপনকার প্রজা হইয়া থাকি। আরো হে প্রভো দ্যবালীয় অনেক লোক নগরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে যদি আপনি প্রস্থান করেন তবে তাহারা উঠিয়া ছলনাক্রমে আমারদিগকে পুনরায় দ্যাবলের হস্তগত করিবে এই ক্ষণেই বা কোন মন্ত্রণা কি ষড়যন্ত্র করিতেছে কি জানি। দ্যাবলের নির্দ্দয় হাতে আমরা পুনরায় পড়িতে চাহি না। অতএব আমারদের নগরে যে প্রাসাদ আছে তাহাতে আপনি প্রসন্ন হইয়া বাস করুন। ও নগরের প্রধান২ লোকেরদের অট্টালিকাতে আপনকার লোকসকল আপন২ দ্রব্যাদি লইয়া বাস করুন। ইতি।

রাজা কহিলেন আমি যদি তোমারদের নগরে বাস করি তবে শত্রুর প্রতি আমার যে মনস্থ তাহা সিদ্ধ করিতে বাধা না জন্মাইয়া সাহায্য করিবা কি না।

তাহারা উত্তর করিল হে রাজন্ এখন আমারদের কোন প্রতিজ্ঞা করিতে সাহস হয় না যেহেতুক শাদাই রাজার যেমন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলাম তেমন যে কখন করিব তাহা কি আমরা পূর্ব্বে জানিতাম অতএব এইক্ষণে প্রভুকে কি কহিব। প্রভু আপনকার ধার্ম্মিক লোকেতেও বিশ্বাস রাখিবেন না। আপনি আমারদের গড়ে বাস করুন আমারদের নগরে আপনকার সৈন্যেরদের নিবাস হউক। আপনকার সম্ভ্রান্ত সৈন্যা-

ধ্যক্ষ ও যোদ্ধা সৈন্যেরদিগকে আমারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত করুন এবং যে দিনে আমারদের ক্ষমাপত্র পাঠ হইল সেই দিনে যেমন আমারদিগকে জয় ও সাহায্য করিলেন তেমনি আপনকার স্নেহবলে আমারদিগকে জয় করুন ও আমারদের উপকার করুন তাহা হইলে আমরা আপনকার মতে সম্মত হইয়া মহাবলবান দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধকার্য্যে আপনকার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি।

আমারদের আর কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে পরে স্থগিত হই। হে রাজন্ দয়ার সাগর আপনকার বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য আমারদের বোধগম্য হয় না। প্রথমে আমারদের যে অত্যন্ত দুঃখ ছিল তাহাহইতে যে এত মিষ্টতা ও সুখ জন্মিবে কোন সজ্ঞান ব্যক্তির কি এমন বোধ কখন হইত। হে প্রভো দীপ্তি অগ্রগামী প্রেম অনুগামী হউক। আমারদিগকে হস্তে ধরিয়া আপনকার পরামর্শমতে লইয়া যাউন সকল বিষয় মিলিয়া আমারদের মঙ্গল জন্মায় এই বিশেষ আশীর্ব্বাদ করুন। আপনিও নরাত্মায় আসিয়া আপনকার মনস্থানুসারে কার্য্য করুন। হে প্রভো আমারদের নরাত্মায় আসিয়া আপনকার যাহা ইচ্ছা তাহা করুন কেবল আমারদিগকে পাপহইতে রক্ষা করুন ও আপনকার নিত্য সেবা করিবার শক্তি দিউন।

তাহাতে রাজা পুনশ্চ কহিলেন তোমরা আপনং স্থানে কুশলে গমন কর। এই সকল বিষয়ে আমি অবশ্য তোমারদের ইচ্ছামতে করিব। কল্য রাজকীয় তাম্বু উঠাইয়া চক্ষুদ্বারের সম্মুখে আপন সৈন্য সকলকে লইয়া যাইব পরে নরাত্মা নগরে প্রবেশ করিব। আমি নরাত্মার গড়ে বাস করিব ও আপন

সৈন্যেরদিগকে তোমারদের কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিব। নরাত্মাতে আমি যে অদ্ভুত কার্য্য করিব তত্তুল্য আকাশ মণ্ডলের অধস্থ কোন দেশে বা রাজ্যে কখন হয় নাই।

তাহাতে নরাত্মার লোকেরা আনন্দধ্বনি করত কুশলে আপনারদের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ববর্গকে কহিল ইমানুএল নরাত্মার এই২ মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কল্য তিনি ও তাঁহার লোকসকল আসিয়া নরাত্মায় বাস করিবেন।

এই কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় নবপল্লব ও নানাবিধ পুষ্প পথে ছড়াইবার নিমিত্তে আনিল ইমানুএল নগরে আসিতেছেন ইহাতে আপনারদের সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্যে অনেক পুষ্প মাল্যাদি নানা সুদৃশ্য বস্তু স্থানে২ রচনা করিল। এবং পুষ্প পত্রাদি তাহারা চক্ষুদ্বারাবধি রাজপুত্রের অবস্থানীয় গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত পথে ছড়াইতে লাগিল। আর তাঁহার সম্মুখে গমন করত বাদ্য করিবার জন্যে নরাত্মায় যত প্রকার বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা সকলি প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সমাগম হইতে লাগিল নগরের তাবৎ দ্বার মুক্ত হইল তাঁহাকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক নরাত্মায় গ্রহণ করিতে সমস্ত বৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দ্বারে২ দাঁড়াইল। পরে তিনি অমাত্য ভৃত্যগণ লইয়া নরাত্মায় প্রবেশ করিলেন। গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত বৃদ্ধেরা তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে২ গমন করিল। তাঁহার সমাবেশের রূপ এই তিনি সুবর্ণময় সজ্জাতে সুশোভিত হইয়া রাজকীয় রথারূঢ় হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে তূরীর বাদ্য ও ধ্বজা উড্ডীয়মানা তাঁ-

হার অনুগামি দশ সহস্র সৈন্য ও নরাত্মার বৃদ্ধেরা নৃত্য করিতেং অগ্রেং চলিলেন। মহাত্ম রাজাকে ও রাজকীয় সৈন্যদিগকে দেখিবার নিমিত্তে বহুতর লোক প্রাচীরে উঠিল ও নগরে যে মঙ্গল হইতেছে তাহা দেখিতে অনেক লোক কেহ ঘরের দাওয়াতে কেহ বা খিড়কী দ্বারে কেহ বা ছাতে দাড়াইল।

অধ্যাপকের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইমানুএল এক জনকে কহিলেন তুমি বিশ্বাস সেনাপতির ঘরে গিয়া দেখ নরাত্মার গড় আমারদের অবস্থানার্থ প্রস্তুত হইয়াছে কি না। কেননা সেই গড় প্রস্তুত করণের ভার সেই সেনাপতির প্রতি অর্পিত ছিল। সেই লোক প্রত্যাগমন করিয়া কহিল তাবৎ প্রস্তুত হইয়াছে (প্রেরি।১৫।৯।) ঐ বিশ্বাস সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতিও এই আজ্ঞা হইল তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইস পরে বিশ্বাস ইমানুএলকে গড়ে আনিলেন (এফি।৫॥১৭)। রাজা ও তাঁহার বলবান সেনাপতিরা ও যোদ্ধা সেনারা সেই রাত্রে গড়ে থাকিলেন তাহাতে নগরীয় লোকেরদের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

পরে রাজার সেনাপতিরদের ও সৈন্যেরদের বাস করণের উপযুক্ত স্থান পাইবার বিষয়ে লোকেরদের অতিশয় চেষ্টা হইতে লাগিল। তাহারদিগকে স্থান দিবার অনিচ্ছুক কেহই ছিল না প্রত্যেক জনের ঘরে যত সৈন্য ধরে ততই আনিয়া ঘর পূর্ণ করিল আর প্রত্যেক জনই আমার ঘরে সকল সৈন্য রাখিবার স্থান নাই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল কেননা তাহারা ইমানুএলকে ও তদীয় তাবৎ লোককে অত্যন্ত সম্ভ্রম করিল। ও সৈন্যেরদের সেবা করিতে পারিলে আপ-

নারদেরই সম্ভ্রম হইত জ্ঞান করিল। শেষে এই স্থির করিল।

১। শুদ্ধতা সেনাপতি বুদ্ধির বাটীতে থাকিবেন।

২। সহিষ্ণুতা সেনাপতি মনের বাটীতে থাকিবেন। রাজার সঙ্গে নগরের শত্রুতা যে সময়ে ছিল সে সময়ে ঐ মন শ্রীইচ্ছার অধীন লেখক ছিল।

৩। আরো আজ্ঞা হইল প্রেম সেনাপতি স্নেহের বাটীতে থাকেন।

৪। উত্তমাশা মহাশয় নগরাধ্যক্ষের বাটীতে বাস করেন। অধ্যাপকের বাটী গড়ের নিকটবর্ত্তি প্রযুক্ত রাজাও আজ্ঞা দিলেন কোন সময়ে যুদ্ধের আবশ্যক হইলে ঐ বাটীহইতেই যুদ্ধের সম্বাদ প্রকাশ হইবেক অতএব অধ্যাপকের প্রার্থনামতে বিনেরেগশ ও দোষপ্রদর্শক ও তাহারদের অধীন সমস্ত সেনা ঐ বাটীতে বাস করিল।

৫। বিচারক ও দণ্ডদায়ক সেনাপতি ও তাঁহারদের সৈন্যেরদিগকে শ্রীইচ্ছা আপন বাটীতে স্থান দিলেন। যেহেতুক পূর্ব্বে যেমন দ্যাবলের অধীনে শ্রীইচ্ছা নগরের ক্ষতি ও দুঃখার্থে কর্ত্তৃত্ব করিত তেমন এক্ষণে নগরের মঙ্গলার্থে ইমানুএলের অধীনে কর্ত্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত হইল (রোম। ৬॥১৯)।

৬। ইমানুএলের অন্য সকল সৈন্য নগরের অন্যং স্থানে থাকিল। বিশ্বাস সৈন্যসহিত গড়ে থাকিলেন। এতদ্রূপে ইমানুএল ও তাঁহার সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইমানুএলের শ্রীআকৃতি ও তাঁহার কর্ম্ম ও কথা ও আচার ব্যবহার অত্যন্ত হর্ষজনক ও মনোরঞ্জক হওয়াতে লোকেরা বোধ করিত তিনি নিত্য আমারদের

সংসর্গে থাকিলে পরম মঙ্গল হয়। অতএব তাহারা প্রার্থনা করিল নগরস্থ গড় আপনকার বাস স্থান বটে তথায় নিত্য বাস করুন তথাপি কোনং সময়ে আপনি নরাত্মার সকল পথে ভ্রমণ করিবেন ও লোকেরদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহারদিগকে দর্শন দেউন। কেননা হে রাজন আপনকার বর্ত্তমান থাকনেতে ও আপনকার শ্রীদর্শন ও হাস্যবদন ও বাক্য নরাত্মার জীবন ও বলস্বরূপ হয়।

আরো তাহারা কহিল আমরা নিত্যই অবাধে আপনকার সম্মুখে যাতায়াত করিতে পাই। অতএব তিনি আজ্ঞা করিলেন গড়ের দ্বার নিত্য মুক্ত থাকে তাহাতে লোকেরা আসিয়া যুবরাজের আচারব্যবহার ও গড় রক্ষার্থ কার্য্য ও রাজবাটী দেখিতে পারিবে।

তিনি কথা কহিলে সকলেই নিঃশব্দ হইয়া শুনিত তিনি ভ্রমণ করিলে তাহারাও তাঁহার ন্যায় ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইত।

এক দিবসে ইমানুএল তাবৎ লোকেরদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করাইলেন। নগরের সকল লোক গড়ে আসিয়া ভোজে বসিল। তিনি বিদেশীয় অনেক আহারীয় দ্রব্য তাহারদিগকে দিলেন এমন দ্রব্য নরাত্মায় কিম্বা জগতের কোন স্থানেও জন্মে না কেবল পিতার বাটীতে পাওয়া যায় বহুবিধ খাদ্য দ্রব্যের পাত্রের পর পাত্র সম্মুখে সাজাইলেন সকলকেই যথেষ্ট আহার করিতে অনুমতি হইল। নূতন প্রকার দ্রব্য দেখিলে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল এই কিং। কেননা কাহার কি নাম তাহা জানিল না। (যাত্রা। ১৬॥ ১৫। প্রকাশ। ২॥ ১৭।) দ্রাক্ষারসীকৃত জলও পান করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইল। তাহারদের ভোজে বসিবার সময়ে

নানাবিধ গীত বাদ্য হইতেছিল মনুষ্য দূতগণের আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিল ও শৈল পর্ব্বতহইতে ক্ষরিত মধু পান করিল। এই প্রকারে স্বর্গীয় রাজবাটীর ভোজ নরাত্মার লোকেরা পাইল তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। (৭৮ গীত।২৪,২৫।)

বাদ্যকরেরাও তদ্দেশীয় লোক নহে নরাত্মা নগরীয় লোকও নহে কিন্তু শাদাই রাজার অট্টালিকার প্রধান২ বাদ্যকর।

ভোজ হইলে পর ইমানুএল নগরীয় লোকেরদের নিকটে কতক প্রহেলিকা পাঠ করিলেন ঐ প্রহেলিকা শাদাই রাজার জ্ঞানমতে শ্রীশ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক রচনা করিয়াছিলেন। তত্তুল্য প্রহেলিকা অন্য কোন রাজ্যের মধ্যে শুনা যায় না।

ঐ সকল প্রহেলিকার তত্ত্বার্থ শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএল এবং নরাত্মার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধাদি কার্য্য বিবরণ। ইমানুএল আপনিও কএক প্রহেলিকার অর্থ করিলেন তাহা শুনিয়া তাহারদের অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইল পূর্ব্বে যেং বিষয় কখনো বুঝে নাই এমন অনেক বিষয় বোধগম্য হইল। এমন ক্ষুদ্র২ সামান্য কথার এমন আশ্চর্য্য ভাব হইতে পারে এই তাহারা কখন বুঝিত না। কথা শুনিলেই তাহারা ঐ বাক্যের উক্ত প্রকার তত্ত্বার্থও বুঝিল। তাহারা বোধ করিল ঐ সকল প্রহেলিকা ইমানুএলের প্রতিবিম্বস্বরূপ এবং কথার ধারা দেখিয়া ও তাঁহার মুখ দর্শন করিয়া তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল তিনিই বটেন। ইনিই মেষশাবক। ইনিই বলি। ইনিই শৈলপর্ব্বত। ইনিই রক্তবর্ণ গো। ইনিই দ্বার। ইনিই পথ ইত্যাদি।

অনন্তর তিনি নগরীয় লোকদিগকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সেই ভোজেতে তাহারদের যে আনন্দ ও সুখ তাহা কে বলিতে পারে। যাহা২ দেখিল ও শুনিল ও ইমানুএলের প্রস্তুত ভোজ ও তাঁহার শিক্ষিত নিগূঢ় কথা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল। স্ব২ গৃহে ও অন্তরস্থানে গমনপূর্ব্বক তাহারা কেবল তাঁহার ও তৎকৃত কার্য্যের প্রশংসা গান করিল। ইমানুএলের বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন হইয়া স্বপ্নাবস্থাতেও তাঁহার প্রশংসা গান করিতে লাগিল।

ইমানুএল নরাত্মার মধ্যে কতক নূতন নিয়ম করিতে মনস্থ করিলেন। যাহাতে আপন সন্তোষ ও উন্নত নরাত্মা নগরের মঙ্গল ও রক্ষা সিদ্ধ হয় এমত অবস্থাপন্ন করিতে চাহিলেন। অন্তরের বিরোধ ও বাহিরের আক্রমণ যাহাতে নিবারণ হয় এমন উপায় করিলেন।

প্রসিদ্ধ নগরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগপ্রযুক্ত প্রথমতঃ আজ্ঞা করিলেন পিতার বাটীহইতে যে গোলানিক্ষেপযন্ত্র আনীত হয় তাহার কতক বুরুজে স্থাপন কর। এবং নগরের প্রাচীরের নিকটে দুর্গতুল্য অনেক নূতন উচ্চ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ছাতের উপরেও কতক যন্ত্র স্থাপন করাইলেন। তিনি আরো এক প্রকার এমন যন্ত্র সৃষ্টি করাইলেন তাহাতেনগরের গড়হইতে মুখদ্বার দিয়া গোলা নিক্ষেপ করা যায়। সে যন্ত্রের সম্মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারিল না সুতরাং তাহাতে নিতান্তই কার্য্য সিদ্ধ হইত। ঐ যন্ত্রের অতি আশ্চর্য্য গুণপ্রযুক্ত তাহার কোন বিশেষ নাম করণ হইল না। যুদ্ধের প্রয়োজন হইলে শ্রীবিশ্বাস সেনাপতি ঐ যন্ত্র চালাইতে নিযুক্ত হইতেন। পরে ইমা-

নুএল শ্রীইচ্ছাকে নগরের দ্বার ও প্রাচীর ও তন্নিকটস্থ নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলের অধ্যক্ষতা পদ প্রদান করিলেন। নগরীয় লোকেরদের মধ্যহইতে মনোনীত সৈন্যকেও তাঁহার অধীন করিয়া আজ্ঞা করিলেন নরাত্মার লোকেরদের মধ্যে মহারাজার বিপক্ষে ও নগরের শান্তি ও সুনীতিভঞ্জক কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তুমি দমন করিবা। আরো আজ্ঞা করিলেন দ্যাবলীয় কোন লোককে অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের কোন কোণে লুকিয়া থাকিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া নষ্ট কর কিম্বা বিচারানুসারে দণ্ড দিবার নিমিত্তে কারাবদ্ধ কর।

অনন্তর দ্যাবল পূর্ব্বকালীন যে নগরাধ্যক্ষ সুবুদ্ধিকে পদচ্যুত করিয়াছিল তাহাকে ইমানুএল যাবজ্জীবন পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন যেমতে গড় রক্ষা হয় সেইমতে তুমি আপন পাদ রক্ষা কর। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল উপযুক্তমতে করিতে পার এই জন্যে তুমি যাবজ্জীবন তত্ত্বপ্রকাশক পুস্তক পাঠ কর।

আরে জ্ঞানকে নগরের অধ্যাপক করিলেন। পূর্ব্বে ঐ পদ বিবেকের ছিল এইক্ষণে ইমানুএল তাহার প্রতি তাচ্ছল্য করিলেন না কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন তোমাকে অন্য পদ দিব পরে বিশেষ তোমাকে জানাইব।

পরে আজ্ঞা করিলেন দ্যাবলের প্রতিমূর্ত্তি যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে তথাহইতে তাহা উঠাইয়া গুঁড়া করিয়া নগরের বাহিরে বাতাসে উড়াইয়া দেও। গড়ের দ্বারে আমার ও পিতার প্রতিমূর্ত্তি পুনর্ব্বার স্থাপন কর তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয় যেহেতুক আমরা পিতা পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দয়া ও

অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক নগরে আসিয়াছি। আরো নরাত্মার সম্ভ্রমার্থ আমার নাম অতি নির্ম্মল সুবর্ণেতে নরাত্মায় ক্ষোদিত হউক। প্রকাশিত। ২২॥৪।

দশম অধ্যায়।

পরে ইমানুএল আজ্ঞা করিলেন নগরের পুর্ব্বকার অধ্যক্ষ অবিশ্বাস ও কদভিলাষ এবং অধ্যাপক ভদ্রতাবিস্মরণকে ধরিয়া আন। দ্যাবলীয় এই তিনজন ভিন্ন দ্যাবল অন্য যে কএক জনকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করে ও বিশেষ ক্ষমতা দেয় তাহারদিগকে অতি সাহসিক শ্রীইচ্ছা ধরিয়া কারাবদ্ধ করায়। তাহারদের নাম নাস্তিকতা কঠিনান্তঃকরণ কল্পিতশান্তি সত্যতাহীন নির্দয়তা দাম্ভিকতা প্রভৃতি। কারারক্ষকের নাম সত্যপুরুষ। ইমানুএল প্রথমে নরাত্মা নগরে দ্যাবলের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করিতে আইলেন তখন ঐ সত্যপুরুষকে পিতার বাটীহইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

দ্যাবলের আজ্ঞামতে দ্যাবলীয়েরা নরাত্মায় তিন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ঐ দুর্গের ও অধ্যক্ষেরদের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যুবরাজ ঐ তিন দুর্গ সমূলে বিনষ্ট করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দুর্গ বৃহৎ ও প্রস্তর কাষ্ঠ লৌহপ্রভৃতি নগরের বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইল তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে যুবরাজ নগরাধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তারদিগকে আজ্ঞা করিলেন সত্যপুরুষের নিকটে যে দ্যাবলীয়েরা কারাবদ্ধ আছে তাহারদের বিচার ও দণ্ড করণের নিমিত্তে সভা কর।

নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে বিচারকেরা সভাস্থ হইল পরে সত্যপুরুষকে আজ্ঞা করিল বন্দিরদিগকে সম্মুখে আন। তাহাতে বন্দিরদিগকে উপস্থিত করা গেল

নরাত্মা নগরের ব্যবহারমতে তাহারা হাতকড়িতে ও শৃঙ্খলে এক সঙ্গে বদ্ধ ছিল। পরে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইল ও সাক্ষিরদের শপথ করাণ গেল। পঞ্চায়ত ব্যক্তিরদের নাম ভক্তি সত্যান্তঃকরণ সরল মন্দঘৃণ ভদ্রতা-প্রেম সত্যতাদর্শন স্বর্গীয়মন ধীরতা কৃতজ্ঞ সৎকর্ম্ম ঈশ্বরবিষয়কব্যগ্রতা ও নম্র। সাক্ষিরদের নাম সর্ব্বজ্ঞাতা সত্যবাদী মিথ্যাঘৃণ ও শ্রীইচ্ছা। আবশ্যক হইলে তাঁহার পরিচারক মনও সাক্ষ্য দিতে পারে। বন্দিরা উপস্থিত হইলে নগরীয় কার্য্য নির্ব্বাহক সদাচারী কহিল নাস্তিকতাকে সম্মুখে আন।

পরে সদাচারী কহিল নাস্তিকতা হাত তোল তোমার নাম নাস্তিকতা তুমি স্বেচ্ছামতে নরাত্মায় প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর নাই ও ধর্ম্ম কার্য্যের আবশ্যক নাই এই কথা দুষ্টস্বভাবে শিক্ষা দিয়াছ ও সন্দিগ্ধ মনে গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে রাজস্থিতি সম্মান গৌরবের হানিজনক কর্ম্ম করিয়াছ ও নরাত্মা নগরের শান্তি ও রক্ষার সঙ্কট জন্মাইতেছ। ইহাতে তোমার কি উত্তর তুমি দোষী হইয়াছ কি না। নাস্তিকতা কহিল আমি দোষী নহি।

তাহাতে বিচারস্থলের ঘোষণাকারী কহিল সর্ব্বজ্ঞাতা ও সত্যবাদী ও মিথ্যাঘৃণকে ডাক।

তাহারা উপস্থিত হইলে বিচার স্থলের কার্য্যনির্ব্বাহক সদাচারী রাজপক্ষীয় সাক্ষিরদিগকে কহিল তোমরা এই ব্যক্তিকে জান।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল মহাশয় জানি ইহার নাম নাস্তিকতা অনেক বৎসর অবধি এই দুরবস্থ নগরের অত্যন্ত অপচয় করিয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক কহিল তুমি ইহাকে নিতান্তই জান।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল নিশ্চয়ই জানি অনেক বার ইহার

সঙ্গে আলাপ করিয়াছি এই ব্যক্তি দ্যাবলীয় লোক উহার পিতাও দ্যাবলীয় ছিল উহার পিতা ও পিতামহকেও জানি।

সদাচারী কহিল, ভাল এইক্ষণে তাহার নামে এই অভিযোগ হইয়াছে ঈশ্বর নাই ও ধর্ম্ম কার্য্যের আবশ্যক নাই এই কথা শিক্ষা দিয়াছে। এই বিষয়ে তুমি কি বল ইহা সত্য কি না।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল মহাশয় আমরা দুইজন এক দিন দুষ্ট গলিতে যাইতেছিলাম সেই সময়ে এই ব্যক্তি নানা মত কহিতে২ কহিল আমি বোধ করি ঈশ্বর নাই কিন্তু লোকাচারে স্থানবিশেষে ঈশ্বরমানী ও ধার্ম্মিকও হইয়া থাকি।

সদাচারী কহিল ইহার এই কথা তুমি নিতান্ত শুনিয়াছ।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল আমি শপথ করিয়া কহিতে পারি।

পরে সদাচারী সত্যবাদিকে কহিল তুমি এই বন্দির বিষয়ে কি জান।

সত্যবাদী কহিল মহাশয় পূর্ব্বে ইহার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ ছিল তৎপ্রযুক্ত এইক্ষণে খেদ হইতেছে এই ব্যক্তি ঈশ্বর নাই দূত নাই আত্মা নাই এই কথা অনেকবার আমার সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে কহিয়াছে।

সদাচারী কহিল এই কথা কোথায় কহিয়াছিল।

সত্যবাদী কহিল দুর্ম্মুখ গলিতে ও নিন্দক পাড়ায় ও আরো কোন২ স্থানে।

সদাচারী কহিল ইহাকে ভালরূপে জান।

সত্যবাদী কহিল এই ব্যক্তি দ্যাবলীয় লোক ও নিত্যই ঈশ্বরকে মানে না ইহার পিতার নাম কখন-

ভদ্রহইওনা সেও দ্যাবলীয়। তাহার আরো কএক পুত্র ছিল।

সদাচারী কহিল মিথ্যাঘৃণ তুমি ইহাকে জান।

মিথ্যাঘৃণ কহিল মহাশয় ইহার তুল্য দুষ্টের সঙ্গে আমার কখন আলাপ হয় নাই নিকটেও যাই নাই আমার সাক্ষাতেই এই ব্যক্তি কহিয়াছে ঈশ্বর নাই পরলোক নাই প্যাপ নাই উত্তরকালীন দণ্ড নাই আরে কহিয়াছে ধর্ম্মোপদেশ শুনা কি বেশ্যালয়ে যাওয়াই বা কি। দুই সমান।

সদাচারী কহিল এমন কথা কোথায় কহিয়াছিল।

মিথ্যাঘৃণ কহিল মাতালের পাড়ায় পাজি গলির মোড়ে অধর্ম্মের ঘরে।

পরে কার্য্যনির্ব্বাহক কারারক্ষককে কহিল ইহাকে লইয়া যাও কদভিলাষকে আন।

তাহাকে আনিলে সদাচারী কহিল তোমার নাম কদভিলাষ তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলা এবং কুঅভিলাষমতে স্বচ্ছন্দে কর্ম্ম করা মনুষ্যের উচিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইমত শিক্ষা তুমি দুরাত্মা স্বভাবী হইয়া দিয়াছ আরো কহিয়াছ পাপামোদের বিষয়ে কখন আপনাকে দমন করি নাই কদভিলাষ নাম যাবৎ থাকিবে তাবৎ করিবও না। এই বিষয়ে তোমার কি উত্তর দোষী কি নহ।

কদভিলাষ কহিল মহাশয় আমি জাতীয়ে কুলীন ও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিয়া আসিতেছি কেহ আমার কোন কার্য্যে কিছু দোষ কহেন না আপনার অভিলাষ শাস্ত্র জ্ঞান করিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়াছি আরো আমার নামে যে দোষ অর্পণ হইয়াছে সে দোষ সকল লোকই করে

তাহাতে সন্তোষও পায় যদিও প্রকাশরূপে না করুক তথাপি গোপনে বটে অতএব অদ্য আমার বিচার কি নিমিত্তে হইতেছে তাহা বুঝিলাম না।

সদাচারী কহিল মহাশয় তুমি যদি কুলীন হও তবে ভদ্রাচরণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু তুমি কুলীন হও বা না হও তাহাতে আমারদের কিছু আইসে যায় না তোমার নামে যে দোষার্পণ হইয়াছে তাহারি উত্তর কর দোষী বট কি না।

কদভিলাষ কহিল না।

তাহাতে সদাচারী ঘোষণাকারিকে কহিল সাক্ষির-দিগকে ডাক।

ঘোষক কহিল রাজপক্ষীয় সাক্ষিরা আইস এই ব্য-ক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হইবেক।

পরে সদাচারী সৰ্ব্বজ্ঞাতাকে কহিল ইহাকে তুমি জান।

সৰ্ব্বজ্ঞাতা কহিল জানি মহাশয়।

সদাচারী কহিল ইহার নাম কি।

সৰ্ব্বজ্ঞাতা কহিল ইহার নাম কদভিলাষ উহার পিতার নাম পশুবৎ ইহার জন্ম শরীর পথে ইহার মাতামহীর নাম কামাতুরা আমি উহার বংশসুদ্ধ জানিতাম।

সদাচারী কহিল ইহার নামে যে দোষার্পণ হই-য়াছে তাহা শুনিয়াছ তাহাতে এই লোক দোষী কি না।

সৰ্ব্বজ্ঞাতা কহিল মহাশয় এই বড় লোক বটে কিন্তু বংশ্যোতে যত বড় তাহাহইতেও দুষ্টতাতে সহস্র গুণ বড়।

সদাচারী কহিল ইহার কোন বিশেষ দোষ জান এই অভিযোগ পত্রে যাহা লেখে তাহার কি জান।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহে আমি জানি এই ব্যক্তি নিয়ত শপথকারী মিথ্যাবাদী বিশ্রামবার মানে না অতি পারদারিক লম্পট নানা দোষের দোষী অতিপাষণ্ড।

সদাচারী কহিল এই সকল দোষ কোথায় করিত গোপনে কি নির্লজ্জরূপে প্রকাশে।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল মহাশয় সর্ব্বত্রই।

পরে সত্যবাদিকে ডাকিয়া কহিল তুমি এই ব্যক্তির বিষয়ে কি কহ।

সত্যবাদী কহিল প্রথমকার সাক্ষির কথা সমস্তই সত্য অধিকও আছে।

সদাচারী কহিল হে কদভিলাষ এই সকল সাক্ষির কথা শুনিয়াছ।

কদভিলাষ কহিল মহাশয় সংসারে মনুষ্যেরা যে সুখ চায় তাহা ভোগ করিলে ও অভিলাষ পূর্ণ করিলে তাহার পর আনন্দ আর কি এই আমার মত। এই মতানুযায়ি কর্ম্ম করিয়াছি অদ্যপর্য্যন্তও এই মতাচরণ করিতেছি আর আমি স্বার্থী নই সুখভোগের উপায় পাইয়া অন্যেরদিগকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া বিচারকর্ত্তা কহিল এ আপন মুখের কথাতেই দণ্ডযোগ্য হইল আর সাক্ষির প্রয়োজন কি ইহাকে লইয়া যাও অবিশ্বাসকে আন।

সদাচারী কহিল হে অবিশ্বাস তোমার নাম অবিশ্বাস এই নগরে স্বেচ্ছামতে প্রবেশ করিয়াছ মহাশাদাই রাজার সেনাপতিরা নগরাধিকারের দাওয়া করিলে তুমি নগরীয় কার্য্যকারক হইয়া দুষ্টতাস্বভাবে

তাঁহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলা আরো মহারাজার নাম ও সৈন্য ও কার্য্যের প্রতিকূল আস্পর্দ্ধা করিয়াছিলা আর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তুমি ও তোমার কর্ত্তা দ্যাবল নরাত্মার লোকেরদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলা ইহাতে কি বল তুমি দোষী হইয়াছ কি না।

অবিশ্বাস উত্তর করিল আমি শাদাইকে মানি না আমি পূর্ব্বকালাবধি আপনার কর্ত্তাকেই মানি আমার প্রতি যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছিল তাহাই করিয়াছি ও বিদেশীয় লোকেরদের পক্ষে বাধা করিয়া যথাসাধ্য সাহসপূর্ব্বক তাঁহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নরাত্মার লোকেরদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত জানিয়াই দিয়াছিলাম। এইক্ষণে তোমরা কর্তৃত্বপদ পাইয়াছ বটে কিন্তু দুঃখ হইবেক বলিয়া আমি কখন অন্যমতি হইব না।

বিচারকর্ত্তা কহিল এই ব্যক্তি বড় একগুঁয়া দেখিতেছি এখনও সাহস করিয়া দুষ্টামি ছাড়ে না ইহাকে লইয়া যাও ভদ্রতাবিস্মরণকে আন।

পরে সদাচারী কহিল হে ভদ্রতাবিস্মরণ তোমার নাম ভদ্রতাবিস্মরণ তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে প্রবেশ করিয়াছ ও নরাত্মা নগরের সমস্ত কার্য্য যখন তোমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল তখন লোকেরদের মঙ্গল করিতে ভুলিয়া শাদাই রাজা ও তদীয় সেনাপতি সৈন্যাদির প্রতিকূলে দ্যাবলের সাহায্য করিয়াছিলা ইহাতে শাদাই রাজার অসম্ভ্রম ও আজ্ঞালঙ্ঘন হইয়াছে নরাত্মা নগরের বিনাশ সম্ভাবনাও হইয়াছিল অতএব এই বিষয়ে তুমি দোষ করিয়াছ কি না।

ভদ্রতাবিস্মরণ কহিল হে বিচারকর্ত্তা মহাশয়েরা আমার নামে যে সকল দোষ অর্পণ হইয়াছে তাহা

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক করি নাই বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বিস্মৃতি হইয়াছে অসাবধানও ছিলাম না বুদ্ধিভ্রংশেতেই হইয়াছে অতএব যদিও দোষী হই তথাপি প্রার্থনা করি আপনারদের কৃপার দ্বারা আমার দণ্ডের লাঘব হয়।

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন হে ভদ্রতাবিস্মরণ তোমার ভদ্রতা বিস্মৃতি দৌর্বল্যেতে হয় নাই কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমেই ভাল বিষয় মনে রাখিতে চাহ না যাহা মন্দ তাহা মনে রাখিতা যাহা ভাল তাহার চিন্তাও করিতা না। এখন কহিতেছ বৃদ্ধ হইয়াছি জ্ঞানচ্যুত হইয়াছি একথা কথামাত্র কেবল আপন দুষ্টতার আচ্ছাদন করিতে চাহ। এইক্ষণে সাক্ষিরদের কথা শুনি। এই ব্যক্তি দোষী কি নহে।

মিথ্যাঘৃণ কহিল মহাশয় এই ভদ্রতাবিস্মরণ আমার সাক্ষাতে এই কথা কহিয়াছে আমি ক্ষণমাত্রে ভদ্র বিষয় চিন্তা করিতে পারি না।

সদাচারী কহিল এমন কথা কোথায় বলিয়াছিল।

মিথ্যাঘৃণ কহিল সর্ব্বদুষ্টতার গলিতে তপ্ত লৌহেতে দগ্ধ মননামক মদিরালয়ে।

সদাচারী কহিল হে সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি ইহার বিষয়ে কিছু জান।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল জানি মহাশয় ভালমতেই জানি এই ব্যক্তি দ্যাবলীয় ইহার পিতাও দ্যাবলীয় তাহার নাম ব্যর্থতাপ্রেম আর ভদ্র বিষয় চিন্তা করা অতিক্লেশকর এই কথা অনেকবার আমার কাছে কহিয়াছে।

সদাচারী কহিল এই কথা কোন্ স্থানে কহিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল শরীরগলিতে ভজনালয়ের সম্মুখে।

পরে সদাচারী সত্যবাদিকে কহিল তুমি ইহার বি-

ষয়ে যাহা জান তাহা সম্মুখে আসিয়া বিচারকর্ত্তারদের নিকটে কহ।

সত্যবাদী কহিল মহাশয় ধর্ম্মপুস্তকে যাহা লেখেন তাহার বিষয়ে চিন্তা করা অপেক্ষা অতি কুকর্ম্মের চিন্তা করা ভাল এইকথা অনেকবার আমার কাছে কহিয়াছে।

সদাচারী কহিল এই দুষ্ট কথা কোথায় কহিয়াছিল।

সত্যবাদী কহিল অনেক স্থানে বিশেষ ন্যক্কার পথে নির্লজ্জের বাটীতে এবং মলের গলিতে গভীর স্থলে গমনীয় পথ নামক বাটীর নিকটে দুরাচার নামক মদিরালয়ে।

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল মহাশয়েরা ইহার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ ও এই ব্যক্তির উত্তর ও সাক্ষিরদের সাক্ষ্য শুনিয়াছ। ইহাকে লইয়া যাও কঠিনান্তঃকরণকে আন।

সে উপস্থিত হইলে সদাচারী কহিল কঠিনান্তঃকরণ তোমার নাম কঠিনান্তঃকরণ তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত দুষ্টতাতে নরাত্মার মন কঠিন করিয়াছিলা ও শাদাই রাজার প্রতি তাহারদের বিরাগ হইলে ও তাঁহার নিকটে দোষ করিলে তুমি তাহারদিগকে খেদ ও অনুতাপ করিতে দিলা না। এই বিষয়ে কি কহ তুমি দোষী কি নহ।

কঠিনান্তঃকরণ কহিল মহাশয় খেদ কি অনুতাপ কি তাহা আমি কখন জানি না আমার মন অভেদ্য কোন মানুষের অপেক্ষা করি না পরের দুঃখেতে আমার দুঃখ হয় না পরের বিলাপ শুনিলে আমার মনে শোক হয় না কাহারো ক্ষতি কি অন্যায় করিলে তাহার ক্রন্দন আমার কর্ণে বাদ্যধ্বনির মত লাগে।

বিচারকর্ত্তা কহিল দেখ এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ দ্যাবলীয় কথাতেই ইহার দোষ নিশ্চয় হয় অতএব ইহাকে লইয়া যাও কল্পিতশান্তিকে সম্মুখে আন।

সদাচারী কহিল হে কল্পিতশান্তি তোমার নাম কল্পিতশান্তি তুমি স্বেচ্ছাক্রমে নরাত্মায় প্রবেশ করিয়াছ এবং নগরের লোকেরা পাপি ও নরকের উপযুক্ত দুষ্ট হইলেও তুমি তাহারদের মনে কল্পিত ও অমূলক ও বিঘ্নজনক শান্তি জন্মাইয়াছিলা তাহাতে রাজার অসম্মান করিয়াছ তাঁহার ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করাইয়াছ ও নগরের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছ ইহাতে কি বল তুমি দোষী হইয়াছ কি না।

তাহাতে কল্পিতশান্তি কহিল বিচারকর্ত্তা মহাশয়েরা আমার নাম কল্পিতশান্তি নহে আমার নাম শান্তি। যাহারা আমাকে ভালমতে জানে এমত কোন লোককে জিজ্ঞাসা করুন কি আমার জন্মকালে যে ধাত্রী ছিল তাহাকে কি আমার নামকরণ কালে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন তাহারাই প্রমাণ দিবে। অতএব যে অভিযোগ পত্র পাঠ হইয়াছে তাহার উত্তর আমি দিতে পারি না আমার নাম তাহাতে নাই আমার যথার্থ নাম যেমন তেমনি স্বভাব আমি নিত্যই শান্তি ভাবে কালযাপন করিতে ভালবাসি। আর আপনি যাহা ভাল জ্ঞান করি তাহা অন্যেরদেরও প্রিয় এমন বোধ করি। অতএব কাহারো মন চঞ্চল দেখিলে আমি সাধ্যমতে তাহার উপকার করিয়া থাকি আমার এই সুস্বভাবের অনেক প্রমাণও দর্শাইতে পারি।

প্রথম। নরাত্মা নগর শাদাই রাজার ব্যবস্থা ত্যাগ করিলে পর তাহারদের কএক জনের ঐ কার্য্য নিমিত্তে

নানা দুর্ভাবনা হইতে লাগিল। আমি তাহারদের দুঃখ দেখিয়া তাহারদিগকে শান্ত করিতে নানা উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয়। জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালীন ও সদম নগরীয় ব্যবহারের চলন হইতে লাগিলে যদি কেহ সেই বিষয়ে শোক করিত আমি তৎক্ষণাৎ তাহারদের মন স্থির করিয়া তৎসময়ের ব্যবহারমতে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করাইতাম।

তৃতীয়। সম্প্রতি দ্যাবলের সঙ্গে শাদাইর যুদ্ধ হইতে লাগিলে যদি নগরের কেহ বিনাশের আশঙ্কায় ভীত হইত তবে আমি তাহারদের মন স্থির করিবার জন্যে নানাপ্রকার উপায় করিতাম। মেলকারি ব্যক্তিরা সুশীল এই কথা অতি চলিত। অতএব আমি যদি এমন সুশীলতা প্রকাশ করিয়াছি তবে আপনারা ন্যায় ও যথার্থ বিচারকর্ত্তা নরাত্মার মধ্যে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন আমাকে এই স্থানে বদ্ধ না রাখিয়া একেবারে মুক্ত করা কর্ত্তব্য আর যাহারা আমার নামে অপবাদ দিয়াছে তাহারদের নামে সম্ভ্রমক্ষতির আপত্তিতে নালিশ করিতে অনুমতি দিউন।

তাহাতে সদাচারী বিচারস্থানের ঘোষণাকারিকে কহিল এই বিষয় ঘোষণা কর।

ঘোষক কহিল শুনং সম্মুখে যে বন্দি দাঁড়াইয়াছে সে কহে অভিযোগ পত্রে যে নাম লেখা আছে সে আমার নহে তাহাতে যে দোষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতেও আমি দোষী নহি অতএব উপস্থিত কেহ যদি এই ব্যক্তির প্রকৃত ও যথার্থ নাম জানে সে অগ্রসর হইয়া সাক্ষ্য দিউক বিচারকর্ত্তারদের এই আজ্ঞা।

তাহাতে বিচার স্থলে সত্যতানুসন্ধান ও সত্যতাপ্রমাণ

নামক দুইজন অগ্রসর হইয়া কহিল এইবন্দির বিষয়ে আমরা যাহা জানি তাহা অনুমতি হইলে কহিতে পারি।

বিচারকর্ত্তা কহিল এই ব্যক্তি আপনাকে নির্দোষি জানাইতেছে অতএব তোমরা যাহা জান তাহা কহ।

সত্যতানুসন্ধান কহিল মহাশয় আমি ————

বিচারকর্ত্তা কহিল থাক২ উহাকে শপথ করাও।

শপথের পরে কহিল মহাশয় আমি ইহাকে বাল্য-কালাবধি জানি ইহার নাম কল্পিতশান্তি ইহার প্রমাণ দিতে পারি উহার পিতাকেও জানিতাম তাহার নাম মিথ্যাপ্রশংসক মাতার নাম সান্ত্বনাকারিণী তাহারদের বিবাহের কতক কাল পরে এই ব্যক্তি জন্মিলে নাম হইল কল্পিতশান্তি। আমি ইহা অপেক্ষা কিছু বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ কিন্তু ইহার সঙ্গে নিত্য খেলা করিতাম এমন সময়ে উহার মাতা ডাকিয়া কহিত রে কল্পিতশান্তি শীঘ্র আয়। যখন মায়ের দুধ ছাড়ে নাই তখনঅবধি উহাকে জানি। তখন আমিও শিশু বটি ইহার মাতা দ্বারে বসিয়া উহাকে কোলে করিয়া বিশবার সোহাগ করিয়া কহিত আমার বাছা কল্পিতশান্তি আমার যাদু বাপধন মাণিকধন কল্পিতশান্তি ইহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়। এই ব্যক্তি যদিও আপনার নাম স্বীকার করে না তবু পাড়াপ্রতিবাসিরা অবশ্য জানে।

পরে সত্যতাপ্রমাণ শপথ করিয়া কহিল মহাশয় এই ব্যক্তি যে সাক্ষ্য দিল সমস্তই সত্য উহার নাম কল্পিতশান্তি বটে উহার বাপের নামও মিথ্যাপ্রশংসক উহার মায়ের নাম সান্ত্বনাকারিণী। পূর্ব্বে ইহাকে কেহ কল্পিতশান্তি ভিন্ন অন্য নাম ধরিয়া ডাকিলে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিত ইহারা আমাকে ঠাট্টা করে

কিন্তু সেই সময়ে কল্পিতশান্তি বড় মানুষ ছিল তখন দ্যাবলীয়েরাও নরাত্মার কর্ত্তা।

পরে বিচারকর্ত্তা কহিলেন মহাশয়েরা এই দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য শুনিলা। কল্পিতশান্তি তুমি আপনার এই নাম স্বীকার না করিলেও এই দুই জন ভদ্র লোক শপথ করিয়া কহিল তোমার ঐ নাম বটে। আর তুমি অভিযোগ পত্রের কথার যে উত্তর দিয়াছ সে মূল বিষয় ছাড়া তুমি শান্ত স্বভাবী কি প্রতিবাসিরদের মধ্যে মেলকারী ইহা বলিয়া তোমার নামে কোন দোষ পড়ে নাই কিন্তু নরাত্মানগরের লোকেরা শাদাই রাজাকে পরিত্যাগে ধর্ম্মচ্যুত ও মহাদোষী হইলেও তুমি তাহারদের মনে কল্পিত ও অমূলক ও বিঘ্নজনক শান্তি জন্মাইয়াছিলা তাহাতে শাদাই রাজার ব্যবস্থা লঙ্ঘন হইল ও নরাত্মা নগরের বিনাশাশঙ্কা হইল। তোমার উত্তরের মধ্যে কেবল এই তুমি আপনি আপনার নাম স্বীকার কর না কিন্তু তোমার সেই নাম বটে ইহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে আর তুমি পাড়াপ্রতিবাসিরদের মধ্যে মেলকারী বলিয়া শ্লাঘা করিতেছ তদ্বিষয়ে জ্ঞান সত্যতা ও ধর্ম্মঘটিত যে শান্তি না হয় তাহা মিথ্যামূলক ও প্রতারণা ও সঙ্কটময় এই কথা শাদাই রাজার শাস্ত্রসিদ্ধ অতএব তোমার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহাতে তোমার কথার দ্বারা মুক্ত না হইয়া দৃঢ়তারূপে বদ্ধই হইয়াছ। কিন্তু ন্যায়মতে তোমার বিচার হইবে। সাক্ষিরদিগকে ডাকি তাহারা প্রভুর পক্ষে কি কহে শুনি।

সদাচারী কহিল সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি ইহার বিষয়ে কি জান কহ।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল মহাশয় নরাত্মার লোকেরা নানা

পাপে ও দোষে আসক্ত ও নানা দুঃখেতে লিপ্ত হইলেও এই ব্যক্তি তাহারদের মনে শান্তি জন্মাইতে অনেক কালাবধি উদ্যোগ করিতেছে। আর যে কোন প্রকারে দুঃখ জন্মে ও মনের স্থির থাকনের কোন উপযুক্ত বিষয় না থাকিলেও আমরা স্থিরমনা থাকিয়া কাল যাপন করি এই কথা আমার সাক্ষাতেই কহিয়াছে।

পরে সদাচারী কহিল মিথ্যাঘৃণ তুমি ইহার বিষয় কি জান।

মিথ্যাঘৃণ কহিল মহাশয় এই ব্যক্তি কহিয়াছে সত্যতাহেতুক দুঃখ অপেক্ষা অধর্ম্মের পথে শান্তি পাওয়া ভাল।

সদাচারী কহিল এই কথা কোথায় কহিয়াছিল।

মিথ্যাঘৃণ কহিল আত্মপ্রবঞ্চক মদিরালয়ের নিকটে মূর্খতা বাগানে নির্ব্বোধ নামক ব্যক্তির ঘরে আমার সমক্ষেই এই কথা বিশবার কহিয়াছে।

সদাচারী কহিল আমারদের আর সাক্ষির প্রয়োজন নাই এই সাক্ষ্যই সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট। অতএব ইহাকে লইয়া যাও। সত্যতাহীনকে সম্মুখে আন।

সত্যতাহীন তোমার নাম সত্যতাহীন তুমি নগরের মধ্যে স্বেচ্ছামতে প্রবেশ করিয়া যে সময়ে লোকেরা আপনারদের যথার্থ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্যাবলের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিল সেই সময়ে শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহার ব্যবস্থার যে অবশেষ ছিল তাহা নষ্ট করিতে উদ্যোগ করিলা তাহাতে শাদাই রাজার অসম্ভ্রম ও নরাত্মা নগরের বিনাশাশঙ্কা জন্মাইয়াছ। এই বিষয়ে কি কহ তুমি দোষী কি না।

সে কহিল না মহাশয় দোষী নহি।

পরে সাক্ষিরদিগকে আহ্বান করা গেলে প্রথমে সর্ব্বজ্ঞাতা এই সাক্ষ্য দিল।

শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি ফেলিয়া দেওন সময়ে এই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দ্যাবলের আজ্ঞামতে এই ফেলিয়াছিল। আমি নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। তাহা করিলে পর এই সত্যতাহীন ঐ প্রতিমূর্ত্তির স্থানে দ্যাবল পশুর শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল। আরো নরাত্মার মধ্যে রাজার ব্যবস্থার যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহার কোন অংশ এই ব্যক্তির হস্তে পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ দ্যাবলের আজ্ঞামতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দগ্ধ করাইল।

সদাচারী কহিল এই ব্যক্তির এই কার্য্য অন্য কেহ দেখিয়াছে কি না।

মিথ্যাঘৃণ কহিল। আমি দেখিয়াছিলাম। অন্যান্য লোকেরাও দেখিয়াছে। এই সকল কর্ম্ম লুকাইয়া করে নাই সকলের দৃষ্টিগোচরেই করিয়াছিল। এমন কর্ম্ম করিলে সন্তোষ হয় বলিয়া প্রকাশরূপে করিয়াছিল।

সদাচারী সত্যতাহীনকে কহিল। সত্যতাহীন এমন কর্ম্ম তুমি প্রকাশরূপে করিলে পর এইক্ষণে দোষী নই কেমন করিয়া কহ।

সত্যতাহীন কহিল। মহাশয় কিছু উত্তর দিতেই হইবেক বোধ করিয়া আমার নামানুসারে উত্তর করিলাম। মিথ্যা কথা কহাতে আমার অনেকবার মঙ্গল হইয়াছে তাহাতে ভাবিলাম কি জানি এইবারও মিথ্যা কথা কহিয়া যদি রক্ষা পাই।

সদাচারী কারারক্ষককে কহিল। ইহাকে লইয়া যাও নির্দ্দয়তাকে আন। পরে নির্দ্দয়তাকে কহিল তো-

মার নাম নিদ্দয়তা তুমি স্বেচ্ছামতে নরাত্মায় প্রবেশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকস্বরূপ অতি দুষ্টতারূপে দয়া রোধ করিয়াছ ও নরাত্মা স্বীয় যথার্থ রাজনিয়ম ত্যাগ করিলে পরে সেই দুঃখজনক বিষয়ে অনুতাপ করিতে নিবারণ করিয়াছ বরং যে চিন্তাতে অনুতাপ জন্মিতে পারে এমন চিন্তা মনেতে উদয় হইলেই তুমি লোকেরদিগকে অন্যমনস্ক করিয়াছ। ইহাতে কি বল। দোষী হইয়াছ কি না।

নির্দ্দয়তা কহিল। নির্দ্দয়তা বিষয়ে আমি দোষী নই আমার নামও নির্দ্দয়তা নয় আমার নাম সাহসদায়ী অতএব আমার নামানুসারে আমি লোকেরদিগকে সাহস দিতাম। নরাত্মা বিষণ্ণ বদন হইলে আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

সদাচারী কহিল। কি আপনার নাম স্বীকার কর না। আমার নাম নির্দ্দয়তা নয় আমার নাম সাহসদায়ী এমন কথা কহ। সাক্ষিরদিগকে ডাক। তোমরা এই বিষয়ে কি কহ।

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল। মহাশয় ইহার নাম নির্দ্দয়। এই ব্যক্তি কার্য্যের সমস্ত কাগজ পত্রেতে নির্দ্দয়তা নাম স্বাক্ষর করিয়াছে। এই দ্যাবলীয়েরা নাম পরিবর্ত্তন করাই ভাল বাসে। লোভ বলে আমার নাম পরিমিতব্যয়ী। অহঙ্কার বলে আমার নাম পরিস্কার কি সুন্দর কিম্বা এমত কোন একটা নাম ধরে। সকলেই সেই রূপ।

পরে সত্যবাদিকে সদাচারী কহিল। তুমি কি কহ।

সত্যবাদী কহিল। মহাশয় ইহার নাম নির্দ্দয়তা। আমি ইহাকে শিশুকালাবধি জানি। আপনি যে

অভিযোগপত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত দোষের দোষী বটে। কিন্তু ইহারদের কএক জন অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবার বিষয়ে কিছু মাত্র ভয় করে না। অতএব যাহারা সে যন্ত্রণা এড়াইবার বিষয়ে চিন্তা করে তাহারদিগকে ইহারা বিষণ্ণ জ্ঞান করে।

পরে সদাচারী কহিল। দাম্ভিকতাকে সম্মুখে আন। তাহাকে আনিলে সদাচারী তাহার নামের এই অভিযোগপত্র পাঠ করিল। তোমার নাম দাম্ভিকতা তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে প্রবেশ করিয়াছ। আর শাদাই রাজার সেনাপতিরা যখন নরাত্মাকে রাজার বাধ্য হইতে কহিলেন তখন তুমি লোকেরদিগকে দাম্ভিকতাচরণ শিক্ষা করাইলা। আর লোকেরদিগকে শাদাই রাজার বিষয়ে অতি তুচ্ছনীয় ও দম্ভরূপে কথা কহিতে শিক্ষাইলা তদ্ভিন্ন আপন বাক্যদ্বারা মহারাজ ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিলা আপনিও যুদ্ধ করিয়া তাহারদের সাহস বৃদ্ধি করিলা ইহাতে কি কহ। দোষী আছ কি না।

দাম্ভিকতা কহিল। মহাশয়েরা আমি সর্ব্বদা সাহসী। অত্যন্ত বিপদ ঘটিলেও কখন মাথা নওয়াই না। শত্রুরা দশগুণ বলবান হইলেও কোন লোক শত্রুরদিগকে দেখিয়া নতমস্তক হয় ইহা আমি কখন সহ্য করিতে পারি না। কে আমার শত্রু কি জন্যেই বা যুদ্ধ করিতে হয় এই বিষয় আমি কিছু বিবেচনা করি না। সাহস প্রকাশ করিয়া পুরুষের কার্য্য করিতে ও জয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করি।

বিচারকর্ত্তারা কহিল ওরে দাম্ভিকতা তোমার সাহস আছে বলিয়া কিম্বা বিপদগ্রস্ত হইলেও অবসন্ন হও

না বলিয়া তোমার নামে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি ঐ কল্পিত সাহসদ্বারা নরাত্মার লোকেরদিগকে মহারাজ ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লওয়াইয়াছে এই দোষ তোমার নামে দেওয়া যায়।

তাহাতে সে কোন উত্তর করিল না।

পরে বিচারকর্ত্তারা বন্দিরদের বিষয়ে উক্ত সকল কার্য্য সমাপন করিয়া পঞ্চায়তেরদিগকে এই রূপ কহিল।

হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বন্দিরদিগকে দেখিয়াছ তাহারদের নামে যে দোষ অর্পণ হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ তাহারদের উত্তরও শুনিয়াছ সাক্ষিরদের সাক্ষ্যও শুনিয়াছ এইক্ষণে তোমরা নির্জন স্থানে গিয়া মহারাজার পক্ষে ইহারদিগকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বিচারমতে যে দণ্ড দিতে হয় তাহা বিবেচনা করিয়া জ্ঞাপন কর।

পরে পঞ্চায়তেরা অর্থাৎ ভক্তি সত্যান্তঃকরণ সরল মন্দঘৃণ ভদ্রতাপ্রেম সত্যতাদর্শন স্বর্গীয়মন ধীরতা কৃতজ্ঞ নম্র সুক্রিয়া ও ঈশ্বরনিমিত্তেব্যগ্রতা ইহারা স্বতন্ত্র গিয়া পরস্পর এই প্রকার বিবেচনা করিতে লাগিল।

তাহারদের মধ্যে প্রধান ভক্তি কহিল মহাশয়েরা ঐ বন্দিরদের বিষয়ে আমি বোধ করি তাহারা সকলই প্রাণদণ্ডের যোগ্য। সত্যান্তঃকরণ কহিল আমারো এই মত। সরল কহিল আমারও ঐ বিবেচনা। মন্দঘৃণ কহিল এমন দুষ্টেরা ধরা পড়িয়াছে আমারদের কি সৌভাগ্য। ভদ্রতাপ্রেম কহিল বটেং এমন সুখের দিন প্রায় দেখি না। সত্যতাদর্শন কহিল ইহারা প্রাণদণ্ডের যোগ্য এমত বিবেচনা

হইলে পরমধার্ম্মিক শাদাই রাজাপর্য্যন্তও তাহাতে সম্মত হইবেন। স্বর্গীয়মন কহিল ইহাতে সন্দেহ কি নরাত্মাহইতে এই প্রকার পশুবৎ লোক উচ্ছিন্ন হইলে নগর কি সুন্দর হয়। ধীরতা কহিলেন আমি উপযুক্ত বিচার না করিয়া আপনার মত কখন জা- নাই না কিন্তু ইহারদের দোষ এমন প্রসিদ্ধ সাক্ষ্যও এমন স্পষ্ট ইহারা প্রাণ দণ্ডের যোগ্য নহে যাহারা কহে তাহারা অবশ্যই জ্ঞানান্ধ। কৃতজ্ঞ কহিল ধন্য পরমেশ্বরের ইহারা বদ্ধ হইয়াছে। নম্র কহিল আমিও হাঁটু গাড়িয়া তোমার সঙ্গে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। সুক্রিয়া কহিল আমিও ইহাতে অতিহৃষ্ট হইলাম। অতিব্যগ্রচিত্ত ও সরলমনা ঈশ্বরনিমিত্তেব্য- গ্রতা কহিল উহারদিগকে নষ্ট করাই উচিত উহারাই সর্ব্বতোভাবে নগরের অশেষ ক্লেশ ও বিনাশ চেষ্টা করিয়াছে।

পরে সকলই দণ্ড বিষয়ে সম্মত হইয়া বিচারস্থলে গমন করিল।

অনন্তর সদাচারী কহিল হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা তোমারদের নাম ডাকিলে উত্তর কর। ভক্তি সত্যান্তঃ- করণ সরল মন্দঘৃণ ভদ্রতাপ্রেম সত্যতাদর্শন স্বর্গীয়মন ধীরতা কৃতজ্ঞ নম্র সৎক্রিয়া ঈশ্বরনিমিত্তেব্যগ্রতা। হে ভদ্র সরল মহাশয়েরা তোমরা আপনারদের বিবে- চনাতে দণ্ড বিষয়ে ঐক্যবাক্য আছ কি না। পঞ্চায়ত কহিল আছি মহাশয়।

সদাচারী কহিল তোমারদের মত কে জানাইবে। পঞ্চায়ত কহিল আমারদের মধ্যে যিনি প্রধান।

সদাচারী কহিল হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা তোমরা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের বিচার করিতে আমার-

দের প্রভু মহারাজের পক্ষে মনোনীত হইয়াছ আর বন্দিরদের বিচারের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ অতএব এই-ক্ষণে কি বল উহারা ঐ সকল দোষেতে দোষী হইয়াছে কি না।

ভক্তি কহিল দোষী।

তাহাতে সদাচারী কারারক্ষককে কহিল বন্দিরদিগ-কে লইয়া সাবধানে রাখ।

এই সকল কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে হইয়াছিল ব্যবস্থামতে প্রাণদণ্ড হইবেক এই আজ্ঞা অপরাহ্নে হইল।

অতএব কারারক্ষক আজ্ঞা পাইলে তাহারদিগকে ল-ইয়া কারাগারের অন্তরাগারে রাখিল। পরদিন প্রাতঃ-কালে তাহারদের প্রাণদণ্ড হইবেক এই স্থির হইল।

দণ্ড দেওনের সময় উপস্থিত না হইতে২ বন্দিরদের মধ্যে অবিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি কোনক্রমে কারাগার-হইতে পলায়ন করিয়া নরাত্মা নগরের বাহিরে গিয়া কোন গহ্বরে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিল আর তাহার এইরূপ মনস্থ হইল লোকেরা আমারদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিয়াছে ভাল আমি ওতে থাকিয়া তা-হারদিগকে দুঃখ দিবার সুযোগ পাইলেই ছাড়িব না।

ঐ ব্যক্তি পলাইয়াছে দেখিয়া সত্যপুরুষ নামক কা-রারক্ষক অত্যন্ত ভাবিত হইল যেহেতুক কারাবদ্ধের-দের মধ্যে ঐ ব্যক্তি অতি দুষ্ট। অতএব কারারক্ষক প্রথমে গিয়া নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ও শ্রীইচ্ছাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করাইল। তাহারা অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করিল কিন্তু নগরের কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাইল না।

কেবল এই সন্ধান হইল কিঞ্চিৎকাল নগরের বাহিরে এইদিগ ওদিগ করিয়া চলিয়া গেল পলাইবার সময়ে

কেহ২ তাহাকে দেখিয়াওছিল। কেহ২ কহিল আমরা তাহাকে নগরের বাহিরে মাঠ দিয়া অতি বেগে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। একেবারে চলিয়া গেলে পর দর্শিয়াছিল নামক এক ব্যক্তি কহিল সে মরুস্থানে ভ্রমণ করিতে২ শেষে নরকদ্বার নামক পর্ব্বতে আপনার বন্ধু দ্যাবলের সঙ্গে মিলিল।

ইমানুএল নরাত্মার নিয়ম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ইহাতে ঐ অবিশ্বাস খিদ্যমান হইয়া দ্যাবলকে এই জানাইল। কতক কাল বিলম্বে লোকেরা ইমানুএলের নিকটে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নগরের মধ্যে আহ্বান করিয়া গড় ছাড়িয়া দিয়াছে। আর তাঁহার সৈন্যসামন্তাদিকে নগরে আনিয়া কে কত জনকে স্থান দিতে পারে এই বিষয়ে সকলেই পরস্পর ব্যগ্র হইল ও তাঁহার আগমন কালে লোকেরা নানা বাদ্যযন্ত্রদ্বারা মহানন্দ প্রকাশ করিল। অবিশ্বাস আরো কহিল হে পিতঃ বিশেষতঃ আরো খেদ ইহাতে জন্মে ইমানুএল তোমার প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া দিয়া আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও তোমার নিযোজিত কার্য্যকারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া অন্যেরদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক শ্রীইচ্ছার বিষয়ে কি বলিব। আমরা বোধ করিয়াছিলাম সে আমারদের পক্ষেই স্থির থাকিবে তাহা না হইয়া তোমার যেমন প্রিয় পাত্র ছিল তেমনি ইমানুএলের হইয়াছে। তদতিরিক্ত শ্রীইচ্ছা এইক্ষণে এমন সনন্দ পাইয়াছে দ্যাবলীয় যে কোন প্রকারের কোন ব্যক্তিকে নরাত্মার মধ্যে পায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া হত করে তাহাতে সে নরাত্মা নিবাসি তোমার আট জন অতি বিশ্বস্ত

বন্ধুকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছে। অতিশয় খেদপূর্ব্বক আরো জানাই তাহারা বিচারস্থলে বিচারিত হইয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য এমত নির্দ্ধারণ হইয়াছে। বোধ হয় ইহার মধ্যে তাহারদের প্রাণ দণ্ড হইয়া গিয়াছে। আট জনের বিষয় বলিলাম। আমি নবম জন ছিলাম আমারও সেই দশা ভোগ করিতে হইত কিন্তু কোন কৌশলে তাহারদের হাত ছাড়াইলাম।

দ্যাবল এই কথা শুনিয়া মহাচীৎকার করত অজগর সর্পতুল্য প্রশ্বাসরূপ প্রবল বায়ু পূরণ করিয়া ঘোর গর্জনেতে গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া এই দিব্য করিল এইপ্রযুক্ত আমি নরাত্মাকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগাইব। পরে তাহারা নরাত্মার পুনরধিকার করণ বিষয়ে মহামন্ত্রণা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ঐ কারাবদ্ধেরদের দণ্ডভোগের সময় উপস্থিত হইলে নরাত্মার লোকেরাই তাহারদিগকে অতিগম্ভীর মনে ক্রুশের তলে আনিল। (রোম। ৮॥১৩। ৬॥১২-১৪।) রাজার আজ্ঞা ছিল এই ব্যাপার নরাত্মারই লোক করিবে তাহা দেখিয়া আমার ক্রীত নরাত্মা আমার আজ্ঞা পালন করিতে প্রবর্ত্ত বটে ইহা জানিয়া আমি তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। সরলতার প্রমাণে আমি সন্তুষ্ট হই। অতএব এই দ্যাবলীয় লোকেরদিগকে নরাত্মার লোকেরাই দণ্ড দিউক।

পরে রাজাজ্ঞামতে ঐ দ্যাবলীয়দিগকে ক্রুশে হত করিতে তাহারদিগকে লইয়া যাইবার সময়ে তাহারা অতি ক্লেশ দিল বিশেষতঃ তাহারা নরাত্মাকে মনের সহিত সম্পূর্ণ দ্বেষ করে ও মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া তাহারা ক্রুশের তলেই নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ

করিতে লাগিল তাহাতে লোকেরদর যোদ্ধা সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনারদিগকে ডাকিতে হইল। নগরের মধ্যে শাদাই রাজার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক অথচ নরাত্মার প্রতি অনুরাগী এক জন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দ্যাবলীয়েরদের মারামারি ও অবাধ্যতাপ্রযুক্ত নগরীয় লোকেরদের কাকুতি শব্দ শুনিয়া তিনি তাহারদিগকে উৎসাহ দিয়া বল বৃদ্ধি করিলেন তাহাতে নরাত্মার ক্লেশ ও দুঃখদায়ক ও দোষবাদক উক্ত দ্যাবলীয়েরদিগকে লোকেরা হত করিল।

একাদশাধ্যায়।

এই ইষ্ট ব্যাপার সমাপন হইলে যুবরাজ নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা প্রবল করিতে আইলেন আর কহিলেন এই ক্রিয়াতে আমি তোমারদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি ও তোমরা আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কর ও আমার ব্যবস্থা মান ইহার প্রমাণ পাইলাম ইহাতে তোমারদের কোন ক্ষতি হইবেক না। আমি তোমারদের মধ্যের মনোনীত এক জনকে অধ্যক্ষ করিব তাহার অধীন সহস্র সৈন্য থাকিবেক। সেই ব্যক্তির দ্বারা উন্নত নরাত্মার মঙ্গল হইবেক।

অনন্তর যুবরাজ সেবক নামক এক ব্যক্তিকে কহিলেন শীঘ্র গড়ের দ্বারে গিয়া প্রাপ্তজ্ঞানকে ডাকিয়া আন বিশ্বাস নামক সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে আছে। সে গিয়া দেখিল সৈন্যেরদিগকে বিশ্বাস একত্র করিয়া যুদ্ধের শিক্ষা দিতেছে প্রাপ্তজ্ঞান নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সেবক তাহার কাছে গিয়া কহিল মহাশয় যুবরাজ আপনাকে ডাকিয়াছেন শীঘ্র আইসুন। তাহাতে প্রাপ্তজ্ঞান রাজার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ঐ প্রাপ্তজ্ঞান নরাত্মা জাত লোক। সকলের সঙ্গেই তাহার ভাল পরিচয় ছিল। সকলেই জানিত সে ব্যক্তি অতিশয় উদ্যোগী সাহসিক পরিনামদর্শী সুদৃশ্য সুবক্তা ও সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য।

অতএব রাজাও তাহাকে ভাল বাসিয়া সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিতে চাহেন দেখিয়া নগরীয় লোকেরা

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ইমানুএলের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া কহিতে লাগিল যুবরাজ চিরস্থায়ী হউন।

প্রাপ্তজ্ঞানকে যুবরাজ কহিলেন আমার নরাত্মা নগরের মধ্যে তোমাকে গুরুতর ও সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছি। তাহাতে প্রাপ্তজ্ঞান প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিল। ইমানুএল আরো কহিলেন তোমাকে আমার অতি প্রিয় নগরের মধ্যে সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ করিব। সেনাপতি কহিল রাজা চিরস্থায়ী হউন। পরে যুবরাজ প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে কহিলেন এই প্রাপ্তজ্ঞানকে সহস্র সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলাম এই মর্ম্মের এক নিয়োগ পত্র লিখিয়া আন মোহরাঙ্কিত করিয়া দিব। ঐ পত্র আনা গেলে ইমানুএল মোহরাঙ্কিত করিয়া সেবকদ্বারা ঐ সেনাপতির নিকটে পাঠাইলেন।

নিয়োগপত্র পাইলে পর সেনাপতি নূতন সৈন্য করিবার নিমিত্তে তূরী বাজাইল তাহাতে অনেক লোক অতিত্বরায় তাহার নিকটে আইল। নগরের প্রধান২ লোকেরা আপন২ পুত্ত্রদিগকে সৈন্য হইবার নিমিত্তে পাঠাইল। এই প্রকারে নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে প্রাপ্তজ্ঞান ইমানুএলের অধীন কর্ম্মকারক হইল। তাহার অধীনে কতক সেনার অধ্যক্ষ কর্ম্মপটু নামক এক জন ছিল। তাহার পতাকাধারি কনিষ্ঠ সেনাপতির নাম স্মরণ। তাহার অধীন সেনাপতিসকলের নাম লিখনাতিরিক্ত। তাহার ধ্বজা নরাত্মা নগরের জন্যে শুক্লবর্ণ ও মৃত সিংহ ও ভল্লুক চিত্রিত। পরে যুবরাজ রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর তিনি পরম বাধিত নরাত্মা নগরের প্রতি যে স্নেহ ও মনোযোগ ও দয়া প্রকাশ করিলেন তৎপ্রযুক্ত

তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ও শ্রীইচ্ছা নিকটে উপস্থিত হইল। কিঞ্চিৎকাল ইষ্টালাপাদি করিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

অনন্তর ইমানুএল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক দিবস নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিলেন অমুক দিবসে এই নগরের পুরাতন সনন্দসকল উঠাইয়া নূতন সনন্দ দিব তাহাতে তোমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইবেক। পরে তিনি পুরাতন সনন্দ দৃষ্টিপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া কহিলেন যাহা পুরাতন ও জীর্ণ তাহার লুপ্ত হইবার সময় হইয়াছে। (ইব্রী। ৮॥ ১৩।) আরো কহিলেন আমি অত্যুত্তম নূতন সনন্দপত্র দিব। তাহার সার এই।

শান্তির রাজা ও নরাত্মার অতিস্নেহকারক আমি পিতার নামেতে ও আপনার দয়াতে প্রিয় নরাত্মা নগরে এই২ অনুগ্রহ ও ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

প্রথম। তাহারা আমার ও পিতার ও তাহারদের প্রতিবাসিরদের ও আপনারদের যে সকল ক্ষতি ও হিংসা ও দোষ করিয়াছে তাহা সমুদয়ই বিনামূল্যে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিলাম। (ইব্রি। ৮॥ ১২।)

দ্বিতীয়। তাহারদের চিরকালীন আনন্দ ও শান্তির জন্যে আমি তাহারদিগকে ধর্ম্মব্যবস্থা ও নূতন নিয়ম ও তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহা সমস্ত প্রদান করিলাম। (২ পিত। ১॥৪। ২ করি।৬॥১।)

তৃতীয়। পিতার ও আমার অন্তঃকরণে যে গুণ ও সুশীলতা আছে তাহার অংশ তাহারদিগকে দান করিলাম। (য়োহন ১॥১৬।)

চতুর্থ। জগৎ ও তাহার সকল বস্তু তাহারদের মঙ্গলার্থ বিনামূল্যে প্রদান করিলাম। (১ করি। ৩॥২১,২২।) পিতার সম্ভ্রম ও আমার গৌরব ও তাহারদের শান্তি

যাহাতে হয় সংসারের উপর তাহারদের এমন কর্তৃত্ব থাকিবেক। আমি তাহারদিগকে জীবন ও মৃত্যু ইহকাল ও পরকালের যে মঙ্গল হইতেপারে তাহা প্রদান করিলাম।

পঞ্চম। আমি তাহারদিগকে এই অনুমতি দিলাম তাহারা সর্ব্ব সময়ে রাজবাটীতে আমার নিকটে আসিয়া আপনারদের প্রার্থনা জানায় আর এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ক্ষতিগ্রস্ত কোন লোক আমার নিকটে দুঃখ জানাইলে আমি তাহার প্রতিকার করিব। (ইবি। ১০॥ ১৯, ২০। মাতি। ৭॥৭।)

ষষ্ঠ। আমি নরাত্মা নগরীয় লোককে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার্পণ করিলাম তাহারা কোন সময়ে কোন স্থানহইতে আগত কোন দ্যাবলীয় লোককে নগরের মধ্যে কি তাহার নিকটে ভ্রমণ করিতে দেখিলেই তাহারদিগকে ধরিয়া বিনষ্ট করে। (ইফি ৪॥২২। কোলস। ৩॥৫-৯।)

সপ্তম। আমি আরো অতি প্রিয় নরাত্মা নগরকে এই ক্ষমতার্পণ করিলাম তাহারা কোন বিদেশীয় কিম্বা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহারদের বংশকে আশীঃপ্রাপ্ত এই নগরের কোন ক্ষমতার কি শক্তির অংশী হইতে না দেয় কিন্তু যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ও অনুগ্রহ নরাত্মা নগরে অর্পণ করিলাম তাহাতে এই নগর জাত প্রাচীন ও প্রকৃত লোকের ও তাহারদের বংশের অধিকার। দ্যাবলীয় কোন প্রকারের কি বংশের বা দেশের বা রাজ্যের কোন ব্যক্তির তাহাতে কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

এই সনন্দ পত্রের সারার্থ লিখিলাম। তাহা পাইলে পর নগরীয় লোকেরা সকলের শ্রুতিগোচর স্থানে অর্থাৎ

হাটে আনিল। অধ্যাপক তাহা হাটের মধ্যে পাঠ করিল। (য়িরি। ৩১॥৩৩।) পরে ঐ পত্রের সমস্ত বাক্য গড়ের দ্বারের উপর সুবর্ণময় অক্ষরে ক্ষোদিত হইল। তাহাতে নগরীয় সকল লোককে যুবরাজ যে আনন্দময় মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন তাহা নিত্য দেখিতে পাইয়া কিম্বা যে স্থানে দেখিতে পারে সেই স্থানে গিয়া তাহারদের আনন্দের নিত্য বৃদ্ধি হয় ও দয়াবান ইমানুএল রাজার প্রতি তাহারদের স্নেহ নিত্য বাড়ে।

এই সকল বিষয়ে লোকেরদের মন যে আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হইল তাহার কি কহিব। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল বাদকেরা বাদ্য ধ্বনি নর্ত্তকেরা নৃত্য সৈন্যাধ্যক্ষেরা জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল তাহারদের পতাকা পত২ শব্দে উড়িতে লাগিল ও রৌপ্যময় তূরীর বাদ্য হইল। আনন্দের সীমা নাই। দ্যাবলীয় লোকেরা লুকাইয়া রহিল।

এই সকল হইলে পর যুবরাজ নগরের প্রাচীনেরদিগকে কহিলেন আমি উপদেশ দেওনের নিমিত্তে কএক জনকে নিযুক্ত করিব তাহারা লোকেরদের ইহকালীন ও পরকালীন যে সকল বিষয়ে মঙ্গলের হ্রাসবৃদ্ধি হয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষা দিবে বিশিষ্ট উপদেশক না থাকিলে পিতার ইচ্ছা জানিতে পারিবা না না জানিলে সুতরাং স্বইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতে পারিবা না। (য়িরি ১০॥ ২৩। ১ করি। ২ ॥ ১৪।)

প্রাচীনেরা এই বিষয় লোকেরদিগকে জানাইলে সকলেই মহানন্দিত হইল ফলতঃ রাজা যাহা করিতেন তাহাতে লোকসকলের পরম সন্তোষ হইত। সকলেই একমনা হইয়া দৌড়িয়া গিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল আমারদিগকে ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার

ও শিক্ষা ও আজ্ঞা জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে ও সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গলজনক বিষয়ে আমারদিগকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তে অনুগ্রহ করিয়া আপনি উপযুক্ত উপদেশক নিযুক্ত করুন।

তিনি উত্তর করিলেন হাঁ। আমি তোমারদের প্রার্থনা মতে দুই জনকে নিযুক্ত করিব এক জন পিতার বাটীহইতে আসিবেন অন্য জন এই নগরজাত। পিতার বাটীহইতে যিনি আসিবেন তিনি পিতার সমান গুনশালী ও সম্ভ্রান্ত। তিনি পিতার বাটীর সর্ব্বকার্য্যের প্রধান নির্ব্বাহক। তিনি আদি অবধি পিতার সকল ব্যবস্থার প্রধান রচক। (২ পিত। ১॥ ২১। ১ করি। ২॥ ১০। য়ো। ১॥ ১।) আমি ও পিতা যেমন তেমন তিনিও সর্ব্বগূঢ় বিষয়ে ও তত্ত্ব জ্ঞানেতে পটু তিনি স্বভাবেতে পিতার ও আমার সমান আর আমরা যেমন নরাত্মার প্রতি দয়ালু হইয়া তাহার মঙ্গল বিনা কোন কর্ম্ম করিতে প্যারি না তেমন তিনিও।

তিনিই তোমারদের প্রধান শিক্ষক হইবেন। (য়ো। ১৪॥ ২৬। ১৬॥১৩। ১ য়ো। ২॥ ২৭।) তাঁহাভিন্ন কেহই তোমারদিগকে সকল উচ্চ ও স্বর্গীয় বিষয়ে স্পষ্টরূপে শিক্ষা দিতে পারে না কেবল তিনিই পিতার বাটীর রীতি ব্যবহার জানেন সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে নরাত্মার প্রতি পিতার যে ভাব তাহা উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে পারেন। যেমন মানুষের মনোগত সকল কথা অন্তরস্থ আত্মাব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা এই মহান ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না। (১ করি। ২॥ ১১।) আর যদ্রূপ ব্যবহার করিয়া নরাত্মার লোকেরা পিতার স্নেহ

ভোগে থাকিতে পারে তদ্বিষয় তিনি যেমন জানাইতে পারিবেন তেমন অন্য কাহারো সাধ্য নাই। তিনিই তোমারদিগকে পূর্ব্বকার বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করাইতে ও ভবিষ্যদ্বিষয় জানাইতে পারেন। অতএব তোমারদের অন্য শিক্ষক অপেক্ষা ইহাঁকেই তোমরা প্রধান জ্ঞান করিয়া অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা কর। তাঁহার গৌরব ও তাঁহার শিক্ষার উত্তমতা ও তোমারদের উপকার ও পিতার সন্তোষজনক প্রার্থনা করণবিষয় সম্পাদন করিতে তাঁহার অত্যন্ত পটুতা ও ক্ষমতা সেই সকল গুণ প্রযুক্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা ও ভয় করা তোমারদের কর্ত্তব্য আর সাবধান কদাচরণ দ্বারা তাঁহার দুঃখ জন্মাইও না।

তিনি আপনার সমস্ত বাক্য জীবৎ ও বলবিশিষ্ট করিতে পারেন ও সেই বাক্য তোমারদের অন্তর্গত করাইতে পারেন। (১ থিষ।১॥ ৫,৬।) তিনি তোমারদিগকে আচার্য্য ও ভবিষ্যদ্বক্তা করিতে পারেন। প্রেরিত।২১॥ ১১। য়িহু।২০ পদ। এফি।৬॥ ১৮। রোম।৮॥ ১৬।প্রকা।২॥ ১৭। এফি।৪॥ ৩০। তাঁহারই শিক্ষা মতে তোমরা আমার ও পিতার নিকটে আপনারদের আবেদনপত্র প্রস্তুত করিবা তাঁহার পরামর্শ ও অনুমতি বিনা কোন বস্তুই নরাত্মার নগরে কিম্বা গড়ে প্রবেশ করিতে দিও না। দিলে ঐ অতি সাধুর দুঃখ ও ক্রোধ জন্মিতে পারে।

অতএব সাবধান এই উপদেশকের ক্রোধ জন্মাইও না পাছে তিনি তোমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি একবার তোমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমারদের যত দুঃখ হইবে তত স্বর্গস্থ দ্বাদশ সহস্র দূত তোমারদের শত্রু হইলে হয় না।

কিন্তু তাঁহার কথা মানিয়া যদি তাঁহাতে অনুরক্ত হও ও তাঁহার শিক্ষায় নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে ইষ্টা-লাপ করিতে যত্ন কর তবে তোমরা দেখিবা সর্ব্ব জগতের অধিকার পাইলে যত মঙ্গল তাহাহইতে তোমারদের দশগুণ মঙ্গল হইবে। তিনি পিতার স্নেহেতে তোমারদের অন্তঃকরণ পূর্ণ করিবেন তাহাতে নরাত্মা অন্য সকল লোকাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেক।

অনন্তর যে জন পূর্ব্বে নরাত্মার অধ্যাপক ছিল সেই বিবেককে আহ্বান করিয়া ইমানুএল কহিলেন তুমি নরাত্মার কর্ত্তৃত্বের নিয়ম ও ব্যবস্থার বিষয়ে সুবিদিত ও সর্ব্ব লোকের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন এবং সাংসারিক বিষয়ে প্রভুর ইচ্ছা উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পার অতএব অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের সকল বিধি ও ব্যবস্থা বিষয়ে আমি তোমাকে এই নগরের শিক্ষক করি। সুনীতি বিষয়ে ও লোকেরদের পরস্পর কর্ত্তব্য ও পিতামাতা বালকাদির পরস্পর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি শিক্ষা দেও। সাবধান। যে সকল তত্ত্ব-বিষয় পিতা কাহারো নিকটে প্রকাশ করেন নাই তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিতে কোন ক্রমেই সাহস করিয়া চেষ্টা করিও না। সেই সকল বিষয় মনুষ্য জ্ঞাত নহে পিতার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ভিন্ন কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি নরাত্মা-জাত লোক। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক পিতার তুল্য ব্যক্তি। নগরের বিধি ব্যবস্থা বিষয়ে যেমন তোমার জ্ঞান তেমন পিতার মনোগত বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান আছে।

অতএব আমি যদিও নরাত্মার শিক্ষক ও উপদেশ-

কের পদে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম তথাপি প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক যে সকল বিষয় জানেন ও যাহা২ জ্ঞাত করাইবেন সেই সকল বিষয়ে অন্যান্য লোকের ন্যায় তোমারও শিক্ষা করা আবশ্যক। গুরুতর ও পারমার্থিক উচ্চতর সকল বিষয়ে তুমি তাঁহার নিকটে শিক্ষা লও। মনুষ্যের আত্মা আছে বটে তথাপি তাঁহার আবির্ভাবেতেই বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (আয়োব ২৮॥ ২৮।) অতএব হে অধ্যাপক তুমি নম্র হও। যে দ্যাবলীয়েরা আপনারদের প্রথম পদ রক্ষা না করিয়া তাহাহইতে পতিত হইল তাহারা এক্ষণে গভীর স্থলে বদ্ধ আছে এই কথা স্মরণ কর। অতএব তুমি যে পদ পাইয়াছ তাহাতে তৃপ্ত হও। উচ্চ পদের লোভ করিও না।

পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে তোমাকে পৃথিবীতে পিতার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি সেই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে তোমাকে ক্ষমতা দিলাম। লোকেরা তোমার কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক না মানিলে তুমি তাহারদিগকে প্রহার করিয়া মানাও। আরো হে বিবেক তুমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল এই হেতুক তোমাকে এই অনুমতি দিলাম তুমি আমার উনুইতে ও জলাশয়ে স্বেচ্ছামতে গমন করিয়া আমার দ্রাক্ষারস রূপ রক্ত যথেষ্টরূপে পান কর আমার জলাশয় দ্রাক্ষারসেতে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। (এব্রী। ৯॥ ১৪।) তথায় নিত্য গেলে তোমার মস্তক ও উদরহইতে সর্ব্বপ্রকার মন্দ রস নির্গত হইবে ও রাজার অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহা বুঝিতে ও স্মরণে রাখিতে তোমার বুদ্ধি উপযুক্ত হইবেক।

এই রূপে বিবেক নরাত্মার উপদেশকের পদে নি-

যুক্ত হইলে প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া উক্ত পদগ্রহণ করিল। তৎপরে ইমানুএল নরাত্মার লোকদিগকে এই রূপ কহিলেন।

দেখ তোমারদের মঙ্গলার্থ আমার কি পর্য্যন্ত প্রীতি ও যত্ন না হইয়াছে। তোমরা পূর্ব্বে যে সকল পাইয়াছ তদতিরিক্ত আমি এক্ষণে উপদেশক নিযুক্ত করিলাম। তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওনার্থ অতি সম্ভ্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহককে ও পরস্পরের কর্ত্তব্য ও সুনীতি বিষয়ের শিক্ষা দেওনার্থ বিবেককে নিযুক্ত করিলাম। এই জন প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের স্থানে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা পায় তাহাও জানাইতে পারিবে কিন্তু আপন বুদ্ধিতে তত্ত্ববিষয় অনুশীলন করিয়া প্রকাশ করিতে কোন ক্রমে সমর্থ হইবে না। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ভিন্ন অন্য কাহারও সেই বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি ও ক্ষমতা নাই। কিন্তু বিবেক ঐ সকল বিষয় ধরিয়া কথোপকথন করিতে পারিবে তোমরা সকলেও তাহা করিতে পারিবা তাহা করিলে সকলের মঙ্গল হবে। তোমরা মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল বিষয় আচরণ কর কেননা তাহাই তোমারদের জীবন তাহাতে আয়ু বৃদ্ধিও হইবে।

নরাত্মার লোকেরদের প্রতি অন্য এক কথা কহিতে চাহি। তোমারদের ইহকালীন বাসস্থান জীর্ণ হইলে আমি তোমারদিগকে পরলোকে অন্য বাসস্থান দিব। বিবেকের স্থানে তোমরা যে সকল উপদেশ পাও তাহাতেই পরলোকে মঙ্গল হইবে এমন আশা করিও না। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের শিক্ষাই তোমারদের আশা ভরসার মূল। বিবেক যে শিক্ষা দেয় তাহাতে আপনিও জীবন পাইতে পারিবে না

তাহারও সমস্ত প্রত্যাশার মূল প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের শিক্ষা। ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক যাহা প্রকাশ না করেন এমন কোন বিষয়ের শিক্ষা বিবেক দিবেক না আপনিও গ্রহণ করিবে না তাহাতে অতিশয় সাবধান থাকিবে।

এই প্রকারে সকল বিষয় স্থির করণের পরে তিনি যে সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরদিগকে পিতার বাটীহইতে পাঠাইয়াছিলেন ও সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাঁহারদের প্রতি লোকের যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এই সেনাপতিরা নরাত্মা নগর ভালবাসে আর নগর রক্ষার নিমিত্তে ইহারাও অতি উপযুক্ত ও শাদাই রাজার পক্ষে দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অতিবিশ্বস্ত এই প্রযুক্ত অনেক লোকের মধ্যহইতে ইহারা মনোনীত হইয়াছে। অতএব হে মঙ্গলপ্রাপ্ত নরাত্মা তোমরা তাহারদের ও সৈন্যেরদের দুঃখ যাহাতে জন্মে এমন কর্ম্ম করিও না। পুনর্ব্বার কহি তাহারদের দুঃখ দিও না। রাজশত্রুরদের ও নরাত্মার বিপক্ষিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা সিংহতুল্য সাহসিক ও নির্ভয় বটে কিন্তু নগরীয় লোকেরা তাহারদের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলে তাহারা নতমস্তক হইয়া দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইবেক। অতএব আমার সাহসিক সৈন্যাধ্যক্ষ ও বীরতুল্য যোদ্ধারদের প্রতি কোন অংশে স্নেহের ন্যূনতা প্রকাশ না করিয়া প্রণয় প্রতিপালন উপকারাদি করিয়া তাহারদিগকে অতিপ্রিয়ের ন্যায় হৃদয়ে স্থান দেও তাহাতে তোমারদের পক্ষে তাহারা যুদ্ধ করিয়া দ্যাবলীয় যে সকল লোক তোমারদের

সম্পূর্ণ বিনাশ চেষ্টা করে তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

তোমারদিগকে স্নেহ করণ প্রযুক্ত যাবৎ তাহারদের শক্তি ও স্বাস্থ্য থাকে (এব্রী। ১২॥ ১২। য়িশা ৩৫॥ ৩।) তাবৎ অবশ্য তোমারদের সম্পূর্ণ উপকার করিবে। যদিও কোন সময়ে পীড়া কি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত তাহারা তাদৃশ উদ্যোগ প্রকাশ করিতে না পারে তাহারদিগকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিও না বরং দুর্ব্বল ও মরণাপন্ন হইলেও তাহারদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলবান কর। (১ থিষ। ৫॥ ১৪।) কেননা তাহারাই তোমারদের রক্ষক ও প্রহরী ও প্রাচীর দ্বার হুড়কাদি স্বরূপ। দুর্ব্বল হইলে অপারক হইবে বটে এমন সময়ে তাহারা আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবে এমত অপেক্ষা নাই বরং তোমারদের স্থানে উপকার চাহিবে কিন্তু সুস্থ থাকিলে তাহারা যে মহৎ কার্য্য ও বীরতা প্রকাশ করে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

আরো জান তাহারা দুর্ব্বল হইলে নরাত্মা বলবান হইতে পারে না। তাহারা বলবান হইলে নরাত্মা দুর্ব্বল হইতে পারে না। অতএব তাহারা সুস্থ থাকিলে ও তোমারদের স্থানে আশ্বাস পাইলে তোমরাই নির্ব্বিঘ্ন হও। আর তাহারদের পীড়া যদি হয় তবে সে তোমারদেরহইতেই জানিবা।

তোমারদের মঙ্গল ও সম্মান রক্ষা করিতে চাহিয়া এই কথা কহিয়াছি। এই যে কথা কহিলাম তাহা কেবল সেনাপতি ও শিক্ষক রক্ষকাদি প্রধান২ লোকদিগকে নয় কিন্তু সকলকে কহিলাম কেননা প্রভুর বিধি ব্যবস্থা পালন না করিলে তোমারদের কাহারো মঙ্গল হইতে পারে না। আমি যে উপদেশ করিয়াছি তাহা মান

তদনুসারে আচরণ বিষয়ে অতিশয় সতর্ক হও। আরো হে নরাত্মা তোমারদের এক্ষণে মনঃপরিবর্ত্তন হইলেও অন্য বিষয়ে তোমারদিগকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক অতএব আমার কথায় অবধান কর। দ্যাবলীয় কতক লোক এখনও নরাত্মার মধ্যে আছে। ইহার প্রমাণ পরে তোমরা পাইবা। ঐ দ্যাবলীয়েরা অতিশয় নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত। আমি তোমারদের নিকটে থাকিতেই তাহারা তোমারদের নাশ করিতে ও মিসরদেশে ইস্রাএলীয়েরদের দাস্যাবস্থা অপেক্ষাও ঘোরতর দুরবস্থায় ফেলিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করে। আমি থাকিতেই যদি এইরূপ ভাব হয় তবে আমি না থাকিলে কি না করিবে। তাহারা শপথ করিয়া দ্যাবলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করে অতএব সাবধান২। (মাতি। ৭॥ ২১, ২২।) অবিশ্বাস যে সময়ে নগরাধ্যক্ষ ছিল তৎসময়ে তাহারা আপনারদের প্রভুর সহিত গড়ে বাস করিত আমার আইসনাবধি তাহারা বাহিরে ও প্রাচীরের নিকটে লুকিয়া থাকে প্রাচীরেতেই তাহারা গহ্বর ও গর্ত্ত ও নানা দুর্গ করিয়া বাস করে। (রোম। ৭॥ ১৮।) অতএব হে নরাত্মা এই বিষয়ে তোমার কর্ম্ম অতি কঠিন পিতার ইচ্ছামতে তাহারদিগকে ধরিয়া নষ্ট করিতেই হইবে। কিন্তু নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে তোমরা তাহারদেরহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিবা না। কিন্তু নগরের প্রাচীর যে ভাঙ্গিয়া ফেল এমন আমার ইচ্ছা নয়। তবে কি করিবা। তোমরা যত্নবান ও সাহসিক হও। তাহারদের দুর্গ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখ যে২ স্থানে তাহারা নিত্য গিয়া থাকে সে২ স্থান লক্ষ করিয়া তাহারদের প্রতি আক্রমণ কর কোন ক্রমেই মেল করিও না। তাহারা

যে২ স্থানে যায় কি লুকাইয়া থাকে কি বাস করে সে স্থান তুচ্ছ কর। তাহারা মেল করিতে চাহিলে কখন স্বীকার কর না। তাহা হইলেই আমার সঙ্গে তোমারদের মেল থাকিবে। প্রকৃত নগরীয় লোক একপ্রকার তাহারা অন্যপ্রকার। আর তাহারদিগকে চিনিতে পার এই জন্যে তাহারদের প্রধান২ ব্যক্তিরদের নাম তোমারদিগকে জানাই। বিশেষতঃ পরদারগমন। ব্যভিচার। হত্যা। কোপ। কামুকতা। প্রবঞ্চনা। কুদৃষ্টি। রাগ। মত্ততা। লম্পটতা। প্রতিমাপূজা। কুহক। অমেল। আড়াআড়ি। কলহ। দ্বন্দ্বজ। বিধর্ম্মাচরণ। হে নরাত্মা যাহারা তোমারদের অনন্ত নাশ চেষ্টা করে তাহারদের মধ্যে ইহারাই প্রধান। ইহারা নগরের মধ্যে স্থানে২ লুকিয়া থাকে কিন্তু রাজার ব্যবস্থায় ভালমতে দৃষ্টি করিলে তাহারদের আকার প্রকার ও বিস্তারিত বৃত্তান্ত পাইয়া তাহারদিগকে জানিতে পারিবা।

এই লোকেরা যদি নগরের সর্ব্বত্র স্বেচ্ছামতে ভ্রমণ করিতে অনুমতি পায় তবে অত্যল্পকালে কালসর্পের ন্যায় তোমারদের অন্তরপর্য্যন্ত গ্রাস করিবে তোমারদের সৈন্যাধ্যক্ষদিগকেও দংশন করিবে ও তোমারদের সেনারদের শির কাটিয়া কাটিয়া ফেলিবে আরো তাহারা তোমারদের দ্বারের সকল হুড়কা কুলুপাদি ভাঙ্গিয়া এই উন্নত নরাত্মা নগর অরণ্যময় ও ঢিবির মত করিয়া ফেলিবে। অতএব ঐ দুষ্টেরদিগকে ধরিতে তোমারদের সাহস বৃদ্ধি হয় এই নিমিত্তে নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছাকে ও অধ্যাপককে ও নগর নিবাসি সকল লোককে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করি তোমরা দ্যাবলীয় সকল প্রকার লোকের তত্ত্ব লইয়া এই নগরের মধ্যে কিম্বা প্রাচীরের বাহিরে

যে কোন প্রকার দ্যাবলীয়কে দেখিবা তৎক্ষণাৎ তা-হাকে ধরিয়া ক্রুশে প্রাণদণ্ড কর। তোমারদের নিমিত্তে দুই জন উপদেশককে নিযুক্ত করিয়াছি। ঐ দুই জন ভিন্ন আমার যে চারি জন সেনাপতি নরাত্মা নগরস্থ দ্যাবলীয়েরদের কর্ত্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহারাও আবশ্যকমতে তোমারদের স্থানে আদেশ পাইলে ঘরে২ ও প্রকাশরূপে উত্তম ও স্বাস্থ্য জনক উপদেশ দিবে। তাহারা সপ্তাহে২ ও আবশ্যক মতে প্রতি দিবসেই তোমারদিগকে মঙ্গলজনক শিক্ষা দিবে তাহাতে মনোযোগ করিলে তোমারদের শেষে মঙ্গল হইবেক। যাহারদিগকে ধরিয়া নষ্ট করিবার ক্ষমতা পাইয়াছ তাহারদের কোনক্রমেই রক্ষা করিও না। এবিষয়ে সাবধান২।

দ্যাবলীয়েরদের একে২ নাম ধরিয়া তোমারদিগকে জানাইয়াছি। নগরীয় কতক জনও তোমারদের সঙ্গে মিলিয়া ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে। ইহারা ঐ লোকেরদের মত নয়। ধর্ম্ম বিষয়ে দৃষ্টতঃ অতিশয় উদ্যোগ ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবে। তোমরা অতি সতর্ক না থাকিলে তাহারা তোমারদের অত্যন্ত ক্ষতি করিবে অতএব সুস্থির ও সতর্ক হও। কেহই যেন তাহারদের হাতে না পড়।

এই প্রকারে ইমানুএল নগরের মধ্যে নূতন নিয়ম করণের পরে ও লোকেরদের মঙ্গলজনক যে২ কথা জানা উচিত তাহা জানাইয়া তাহারদিগকে সম্ভ্রমসূচক অন্য এক চিহ্ন দিবার মনস্থ করিয়া এক দিবস নিরূপণ করিলেন। জগতের কোন রাজ্যের কোন লোকের সেই চিহ্ন থাকে না। অতএব সে বিশেষ চিহ্নদ্বারা তাঁহারদিগকে তাঁহারই প্রকৃত লোক বলিয়া জানা

যাইবেক। ঐ দিবস উপস্থিত হইলে যুবরাজ ও প্রজা-সকল রাজবাটীতে একত্র হইলেন। তৎকালে ইমানু-এল তাহারদের নিকটে সংক্ষেপে এই কথা কহিয়া ঐ চিহ্ন প্রদান করিলেন।

হে নরাত্মা তোমরা আমার লোক ইহার প্রমাণ জগতের লোকেরা পায় এই নিমিত্তে এবং তোমার-দের সঙ্গে যে সকল কপটী মিলে তোমরা তাহারদের মত নও ইহারই প্রমাণ স্বরূপ তোমারদিগকে এক চিহ্ন দেই।

পরে আপন সেবকদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি যে সকল শুভ্রবর্ণ চকচকিয়া বস্ত্র আপন নরাত্মার নি-মিত্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তাহা ভাণ্ডারহইতে আন। তাহাতে ভৃত্যেরা সেই শুভ্রবর্ণ বস্ত্র আনিয়া লোকেরদের সম্মুখে রাখিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন এই সকল লইয়া পরিধান কর। তাহাতে সকলে ঐ সূক্ষ্ম শুক্লবর্ণ বস্ত্রেতে সুশোভিত হইল। (প্রকা। ১৯। ৮।)

পরে যুবরাজ কহিলেন হে নরাত্মা এই বিশেষ পরিচ্ছদদ্বারা তোমরা আমারই লোক বলিয়া লো-কে চিনিবে। আমার সকল সেবককেই আমি এই-রূপ বস্ত্র প্রদান করি আর এই বস্ত্র পরিধান না করি-লে কেহই আমার দর্শন পাইবে না। অতএব আমিই দিলাম বলিয়া এবং তোমরা আমার লোক এই বি-ষয় জগতের সর্ব্বলোক জানিতে পায় এই নিমিত্তে এই বস্ত্র নিত্য পরিধান করিতে থাক।

তাহা পরিধান করিলে নরাত্মার যে তেজঃপ্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে কি বলিব। ঐ বস্ত্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর

চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও ধ্বজাবিশিষ্ট সেনার ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল।

অনন্তর রাজা কহিলেন দেখ আমাভিন্ন জগতের মধ্যে কোন রাজা কি বাদশাহ কিম্বা পরাক্রান্ত প্রভু সেবকদিগকে এমন বস্ত্র দেন না। অতএব তোমরা যে আমার তাহা বস্ত্রেতেই জানা যাইবে।

তদ্বিষয়ে তোমারদিগকে সতর্ক করণের নিমিত্তে কিছু কহি। অবধান কর।

প্রথম। তাহা প্রতি দিনেই পরিধান কর। কোন সময়ে না পরিলে পাছে কেহ তোমারদিগকে দেখিয়া বোধ করে তোমরা আমার নও।

দ্বিতীয়। ঐ বস্ত্র নিত্য পরিষ্কার রাখ। তাহাতে কলঙ্ক লাগিলে আমার অসম্ভ্রম হয়। (উপ। ৯॥৮। প্রকা। ৩॥২।)

তৃতীয়। অতএব তাহা ধূলা কি পঙ্কেতে মলিন না হয় এই জন্যে বস্ত্র আঁটিয়া পর মাটিতে লুঠাইও না।

চতুর্থ। সাবধান ঐ বস্ত্র হারাইও না বিবস্ত্র হইলে পাছে তোমারদের উলঙ্গতা প্রকাশ হয়।

পঞ্চম। তোমারদের বস্ত্র নিত্য নির্ম্মল থাকিলে আমার সন্তোষ হয় কিন্তু মলিন দেখিলে দ্যাবল অবশ্য সন্তুষ্ট হইবে। অতএব যদি কোন সময়ে মলিন কিম্বা কলঙ্কযুক্ত হয় তবে তোমরা পতিত না হইতে২ শীঘ্র করিয়া আমার ব্যবস্থার লিখন মতে তাহা পরিষ্কার কর। (প্রকা। ৭॥১৪—১৭।) যদি না কর তবে তোমরা আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবা না (লুক ২১॥৩৬।) এই সকল বিষয়ে যদি মনোযোগ কর তবে আমি ইহকালে তোমার-

দিগকে কখন ছাড়িব না ত্যাগ করিব না নিরন্তর নরাত্মায় বাস করিব।

এই প্রকারে নরাত্মা ও তন্নিবাসিরা ইমানুএলের দক্ষিণ হস্তে মোহর স্বরূপ হইল। তাহাতে এই নগরের তুল্য আর কোন্ নগর হইতে পারে। ফলত তাহা দ্যাবলের হস্ত ও পরাক্রমহইতে উদ্ধার পাইল। মহা শাদাই রাজা এই নগরে প্রেম করিয়া তাহা গভীর স্থলের কর্ত্তার হস্তহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ইমানুএলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ঐ নগর ইমানুএল ভাল বাসিয়া তাহাতে রাজবাটী করিলেন সেই নগর তিনি আপনার নিমিত্তে সুসজ্জিত করিয়া আপন বাহুবলেতে বলযুক্ত করিলেন। আর কি কহিব। নরাত্মার সর্ব্বোত্তম ভদ্রতম রাজা হইল। সেনাপতিরা ও যোদ্ধারা সুবর্ণতুল্য তেজস্বী। অস্ত্র শস্ত্র সুপরীক্ষিত। বস্ত্র হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ। এই সকল ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে মহৎ মঙ্গল। কিন্তু নরাত্মার কি তদ্রূপ জ্ঞান হইবে ও যে অভিপ্রায়ে এই মঙ্গল হইল তাহা বুঝিয়া কি উপযুক্ত ব্যবহার করিবে।

এই প্রকারে নগরের সুধারা স্থাপন করিলে পর তিনি স্বহস্তের বস্তুতে মহানন্দিত ও অতি প্রসিদ্ধ উন্নত নরাত্মায় যে মঙ্গল করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হন ইহার প্রমাণার্থে তিনি আজ্ঞা করিলেন আমার ধ্বজা গড়ের মূর্চ্চার উপরে স্থাপন কর।

তৎপরে তিনি লোকেরদের সঙ্গে বারম্বার সাক্ষাৎ করিতেন। প্রতিদিন নরাত্মার প্রাচীনেরা হয় রাজবাটীতে তাঁহার নিকটে যাইত অথবা তিনি তাহারদের কাছে আসিতেন। তাঁহারা একত্র ভ্রমণ করিয়া নরাত্মার নিমিত্তে তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন ও

যাহা করিবেন এই২ বিষয় কথোপকথন করিতেন। এই সকল কথোপকথন নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছা ও অতি সরল ধর্ম্মোপদেশক বিবেক ও অধ্যাপকের সঙ্গে পুনঃ২ করিতেন। আরো নরাত্মা নগরস্থ সকল লোকের প্রতি রাজপুত্র যে দয়া ও স্নেহ ও শিষ্টতা ও কোমলাচরণ প্রকাশ করিলেন তদ্বিষয়ে কি কহিব। পথে কি বাগানে কি অন্য যে কোন স্থানে দরিদ্রদিগকে দেখিতেন অবশ্য তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন চুম্বনও করিতেন। কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিতেন। সেনাপতিরদের সঙ্গে তিনি প্রতিদিনে কখনঽ প্রতি ঘণ্টায় সাক্ষাৎ করিয়া সুবাক্য কহিয়া তাহারদিগকে আশ্বাস দিতেন। ফলতঃ তাঁহার হাস্যবদন দেখিলেই তাহারদের সাহস ও উদ্যোগ ও বলের যত বৃদ্ধি হইত তত অন্য কোন বিষয়ে হইতে পারিত না।

যুবরাজ তাহারদের নিমিত্তে ভোজও প্রস্তুত করাইতেন ও নিত্য তাহারদের সহিত থাকিতেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাহারদের সঙ্গে ভোজন করিতেন। (১ করি। ৫ ॥ ৮।) পূর্ব্বে এক ভোজের বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তদ্রূপ ভোজ বারম্বার হইতে লাগিল। প্রতিদিনই উৎসব। আপন২ ঘরে যাইবার সময়ে অবশ্য কোন বস্ত্র দান না করিয়া বিদায় করিতেন না। হয় একটি অঙ্গুরী* কি সুবর্ণমালা† অথবা হাতের বালা‡ কিম্বা শুক্ল বর্ণ প্রস্তর§ ইত্যা-

* বিবাহের চিহ্ন। (যিরি ৩ ॥ ১৪।) † আদরের চিহ্ন। (য়িরি। ৩৩ ॥ ৯।) ‡ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। (য়িশ। ৬১ ॥ ৩।) § ক্ষমার চিহ্ন। (প্রকা। ২ ॥ ১৭।)

দি কোন দ্রব্য না কোন দ্রব্য অবশ্যই দিতেন। ফলতঃ নরাত্মা অতি প্রিয় ও তাঁহার দৃষ্টিতে অতি রূপবান।

আরো নগরের প্রাচীনেরা কি সাধারণ লোকেরা যদি কোন দিন তাঁহার নিকটে না যাইত তবে তিনি তাহারদের ভোজনার্থ অনেক দ্রব্য পাঠাইতেন রাজ বাটীহইতে প্রেরিত প্রচুর মাংস ও পিতার বাটীর নিমিত্তে প্রস্তুত দ্রাক্ষারস ও রোটি ইত্যাদি বহুতর সুখাদ্য দ্রব্য পাঠাইতেন তাহা রাখিবার প্রায় স্থান হইত না। লোকেরা তাহা দেখিয়া কহিত এরূপ স্নেহ কোন রাজ্যে দেখা যায় না।

পরন্তু নরাত্মা যদি তাঁহার ইচ্ছামতে পুনঃ২ তাঁহার নিকটে না যাইত তবে সদ্ভাব ভঞ্জন না হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহারদের বাড়ী২ গিয়া দ্বারে ঘা মারিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। তাহারা ঘরে থাকিলে দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিত তাহাতে তিনি পূর্ব্ববৎ মধুর সম্ভাষ করিয়া আপন অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ তাহারদিগকে কিছু২ নূতন দ্রব্য দান করিয়া আসিতেন। (প্রকা। ৩॥ ২০। ধর্ম্মগীত। ৫॥ ২।)

অনন্তর দ্যাবল যে স্থানে বাস করিয়া দ্যাবলীয়েরদিগকে ভোজন পানাদি করাইত ও তদ্দ্বারা নরাত্মার প্রায় বিনাশ করিয়াছিল সেই স্থানেই রাজাধিরাজ লোকেরদের সহিত ভোজন পান করিতেছেন ও পিতৃ বাটীহইতে আগত পরাক্রান্ত সেনাপতিরা ও যোদ্ধারা ও তূরীবাদকেরা ও গায়ক গায়িকারা চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারদের সেবা করিতেছে এই ব্যাপার দর্শনেতে কাহার আশ্চর্য্য বোধ না হয়। তৎকালে নরাত্মার সম্পূর্ণ আনন্দ হইল তাহারদের জলাশয় মিষ্ট

দ্রাক্ষারসে পূর্ণ। আহারীয় অত্যুত্তম শস্য। পানীয় শৈল পর্ব্বতহইতে ক্ষরিত দুগ্ধ ও মধু। তাহাতে লোকেরা কহিল তাঁহার কি আশ্চর্য্য দয়া। তাঁহার দৃষ্টিতে যদবধি সুদৃশ্য হইলাম তদবধি কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত না হইয়াছি।

যুবরাজ আর এক জনকে নগরের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। সে অতি ভদ্র লোক তাহার নাম ঐশ্বরিকশান্তি (কোল। ৩॥ ১৫।) শ্রীইচ্ছা ও নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ও ধর্ম্মোপদেশক ও মন ও নগরজাত সকল লোক তাহার অধীন হইল। সে নগরজাত লোক নহে কিন্তু ইমানুএলের সঙ্গে রাজবাটীহইতে আইল। বিশ্বাস ও উত্তমাশা নামক দুই সেনাপতির সুপরিচিত। কেহ কহে তাহারা এক বংশই। আমিও এমত বোধ করি। (রোম। ১৫॥ ১৩।) সেই জন বিশেষরূপে গড়ের অধ্যক্ষ ছিল। আর বিশ্বাস নামক সেনাপতি তাহার সহকারী। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যাবৎ নরাত্মার সকল কার্য্য এই অতি সুশীল লোকের আজ্ঞামতে চলিয়াছিল তাবৎ পরম মঙ্গল হইল যেহেতুক নগরে কোন প্রকার বিবাদ বিরোধ অনর্থকচর্চ্চা ছিল না। পরস্পর সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কর্ম্মে মনোযোগী। ধনবান লোকেরা সেনাপতিরা সৈন্যেরা সকলই সুধারামতে আচরণ করিল। স্ত্রী বালকাদি* আপন২ কর্ম্ম আনন্দপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিত স্বকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তাহারা গান করিতে২ কর্ম্ম করিত। এই প্রকারে নগরের সমস্ত পল্লীতে আনন্দ

---

* ধর্ম্মচিন্তা।

ঐক্যতা স্বাস্থ্য শান্তি মাত্র ছিল। গ্রীষ্মকালে এইরূপ ভাব ছিল। কিন্তু কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা নামক এক ব্যক্তি নগরে ছিল। নরাত্মা পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ মঙ্গল প্রাপ্ত হইলেও ঐ ব্যক্তিই লোকেরদিগকে মহা বিপদে ফেলিয়া পুনরায় পাপের অধীন করিতে চেষ্টা করিল। তদ্বিস্তার লিখিতেছি।

দ্বাদশাধ্যায়।

দ্যাবল যে সময়ে নরাত্মা নগরের অধিকার করে সে সময়ে অনেক লোককে সঙ্গে আনিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহারই আজ্ঞাধীন। ইহারদের মধ্যে অভিমানী নামে অতি পারক এক জন ছিল তাহাকে অতি চালাক ও সাহসিক দেখিয়া দ্যাবল অনেক ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে তাহাকেই পাঠাইত তাহাতে সে ঐ সকল কর্ম্ম যে প্রকারে করিত তাহা দেখিয়া দ্যাবল অতিশয় সন্তুষ্ট হইত। গভীর স্থলহইতে আগত অন্য কেহ প্রভুর এমন সন্তোষ জন্মাইতে পারিত না। অতএব উপযুক্ত দেখিয়া দ্যাবল তাহাকে উচ্চ পদ দিয়া শ্রীইচ্ছারই অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে শ্রীইচ্ছাও ঐ লোক ও তাহার কর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে নির্ভীতা নামে কন্যার বিবাহ দিল। ঐ কন্যাতে উক্ত কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা জন্মে। এই২ প্রকার বিবাহ হওয়াতে প্রকৃত নগরজাত কে আছে কে বা নয় ইহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। যেহেতুক ঐ কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা শ্রীইচ্ছার দৌহিত্র কিন্তু পিতা দ্যাবলীয় লোক।

এই কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা পিতামাতার তুল্য অভিমানী কিছুতে ভয় করিত না ও সর্ব্ব বিষয়ে চালাক। নরাত্মার মধ্যে যে সম্বাদ ও শিক্ষা ও নিয়ম পরিবর্ত্তন প্রস্তাব হয় প্রায় সকলেরই কর্ত্তা ঐ ব্যক্তি কিম্বা তাহাতে কোন প্রকারে অবশ্য লিপ্ত থাকিত। প্রস্তাবিত

বিষয়ের যে পক্ষ প্রবল জ্ঞান করিত তাহারই পক্ষে হইত।

মহাশাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএল যে সময়ে নরাত্মার অধিকার করিতে আগমন করেন তৎকালে এই কল্পিত নির্ব্বিঘ্নতা নগরে থাকিয়া লোকেরদিগকে রাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত উদ্যোগপূর্ব্বক লওয়াইত। পরে মহামহিম ইমানুএল যুবরাজ এই মহানগর জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন ও দ্যাবল স্থানভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত অপমানেতে গড়হইতে তাড়িত হইয়াছে ও নরাত্মা নগর অধিক সেনাপতি ও সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সেই ব্যক্তিও কাল্পনিকতা করিয়া যেমন দ্যাবলের সময়ে যুবরাজের বিরুদ্ধাচারী ছিল তেমন যুবরাজের অধিকারে দ্যাবলের কপট বিরুদ্ধাচারী হইল। আরো ইমানুএলের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইয়া সে গর্ব্বী হইয়া নগরীয় লোকেরদের মধ্যে গমনাগমন করত তাহারদের সঙ্গে নানা কথোপকথন করিতে লাগিল। পরে নরাত্মার শক্তি সামর্থ্যের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া সে মনেং ভাবিল ইহারদের সামর্থ্য ও গৌরবের প্রশংসা করিলে ইহারা মহা হৃষ্ট হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইবে তাহাতে স্বচ্ছন্দে তাহারদিগকে ফাঁদে ফেলিব। অতএব প্রথমে নরাত্মার সামর্থ্য ও শক্তির প্রশংসা করিয়া কহিল এইক্ষণে এই নগর কে জয় করিতে পারে। পরে সেনাপতিরদের ও তাহারদের ফিঙ্গার ও ভিত্তিভেদক যন্ত্রের গুণানুবাদ করিল। পরে মুর্চ্চার ও দুর্গের বিষয়ে শ্লাঘা করিল। শেষে রাজাই কহিয়াছেন নরাত্মা চিরকাল আনন্দ ভোগ করিবে এইং প্রকার কথা

কহিয়া লোককে ভুলাইতে লাগিল। আরও কএক জন এই সকল কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ঐ ব্যক্তি পথে২ ঘরে২ সকল লোককে তদ্রূপ কহিতে থাকিল তাহাতে অনেক লোক তাহার কথায় সম্মত হইয়া আপনারদিগকে নিষ্কণ্টক জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তাহারা কথাবার্ত্তা কহিতে২ ক্রমে তাহার সঙ্গে ভোজন পান করিতে লাগিল। ভোজন পান করিতে২ খেলাও করিতে লাগিল। তাহাতে নানা ব্যাপার ঘটিল। তৎসময়ে ইমানুএল নগরে ছিলেন ও তাহারদের কর্ম্মবিষয় লক্ষ করিলেন কিছু বলিলেন না। তাহারা দ্যাবলীয় কোন লোকের প্রতারণায় বিড়ম্বিত না হয় এইজন্যে তিনি পুর্ব্বে তাহারদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না মানিয়া নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছা ও অধ্যাপক ঐ মিথ্যা গপ্পকারি দ্যাবলীয় ব্যক্তির কথাতে ভ্রান্ত হইল। ইমানুএল আরো তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন গড়েতে ও বলেতে নরাত্মা নগরের তাদৃশ রক্ষা হইতে পারে না কিন্তু যে সকল বিষয় পাইয়াছ তাহা লইয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিলে আমি নিত্য গড়েতে বাস করিব আমার থাকাতেই তোমারদের রক্ষা। আমার প্রকৃত শিক্ষা এই পিতার ও আমার প্রেম নরাত্মা না ভুলে। আর যাহাতে তাহারা সেই প্রেমে স্থির থাকে এমন আচরণ করে। কিন্তু তাহারা ঐ বিধি না মানিয়া দ্যাবলীয় এক জনকে প্রেম করিল সে কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা অতি দুষ্ট তাহার প্রতি তাহারদের অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত কিছু বিবেচনা না করিয়া তাহার পরামর্শমতে চলিল। যুবরাজের বাক্য অবধান করা তাঁহার প্রতি ভয় করা তাঁহাতে আসক্ত হওয়া তাহার-

দের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা করিয়া যদি ঐ দুষ্টকে পাতর মারিয়া নষ্ট করিয়া যুবরাজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিত তবে তাহারদের মঙ্গল মহানদীস্বরূপ ও তাহারদের ধর্ম্ম সমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ হইত।

কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতার কৌশলক্রমে আমার প্রতি নরাত্মার লোকেরদের অন্তঃকরণ বিরূপ ও তাহারদের প্রেম অনুরাগ খর্ব্ব হইয়াছে দেখিয়া ইমানুএল নীচের লিখিতমতে কার্য্য করিলেন।

প্রথমে তিনি ও প্রধানকার্য্যনির্ব্বাহক লোকেরদের তৎকালীন অবস্থা বিষয়ে বিলাপ করিয়া কহিলেন হায়২ আমার লোক আমার কথায় কেন অবধান করে নাই ও আমার পথে কেন গমন করে নাই। তাহা করিলে আমি তাহারদিগকে উত্তম গোধূম ভোজন করাইতাম ও পর্ব্বতীয় মধুদ্বারা তাহারদিগকে তৃপ্ত করিতাম। (৮১ গীত ১৬ পদ।) পরে তিনি মনে২ কহিলেন আমি পিতার বাটীতে প্রস্থান করিব লোকেরা যাবৎ অপরাধ স্বীকার না করে তাবৎ আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব। (হোস। ৫॥ ১৬।) তাহাই করিলেন।

নরাত্মা তাঁহার সেবাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিল তাহার প্রমাণ এই

তাহারা পূর্ব্ববৎ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না রাজবাটীতেও আসিত না।

তিনি তাহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন কি না আইসেন এই বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ কি চিন্তা ছিল না।

যুবরাজের সঙ্গে যে প্রীতির ভোজ হইত তাহা তিনি প্রস্তুত করিতে থাকিতেন তাহারদিগকে পূর্ব্ববৎ আ-

আহ্বানও করিতেন বটে কিন্তু তাহারা আসিত না ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইত না।

তাহারা তাঁহার স্থানে পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া একগুঁয়া হইয়া নিজ বলের উপর নির্ভর করিল তাহারা মনে২ ভাবিল আমরা বলবান অজেয় নরাত্মা নিষ্কণ্টক শত্রু স্পর্শও করিতে পারে না আর এই ভাবই আমারদের নিত্য থাকিবেক।

কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতার কৌশলক্রমে নরাত্মার লোক আমাতে ও আমাদ্বারা পিতাতে ভরসা করে না কেবল আমার দত্ত বস্তুতেই আশা করে ইহা দেখিয়া ইমানুএল তাহারদের বিপদ্দশার নিমিত্তে খেদ করিলেন পরে তাহারা যেরূপ আচার করিতেছে তাহাতে মহা সঙ্কটের সম্ভাবনা এই কথা তাহারদিগকে বুঝাইবার উপায় করিলেন ও তাহারদিগকে চেতাইবার নিমিত্তে প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে প্রেরণ করিলেন। তিনি দুইবার তাহারদের নিকটে গিয়া দেখিলেন লোকেরা কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতার ঘরে বসিয়া ভোজন করিতেছে আর আপনারদের মঙ্গলার্থ কোন পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে চাহে না অতএব তিনি দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে এই কথা ইমানুএলকে জ্ঞাত করাইলে তিনিও দুঃখিত হইয়া পিতৃবাটীতে পুনর্গমন করিলেন।

তিনি এইরূপে প্রস্থান করিলেন।

প্রথমে নরাত্মায় থাকিয়াও তিনি গোপনে থাকিতেন। লোকেরদের সঙ্গে প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন না।

কদাচিৎ তাহারদের সঙ্গে কথা কহিলেও তিনি পূর্ব্ববৎ প্রণয় ভাবে কহিতেন না।

পূর্ব্ববৎ আপন ভোজাসনহইতে সুখাদ্য দ্রব্য তাঁহারদের নিকটে পাঠাইতেন না।

তাহারা কদাচিৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইলে তিনি পূর্ব্বে যেমনঅ তি ত্বরায় বাহিরে গিয়া তাহারদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন তেমন করিতেন না। পূর্ব্বে তাহারদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি ধাবমান হইয়া তাহারদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আনিতেন এইক্ষণে তাহারা একবার দুইবার ঘা মারিলেও তিনি মনোযোগ করিয়া ত্বরায় দ্বার খুলিতেন না।

তাঁহার অভিপ্রায় এই এইমত করিলে পর কি জানি নরাত্মার লোক দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি ফিরে। হায়২ তাহারা বিবেচনা করিল না তাঁহার পথ জানিল না তাহারা কিছু বিবেচনা করিল না ইমানুএল সেইরূপ করিলেও তাহারা দুঃখিত হইল না যে মঙ্গল পাইয়াছিল তাহা মনে করিয়া কিছু চেতনা পাইল না। (য়িখে। ১১। ২১।) অতএব তিনি গোপনে রাজবাটী ত্যাগ করিয়া নগরের দ্বারে অবস্থান করিলেন শেষে চলিয়া গেলেন নরাত্মা যাবৎ আপনার দোষ স্বীকার করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহের প্রার্থণা না করিল তাবৎ ফিরিয়া আইলেন না। ঐশ্বরিকশান্তিও আপনার পদত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে সম্মত হইল না। লোকেরা তাহার বিপরীত পথে গমন করিল সেও তাহারদের প্রতিকূল পথে গমন করিল। আর কি বলিব তাহারা আপন২ পথে একগুঁয়ামীরূপে চলিতে লাগিয়া কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতার শিক্ষা এমন মানিল যুবরাজ প্রস্থান করিলেও তাহারা দুঃখিত হইল না তাঁহার যাওনের পর তাঁহাকে স্মরণও করিল না

সুতরাং যাওনেতে তাহারা কোন খেদ করিল না। (য়িরি। ২ ॥ ৩২ ।)

অনন্তর কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা অন্য এক দিবসে লোকেরদের জন্যে মহাভোজ করিল। তৎসময়ে ঐশ্বরিকভয় নামক এক জন নগরে ছিল। পূর্ব্বে সকলে তাহাকে সম্ভ্রম করিত তৎকালে তাহারা তাহাকে তুচ্ছ করিত। কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা মনে২ কহিল অন্যেরদিগকে যে প্রকারে ভুলাইয়াছি সেই প্রকারে ইহাকেও ভুলাই। অতএব তাহাকেও ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকলে ভোজে গেল ঐশ্বরিক ভয়ও গেল। পরে ভোজে বসিয়া সকলেই ভোজনপান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। কেবল ঐশ্বরিকভয় একাই উদাসীনের মত বসিয়া কিছু আহার করিল না কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হইল না। কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা ইহা দেখিয়া কহিল

ও গো ঐশ্বরিকভয়। তোমার কি হইয়াছে। শরীরের কি মনের অসুখ হইয়া থাকিবে দুয়েরই বা অস্বাস্থ্য হইয়াছে। ভদ্রতাবিস্মরণ এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা নিকটে আছে তাহার কিঞ্চিৎ সেবন করিলে তুমি পরমানন্দিত হইয়া এইক্ষণেই আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবা।

তাহাতে ঐশ্বরিকভয় বিবেচনা পূর্ব্বক উত্তর করিল মহাশয় তুমি আমার প্রতি যে শিষ্টাচার করিতেছ তদ্ধেতুক কৃতজ্ঞ বটি কিন্তু ঐ ঔষধ সেবন করিব না নরাত্মার লোকেরদের নিকটে কিছু কহিতে চাহি। হে প্রাচীন ও প্রধান লোক সকল নরাত্মার অতিশয় দুরবস্থা হইলেও তোমরা এমন আমোদ আহ্লাদ করিতেছ ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা কহিল। মহাশয় আপনার কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইলে ভাল হয়। কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাও আমরা আনন্দ করি।

ঐশ্বরিকভয় কহিল। মহাশয় তোমার মন যদি সরল থাকিত তবে এমন কহিতা না।

কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা কহিল। কেন কি কহিয়াছি।

ঐশ্বরিকভয় কহিল স্থির হও। আমাকে কথা কহিতে দেও। নরাত্মা নগর পূর্ব্বে বলবান ছিল ইমানুএল এক নিয়ম করিয়া কহিলেন এই নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিলে নগর অজেয় হইবেক। তুমিই নগরকে ক্ষীণ করিয়াছ ও শত্রুরদের দ্বারা তাহা পরাজিত হইবার পথ মুক্ত করিয়াছ। এমন সময়ে আমি কি নীরব হইয়া থাকিতে পারি। হে কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা তুমিই নরাত্মাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার মহিমাস্বরূপ প্রভুকে তাড়াইয়া দিয়াছ তুমি দুর্গ ভাঙ্গিয়াছ দ্বারও ভাঙ্গিয়াছ হুড়কাদিও নষ্ট করিয়াছ।

এই বাক্যের কিছু স্পষ্ট অর্থ বলিয়া দেই। নরাত্মার প্রধান২ লোকেরা যে কালাবধি তোমার সঙ্গে প্রণয় করিয়াছে সেই কালাবধি নরাত্মার বলস্বরূপ ইমানুএল বিরক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নগরহইতে প্রস্থান করিয়াছেন। কেহ আমার কথায় সন্দেহ করিলে তাহাকে উত্তর করিব ইমানুএল কোথায় আছেন। নরাত্মার স্ত্রী পুরুষ কে তাঁহাকে সম্প্রতি দেখিয়াছে। কত দিন অবধি তাঁহার বাক্য শুন নাই ও তাঁহার স্থানে সুখাদ্য পাও নাই। এইক্ষণে তোমরা এই দ্যাবলীয় লোকের সঙ্গে ভোজন পান কর বটে। এ তোমারদের রাজা নয়। অতএব কহি শুন। তোমরা মনোযোগ মতে যদি কর্ম্ম করিতা তবে

বহির্দেশের শত্রুরা তোমারদিগকে গ্রাস করিতে পারিত না কিন্তু রাজার বিপরীতে দোষ হওয়াতে অন্তরস্থ শত্রুরদিগকেও দমন করিতে পারিলা না।

কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা কহিল। ধিক তোমারে ঐশ্বরিকভয় ধিক তোমারে। কখন কি ভয় ত্যাগ করিবা না। তুমি চটক পক্ষিহইতে বিনষ্ট হইবার ভয় কর। তোমার ক্ষতি কে করিয়াছে। দেখ আমি তোমার সপক্ষ তুমি সন্দিগ্ধ লোক আমি নিঃসন্দিগ্ধ এই মাত্র প্রভেদ। আর এই কি বিষণ্ণ হইবার সময়। *ভোজ আনন্দের কার্য্য। অতএব তুমি এমন সময়ে কেন ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাদ জন্মাইবার কথা কহিয়া আপনারই লজ্জা আমারদেরও দুঃখ জন্মাইতেছ। এই সময়ে জল পান করিয়া আনন্দ না কর কেন।

ঐশ্বরিকভয় পুনশ্চ কহিল। দুঃখিত হওয়াই উচিত। কেননা ইমানুএল নরাত্মাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন। আরবার কহি তিনি প্রস্থান করিয়াছেন তুমিই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ। নরাত্মার প্রধানং লোকেরদিগকে কিছু না কহিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি তাঁহার ক্রোধের প্রমাণ না হয় তবে আমি ধর্ম্ম ব্যবস্থা জানি না।

হে কুলীনেরা ও প্রধান লোক সকল তোমারদেরই নিকটে আমি কহি। তোমরা ক্রমেং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ তাহাতে তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। তাহাও হঠাৎ করেন নাই কিন্তু কালক্রমে। তাঁহার অভিপ্রায় এই কি জানি তোমরা খেদিত ও নম্রান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী হও। কিন্তু কেহ বিবেচনা করিল না ও তাঁহার ক্রোধ ও দণ্ডের আরম্ভ বিষয়ে মনোযোগ করিল না তাহাতে তিনি ত্যাগ

করিয়া গেলেন তাঁহাকে যাইতে আপন চক্ষুতে দেখিলাম তোমরা এইক্ষণে শ্লাঘা করিতেছ বটে কিন্তু তোমরা বলহীন হইয়াছ। শিমশোনের মস্তক মুণ্ডিত হওনের পূর্ব্বে তাহার কেশ স্কন্ধপর্য্যন্ত পড়িত তখন বলবান ছিল। মস্তক মুণ্ডিত হইলে সে বলহীন হইল (বিচার। ১৬।। ৯।) তদ্রূপই তোমরা। এই ভোজের কর্ত্তার সহিত তোমরা আলস্য ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ বলপ্রকাশের মনস্থ করিতে পার বটে। কিন্তু ইমানুএল ছাড়া তোমরা কিছু করিতে পার না। তিনিই গিয়াছেন অতএব ভোজন পানের পরিবর্ত্তে কোঁকান আমোদ আহ্লাদের পরিবর্ত্তে বিলাপ করা উচিত।

এই সকল কথা শুনিয়া নগরের পূর্ব্বকালীন অধ্যাপক এইক্ষণে অধীন ধর্ম্মোপদেশক বিবেক চেতনা পাইয়া এই প্রকার কথা কহিতে লাগিল।

ভাইরে বোধ করি ঐশ্বরিকভয়ের কথা সত্য। আমি অনেক কালাবধি রাজাকে দেখি নাই। আর শেষ কোন দিনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম তাহাও মনে নাই। আর ঐশ্বরিকভয় যে২ বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাহারও উত্তর করিতে পারি না। বোধ হয় নরাত্মার অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিল।

ঐশ্বরিকভয় কহিল। তোমরা রাজাকে নরাত্মার মধ্যে পাইবা না। তিনি প্রস্থান করিয়াছেন প্রাচীনেরদেরই দোষপ্রযুক্ত এবং তিনি অনুগ্রহ করিলেও লোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে এইপ্রযুক্ত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া বিবেক অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন হইল ঘরের মধ্যে যত জন ছিল সকলেই

অত্যন্ত ভীত হইয়া বিবর্ণমুখ ও মলিন হইল কেবল কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা কিছু ভয় করিল না। সে অন্য ঘরে প্রবেশ করিল কেননা এই সকল কথা তাহার ভাল লাগিল না। অন্য সকল লোক কিঞ্চিৎ চেতনা পাইলে পর ঐশ্বরিকভয়ের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এইক্ষণে আমারদের কর্ত্তব্য কি। যে ব্যক্তি আমারদিগকে এমন দোষেতে মগ্ন করিয়াছে তাহার প্রতি কি করি আর ইমানুএল আমারদের প্রতি পুনর্ব্বার দয়া করেন এই নিমিত্তেই বা কি করি।

তাহাতে নরাত্মার মধ্যে ভাক্ত আচার্য্যেরা উপস্থিত হইয়া ভ্রান্তিতে ফেলিবার উদ্যোগ করিবে যুবরাজের এই বাক্য তাহারদের মনে উদয় হইল। অতএব ঐ কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতাই সেই ভাক্ত আচার্য্য জ্ঞান করিয়া ঘরে আগুন দিয়া তাহাকে পুড়িয়া মারিল। যেহেতুক সেই ব্যক্তি দ্যাবলীয় জাতি।

পরে তাহারা অতিশীঘ্র ইমানুএলের অন্বেষণ করিতে গেল (পরমগীত ৫ ॥ ৬।) কিন্তু পাইল না। তাহাতে তাহারা ঐশ্বরিকভয়ের বাক্য নিতান্ত সত্য জ্ঞান করিল ও আপনারদেরই অতিদুষ্ট ও অধর্ম্ম কর্ম্মপ্রযুক্ত আপনারদিগকে বিলক্ষণরূপে ধিক্কার করিতে লাগিল। আর তাহারা দেখিল রাজা নিতান্ত আমারদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন।

পরে তাহারা ইমানুএলের নিকটে প্রার্থনাপত্র লিখিতে বাঞ্ছা করিয়া ঐক্যবাক্য হইয়া প্রধানকার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে গমন করিয়া পত্র লিখিবার পাঠ তাঁহার স্থানে জানিতে চাহিল। কেননা তিনি আচার্য্য ও ইমানুএল কোথায় গিয়াছেন তাহা বলি-

তে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা ঐ কার্য্যনির্ব্বাহকের বাক্যে অবধান করিল না ও অনুপযুক্ত ক্রিয়াতে তাঁহার দুঃখ জন্মাইয়াছিল সেহেতুক তিনি তাহারদের সঙ্গে সে বিষয়ে কথা কহিলেন না রাজবাটীতেও আসিতে দিলেন না। তাহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করিলেন না (য়িশ।৬৩॥১০। ইফি।৪॥৩০। ১ থিষ। ৫॥১৯।)

নরাত্মার বোধে সেই দিবস অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময় হইল। তাহারা মনে২ জানিল আমরা বড় মূর্খ কল্পিতনির্বিঘ্নতার সঙ্গে প্রণয় করিয়া ও তাহার প্রতারণা বাক্যেতে ভুলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। পরে কি হইবে তাহা জানি না। তৎকালে তাহারা ঐশ্বরিকভয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতে লাগিল প্রায় আচার্য্যতুল্য জ্ঞান করিল।

বিশ্রামবারে তাহারা দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ শুনিতে গেল। সেই দিনে উপদেশক বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। বিবেক যে পদ ধরিয়া উপদেশ দিল তাহা য়োনাহ্ আচার্য্যের ২॥৭। যথা "যাহারা মিথ্যা ও অসার বস্তু মানে তাহারা আপন২ মঙ্গল পরিত্যাগ করে।" সেই দিনে উপদেশকের বাক্যের যে প্রভাব ও লোকেরদের মুখের যেরূপ মালিন্য দেখা গেল তত্তুল্য প্রায় কখনই দেখা কি শুনাও যায় নাই। ঐ উপদেশ শুনিয়া লোকেরা খেদেতে প্রায় ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিল না আর সপ্তাহে আপনারদের সাংসারিক কর্ম্ম করিতেও প্রায় অক্ষম হইল। তাহারা মনেতে অত্যন্ত আঘাত ও বেদনা পাইয়া কি করিতে হবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। উপদেশক সেই দিনে নরাত্মার দোষ

প্রকাশ করিতেং আপনিও নিজ দোষের ভয়েতে কাঁপিতেং পুনঃং কহিল হায় আমি অতি দুর্ভাগা। আমি এমন কুকর্ম্ম কেন করিলাম। আমি উপদেশক ব্যবস্থার শিক্ষা দিবার জন্যে যুবরাজ আমাকে নিযুক্ত করেন তবে আমি অচেতনরূপে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি পাপিদের মধ্যে প্রায় প্রথমই আমি। আর এই কর্ম্ম নিষেধ করা আমার অধিকার বটে অতএব লোকের-দিগকে উচ্চস্বরে দোষ দেখান আমার উচিত। তাহা না করিয়া সেই দোষরূপ পঙ্কেতে গড়াগড়ি দিলেও আমি নিবারণ করিলাম না শেষে ইমানুএল তৎপ্রযুক্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল দোষের ঝুঁকী নরাত্মার কুলীন ও প্রধানং লোকেরদের উপরেও আছে। উপদেশকের এই সকল কথা শুনিয়া তাহারাও অত্যন্ত অস্থির হইল।

এমন সময়ে নরাত্মার মধ্যে পীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল প্রায় সকল লোকই রোগী হইল। তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষেরা ও সেনারা অনেক কালপর্য্যন্ত অতিশয় দুর্বল হইল। সেই সময়ে যদি নগরের প্রতিশত্রুরা আক্রমণ করিত তবে কি নগরীয় লোক কি সেনাপতিরা কেহ কিছুই করিতে পারিত না। (প্রকা। ৩।২।) নরাত্মার পথে ঘাটে পীড়াতে বিবর্ণময় ও দুর্ব্বল হস্ত ও কম্পমান হাঁটু ও অস্থির পা দেখা গেল। এক দিগে কোঁকানি অন্যদিগে দীর্ঘ নিশ্বাস আর এক স্থানে মূর্চ্ছাপন্ন লোক এই প্রকার সর্ব্বত্র।

আরো ইমানুএল যে বস্ত্র দিয়াছিলেন তাহার কতকের একং ভাগ ফাড়া আর কতক ছিঁড়িয়া রহিল সকলই অতি কদর্য্য। কতক জনের বস্ত্র এমন ঝিল-

মিলে হইল যে কাঁটার গাছ লাগিলে একেবারে ছিঁড়িয়া যায়।

এই প্রকারে কতক কাল গেলে দ্বিতীয় উপদেশক কহিল আমারদের এক দিবস উপবাস করিয়া নম্রান্তঃকরণে শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্রের নিকটে পাপ স্বীকার করা উচিত। আর বিনেরেগশ সেনাপতির কাছে প্রার্থনা করিল তুমি সেই দিনে লোকেরদিগকে উপদেশ কর। তিনি সম্মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই কথার বিষয়ে উপদেশ করিলেন যথা কেন মিথ্যা স্থান যোড়া করিয়া থাকে। কাটিয়া ফেল। (লুক ১৩।৭।) উত্তমরূপেও উপদেশ করিলেন। তদ্বিষয়ে তিনি এই২ কথা কহিলেন। প্রথমে ঐ কথা কহিবার কারণ অর্থাৎ ডুম্বর বৃক্ষ অফলা এই হেতুক। দ্বিতীয় দণ্ডের বিষয়ে বলিলেন অর্থাৎ ফল যদি না ধরে তবে কাটিয়া ফেলিতে হইবেক তাহাতে প্রমাণ যে মানুষের মন না ফিরিলে তাহার সমপূর্ণ নাশ হইবেক। তৃতীয় বিষয় এই দণ্ডাজ্ঞা কে দিয়াছিলেন অর্থাৎ শাদাই রাজা আপনি দিয়াছিলেন। শেষে ঐ দণ্ডের কারণ দেখাইলেন পরে উপদেশ সমাপ্ত করিলেন। ঐ সকল কথার ভাব লোকেরদের প্রতি বর্ত্তাইলে বিনেরেগশ অত্যন্ত শক্ত কথা কহিলেন তাহাতে নরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। উপদেশক পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়াছিল তাহাতে লোকেরদের চেতনা জন্মিয়াছিল এই উপদেশেতে ঐ কথা আরো শক্তরূপে লাগিল। তাহাতে নগরের চারি দিগে বিলাপ ও শোক ও মহাদুঃখ হইল।

উপদেশ শুনিলে পর তাহারা একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল এইক্ষণে কর্ত্তব্য কি। দ্বিতীয় উপ-

দেশক কহিল আমি আপন বুদ্ধিতে কিছুই করিব না ঐশ্বরিকভয়ের পরামর্শ লইতে হইবেক। তাহাতে ঐশ্বরিকভয়কে ডাকিতে গেলে সে তৎক্ষণে আইল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আমারদের এই দশায় কর্ত্তব্য কি। বৃদ্ধ ঐশ্বরিকভয় কহিল আমার পরামর্শ এই এই দুঃখের কালে নরাত্মার সমস্ত লোক অতি নম্র বাক্যেতে প্রার্থনা পত্র লিখিয়া যুবরাজের নিকটে পাঠাও তাহাতে এই প্রার্থনা কর আপনি অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া আমারদের নিকটে ফিরিয়া আইসেন চিরকাল ক্রুদ্ধ না থাকেন।

নগরীয় লোকেরা তাহার পরামর্শমতে সেই সময়েই প্রার্থনা পত্র লিখিল। পরন্তু কাহার দ্বারা পাঠান যায় এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল নগরাধ্যক্ষের দ্বারা কর্ত্তব্য। তাহাতে অধ্যক্ষ পত্র লইয়া শাদাইর রাজবাটীতে গেল যেহেতুক নরাত্মার যুবরাজ তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবাটীর দ্বার বন্ধ তথায় প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রযুক্ত অধ্যক্ষ অনেক কাল দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিল। (বিল।৩॥৮, ৪৪।) পরে সেই অধ্যক্ষ কএক জনকে কহিল তোমরা যুবরাজের নিকট গিয়া কহ নরাত্মার নগরাধ্যক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে আপনার নিকটে প্রার্থনা পত্র আনিয়াছে। তাহাতে এক জন গিয়া শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলকে কহিল নরাত্মা নগরের অধ্যক্ষ রাজবাটীর বাহিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। তাহার আসিবার অভিপ্রায়ও রাজাকে ও তাঁহার পুত্রকে জানাইল। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া আইলেন না দ্বার খুলিয়া দিবার অনুমতিও দিলেন

না কেবল এই উত্তর করিলেন। তুমি তাহাকে কহ নরাত্মার লোকেরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে আপনারদের পৃষ্ঠদেশ আমার প্রতি দেখাইয়াছে এইক্ষণে দুঃখের কালে তাহারা কহে উঠ আমারদের ত্রাণ কর। তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতাকে আপনারদের অধ্যক্ষ ও প্রভু ও রক্ষক করিয়াছিল এখন কি তাহার কাছে যাইতে পারে না। তাহারদের মঙ্গলের কালে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে দুঃখের কালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহে। (য়িরি।২॥ ২৭,২৮।)

এই উত্তর পাইলে নগরাধ্যক্ষের মুখ মলিন হইল ও অতিশয় দুঃখিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা দ্যাবলীয় লোক। দ্যাবলীয়েরদের সহিত আলাপ করণের এই ফল বটে। এইক্ষণে আমি ও নরাত্মার অন্য লোকেরা রাজবাটীহইতে উপকার পাইতে পারিব না। তাহাতে অধ্যক্ষ আপন বক্ষে করাঘাত ও ক্রন্দন ও নরাত্মার বিষয়ে বিলাপ করিতে২ ফিরিয়া গেল।

নগরের নিকটে আইলে নরাত্মার প্রাচীনেরা ও প্রধানেরা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিতে বাহিরে আইল। অধ্যক্ষ বিলাপ করিতে২ সকল বৃত্তান্ত জানাইল সকলেই চীৎকার ও ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২ মস্তকে ভস্ম ও ধুলা মাখিয়া ও চট গায়ে দিয়া চীৎকার শব্দ করিতে২ নগরের সমস্ত পল্লিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নগরের অন্য২ লোকেরাও তাহা দেখিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। অতএব নরাত্মার পক্ষে সেই দিন তিরস্কারভোগ ও দুঃখ ও অত্যন্ত শোকের নিমিত্তেই হইল।

এই প্রকারে কতক কাল গেলে তাহারা কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া অধিক কি কর্ত্তব্য ইহার পরামর্শ করিতে সভা করিল। অতএব তাহারা পুনরায় ঐশ্বরিকভয়ের স্থানে পরামর্শ প্রার্থনা করিলে সে কহিল তোমরা যাহা করিয়াছ তদ্ভিন্ন উপায় নাই। রাজবাটীতে তোমারদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া নিরাশ হইও না। পুনঃ২ তিরস্কার ভোগ হইলেও কিম্বা কোন উত্তর না পাইলেও নিরাশ হইও না। যেহেতুক শাদাই রাজার অনন্ত দয়া। তিনি লোকেরদের প্রতি এই প্রকার করিয়া থাকেন। অনেক কাল প্রার্থনার উত্তর না দিয়াও থাকেন। তাঁহার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা দুঃখি লোকেরদের উচিত। (গীত ২৫।।৩। ২৭॥১৪। ৩৭॥৭। ৬২॥৫। বিল।৩॥২৬। হোশ। ১২॥৬।)

এই কথাতে তাহারা সাহস পাইয়া পুনঃ২ লোক প্রেরণ করিল দিনে২ ঘণ্টায়২ পথি মধ্যে দূতেরা নরাত্মার ক্ষমা পাইবার ও যুবরাজের প্রত্যাগমনের প্রার্থনা পত্র লইয়া যাইতেছে ও ফিরিয়া আসিতেছে। এই প্রকারে সেই শীতকাল গেল। (পরমগীত ২॥১১। য়িরি।৩॥১২,২৪।)

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ইমানুএল নরাত্মা নগর অধিকার করিলে পর নূতন নিয়ম করিলেও দ্যাবলীয় অনেক জন লোক নগরের কোন২ গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকিল। ইহারদের কএক জন দ্যাবল যখন নগরে আক্রমণ করিল তখন তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল পরে কেহ২ নগরীয় কোন২ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিল তাহাতে সন্তান জন্মিয়া নগরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইহারা নগরের প্রাচীরের নিকটে

কি মধ্যে কিম্বা নীচে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া থাকিত। তাহারদের কতক জনের নাম এইং। পরদার-গমন। ব্যভিচার। হত্যা। কোপ। কামুকতা। প্রবঞ্চনা। কুদৃষ্টি। ঈশ্বরনিন্দা ও বৃদ্ধ অতিদুষ্ট লোভ। ইমানুএল গড়হইতে দ্যাবলকে তাড়িয়া দিলে পরও ইহারা ও অন্যান্য অনেক জন নরাত্মা নগরে থাকিল।

ইহারদের বিষয়ে সুশীল যুবরাজ শ্রীইচ্ছাকে ও অন্যান্য লোককে নরাত্মার সকলকেই আজ্ঞা দিয়াছিলেন তোমরা তাহারদের যত ব্যক্তিকে ধরিতে পার তাহারদিগকে ধরিয়া নষ্ট কর যেহেতুক তাহারা জাত দ্যাবলীয় আমার শত্রু। অবশ্য মঙ্গল প্রাপ্ত নরাত্মা নগরের নাশ করিতে চেষ্টা করিবে। হায়ং নরাত্মা এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিল না ঐ দ্যাবলীয়েরদিগকে ধরিয়া নষ্টও করিল না। তাহাতে ঐ দুষ্টেরা সাহস পাইয়া ক্রমে নগরীয় লোকেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। আরো শুনিতে পাইয়াছি নগরীয় লোকেরা তাহারদের কতক জনের সঙ্গে অতিশয় প্রণয় করিল তাহাতে নগরের অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল। তদ্বিস্তারিত পরে লিখিব।

ত্রয়োদশাধ্যায়।

নরাত্মার লোক পাপ করিয়া যুবরাজ ইমানুএলের ক্রোধ জন্মাইয়াছে তিনিও প্রস্থান করিয়াছেন দেখিয়া দ্যাবলীয় প্রধানং লোকেরা নরাত্মার বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিল। অতএব তাহারা অপচয় নামক এক জন দ্যাবলীয়ের বাটীতে একত্র হইয়া নরাত্মাকে পুনর্ব্বার দ্যাবলের হস্তগত কিরূপে করাইতে পারে এই বিষয়ের মন্ত্রণা করিল। তাহাতে প্রত্যেক জন আপনং বিবেচনাক্রমে এক জন এক মত অন্য জন অন্য মত প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষে কামুকতা কহিল নগরনিবাসি আমারদের কএক জন নগরজাত লোকেরদের ঘরে চাকরের কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করুক। যদি তাহারা আমারদিগকে কর্ম্ম দেয় তবে আমরা উদ্যোগ করিলে প্রভু দ্যাবল যাহাতে অতি সহজে নগরের অধিকার পান এমন উপায় করিতে পারিব। হত্যা কহিল কিন্তু এই সময়ে এই কর্ম্ম হইতে পারে না কেননা কল্পিতনির্ব্বিঘ্নতা তাহারদিগকে একবার ফাঁদে ফেলিয়াছে তাহাতে যুবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অতএব যাহারদের দ্বারা দুঃখ জন্মিয়াছে তাহারদিগকে নষ্ট না করিলে রাজা তাহারদের প্রতি কিপ্রকারে প্রসন্ন হইবেন। তাহারা আমারদিগকে পাইলেই ধরিয়া নষ্ট করিবার আজ্ঞা পাইয়াছে। আমরা মরিলে তাহারদের ক্ষতি করিতে পারিব না। বাঁচিলে পারিব। অতএব আমরা শৃগালের মত ধূর্ত্ত হই।

ইত্যাদি তর্ক বিতর্ক হইলে শেষে এই স্থির করিল

দ্যাবলের নিকটে পত্র পাঠাই তাহাতে নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থা ও নগরের প্রতি রাজপুত্রের ক্রোধ হইয়াছে ইহা জানাই। কেহ২ কহিল তদতিরিক্ত আমারদের মানস জ্ঞাত করাইয়া তাহার পরামর্শ প্রার্থনা করা উচিত।

তদনুসারে পত্র প্রস্তুত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই।

পাতালবাসি মহাপ্রভু দ্যাবল শ্রীচরণেষু।

ও হে পরম পিতঃ হে বলবন্ত রাজা দ্যাবল জানিবেন আমরা আপনকার ভক্ত প্রজা অদ্যাপি নরাত্মা নগরে বাস করিতেছি। আমরা আপনহইতে জন্মিয়াছি ও আপনহইতে আমারদের প্রতিপালন হইতেছে। অতএব এই নগরীয় লোকেরা আপনাকে যে প্রকার অনাদর অপমান নিন্দাদি করিয়া থাকে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমরা অতিশয় দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতেছি। আপনিও নিকটস্থ নহেন ইহাতে আমারদের অত্যন্ত ক্ষতি হয় তৎপ্রযুক্ত খেদযুক্ত হই।

এইক্ষণে পত্র লিখিবার অভিপ্রায় এই। আপনি এই নগরে পুনরায় বাস করিতে পারিবেন এমন দৃঢ় আশা হইতেছে। যেহেতুক নগরের লোকেরা রাজপুত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়াছে তাহাতে তিনি তাহারদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে তাহারা বারম্বার দূত প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি আইসেন না তাহারদিগকে মঙ্গলের উত্তরও দেন না।

আরো কতক দিনাবধি লোকেরা অতিশয় পীড়িত ও দুর্ব্বল হইতেছে। কেবল ক্ষুদ্র২ লোকেরা নয় প্রধান২ লোকেরা ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা ও ভদ্র২ লোকসকলেরই তদ্রূপ। দ্যাবলীয় আমরাই কেবল সুস্থ ও

বলবান আছি। অতএব একপক্ষে তাহারদের দোষ পরপক্ষে তাহারদের পীড়া দেখিয়া বোধ করি আপনি অতি সহজে তাহারদিগকে জয় করিয়া এদেশ অধিকার করিতে পারেন। অতএব এদেশে আসিয়া অধিকার করিবার উদ্যোগ করা যদি আপনকার ও আপনার সঙ্গি প্রধান২ লোকেরদের অসীম চতুরতাতে উপযুক্ত বোধ হয় তবে আমারদিগকে সম্বাদ দিউন আমরাও এই নগর আপনকার হাতে সমর্পণ করিবার বিষয়ে সাধ্যমতে উদ্যোগ করি ইহাতে ত্রুটি করিব না। যদি উপযুক্ত না হয় তবে আমারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সংক্ষেপে জ্ঞাত করাইবেন আমরা ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আপনকার পরামর্শমতে কার্য্য করিব।

অপচয় এখনও বর্ত্তমান আছে ও এই সুন্দর নগরে বাস করিতেছে তাহার ঘরে একত্র হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক পত্র লিখিলাম তাহাতে স্বাক্ষরও করিলাম। ইতি তাং অমুক।

ধর্ম্মনিন্দক এই পত্র লইয়া গেল। সে নরকদ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে দ্বারে ঘা দিল। তাহাতে সর্ব্বিরস নামক দ্বারী ঐ দ্বার খুলিলে ধর্ম্মনিন্দক তাহার হাতে পত্র দিল। সে পত্র লইয়া প্রভু দ্যাবলের নিকটে গিয়া কহিল হে প্রভো নরাত্মাহইতে ও নরাত্মার আমারদের বিশ্বস্ত বন্ধুগণের নিকটহইতে এই সম্বাদ পত্র আসিয়াছে।

তাহাতে নরাত্মার সম্বাদ শুনিবার জন্যে বালজিবুব ও লুসিফর ও আপল্ল্যন ও অন্যান্য দুরাত্মারা একত্র হইলে পত্র পাঠ করা গেল। সর্ব্বিরস নিকটে দাঁড়াইল। পত্র পাঠ হইলে পর ও গভীর স্থলের

সর্ব্বত্র সম্বাদ প্রকাশ হইলে অতিশীঘ্র মরার ঘণ্টা বাজাইবার আজ্ঞা হইল। ঘণ্টা বাজিল ও নরাত্মার সর্ব্বনাশ হইতে পারে বলিয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। নরাত্মা আমারদের সঙ্গে বাস করিবে নরাত্মার নিমিত্তে স্থান কর ঘণ্টার ধ্বনির এই মর্ম্ম বোধ হইল।

এই ভয়ানক কর্ম্ম করিলে পর নরাত্মার বন্ধুরদের নিকট যে উত্তর দিবে এই বিষয় তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল। কোন২ লোকের একরূপ অন্য২ লোকের অন্যরূপ পরামর্শ। শেষে অতিত্বরার কর্ম্ম বলিয়া তাহারা দ্যাবলের প্রতি ভার অর্পণ করিল যেহেতুক সে ঐ স্থানের প্রকৃত প্রভু। অতএব দ্যাবল পত্রের উত্তর লিখিয়া ধর্ম্মনিন্দকের হাতে দিল। ঐ পত্রের মর্ম্ম এই।

নরাত্মা নগরনিবাসী আমারদের সজাতীয় ভদ্র ও মহৎ দ্যাবলীয়েরদের প্রতি নরাত্মার রাজা দ্যাবলের পত্র। তোমরা আমার প্রতি স্নেহ ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া নরাত্মার নাশার্থে যে সকল মনস্থ ও উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র করিতেছ তাহা ত্বরায় সফল হয় এই আমার ইচ্ছা।

পরদারগমন ব্যভিচার প্রভৃতি অতিপ্রিয় বালক ও শিষ্যগণ তোমরা আমার বিশ্বাসপাত্র ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছিলা তাহা পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। নরাত্মার মধ্যে বন্ধুগণ অদ্যাপি আছে ও নগরের নাশ করিয়া আমারদের সম্ভ্রম ক্ষতির প্রতিহিংসা করিতে যাহারা উদ্যোগ করে এমন লোক আছে এমত সম্বাদ পাইয়া আমরা আনন্দপ্রযুক্ত ঘণ্টা বাজাইলাম। আর লোকেরা

পাপে পড়িয়াছে ও রাজা বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমারদের অতিশয় আনন্দ হয়। তাহারদের পীড়া হইতেছে ও তোমরা সুস্থ ও বলবান আছ ইহা শুনিয়াও অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে এই ক্ষণে নগর অধিকার করিতে পারিলে পরম সন্তুষ্ট হই। তোমরা সাহসপূর্ব্বক যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা সিদ্ধ করিয়া বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আমরা আপনারদের দুর্ব্বুদ্ধি ও মন্ত্রণা ও নারকী পরামর্শ ও কৌশলক্রমে সাধ্যমতে উদ্যোগ করণের ত্রুটি করিব না।

হে আমারদের ঔরসজাত সন্তানেরা তোমারদের সান্ত্বনার নিমিত্তে ইহাও জানাই কোন কৌশলক্রমে নগর অধিকার করিতে পারিলে আমরা তোমারদের শত্রুদিগকে খড়্গদ্বারা নষ্ট করিয়া তোমারদিগকে নগরের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ করিব। এইবার নগর পাইলে কেহই আমারদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। আমরা অধিক সৈন্য লইয়া আসিব ও দৃঢ়রূপে নগরের অধিকার করিব। বিশেষতঃ ইমানুএল রাজার এই নিয়ম নগরে দ্বিতীয়বার আমারদের অধিকার হইলে চিরকালেই থাকিবে। (মাতি।১২॥৪৩-৪৫।)

অতএব হে আমারদের বিশ্বাসপাত্রগণ তোমরা নগরের দুর্ব্বলতা বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান কর ও বিশেষমতে তত্ত্ব লও। আরো তাহারদিগকে অধিক দুর্ব্বল করিতে উদ্যোগ কর। আর ঐ নগর অধিকার করিতে যে উপায় করা উচিত তাহা জানাইবা। কি লোকেরদিগকে লাম্পট্য করাইলে হয় কিম্বা মনে সন্দেহ ও নিরাশ জন্মাইলে কিম্বা অহঙ্কার ও অভিমানরূপ বারুদদ্বারা উড়াইয়া ফেলাইলে হয় ইহা বিশেষমতে জানাইবা। হে সাহসিক দ্যাবলীয়েরা ও

গভীরস্থলের প্রকৃত সন্তানেরা আমরা বাহিরহইতে আক্রমণ করিতে গেলে তোমরাও ভিতরে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হও। এইক্ষণে তোমরা অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে যত্ন কর আমরাও আপনারদের সাধ্যপর্য্যন্ত ইষ্টসিদ্ধ করি। নরাত্মার শক্র যে মহা দ্যাবল যে বিচারের দিন হইবে তাহার অপেক্ষায় কাঁপে তাহার এই ইচ্ছা। গভীর স্থলের আশীর্ব্বাদ তোমারদের প্রতি হউক ইতি।

অন্ধকারময় স্থানের সকল প্রধান২ লোক ঐক্য-বাক্য হইয়া গভীর স্থলের দ্বারের নিকটে এই পত্র লিখিয়া আমারদের অবশিষ্ট বল ও পরাক্রমস্বরূপ নরাত্মা নগরস্থ লোকেরদের নিকটে ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা প্রেরণ করিলাম।

ধর্ম্মনিন্দক ঐ পত্র লইয়া নগরে উপস্থিত হইয়া অ-পচয়ের বাটীতে গেল। যাহারা নগর নাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল তাহারা সেই স্থানে সভা করিয়া পরামর্শ করিতেছিল। দূত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। পরে ধর্ম্মনিন্দক তাহারদের হাতে পত্র দিলে তাহারা পাঠ করিয়া পত্রের ভাব বিবেচনা করিলে পরম আনন্দ পাইল। পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল বন্ধুর-দের কি সম্বাদ দ্যাবল লুসিফর বালজিবুব ইহারা ভাল আছে। ধর্ম্মনিন্দক কহিল সকলেই ভাল আছে তাহারদের অবস্থানুসারে ভাল আছে বটে। আ-রো তোমারদের পত্র পাঠ করিয়া তাহারা মহাহৃষ্ট হইয়া ঘণ্টা বাজাইল এই পত্র পাঠ করিয়া অবশ্য তাহা জানিয়াছ।

পত্র পাঠ করিলে পর দ্যাবল তাহারদের কার্য্য

বিষয়ে আশ্বাস দিতেছে দেখিয়া নরাত্মার নাশ করিবার কল্পনা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে এই বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিল। প্রথমে এই স্থির করিল নরাত্মা আমারদের কল্পনা কোন রূপে না জানে। পরে কি উপায় করিয়া নরাত্মার নাশ করিতে পারিব এই বিষয়ে পরামর্শ করাতে একের একমত অন্যের অন্য মত হইল। শেষে প্রবঞ্চনা কহিল হে প্রকৃতদ্যাবলীয় বন্ধুগণ প্রভুরা ও গভীরস্থলের প্রধানং মহাশয়েরা তিন উপায় লিখিয়া দিয়াছেন।

প্রথম। নরাত্মাকে লম্পট ও অভিমানি করা।

দ্বিতীয়। তাহারদের মনে সন্দেহ ও নিরাশ জন্মান।

তৃতীয়। তাহারদিগকে অহঙ্কার ও অভিমানরূপ বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া।

ইহার মধ্যে যে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে হবে। বোধ করি তাহারদের অহঙ্কার জন্মাইলে আমারদের কিঞ্চিৎ উপকার হয় ও তাহারদিগকে লম্পট করিতে পারিলে ভাল উপকার হয়। কিন্তু তাহারদিগকে নিরাশ করিতে পারিলে একেবারেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যেহেতুক নিরাশ হইলে ইমানুএল নিতান্ত আমারদিগকে স্নেহ করেন কি না ইহার সন্দেহ হইবে তাহাতে রাজা অতিশয় বিরক্ত হইবেন। আরো নিরাশ হইলে তাহারা তাঁহার নিকটে আর প্রার্থনাপত্র পাঠাইবে না। তাহার পর আর উপকার পাইবার উপায় হইবেক না বরং তাহারা কহিবে পণ্ডশ্রম করাহইতে কিছুই না করা ভাল। প্রবঞ্চনার এই পরামর্শ সকলে উত্তম জ্ঞান করিল।

কিন্তু কিরূপে এই কর্ম্ম করিব। প্রবঞ্চনা কহিল আমার পরামর্শ এই। আমারদের মধ্যে যাহারা রা-

জার সেবা করণে প্রাণপণ করিতে উদ্যত এমন কএক জন ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া নামপরিবর্ত্তন করুক পরে দূর দেশী লোকের মত হইয়া হাটে গিয়া দাঁড়াউক ও নরাত্মা অতি প্রসিদ্ধ ইহাতে এই নগরে কোন কর্ম্ম চাহি এইকথা জানাউক পরে কেহ কর্ম্ম দিলে তাহারা ছলনা করিয়া ঐ প্রভুর সেবা ভালমতে করুক। এমন করিলে তাহারা অত্যল্প কালে নগরের লোককে অতিশয় মলিন ও দুষ্ট করিতে পারিবে তাহাতে রাজা আরো বিরক্ত হইবেন আর শেষে তাহারদিগকে আপন মুখহইতে উদ্গীর্ণ করিবেন। তাহা হইলে দ্যাবল রাজা অতি সহজে তাহারদিগকে গ্রাস করিবেন বরং তাহারাই স্বেচ্ছাতে ভোক্তার মুখে পড়িবে।

এই পরামর্শেতেই দ্যাবলীয় সকল লোক একেবারে সম্মত হইয়া ঐ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সকলে গেলে পাছে ভাব প্রকাশ হয় অতএব তাহারা তিন জনকে নিযুক্ত করিল তাহাবদের নাম এই২ লোভ ও কামুকতা ও কোপ। লোভ কহিল আমার নাম পরিমিতব্যয়দ্বারা-উন্নতি। কামুকতা অক্ষতিকর-আমোদ নাম গ্রহণ করিল। কোপ কহিল আমার নাম সদ্ব্যগ্রতা। এই তিন জন মোটা বলবান। হাটের দিনে তাহারা মেষের লোমের বস্ত্র পরিয়া হাটের মধ্যে গেল। তাহারদের ঐ বস্ত্র প্রায় নরাত্মার লোকেরদের বস্ত্রের মত।

ঐ তিন জন নরাত্মার ভাষাও ভালমতে কহিতে পারে। অতএব হাটে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে অল্পকালেই সকলের কর্ম্ম হইল কেননা তাহারা অল্প বেতন লইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিল।

পরিমিতব্যয়দ্বারা-উন্নতি নামক ব্যক্তিকে মন কর্ম্ম

দিল। ঐশ্বরিকভয় সদ্ব্যগ্রতাকে কর্ম্ম দিল। অক্ষতিকর-আমোদ কিছু গৌণে কর্ম্ম পাইল যেহেতুক নগরীয় লোকেরা সে সময়ে শোকাকুল হইয়া উপবাস করিতেছিল। উপবাসের কাল প্রায় গত হইলে শ্রীইচ্ছা তাহাকে সাধারণ চাকরের কর্ম্ম দিল। এইরূপে তিন জনেরই কর্ম্ম হইল।

ঐ দুষ্টেরা নরাত্মার লোকেরদের বাড়িতে কর্ম্ম পাইয়া অত্যন্ত দুষ্টতা করিতে লাগিল। তাহারা অতি দুরাচার ও ধূর্ত্ত হইয়া যে পরিবারের কাছে ছিল তাহার লোককে ও স্বং প্রভুপর্য্যন্তকে কুপথে লওয়াইতে লাগিল। বিশেষতঃ পরিমিতব্যয়দ্বারা-উন্নতি ও অক্ষতিকর-আমোদ এই দুই জন অত্যন্ত দুষ্টতা করিল। সদ্ব্যগ্রতা নাম যে ধারণ করিল সে জন প্রভুর প্রিয়পাত্র হইল না। প্রভু তাহাকে ছদ্মবেশী দুষ্ট জানিলে সে অতিশীঘ্র পলাইল। না পলাইলে বুঝি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইত।

ঐ দুষ্টেরা অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে ও সাধ্যমতে নগরীয় লোকদিগকে দুষ্ট করিলে তাহারা পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল দ্যাবল বাহিরহইতে আমরা ভিতরহইতে উদ্যোগ করিয়া কোন্ সময়ে নরাত্মার অধিকার করিতে পারিব। তাহাতে সকলে কহিল হাটের দিনে করিতে পারিলে ভাল হয় ঐ দিনে নগরীয় সকল লোক আপনং ক্রয় বিক্রয়েতে ব্যস্ত থাকে। লোকেরদের মন সাংসারিক কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিলে তাহারদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করা যায় এই নিত্য নিয়ম জানিবা। (লুক ২১॥৩৪।) আরো তাহারা কহিল এমন দিনে আমরা বন্ধু ও প্রভুরদের পক্ষে উদ্যোগ করিলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। আর

হাটের দিনে আমারদের উদ্যোগ সফল না হইলেও যদি লোকেরা আমারদিগকে ধরিতে চাহে তবে ভিড়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে লুকিয়া পলাইতে পারি। কেহ লাগাইল পাবে না।

এই সকল বিষয় স্থির করিয়া তাহারা দ্যাবলের নিকট পত্র লিখিয়া ধর্ম্মনিন্দককে পাঠাইল। সেই পত্রের সার এই।

নরাত্মা নগরের প্রাচীর ও তন্নিকটস্থ গহ্বর ও আশ্রয় ও দুর্গ নিবাসি লম্পটতার প্রধানগণ আমরা মহা ও বলবন্ত দ্যাবলের নিকটে নমস্কার জানাইতেছি।

হে মহা প্রভো ও জীবন প্রতিপালক দ্যাবল নরাত্মার বিনাশ করিবার উদ্যোগেতে আপনি সাহায্য করিতে সম্মত ও প্রস্তুত আছেন এই সম্বাদ পাইয়া আমারদের যে আনন্দ হইল তাহার কি বলিব। যাহারা আমারদেরই মত সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের চিহ্নেরও শত্রু তাহারাই কেবল জানে। (গাল। ৫॥ ১৭।)

নরাত্মার বিনাশ করিতে আপনি উদ্যোগ ও মন্ত্রণা ও চেষ্টা করিতে যে আশ্বাস দিলেন তাহার কি প্রয়োজন। আমারদের শত্রুরদিগকে ও যাহারা আমারদের প্রাণ দণ্ড করিতে চাহে তাহারদিগকে পায়ে পড়িয়া মরিতে দেখিলে কি পলাইতে দেখিলে আনন্দ কি হবে না। অতএব আপনি ও আমরা যাহাতে এই কর্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতে পারি এমন উপায় আমরা আপনারদের চতুরতানুসারে চেষ্টা করি।

প্রথমে আপনি নরকের উপযুক্ত ধূর্ত্ততাক্রমে যে তিন উপায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম অহঙ্কাররূপ বারুদেতে নগর

উড়াইয়া দেওয়া ভাল বটে ও তাহারদিগকে লম্পট ও অভিমানি করিলে অনেক উপকার হয় কিন্তু তাহারদিগকে নিরাশ করিতে পারিলে অতি উত্তম হয়। অতএব আমরা আপনকার আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া এই কার্য্য করিবার দুই উপায় স্থির করিলাম। প্রথম আমরা লোকেরদিগকে সাধ্যপর্য্যন্ত দুরাচার করিব পরে আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অতি পরাক্রান্ত সৈন্যসহিত আসিয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিবেন আমরা নগরে থাকিয়া সাহায্য করিব। আরো যত দেশীয় লোক আপনকার অধীন আছে তাহারদের মধ্যে বুঝি সন্দেহিরদের সৈন্যদল লইয়া আইলে নগর অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবেন। এইপ্রকারে শত্রুরদিগকে জয় করিব। তাহাতে না হইলে গভীরস্থলের দ্বার মুক্ত হইবে ও নিরাশের বলেতে তাহারদিগকে পাড়া যাইবেক। আমারদের এই ইষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যে অতিবিশ্বাস পাত্র লোভ ও কামুকতা ও কোপ এই তিন জনকে লোকেরদের মধ্যে পাঠাইয়াছি তাহারা ছদ্ম বেশ ধরিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিলে লোকেরা তাহারদিগকে গ্রহণ করিয়াছে। লোভ পরিমিতব্যয়দ্বারা-উন্নতি নাম গ্রহণ করিয়াছে। মন তাহাকে কর্ম্ম দিয়াছে তাহাতে সেও লোভের প্রায় সমান দুষ্ট হইয়াছে। কামুকতা অক্ষতিকর-আমোদ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীইচ্ছার বাটীতে কর্ম্ম পাইল তাহার প্রভুকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছে। কোপ সদ্যাগ্রতা নাম লইয়া ঐশ্বরিকভয়ের নিকটে কর্ম্ম পাইয়াছিল কিন্তু সেই ঐশ্বরিকভয়ের সন্তোষ জন্মান দুঃসাধ্য অতএব তাহাকে তাড়িয়া দিয়াছে কিন্তু কোপ কহে আমি আপনিই তাহাকে ছাড়িয়া পলা-

ইলাম। তাহা না করিলে আমাকে ফাঁসি দিত। নরাত্মার বিপরীত আমারদের কার্য্য ও অভিপ্রায়ে ইহারাই অতিশয় সাহায্য করিয়াছে। কেননা ঐশ্বরিকভয় যদিও নিত্য আড়াআড়ি করে তথাপি অন্য দুই জন অত্যুত্তমরূপে কর্ম্ম চালাইতেছে তাহাতে বোধ হয় তাহারদের কার্য্য অতিশীঘ্র সকল হইবেক।

দ্বিতীয় এই উপায় স্থির করিলাম হাটের দিনে লোকেরা যে সময়ে সাংসারিক ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে আসক্ত থাকে এমন সময়ে আপনি নগরে আক্রমণ করুন। সেই সময়ে তাহারা সতর্ক থাকিবে না নগরের প্রতি আক্রমণ হইবেক ইহা মনেও উদয় হইবে না। আরো এমন সময়ে তাহারা আপনারদের রক্ষাও করিতে পারিবে না আপনকার বিপরীত কিছু করিতেও পারিবে না। আপনি বাহির হইতে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলে আপনকার বিশ্বাস পাত্র ও প্রিয় দাস আমরাও অন্তরে২ আপনকার সাহায্য করিব এই প্রকারে নরাত্মার মধ্যে মহা গোল হইবার সম্ভাবনা আর তাহারা সুস্থির না হইতে২ তাহারদিগকে গ্রাস করিব। হে অতি ধূর্ত্ত নাগগণ ও অতি সম্ভ্রান্ত প্রভুরা যদি আপনারদের নাগতুল্য বুদ্ধিতে ইহার অপেক্ষা উত্তম উপায় প্রকাশ করিতে পারেন তবে অতি শীঘ্র আপনারদের মনস্থ জানাইবেন ইতি।

নরাত্মায় অপচয়ের বাটীহইতে পাতাল নিবাসি শূরগণের নিকটে ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা পত্র পাঠাইলাম।

ঐ রাগাতুর ও নারকী দ্যাবলীয়েরা নরাত্মার বিনাশ চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে নগরীয় লোকেরা মহাদুঃখেতে মগ্ন। তাহারা শাদাই রাজার ও তাঁহার পুত্রের বিপরীতে অত্যন্ত দোষ করিয়াছিল তাহাতে নগরের

মধ্যনিবাসি শক্রুরা পুনশ্চ বল পাইয়াছে। আরো রাজা ও রাজপুত্র ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হন এই জন্যে তাহারা বারম্বার ইমানুএলের নিকটে ও তাঁহার দ্বারা পিতা শাদাইর নিকটে পত্র পাঠাইয়াছিল তথাপি তাহারদের প্রতি তিনি একবারও কৃপা দৃষ্টি করেন নাই। বরং নগরীয় লোকেরা আপনং বাটীতে দ্যাবলীয়েরদিগকে কর্ম্ম দিলে তাহারদের চাতুরী ও ধূর্ত্ততা দ্বারা তাহারদের দুঃখরূপ আকাশ ক্রমেং আরো ঘন হইয়া আসিতেছে ইমানুএল আরো দূরে থাকেন। আর নগরীয় লোকেরদের ও সেনাপতিরদের অতিশয় পীড়া হইল কেবল শক্রুরাই সুস্থ ও বলবান তাহাতে তাহারা মস্তকস্বরূপ ও নরাত্মা লাঙ্গুল স্বরূপ হইবার সম্ভাবনা।

ইতিমধ্যে নরাত্মায় লুক্কায়িত দ্যাবলীয়েরা শেষ যে পত্র ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা পাঠাইয়াছিল তাহা অন্ধকারময় গহ্বরে দ্যাবলের নিকটে আইল। ধর্ম্মনিন্দক পূর্ব্বমতে নরকদ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ঐ পত্র সর্ব্বিরসের দ্বারা প্রভুর নিকটে পাঠায়।

কিন্তু সর্ব্বিরস ধর্ম্মনিন্দককে দেখিলে দুই জনই ভিক্ষুকের ন্যায় আপনারাদিগকে মহৎ জ্ঞান করিয়া নরাত্মার ও নগরের বিনাশের উপায়ের বিষয়ে এই প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সর্ব্বিরস কহিল আহা প্রিয় বন্ধু তুমি কি পুনরায় নরকদ্বার পর্ব্বতে আসিয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল ইহার সাক্ষী আমি সান্তা মারিয়াকে মানি।

ধর্ম্মনিন্দক কহে। বটে নরাত্মার কর্ম্ম বিষয়ে পুনরায় আইলাম।

সর্ব্বিরস কহিল। বল রে এইক্ষণে ঐ নগরের কি দশা।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল। আমারদের ও এই স্থানের কর্ত্তা প্রভুগণের পক্ষে নগরের অতিউত্তম অবস্থা বটে। ঈশ্বর সেবার বিষয়ে তাহারদের অতিশয় হ্রাস হইয়াছে তাহা আমারদের ইষ্ট বটে। তাহারদের প্রভুও অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন ইহাতেও আমারদের আনন্দ। আমারদের কএকজন বন্ধুর সঙ্গে তাহারদের অতিশয় প্রণয় এইক্ষণে কেবল নগর অধিকার করিলেই হয়। আর আমারদের বিশ্বস্ত বন্ধুগণ ঐ নগর এস্থানের প্রভুগণের হস্তগত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে। নগরীয় লোকেরদের ও অতিশয় পীড়া হইয়াছে। সর্ব্ব সার এই আমরা তাহারদিগকে শেষে জয় করিবই এমন আশা হইতেছে।

সর্ব্বিরস কহিল। এই সময়ে তাহারদের প্রতি আক্রমণ করা ভাল। সেই ব্যাপার অত্যন্ত উদ্যোগপূর্ব্বক করা যায় ও ইষ্ট ফল শীঘ্র প্রকাশ হয় এই আমার বাঞ্ছা। দ্যাবলীয়েরদের নিমিত্তে আমার এইমত বিশেষ বাঞ্ছা হয় কেননা ঐ বিশ্বাসঘাতক লোকেরদের মধ্যে তাহারদের নিত্য ভয়ে বাস করিতে হয়।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল। আমারদের উপায় প্রায় করা হইল। নগরনিবাসী প্রধান২ দ্যাবলীয়েরা দিবারাত্রি অত্যন্ত যত্ন করিতেছে। নগরের লোকেরা নির্ব্বোধ ঘুঘুর ন্যায় আপনারদের দুর্দ্দশা বিষয়ে চিন্তা করিবার ও বিপৎকাল সন্নিকট ইহা বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। দ্যাবল যথাশীঘ্র ঐ কর্ম্মে

প্রবর্ত্ত হইলে ভাল। বিষয় বিবেচনা করিলে তোমারও অবশ্য এইরূপ বিচার হইবেক।

সর্ব্বিরস কহিল। এ কথা সত্য বটে ইহা শুনিয়া আমার পরমাহ্লাদ হইল। চল হে সাহসিক ধর্ম্মনিন্দক গহ্বরে চল। তোমাকে দেখিয়া লোকেরা সাধ্যপর্য্যন্ত আনন্দেতে নৃত্য করিবে। তোমার পত্র আমি পাঠাইয়াছি।

তাহাতে ধর্ম্মনিন্দক গহ্বরে গেলে দ্যাবল তাহাকে দেখিয়া কহিল আইস আমার বিশ্বস্ত দাস আইস তোমার পত্র পাইয়া আমার অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে। গভীর স্থলের অন্যং প্রধানং লোকও তাহাকে বন্দনাদি করিল। পরে ধর্ম্মনিন্দক নমস্কার করিয়া কহিল নরাত্মা প্রভু দ্যাবলের হস্তগত হউক আপনি চিরকাল তাহাতে রাজ্য করুন। এই কথা কহিলেই নরকের মুখহইতে অতি গভীর ও ভয়ানক কোঁকানি হইল তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। ঐ কোঁকানিই নরকের বাদ্য স্বরূপ।

পরে তাহারা পত্র পাঠ করিয়া কি প্রকার উত্তর করিতে হইবে তাহার মন্ত্রণা করিল। তাহাতে লুসিফর প্রথমে কহিল।

নরাত্মা নিবাসি দ্যাবলীয়েরা আপনারদের সাধ্যপর্য্যন্ত লোকেরদিগকে অতি কুকর্ম্ম করাউক তাহারদের এই প্রথম উপায় অতি উত্তম। তাহা সফলও হইতে পারে। প্রাণ নষ্ট করিবার এই সদুপায়। অনেক বৎসর হইল আমারদের বন্ধু বালাম এইরূপ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছিল। অতএব প্রাণনাশের এই উপায় আমারদের মধ্যে নিত্য নিয়মস্বরূপ হউক সর্ব্বদাই দ্যাবলীয়েরা এই নিয়মমতে করুক কেবল

ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে এই উপায় বিফল হইতে পারে নতুবা নয় আর বোধ করি সেই নগর ঐ অনুগ্রহের পাত্র নহে। কিন্তু হাটের দিনে তাহারদের মন সাংসারিক দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়েতে নিবিষ্ট হইবে বলিয়া আক্রমণ করিলে ভাল হয় কি না এই বিষয়ে কিছু বিবেচনা করা উচিত। বিশেষতঃ সময়ের দোষ গুণে কার্য্য বিফল কি সফল হইবে। উপযুক্ত সময় না হইলে সমস্ত কল্পনা বৃথা হবে। বন্ধুগণ কহে হাটের দিনই উপযুক্ত সময়। কেননা সে দিনে ক্রয় বিক্রয়েতে ব্যস্ত থাকাতে নগরে কেহ আক্রমণ করিবে এমন চিন্তাও করিবে না। কিন্তু আমার বোধে যদি সদ্বিবেচনা থাকে তবে অবশ্য এমন দিনে দ্বিগুণ সংখ্যক প্রহরি নিযুক্ত করিবে। আর তাহারদের বর্ত্তমান দশা বুঝিয়া যদি সেই দিনে যথেষ্ট রক্ষক নিযুক্ত করে অথবা যদি সৈন্যেরা সে দিন নিত্য অস্ত্র ধরিয়া থাকে তবে মহাশয়েরা তোমারদের উদ্যোগও বিফল হইবার সম্ভাবনা অথচ ঐ নগরে আমারদের যে বন্ধুরা থাকে তাহারা কোন ক্রমেই রক্ষা পাইবে না সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবেই।

তাহাতে বালজ্বিবুব উত্তর করিল। মহাশয়ের কথা বিচারযোগ্য বটে। কিন্তু নগরের লোকেরা সতর্ক হয় কি না হয় বলা যায় না। আর মহাশয়ও এই কথা অটল জ্ঞান করিয়া কহিয়াছেন এমন নয়। বিবেচনার নিমিত্তেই কহিয়াছেন। অতএব নরাত্মার লোকেরা নগরের জীর্ণ দশার বিষয়ে বুঝে কি না আর আমারদের কল্পনার বিষয়ের গন্ধ পাইয়াছে কি না ইহা অগ্রে জানা উচিত। যদি তাহারদের এমত অনুভব হইয়া থাকে তবে নগরের দ্বারে প্রহরি নিযুক্ত

করিবে ও হাটের দিনে দ্বিগুণ রাখিতে পারে। কিন্তু তাহারা সতর্ক নাই অনুসন্ধান দ্বারা যদি এমত জানিতে পাই তবে যে কোন দিনে আক্রমণ করিলেই করা যাবে কিন্তু হাটের দিন উত্তম বটে এই আমার বিবেচনা।

তাহাতে দ্যাবল কহিল। এই বিষয়ের তত্ত্ব কিরূপে পাইব। তাহাতে কেহ উত্তর করিল ধর্ম্মনিন্দককে জিজ্ঞাসা কর। ধর্ম্মনিন্দককে ডাকিয়া এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইলে সে উত্তর করিল।

হে মহাশয়েরা নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে যেপর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহা কহি। তাহারদের বিশ্বাস ও প্রেম খর্ব্ব হইয়াছে। ইমানুএলও তাহারদিগকে ছাড়িয়াছেন। ফিরিয়া আসিবার বিষয়ে তাহারা পুনঃ২ প্রার্থনাপত্র পাঠাইতেছে কিন্তু উত্তর পায় না। তাহারদের সদাচরণ বিষয়ে তেমন উদ্যোগও দেখা যায় না

দ্যাবল কহিল। তাহা.দের সদাচরণ বিষয়ে উদ্যোগ নাই এই অতি সন্তোষের বিষয় কিন্তু প্রার্থনা যে করিতে[illegible]তেই সন্দেহ জন্মে। তবে কি না মন দিয়া প্রার্থনা করে না ইহার প্রমাণ তাহারদের কদাচরণ। মনঃসংযোগ না হইলে কর্ম্ম বৃথা হয়। কিন্তু মহাশয়েরা কথা কহুন আমি আর বাধা করিব না।

বালজিবূব কহিল ধর্ম্মনিন্দক নরাত্মার বিষয়ে যে কথা কহিয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে দিনের নিমিত্তে কিছু আইসে যায় না। যেহেতু কি প্রার্থনাতে কি বলেতে কিছুতেই উপকার হইতে পারে না।

বালজিবূবের বাক্য সমাপন হইলে আপল্ল্যন কহিল। আমি বোধ করি এই কর্ম্ম অতি ত্বরায় না করিয়া অতি চতুরতা ও ধীরতারূপে করিলে ভাল।

নরাত্মার বিনাশ পাপেতে যেমন হইতে পারে তেমন অন্য উপায়েতে হইতে পারে না অতএব নরাত্মায় আমারদের যে বন্ধুরা আছে তাহারা লোকেরদিগকে অধিকরূপে পাপেতে লওয়াইয়া আরো মলিন ও দুষ্ট করুক। এই উপায় যদি সফল হয় তবে তাহারা সতর্ক হইবে না প্রার্থনাদিও করিবে না ও যে কোন উপায়েতে নরাত্মার রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নতার সম্ভাবনা সেই সকল উপায় তাহারা ত্যাগ করিবেক। ক্রমেং ইমানুএলকে ভুলিবে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে বাঞ্ছাও রাখিবে না। এই ভাবে তাহারদিগকে রাখিলে যুবরাজও ত্বরায় তাহারদের নিকটে আসিবেন না। আমারদের বিশ্বস্ত বন্ধু কল্লিতনির্ব্বিঘ্নতা একই উপায় করিয়া তাঁহাকে নগরহইতে তাড়াইয়া দিয়াছে তবে লোভ ও কামুকতা যত্ন করিলে কেন তাঁহাকে বাহিরে রাখিতে না পারিবে। আর কহি যদি নরাত্মা দুই তিন জন দ্যাবলীয়কে নগরে রাখিয়া আশ্বাস দেয় তবে তাহাতে ইমানুএলের ফিরিয়া আসিবার যত বাধা হয় ও নগর আমারদের হাতে পড়িবার যত সাহায্য হয় তত ইমানুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মহাদল সৈন্যকে পাঠাইলেও হইতে পারে না। এই কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। মহাশয়েরা জানেন। অতএব নরাত্মায় আমারদের বন্ধুগণ যে উপায় করিতেছে তাহা অতিশয় চাতুরীক্রমে উদ্যোগ ও ব্যগ্রতাপূর্ব্বক করুক। তাহারা ছদ্মবেশধারি অন্য কএক জনকে নরাত্মাকে ভুলাইতে নিত্য পাঠাউক। তাহা করিলে বুঝি তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে ধন ব্যয় করিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বা যুদ্ধ করিতে হয় তথাপি যত পাপ বাড়ে তত আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ

করিতে তাহারা অপারক হইবে আমরাও তত স-হজে তাহারদিগকে জয় করিব। যদি বল ইমানুএল ফিরিয়া আইলে আমারদের অত্যন্ত বাধা হইতে পারে। তাহা বটে তথাপি যে উপায় করিয়া তাঁহাকে একবার তাড়ান গিয়াছে সেই প্রকার কোন উপায়ে তাঁহাকে আরবার কেন তাড়ান যাইতে পারিবে না। এক বার পাপ করাতে যদি তিনি কিঞ্চিৎকাল তাহার-দিগকে ত্যাগ করিয়াছেন তবে আরবার পাপে পড়ি-লে একেবারেই ত্যাগ করিয়া যাইবেন আটক কি। এমন যদি করেন তবে ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র ফিঙ্গা সৈন্যা-ধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত সকল লইয়া যাইবেন নরাত্মা উলঙ্গ ও অস্ত্রহীন রহিবে। আর যুবরাজ নরাত্মাকে সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ করিলে লোকেরা স্বেচ্ছাতেই তোমারদের নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিবে। কিন্তু এই সকল মহৎ কর্ম্ম এক দিনে হয় না অনেক কাল করিতেং হবে।

আপল্ল্যানের এই কথা হইলে পর দ্যাবল ঈর্ষা প্র-কাশ করিয়া আপনার পক্ষে উত্তর দিল। হে গ-ভীর স্থলের পরাক্রান্ত প্রভুরা প্রকৃত ও বিশ্বাসপাত্র বন্ধুগণ তোমারদের বহু কথা শুনিতেং আর সহ্য করিতে পারিলাম না অতিশয় ক্লেশ জন্মে। সহ্য না করাই আমার উপযুক্ত গুণ বটে। আমার বড় মুখ বড় পেট নরাত্মা নগর গ্রাস করিবার ক্ষুধায় আর থাকিতে পারি না। তোমারদের কল্পনা সিদ্ধ হইতেং বহুকাল লাগিবে অতএব যা হবার তা হবে আমার বিলম্ব সহে না। এইক্ষণেই শরীর প্রাণ সুদ্ধ নরাত্মাকে খাইয়া ফেলিয়া আমার গভীর স্থলরূপ উদর পূর্ণ করিবার উদ্যোগ করি। অতএব তোমরা মন বুদ্ধি শক্তি

দিয়া আমার সাহায্য কর। আমরা নরাত্মাকে পুনরায় অধিকার করিতে যাই।

গভীর স্থলের প্রধান২ লোক দেখিল দুর্ভগা নরাত্মাকে গ্রাস করিতে দ্যাবলের লালসা জ্বলন্ত হইয়াছে অতএব তাহারা আর আপত্তি না করিয়া আপনারদের সমস্ত শক্তিমতে তাহার সাহায্য করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু আপল্ল্যনের পরামর্শমতে যদি করিত তবে নগরের অত্যন্ত দুঃখ হইত। ফলে ইহার পরে আমারদের কোন কর্ম্ম করিতে হইলে পাছে দ্যাবল আমারদের সাহায্য না করে এই ভয়েতে তাহারা এই সময়ে দ্যাবলের সাহায্য করিতে স্থির করিল। পরে দ্যাবল কি প্রকার ও কত সৈন্য লইয়া নগর অধিকার করিতে যাইবে এই কথার বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। কতক কাল তর্ক বিতর্ক করিলে পর তাহারা স্থির করিল নরাত্মানিবাসি দ্যাবলীয়েরা পত্রেতে যে ভয়ঙ্কর সন্দেহিরদের বিষয়ে লিখিয়াছিল তাহারাই এই যুদ্ধের উপযুক্ত অতএব তাহারদের বিশ ত্রিশ সহস্র লোককে নরাত্মায় যুদ্ধ করিতে পাঠান যাউক। এইরূপে গভীর স্থলের প্রধান২ ও পরাক্রান্ত লোকেরা সভাস্থ হইয়া শেষ এই নির্দ্ধারণ করিল দ্যাবল অগৌণে সন্দেহিরদের দেশে ঢক্কা বাজাইয়া দুর্ভগা নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সৈন্যদল একত্র করুক। ঐ সন্দেহিরদের দেশ নরকদ্বার পর্ব্বতের নিকটে। আরো স্থির করিল ঐ প্রধান২ পরাক্রান্তেরা এই যুদ্ধেতে দ্যাবলের সাহায্য করিবে ও তাহার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইবে। ইতিমধ্যে যে দ্যাবলীয় লোকেরা নরাত্মায় লুকাইয়াছিল তাহারা ধর্ম্মনিন্দকের আসিবার অপে-

ক্ষায় থাকিল। তাহারদের নিকট পত্রের উত্তর লিখিয়া ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা পাঠাইল। পত্রের মর্ম্ম এই।

অন্ধকারময় ও ঘোরতর গহ্বর নরক নিবাসি দ্যাবল ও অন্ধকারের প্রধান২ লোক সভাস্থ হইয়া নরাত্মার প্রাচীরের মধ্যে ও তাহার নিকট নিবাসি বিশ্বাসপাত্র বন্ধুগণের প্রতি মঙ্গলাবেদন করিতেছে। নরাত্মা নগরের বিপরীত তোমারদের বিষময় ও বিনাশক অভিপ্রায় বিষয়ে আমারদের শয়তানী উত্তর পাঠাইবার বিলম্ব হইয়াছে। বোধ করি অপেক্ষা করিতে২ তোমরা প্রায় সহ্য করিতে পার না। এইক্ষণে হে স্বজাতীয়েরা জানিবা তোমারদের বিষয়ে দিনে২ শ্লাঘা করি তোমারদের কার্য্য জানিয়া আমরা বৎসরব্যাপিয়া আনন্দ করি। আমারদের বিশ্বাসপাত্র ও অতি প্রিয় বৃদ্ধ ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা তোমারদের পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আরো জানিবা ঐ পত্র পাঠ করিলেই এই ঘোরতর গভীর গহ্বরের সকল লোক আনন্দেতে মহাধ্বনি করিল। তাহাতে নরকদ্বার পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে যত পর্ব্বত সকলই কাঁপিতে২ প্রায় পড়িয়া গেল।

তোমরা আমারদের প্রতি যে বিশ্বাস প্রকাশ কর ও নরাত্মার বিপরীত আমারদের সেবা করিতে যে যত্ন করিয়াছ তাহা জানিয়া আমরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। ঐ নগরীয় বিদ্রোহিরদের বিপরীত তোমরা যে উপায় প্রস্তাব করিয়াছ তাহাহইতে উত্তম উপায় নরকের বুদ্ধিমানেরাও স্থির করিতে পারিল না। অতএব তোমরা এই বার যে প্রস্তাব করিয়াছ তাহা জানিয়া আমরা হৃষ্ট হইয়া সমপূর্ণরূপে সম্মত হইলাম।

আরো চাতুরীর ব্যাপারেতে তোমারদের সাহস বৃদ্ধি করিবার জন্যে তোমারদিগকে জানাই এই স্থানের প্রধান২ লোকেরা সভাস্থ হইয়া তোমারদের পরামর্শ বাক্যের অতি সূক্ষ্ম বিচার করিল। কিন্তু নরাত্মা নগর অধিকার করিবার বিষয়ে তোমরা যে উপায় বলিয়াছ তাহাহইতে সদুপায় ঐ বুদ্ধিমানেরাও স্থির করিতে পারিল না।

প্রধান২ লোকের মধ্যে কেহ২ অন্য২ প্রস্তাব করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইল তোমারদেরই প্রস্তাব দ্যাবল রাজা দৃঢ়রূপে মানিল ও তদনুসারে কার্য্য করিতে তাহার বড়মুখ ও বিস্তারিত উদর আরো জ্বলিয়া উঠিল।

তোমারদিগকে আরো জানাই তোমারদের উদ্ধারের নিমিত্তে ও বিদ্রোহি নরাত্মা নগরের বিনাশের জন্যে অতি সাহসী রাগাল নির্দ্দয় দ্যাবল সন্দেহিরদের বিশ সহস্র সৈন্য একত্র করিতেছে। তাহারা সকলি সাহসিক বহু ক্লেশ সহ্য করিতে পারে যুদ্ধ করিতে২ নিপুণ হইয়াছে। এই কর্ম্মেতে দ্যাবলের মন প্রাণ আসক্ত অতএব অতিশীঘ্র করিতেছে। তোমরা এতদিন আমারদের সপক্ষ হইয়া যেমন আমারদিগকে পরামর্শ ও আশ্বাস দিয়াছ তেমন আমারদের অভিপ্রায় সফল করিবার উদ্যোগ কর ইহাতে তোমারদের ক্ষতি হইবে না বরং লাভ হইবে তোমারদিগকেই নরাত্মার অধিপতি করিব।

আরো তোমরা আপনারদের পরাক্রম ও চাতুরী মতে নরাত্মাকে ভুলাইয়া ও কুপরামর্শ দিয়া অধিক পাপেতে ও দুষ্টতাতে ফেল এই আমারদের সকলের

বাঞ্ছা যেহেতুক পাপ সম্পূর্ণ হইলেই মৃত্যু হয়। অতএব ইহাতে ত্রুটি করিবা না।

আমরা বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলাম লোকেরা যত পাপী ও দুষ্ট ও ভ্রষ্ট হয় ততই ইমানুএল তাহারদের নিকটে আসিতে কি তাহারদের উপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন না আর যত পাপ করে ততই দুর্ব্বল হয় তাহাতে আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না পারিলে আমরা আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে গ্রাস করিব। আরো কি জানি যদি তাহারদের দোষপ্রযুক্ত মহা শাদাই রাজা তাহারদিগকে রক্ষা করিতে না চাহেন ও লোক পাঠাইয়া আপনার ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র ও ফিঙ্গা ও সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত সকল ফিরিয়া আনান্ তাহাতে নরাত্মা উলঙ্গ ও অস্ত্রহীন হইয়া আপনাহইতেই আমারদের নিমিত্তে নগরের দ্বার খুলিয়া দিবে তাহাতে যেমন ভোক্তার মুখে ডুম্বুর পড়ে তেমন তাহারা সহজেই আমারদের হাতে পড়িবে। আমরাও আসিয়া অনায়াসে নগর জয় করিব।

নগরে যে সময়ে আক্রমণ করা উচিত তাহা স্থির হয় নাই কেহ২ তোমারদেরই মত বোধ করে হাটের দিনে অথবা হাটের দিনের রাত্রে গেলে ভাল হয়। যাহা হউক তোমরা নিত্য প্রস্তুত থাক বাহিরে ঢক্কার ধ্বনি শুনিলে তোমরাও ভিতরে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল কর (১ পিত। ৫॥ ৮।) তাহাতে নরাত্মা ভিতরে বাহিরে দুঃখ পাইয়া সাহায্য পাইবার জন্যে কোন্ দিগে যাবে তাহা ঠাহরিতে পারিবে না। লুসিফর আপল্লান বালজিবূব লেজিওন প্রভৃতি ও প্রভু দ্যাবল তোমারদিগকে নমস্কার করিয়াছে। আ-

মারদের ক্রিয়াপ্রযুক্ত আমারদের যদ্রূপ ভোগ হই-তেছে তোমারদের ক্রিয়া সফল হইলে তোমারদেরও তদ্রূপ ভোগ হয় এই আমারদের বাঞ্ছা।

অতি ভয়ঙ্কর গভীর স্থলের অতি ভয়ানক প্রদেশ নিবাসি আমরা ও আমারদের সহিত সহস্রং লোক তোমারদিগকে বন্দনাদি করে। আর আপনারদের কার্য্য সফল হওয়ার বিষয়ে আমারদের যে রূপ বাঞ্ছা তেমন তোমারদেরও কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে বাঞ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মনিন্দক দ্বারা এই পত্র পাঠাইলাম ইতি।

পত্র পাইয়া ধর্ম্মনিন্দক ভয়ঙ্কর গভীরস্থলহইতে নরাত্মা নগরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া গহ্ব-রের দ্বারে উপস্থিত হইল। সেস্থানে সর্ব্বিরস তা-হাকে দেখিয়া কহিল কি সম্বাদ নরাত্মার বিষয়ে কেমন পরামর্শ হইয়াছে।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল এক প্রকার ভাল বটে। আমি যে পত্র আনিয়াছিলাম তাহা সকলের সুগ্রাহ্য ও সকলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। নরাত্মার দ্যাবলী-য়েরদিগকে তাহা জানাই গিয়া। পত্রের উত্তর আ-মার কাছে আছে তাহা পড়িলে প্রভুরা অবশ্যই আ-নন্দ পাইবে তাহারদের কার্য্য করিতে সাহস দেওয়া যাইতেছে আর দ্যাবল নগর বেষ্টন করিলে তাহা-রাও ভিতরে মহা উদ্যোগ করিবে পত্রের এই মর্ম্ম।

সর্ব্বিরস কহিল। দ্যাবল আপনি কি তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল। তাহার সন্দেহ কি। আপনিও যাইবে ও তাহার সঙ্গে সন্দেহিরদের দেশহইতে

বিশ সহস্র সৈন্য বাছিয়া লইবে ইহারা যুদ্ধেতে পটু ও বহু ক্লেশ সহ্য করিতে পারে।

সর্ব্বিরস এই কথা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিল দুর্ভগা নরাত্মার বিপক্ষে এমন সাহসযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে বটে। আমিও ঐ সন্দেহিরদের সহস্র জনের অধ্যক্ষ হইয়া নরাত্মার যুদ্ধেতে গিয়া অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করি এই বাঞ্ছা।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল। তোমার বাঞ্ছাও পূর্ণ হইতে পারে। তোমাকে উপযুক্ত সাহসী দেখা যাইতেছে প্রভুও সাহসিক ও নির্ভয় লোককেই চাহে। কিন্তু আমার বিলম্ব সহে না অতি ত্বরায় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হবে।

সর্ব্বিরস কহিল। বটে২। এই স্থানের অতি চতুর লোকেরদের কুপরামর্শ লইয়া যাইতেছ শীঘ্র যাও। আর অপচয়ের যে বাটীতে দ্যাবলীয়েরা ষড়যন্ত্র করিতে সভাস্থ হয় সেই বাটীতে গেলে তাহারদিগকে কহিবা সর্ব্বিরসও তোমারদের সাহায্য করিতে চাহে অনুমতি পাইলে সৈন্যেরদের সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরে আসিবে।

ধর্ম্মনিন্দক কহিল। বলিব। নগরস্থ প্রভুরা তাহা শুনিয়া ও পরে তোমাকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে।

এই প্রকারে কতক বন্দনাদি করিলে পর আপন বন্ধু সর্ব্বিরসের স্থানে বিদায় হইয়া চলিল। সর্ব্বিরসও গভীর স্থলের সহস্র২ মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া তাহাকে অতি শীঘ্র যাইতে কহিল। তাহা শুনিয়া ধর্ম্মনিন্দক নমস্কার করিয়া অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল।

নরাত্মায় পঁহুছিয়া একেবারে অপচয়ের বাটীতে

গিয়া দেখিল তাহার অপেক্ষায় দ্যাবলীয়েরা একত্র বসিয়া আছে। অতএব তাহারদের হাতে পত্র দিয়া কহিল মহাশয়েরা গভীর স্থলের ও গহ্বরের প্রধান২ পরাক্রান্ত প্রভুরা নরাত্মা নগরের প্রকৃত দ্যাবলীয় আপনারদিগকে মঙ্গলাবেদন করিয়াছে। নরাত্মা নগর প্রভু দ্যবলের হস্তগত পুনরায় করিতে তোমরা যে উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও অতি সাহসযুক্ত কার্য্য করিতেছ তদ্ধেতুক উপযুক্তমতে তোমারদের নিত্য মঙ্গল হয় এই বাঞ্ছা করে।

তৎকালে দুর্ভাগা নরাত্মার এই অবস্থা। লোকেরা যুবরাজকে বিরক্ত করিলে তিনি প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাহারদের মনোযোগ না থাকাতে নরকের পরাক্রান্তেরা সমপূর্ণ বিনাশ চেষ্টা করিতে সাহস পাইয়াছিল।

নরাত্মার পাপবিষয়ে কিঞ্চিৎ চেতনা ছিল বটে কিন্তু দ্যাবলীয়েরা হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। লোকেরা প্রার্থনা করিল কিন্তু ইমানুএল উপস্থিত নহেন ও তাহারদের প্রার্থনাতে সে কালপর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসেন নাই। কখনো ফিরিয়া আসিবেন কি না ইহা জানিল না আর শত্রুরদের যে শক্তি ও যেরূপ উদ্যোগ তাহাও বুঝিল না তাহারদিগকে নষ্ট করিতে শত্রুরা যে মন্ত্রণা করিয়াছিল তাহা সিদ্ধ করিতে যেপর্য্যন্ত উদ্যোগ হইতেছে তাহাও জানিল না।

তাহারা রাজার নিকটে বারম্বার প্রার্থনা করিতে থাকিল কিন্তু কোন উত্তর পাইল না তাহারা সদাচরণ বিষয়ে মনোযোগী ছিল না তাহাতে দ্যাবল বড় সন্তুষ্ট। সে জানিল লোকেরা যদি অন্তঃকরণে অধর্ম্মের আদর করে তবে রাজা তাহারদের কথা শুনিবেন না (৬৬

গীত। ১৮।) অতএব তাহারা ক্রমে২ আরো দুর্ব্বল হইতে লাগিল ও ঘূর্ণবায়ুতে কোন বস্তু যেমন ঘুরিতে থাকে তেমন হইল। তাহারা রাজার স্থানে উপকার প্রার্থনা করিয়া অন্তরে দ্যাবলীয়েরদিগকে প্রতিপোষণ করিল তবে রাজা তাহারদের কি করিবেন। আরো সে সময়ে নরাত্মার মধ্যে অত্যন্ত গোলমাল ছিল। নরাত্মীয়েরা দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে২ পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা দ্যাবলীয়েরদের মঙ্গলপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারদের এই বিবেচনা নরাত্মার মধ্যে অতিশয় পীড়াপ্রযুক্ত অনেকে মরিয়াছে তবে দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে আমারদের শত্রুতা করার কি ফল। আরো নরাত্মার দুর্ব্বলতাই শত্রুরদের বল ও নরাত্মার পাপ দ্যাবলীয়েরদের লাভ। শত্রুরাও কহিতে লাগিল এইক্ষণে আমরা নগর অধিকার করিব। নরাত্মীয়েরদের ও দ্যাবলীয়েরদের মধ্যে অত্যল্প প্রভেদ হইতে লাগিল উভয়ই নরাত্মার কর্ত্তাস্বরূপ কর্ম্ম করিল বরং দ্যাবলীয়েরদের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল নরাত্মার ক্রমে হ্রাস হইল। মারীতে নরাত্মার পুরুষ স্ত্রী বালক সর্ব্বসুদ্ধ একাদশ সহস্র লোক মরিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর শাদাই রাজার অনুগ্রহেতে ভাল-উকীমারা নামক এক ব্যক্তি ছিল সে নরাত্মাকে ভাল বাসিত। সে এদিগ ওদিগ ভ্রমণ করিয়া নগরের বিপরীত কোন মন্ত্রণা হইতেছে কি না ইহার তত্ত্ব লইত। ঐ ব্যক্তি অতি সংশয়চিত্ত আর নগরের মধ্যে দ্যাবলীয়েরা কিম্বা বাহিরে কোন লোক নগরের বিনাশ চেষ্টা করিবে এই বিষয়ে তাহার মনে নিত্য সন্দেহ। এক দিবস রাত্রে ঐ ব্যক্তি এদিগ ওদিগ দেখিতেং গিয়া নরাত্মা নগরে জঘন্য পর্ব্বত নামক এক স্থানে গেল। সে স্থানে দ্যাবলীয়েরা কোন এক ঘরে বসিয়া মন্ত্রণা করিত। সে ঘরে ফুস্‌ং শব্দ শুনিয়া চুপেং নিকটে গেল। পান্দাড়ে কিঞ্চিৎকাল দাঁড়াইয়া শুনিল এক জন অতি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছে অল্পকাল পরে দ্যাবল নরাত্মার অধিকার পুনরায় করিবে তাহা করিলে দ্যাবলীয়েরা নগরের সকল লোককে খড়্গদ্বারা হত্যা করিবে ও রাজার সকল সেনাপতিকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরদিগকে তাড়াইয়া দিবে। সে আরো কহিল এই কার্য্য করিবার জন্যে দ্যাবল বিশ সহস্রেরও অধিক লোক প্রস্তুত করিয়াছে কএক মাস পরে তোমরা সকলেই তাহা দেখিবা।

উকিমারা এই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া অধ্যাপকের ঘরে গিয়া তাহাকে কহিল। অধ্যাপক দ্বিতীয়

ধর্ম্মোপদেশককে ডাকিয়া সম্বাদ দিল সে সময়ে প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক মনে দুঃখিত ছিল অতএব দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক প্রধান উপদেশক হইল। সেজন সকল লোককে সম্বাদ দিয়া তাহারদের এই প্রকারে ভয় জন্মাইল। প্রথমে ঐ কথা শুনিবামাত্র উপদেশালয়ের ঘণ্টা বাজাইল। তাহাতে লোকেরা আইলে উপদেশক সতর্ক হওনবিষয়ে সংক্ষেপরূপে কহিয়া পরে বলিল এই কথার মূল ভাল-উকিমারার কথা নরাত্মার বিপরীত অতি ভয়ঙ্কর মন্ত্রণা হইতেছে আমারদের সকলকে এক দিবসেই নষ্ট করিতে চাহিয়াছে। উকিমারার এই কথা তুচ্ছ করা যায় না। সে অতি ধীর ও সদ্বিবেচক। নরাত্মাকে ভাল বাসে মিথ্যা চর্চ্চা করে না মিথ্যা জনরব তোলে না গোড়া অবধি বুঝিয়া লয় অমূলক কোন সম্বাদ প্রচার করে না।

তাহাকে ডাকা যাই[illegible]াহার মুখের কথা শুন। ভাল-উকিমারাকে ডাকিলে সে শীঘ্র আসিয়া সকল বিবরণ বিস্তারি[illegible]পে জানাইল ও সকল কথার সত্যতার এমন প্রমাণ করি[illegible] যে তাহাতে নরাত্মার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। সে কথা কহিলে পর উপদেশকও কহিল হে মহাশয়েরা উকিমারার কথা বিশ্বাস করা যুক্তিসিদ্ধ যেহেতুক আমরা শাদাই রা[illegible]কে বিরক্ত করিয়াছি আমারদের পাঁপপ্রযুক্ত ইমানুএল নগর ত্যাগ করিয়াছেন আমরা দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে অনেক আলাপ করিয়া আপনারদের মঙ্গল ভুলিয়াছি। অতএব অন্তরে ও বাহিরে শত্রুরা যে আমারদের বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিতেছে ইহার আশ্চর্য্য কি। আর এই সময়ই তাহারদের উত্তম সুযোগ। এইক্ষণে নগরে পীড়ার প্রাদুর্ভাব আমরাও তাহাতে দুর্ব্বল হইয়াছি। অনেক

ভদ্র লোক মরিয়াছে। দ্যাবলীয়েরা ক্রমেং আরো বলবান হইতে লাগিয়াছে।

উপদেশক আরো কহিল। এই সকল কথারো অধিক আছে। উকিমারা কহিয়াছে আমি গাঁঠা দিয়া শুনিলাম গভীর স্থলের ও এ নগরের দ্যাবলীয়েরদের মধ্যে আমারদের বিনষ্ট করিবার বিষয়ে কঁএক পত্রের লিখনপঠন হইয়াছে। নরাত্মার লোকেরা এই সকল কথা শুনিয়া অপ্রমাণ করিতে না পারিয়া অতি উচ্চশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। উকিমারাও সকল লোকের গোচরে উপদেশকের কথা দৃঢ় করিল অতএব লোকেরা পুনর্ব্বার আপনারদের পাপপ্রযুক্ত অতিশয় খেদ করিয়া শাদাই ও তাঁহার পুত্রের নিকটে পুনঃ২ প্রার্থনা পত্র পাঠাইতে লাগিল। আরও তাহারা এই সকল বৃত্তান্ত নরাত্মা নগরস্থ সেনাপতি ও প্রধান ২ সৈন্যাধ্যক্ষ ও যোদ্ধারদের নিকটে জানাইয়া নিবেদন করিল তোমরা প্রবল হইবার উদ্যোগ কর ও অতি সাহসিক হও আপনারদের অস্ত্র শস্ত্র দেখ শুনিয়াছি দ্যাবল আসিবে। দিনে কি রাত্রে আসিয়া নরাত্মাকে বেষ্টন করিলেই তোমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও

সেনাপতিরা নরাত্মাকে সরল মনে ভাল বাসিত অতএব তাহারা উক্ত কথা শুনিয়া অতি সাহসিক শীমশোনের ন্যায় বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া সভাস্থ হইল তাহাতে পীড়িত দুর্ব্বল দরিদ্র নরাত্মার বিষয়ে দ্যাবল ও তাহার বন্ধুগণ যে সাহসিক নারকীয় কুমন্ত্রণা করিতেছে তাহা বিফল করিতে আমারদের কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল তাহাতে এই স্থির হইল।

১। নরাত্মার দ্বারসকল দৃঢ় রূপে বদ্ধ রাখিতে হইবেক। যাহারা ভিতরে আইসে কিম্বা বাহিরে যায় তাহারদিগকে তৈনাতি সৈন্যেরদের (১ করি। ১৬।১৩।) অধ্যক্ষেরা অতি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিবে। তাহাতে আমারদের মধ্যে যাহারা কুমন্ত্রণা করিতেছে তাহারদের যাওয়া আইসা কালে ধরা পড়িবে আর আমারদের বিনাশ করিতে কে চাহে তাহারদের প্রধান২ ব্যক্তির উদ্দেশ পাইব। (বিলাপ ৩॥ ৪০।)

২। নরাত্মা নগরের মধ্যে দ্যাবলীয়েরদিগকে ধরিবার জন্যে বিশেষমতে অনুসন্ধান করা যাউক এই জন্যে প্রত্যেক জনের ঘরে২ বিশেষমতে তত্ত্ব লওয়া যাউক তাহাতে যাহারা এই মন্ত্রণাতে লিপ্ত আছে তাহারদিগকে ধরা যাইবেক। (এব্রী।১২॥১৫, ১৬।)

৩। যে কোন স্থানে ও যাহারদের ঘরে কোন দ্যাবলীয়কে পাওয়া যায় নরাত্মার লোকেরাও যদি তাহারদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে তবে তাহারাও অবশ্য প্রকাশরূপে অপমান ও দণ্ড পাইবে তাহাতে অন্য লোকেরদের মনে ভয় লাগিবে। (যিরি। ৫॥২৬।)

৪। আরো যুবরাজের নামে ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার পিতা শাদাই রাজার বিপরীত যে পাপ হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া খেদ করিবার নিমিত্তে উপবাস ও শোক করণের এক দিন নিরূপণ করিল। (য়োয়েল ১॥১৪।) আর তাহারা স্থির করিল নরাত্মার যে কোন ব্যক্তি সেই দিনে উপবাস না করিয়া ও পাপ হেতুক খেদ না করিয়া সাংসারিক কর্ম্মেতে আসক্ত থাকে কিম্বা পথে ঘাটে ভ্রমণ করে এমন সকল

লোককে দ্যাবলীয় জ্ঞান করিয়া সেই দোষপ্রযুক্ত দ্যাবলীয়ের ন্যায় তাহার দণ্ড ভোগ করাইব।

৫। আর স্থির করিল আমরা অতি শীঘ্র ও অতি ব্যগ্র মনে পাপহেতুক খেদ করিয়া শাদাই রাজার নিকটে উপকার প্রার্থনা করিব। আর উকিমারা যে কথা কহিয়াছে তাহাও মহারাজাকে জানাইব।

৬। আর উকিমারা অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়া নগরের মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছে এই নিমিত্তে তাহারা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল ও লোকেরদের মঙ্গল ও শত্রুরদের দমন করিতে নিত্য ইচ্ছা করে তাহার এমন স্বভাব থাকাতে তাহাকে নগরের প্রধান চর করিল।

পরে নগরীয় লোকেরা ও সেনাপতিরা এই সকল বিষয় স্থির করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল ও দ্যাবলীয়েরদিগকে ধরিবার জন্যে অতিশয় তত্ত্ব লইল যাহারদের ঘরে কাহাকে পাওয়া গেল তাহারদিগকে প্রকাশরূপে দণ্ড দিল। তাহারা উপবাস করিয়া যুবরাজের নিকটে পুনরায় প্রার্থনা পত্র পাঠাইল। উকিমারাও যে কর্ম্মেতে নিযুক্ত ছিল সেই কর্ম্ম একান্ত মনে করিতে লাগিল কেবল নগরের মধ্যে নয় কিন্তু নগরের চারিদিগে দেখিতে শুনিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এক দিন পরে উকিমারা দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া নরকদ্বার পর্ব্বতের নিকটে সন্দেহিরদের দেশে গেল। তাহাতে নরাত্মায় যে কথা শুনিয়াছিল তাহা সেস্থানেও শুনিল আর দ্যাবল যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রায় প্রস্তুত আছে দেখিল। তাহাতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া নরাত্মার সকল সেনাপতি ও প্রাচীনদিগকে জা-

কিয়া কহিল আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম অমুকং বিষয় দেখিলাম ও শুনিলাম। বিশেষ এই। দ্যাবল যুদ্ধ যাত্রা করিতে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে আর যে অবিশ্বাস পূর্ব্বে নরাত্মার কারাগারহইতে ছুটিয়া পলাইল তাহাকে প্রধান সেনাপতি করিয়াছে। তাহার সৈন্য-দলে সকলে সন্দেহী বিশ সহস্র লোক। আরো দ্যা-বল আপনার সঙ্গে গভীর স্থলের প্রধান কর্ত্তার-দিগকে ঐ সন্দেহিরদের অধ্যক্ষস্বরূপ করিয়া সঙ্গে আনিতে মনস্থ করিয়াছে ও নগরকে দ্যাবল রাজার হস্তগত করিবার জন্যে অন্ধকারের অনেক লোক তা-হার সঙ্গে আসিবে। আরও সন্দেহিরদের মুখে ইহা শুনিলাম অবিশ্বাস প্রভুভক্ত লোক ও নরাত্মার চির শত্রু এই নিমিত্তে তাহাকেই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ করি-য়াছে। এবং সেই অবিশ্বাস নরাত্মাতে যে অপমান পাইয়াছিল তাহা স্মরণে রাখে তৎপ্রযুক্ত নগরের হিংসা করিতে স্থির করিয়াছে। অন্ধকারের প্রধানং লোক সকল সেনাপতি হইবে কিন্তু অবিশ্বাস প্রধান সেনাপতি হইবেক কেননা অন্য সকল লোক-হইতে ঐ অবিশ্বাস অনায়াসে ও উপযুক্ত মতে নগর বেষ্টন করিতে পারে।

নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীন লোকেরা এই সকল কথা শুনিয়া বোধ করিল যুবরাজ দ্যাবলীয়ের-দের বিষয়ে যাহা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা আমারদের অবিলম্বে করা উচিত। অতএব তাহারা অবিলম্বে দ্যাবলীয়েরদিগকে ধরিবার নিমিত্তে নরা-ত্মার প্রত্যেক ঘরেং অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া তত্ত্ব লইতে লাগিল। মনের ও শ্রীইচ্ছার বাটীতে দুই জনকে পাইল। মনের বাটীতে লোভ ছিল কিন্তু সেই

ব্যক্তি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পরিমিতব্যয়দ্বারা-উন্নতি নাম লইল। শ্রীইচ্ছার বাটীতে কামুকতা ছিল সেও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অক্ষতিকর-আনন্দ নাম ধরিল। এই দুই জনকে নগরের সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা ধরিয়া সত্যপুরুষ নামক কারারক্ষকের নিকটে রাখিল সত্যপুরুষ তাহারদের প্রতি অতি কঠিন ব্যবহার করিয়া তাহারদের হাতে পায়ে অনেক বেড়ী জিঞ্জির দিল তাহাতে তাহারা ক্ষয়রোগী হইয়া কারাগারে মরিল। আর নরাত্মার নিয়ম মতে তাহারদের প্রভূ অর্থাৎ মন ও শ্রীইচ্ছা এই দুই জনকে নগরের প্রকাশ স্থানে আনিয়া অপমান করিয়া অতি কষ্ট দিল।

সে সময়ে দণ্ডের রীতি এই। অপরাধি ব্যক্তিকে তাহার দোষ জানাইলে পর চেতনা পাইয়া সকলের সাক্ষাতে তাহার আপন দোষ স্বীকার করিতে হইত আর উত্তরকালে স্থির প্রতিজ্ঞা মতে সদাচরণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইত।

পরে নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা দ্যাবলীয়েরদের গর্ত্তে ও গহ্বরে ও গভীর স্থানে ও নরাত্মার প্রাচীরের মধ্যে ও চতুর্দ্দিগেও তাহারদের লুকাইবার সকল স্থানে তাহারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে অতিশয় অনুসন্ধান করিল। তাহারদের পদচিহ্নও দেখা গেল। পদচিহ্ন ও গন্ধ দ্বারা তাহারদের গহ্বরপর্য্যন্তও যাওয়া গেল কিন্তু তাহারা ধরা পড়িল না তাহারদের অতি বক্র গতি ও দুর্গ অতি শক্ত তাহারাও অতি ত্বরায় পলাইয়া তাহাতে আশ্রয় লইত।

পরন্তু অবশিষ্ট দ্যাবলীয়েরদের প্রতি নরাত্মার অতি কঠিন আচরণ হইতে লাগিল তাহাতে তাহারা

কোণে২ লুকিয়া থাকিত। পূর্ব্বে তাহারা প্রকাশরূপে দিনমানে ভ্রমণ করিত কিন্তু তৎসময়ে গোপনে রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের বন্ধুভাব ছিল তৎসময়ে নরাত্মার লোককে সংহারক শত্রু জ্ঞান করিল। উকিমারার সম্বাদের এই ফল।

অনন্তর দ্যাবল নরাত্মাকে নষ্ট করিতে যে সৈন্যদল একত্র করিতেছিল তাহা প্রস্তুত হইল। তাহারদের উপরেও আপন নিষ্ঠুর মনমত সেনাপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিল। আপনি প্রধান কর্ত্তা। অবিশ্বাস প্রধান সেনাপতি। অন্য প্রসিদ্ধ সেনাপতিরদের নাম পরে লেখা যাইবেক। এইক্ষণে তাহারদের অধীন সেনাপতিরদের নাম ও তাহারদের ধ্বজাবর্ণ ও তাহাতে যাহা চিত্রিত ছিল তদ্বিস্তারিত লিখি।

প্রথম সেনাপতির নাম রোষ। সে মনোনীত করণ বিষয়ে সন্দেহিরদের সেনাপতি। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ ধ্বজাবাহকের নাম বিনাশক। তাহার ধ্বজাতে রক্তবর্ণ মহানাগ চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ১২॥ ৩, ৪, ১৩, ১৭।)

দ্বিতীয় সেনাপতির নাম রাগ। তাহার অধীন আহ্বান বিষয়ে সন্দেহি সৈন্যেরা ছিল। ধ্বজাবাহকের নাম অন্ধকার। তাহার ধ্বজা বিকৃতবর্ণ। তাহাতে অগ্নিময় উড্ডীয়মান নাগ চিত্রিত ছিল। (গণনা। ২১॥ ৬।)

তৃতীয় সেনাপতির নাম অনন্ত দণ্ড। এই ব্যক্তি অনুগ্রহ সন্দেহিরদের সেনাপতি। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম জীবনহীন। ও ধ্বজাতে ঘোর গহ্বর চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ৯॥ ১।)

চতুর্থ সেনাপতির নাম অতৃপ্ত। তাহার অধীন সৈন্যেরা বিশ্বাস সন্দেহি। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। বাহকের নাম গ্রাসক। ও তাহাতে মুক্তমুখ চিত্রিত ছিল। (হিতোপ। ২৭॥২০)

পঞ্চম সেনাপতির নাম গন্ধক। তাহার অধীন শেষ-পর্য্যন্ত স্থির থাকিবার বিষয়ে সন্দেহি সৈন্যেরা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। বাহকের নাম জ্বলন। ধ্বজা-তে নীলবর্ণ দুর্গন্ধ অগ্নিশিখা চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ১৪॥১১)

ষষ্ঠ সেনাপতির নাম যন্ত্রণা। তাহার অধীন সৈন্যেরা পুনরুত্থান সন্দেহি। তাহার ধ্বজা বিকৃত বর্ণ। বাহকের নাম চর্ব্বণ। ধ্বজাতে কৃষ্ণবর্ণ কীট চিত্রিত ছিল। (মার্ক ৯॥৪৪।)

সপ্তম সেনাপতির নাম বিশ্রামহীন। ত্রাণ সন্দে-হিরা তাহার অধীন ছিল তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। বাহকের নাম চঞ্চল। তাহাতে মৃত্যু চিত্রিত ছিল (প্রকা। ৬॥৮।)

অষ্টম সেনাপতির নাম কবর। তাহার অধীন সৈন্যেরা স্বর্গীয় তেজ সন্দেহী। তাহারও বিকৃত বর্ণ ধ্বজা। বাহকের নাম ক্ষয়। ধ্বজাতে মৃত লোকের মাথার খুলি ও অস্থি চিত্রিত ছিল। (য়িরি। ৫॥১৬।)

নবম সেনাপতির নাম গতাশ। তাহার অধীন সৈ-ন্যেরা স্বর্গীয় সুখ সন্দেহি। ধ্বজাবাহকের নাম নিরাশ। তাহার রক্তবর্ণ ধ্বজা ও তাহাতে তপ্ত লৌহ ও কঠিন অন্তঃকরণ চিত্রিত ছিল। (রোম। ২॥৫।)

এই সকল সেনাপতির উপরে সাত জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল তাহারদের নাম এই২। বালজিবূব লুসিফর লেজিওন আপল্ল্যন পৈথন সর্বিরস বিলিয়ল।

অবিশ্বাস সর্ব্ব প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও দ্যাবল রাজা ছিল।

ইহারদের সঙ্গে তদ্রূপ কুস্বভাবী যে কএক জন গিয়াছিল তাহারদের কতক জন শত সেনাপতি হইল। কতক জনের অধীন শতেরো অধিক সৈন্য। এই প্রকারে অবিশ্বাসের দল প্রস্তুত হইল।

তাহারা সকলেই নরকদ্বার পর্ব্বতে একত্র হইয়া সেই স্থানহইতে সোজাপথে নরাত্মার দিগে আইল। পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম শাদাই রাজার ইচ্ছামতে উকিমারার স্থানে নরাত্মার লোকেরা তাহারদের আসিবার সম্বাদ পাইয়াছিল। অতএব তাহারা দ্বারে২ বলবান প্রহরি নিযুক্ত করিল ও তৈনাতি দ্বিগুণ করিল। তাহারা যে স্থানে বৃহৎ পাতর ভালমতে ফেলিয়া শত্রুরদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিতে পারিল এমন উত্তম২ স্থানে ফিঙ্গাও স্থাপন করিল।

নগরের মধ্যে যে দ্যাবলীয়েরা ছিল তাহারা অভিপ্রায়মতে লোকেরদের ক্ষতি করিতে পারিল না কেননা নরাত্মা সতর্ক ছিল। কিন্তু শত্রুরা আসিয়া নগরের সম্মুখে ছাউনি করিলে ও বৃহৎ ঢক্কার দ্বারা গর্জ্জন করিতে লাগিলে নরাত্মার লোকেরা অত্যন্ত ভয় পাইল (১ পিত। ৫॥ ৮।) ঐ ঢক্কার শব্দ ভয়ঙ্কর বটে তাহার শব্দ শুনিয়া তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া সকল লোকের ভয় হইত। তাহারদের ধ্বজাও ভয়ঙ্কর তাহা দেখিলে লোকেরা বিষণ্ণ হয়।

দ্যাবল নগরের নিকটে আসিয়া প্রথমে কর্ণ দ্বারে অতিশয় ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিল। সে অবশ্য বোধ করিল নরাত্মার মধ্যে আমার যে বন্ধুগণ আছে তাহারাও ভিতরে থাকিয়া উদ্যোগ করিবেক কিন্তু

সেনাপতিরা অতি সতর্ক ছিল এপ্রযুক্ত তাহা করিতে পারিল না। ঐ সেনাপতিরা নরাত্মার মধ্যে বহুকালের পীড়াপ্রযুক্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে নগরে আপন বন্ধুগণের স্থানে সাহায্য না পাইয়া ও ফিঙ্গার দ্বারা সৈন্যেরদের প্রতি অতিশয়রূপে পাতর ফেলা যাইতেছে দেখিয়া দ্যাবল কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মাঠের মধ্যে ছাউনি করিয়া চতুর্দ্দিগে পরিখা করিয়া থাকিল। ফিঙ্গার দ্বারা পাতর সে স্থানে পঁহুছিতে পারিল না।

ছাউনি করিলে পর দ্যাবল নগরের নিকটে চারি ক্ষুদ্র পর্ব্বত করিল। প্রথম পর্ব্বতের নাম দ্যাবলপর্ব্বত রাখিল যেহেতুক লোকেরা তাহার নাম শুনিয়া ভয় করিবে। অন্য তিন ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম নরকের অতি ভয়ানক দৈত্যগণের নামানুসারে আলেক্‌টো ও মেগারা ও টিসিফন হইল। সিংহ যেমন আহারীয় জন্তুকে দেখিতে পাইলে তাহাকে ভয়েতে কাঁপাইয়া গ্রাস করে তদ্রূপে দ্যাবল নরাত্মার প্রতি করিতে চাহিল। কিন্তু সৈন্যেরা ও সেনাপতিরা অতি সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া দ্যাবলের অনেক সৈন্যকে নষ্ট করিল তাহতে দ্যাবলের হটিয়া যাইতে হইল। নরাত্মারও সাহস বৃদ্ধি হইল।

দ্যাবল নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বত নগরের উত্তর দিগে ছিল। তাহার উপরে দ্যাবল আপন ধ্বজা তুলিল। তাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর যেহেতুক ঐ ধ্বজাতে শয়তান আপন কৌশলে অতি ভয়ানক অগ্নি কুণ্ড আর সেই কুণ্ডে নরাত্মা জ্বলিতেছে এমত চিত্র করিয়াছিল।

তাহা করিলে পর দ্যাবল আপন ঢক্কাবাদককে

আজ্ঞা করিল তুমি প্রতিরাত্রে প্রাচীরের নিকটে গিয়া ঢাক মারিয়া লোকেরদিগকে জানাও তাহারদের সঙ্গে আমি কথা কহিব। রাত্রিতে তাহা করিবার আজ্ঞা করণের ভাব এই দিনমানে লোকেরা ফিঙ্গাদ্বার অনেক পাতর ফেলিয়া বহুক্লেশ দিতে পারে। আর দ্যাবল কহিল নরাত্মা এখন কাঁপিতে লাগিয়াছে আমি কিছু কথা কহিব। প্রথমে লোকেরা তাহাতে সম্মত ছিল না এইপ্রযুক্ত সে আজ্ঞা করিল তুমি প্রতি রাত্রে ঢক্কার দ্বারা মহাশব্দ কর তাহাতে কি জানি লোকেরা বিশ্রাম পাইতে না পারিয়া শেষে আমার কথায় অবধান করে।

ঢক্কাবাদক তাহা করিল। ঢক্কার শব্দ হইলেই নরাত্মা নগরের প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল অন্ধকার ও দুঃখ এবং আলো ঘোর মেঘেতে অন্ধকারময় হইল (য়িশ। ৫॥ ৩০।) শাদাই রাজার শব্দভিন্ন তাহার তুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ পৃথিবীতে কখনো শুনা যায় নাই। ইহারা আমারদিগকে অবশ্য গ্রাস করিবে বলিয়া নরাত্মা যে পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল তাহার কি লিখিব।

ঢক্কাবাদক ঢক্কা মারিলে পর কহিতে লাগিল প্রভু তোমারদিগকে কহেন তোমরা যদি তাহার অধীন হও তবে সংসারের উত্তম২ বস্তু পাইবা কিন্তু তোমরা যদি ইহা স্বীকার না করিয়া বাধা কর তবে অবশ্য বলপূর্ব্বক নগর অধিকার করিব। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ঢক্কার শব্দ শেষ না হইতে হইতেই নরাত্মার লোক সকল গড়েতে সেনাপতিরদের নিকটে পলাইয়া গিয়াছিল অতএব তাহার কথা

শুনিবার কি উত্তর দিবার কেহ ছিল না। তাহাতে সেই রাত্রে আর কিছু না করিয়া ফিরিয়া গেল।

দ্যাবল দেখিল টঙ্কার শব্দ করিলে নরাত্মা কখন আমার ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিবে না অতএব অন্য রাত্রে কেবল লোক পাঠাইয়া কহিল নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে আমি কিছু কথা কহিব। কিন্তু তাহার কথা এই মাত্র লোকেরা আমার হস্তে নগর অর্পণ করুক। সেই বিষয়ে একটি কথাতেও তাহারা অবধান করিল না কেননা পূর্ব্বে তাহার কএক কথা শুনিয়া তাহারদের যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা ভুলে নাই।

পরদিন রাত্রে আবার দূত পাঠাইল। এই বার অতি ভয়ানক কবর নামক সেনাপতি আসিয়াছিল। কবর নরাত্মার প্রাচীরের নিকটে আসিয়া এই কথা কহিতে লাগিল।

হে বিদ্রোহি নরাত্মার লোকেরা দ্যাবল রাজার নাম লইয়া তোমারদিগকে আজ্ঞা করি এইক্ষণে দ্বার খুলিয়া প্রভুকে প্রবেশ করিতে দেও। যদি অবাধ্য হইয়া থাক তবে আমরা বলপূর্ব্বক নগর অধিকার করিলে তোমারদিগকে কবরতুল্য গ্রাস করিব। অতএব আমার কথা যদি মান তবে বল। না মান তাহাও বল।

আমার এই আজ্ঞা করিবার কারণ এই আমার প্রভু অবশ্য তোমারদেরও রাজা ও প্রভু আছেন তোমরাও পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিতা। ইমানূএল অন্যায় রূপে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে প্রভু আপন স্বত্ব হারাইবেন না ও আপন অধিকার পাইবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে ছাড়িবেন না। অতএব হে নরাত্মার লোক সকল বিবে-

চনা কর তোমরা সন্ধি করিবা কি না। যদি বিনা যুদ্ধেতে আমারদের হস্তে নগর অর্পণ কর তবে তোমারদের সঙ্গে পূর্ব্বকার বন্ধুত্ব পুনরায় হইবেক। যদি তাহা না করিয়া অবাধ্য হও তবে অগ্নি ও খড়্গের যাতনা ভোগ করিবা।

নরাত্মার দুঃখিত লোক এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইল কিন্তু কিছু উত্তর দিল না। তাহাতে সে চলিয়া গেল।

তাহারা পরস্পর ও কএক সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহকের নিকটে পরামর্শ চাহিল ও দুই তিন বিষয়ে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল।

প্রথম এই আপনি প্রসন্ন হইবেন আর বিরলে থাকিবেন না। আমরা আপনারদের মহা দুঃখের বৃত্তান্ত জানাইতে আইলাম আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করুন। তাহাতে তিনি কহিলেন আমার এখনপর্য্যন্তও মনের দুঃখ বোধ হয় তোমরদের প্রতি পূর্ব্বমত আচরণ করিতে পারি না।

দ্বিতীয় প্রার্থনা এই দ্যাবল আসিয়াছে বিংশতি সহস্র সন্দেহি সৈন্যের সঙ্গে নগরের সম্মুখে ছাউনি করিতেছে অতএব এইক্ষণে অতিশয় আপদে পড়িলাম কি করিতে হইবে এই বিষয়ে পরামর্শ দিউন সেই দ্যাবল ও তাহার সৈন্যেরা অতি নির্দ্দয় আমরা তাহারদিগকে ভয় করি। তাহাতে প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক কহিলেন যুবরাজের ব্যবস্থাপুস্তক দেখ তোমারদের যাহা করিতে হয় তাহা লেখা আছে।

শেষ প্রার্থনা এই শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইমানুএলের নিকটে আমরা প্রার্থনাপত্র লিখিব আপনি

ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া উপকার করুন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা জানিবেন আপনকার সম্মতিতে এই কার্য্য হইয়াছে। মহাশয় আমরা অনেক পত্র পাঠাইয়াছি কিন্তু যাহাতে শান্তি পাই এমন কোন উত্তর পাই না। এই পত্রেতে আপনকার স্বাক্ষর থাকিলে নরাত্মার নিতান্তই মঙ্গল সম্ভাবনা।

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন তোমরা ইমানুএলকে বিরক্ত করিয়াছ আমাকেও দুঃখ দিয়াছ অতএব তোমারদের কর্ম্মের ফল আরো কিঞ্চিৎকাল ভোগ করিতে হইবেক।

প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের এই উত্তর পাইয়া যাঁতার পাতর পড়িলে যেমন মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় তেমন তাহারদের মনচূর্ণ হইল। কি করিতে হইবে তাহা জানিল না অথচ দ্যাবল ও তাহার সেনাপতিরদের কথায় তাহারা সম্মত হইতেও ভয় করিল তাহাতে নরাত্মার যেমন সঙ্কট হইল তাহার কি বলিব। শত্রুরা গ্রাস করিতে প্রস্তুত। বন্ধুরদের স্থানেও উপকার পাইতে পারিল না।

পরে বুদ্ধি নামক নগরাধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের কথায় চিন্তা করিতে২ তাহার যে বাক্য তিক্ত বোধ হইল তাহাহইতেই মধুর সান্ত্বনা বাক্য বাহির করিল। ঐ কথার এই রূপ অর্থ করিল। প্রথম শ্রীযুক্তের কথায় জানা যায় আমারদের পাপপ্রযুক্ত আরো কিঞ্চিৎকাল দুঃখভোগ করিতে হইবেক। পরন্তু শেষে শত্রুরদেরহইতে রক্ষা পাইব। আর কতককাল দুঃখভোগ করিলে পর ইমানুএল আসিয়া আমারদের উপকার করিবেন শ্রীযুতের কথাতে এই আশাও জন্মে। শ্রীযুত আচার্য্যহইতেও বড় তাঁহার প্রত্যেক

কথার অতি ভারি ও উপযুক্ত অর্থ থাকে নগরীয় লোকেরা তাঁহার কথা অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে মঙ্গল হয় এমন অর্থ করিবার অনুমতিও পাইয়াছিল ইহা জানিয়া নগরাধ্যক্ষ সূক্ষ্মরূপে তত্ত্ব লইয়া শ্রীযুতের কথার ঐ অর্থ করিল।

অতএব তাহারা নগরাধ্যক্ষের স্থানে বিদায় লইয়া সেনাপতিরদের নিকটে শ্রীযুতের উত্তর জানাইল। তাহা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ ঐ বাক্যের যে অর্থ করিল সেনাপতিরাও সেই অর্থ করিল। তাহাতে সেনাপতিরদের সাহস বৃদ্ধি হইল ও তাহারা শত্রুরদের ছাউনিতে সাহসপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে ও দ্যাবল নরাত্মাকে নষ্ট করিতে যে অস্থির সন্দেহিরদিগকে আনিয়াছিল তাহারদিগকে ও দ্যাবলীয় মাত্রকে নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পরে সেনাপতিরা নগরাধ্যক্ষ দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও শ্রীইচ্ছা সকলেই স্ব২ স্থানে স্ব২ কর্ম্মে মনোযোগী হইল। সেনাপতিরা অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে অতি ব্যগ্র অতএব তাহারা যুবরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অতিশয় বাঞ্ছা করিল তাহাতে পর দিনে সভা করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে স্থির করিল দ্যাবলের সেনাপতিকে অন্য উত্তর না দিয়া আমরা ফিঙ্গার দ্বারা পাতর ছুড়িব। ইতিমধ্যে দ্যাবল সৈন্য লইয়া নগরের কিছু নিকট আসিয়াছিল অতএব পরদিনে সূর্য্যোদয় কালে সেনাপতিরা পাতর ফেলিতে লাগিল। বোলতার হুলে যেমন মানুষের অতিশয় জ্বালা বোধ হয় তেমন দ্যাবলও তাহার সৈন্যেরদের অঙ্গে ঐ ফিঙ্গার পাতর লাগিল। যেমন নরাত্মার জ্ঞানে দ্যাবলের ঢক্কার ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ অন্য কোন বস্তুর শব্দ নাই

তেমনই ইমানুএলের ফিঙ্গা ভালমতে চালাইলে দ্যাবলের জ্ঞানে তাহার তুল্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার নাই। অতএব দ্যাবল উঠিয়া পুনর্ব্বার আরো দূরে গেল। তাহা দেখিয়া নগরাধ্যক্ষ ঘণ্টা বাজাইবার আজ্ঞা করিল আর শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের কথাতে নগরের সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা সাহস পাইয়া দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল এই জন্যে দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশককে আজ্ঞা করিল তুমি সকল লোকের নাম করিয়া প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের ধন্যবাদ কর।

পরে দ্যাবল দেখিল নরাত্মা নগরের যুবরাজের স্বর্ণময় ফিঙ্গাহইতে যে পাতর ফেলা গেল তাহাতে আমার সেনাপতিরা সৈন্যেরা ও প্রধান২ প্রসিদ্ধ লোক সকল ভয় পাইয়া আর কিছু করিতে পারে না। অতএব মনে২ ভাবিল আমি তাহারদের উপাসনা করিব প্রশংসার ছলেতে তাহারদিগকে ফাঁদে ফেলিব।

অতএব কিঞ্চিৎ পরে নগরের প্রাচীরের নিকটে আইল কিন্তু এইবার ঢক্কা আনিল না ও কবর নামক সেনাপতিকেও সঙ্গে আনিল না। কিন্তু তাহার কথা অতি মিষ্ট। শুনিতে যেন অতি মিষ্টবাদী কোন সুশীল রাজা আপন সম্ভ্রমের হানির প্রতিকার করিবার কিম্বা অপমান পাইলেও শত্রুরদের প্রতিহিংসা করিবার কোন কল্পনা না করিয়া কেবল নগর ও নগরের লোকেরদের মঙ্গল ও উপকার করিবার উদ্যোগ করে। দ্যাবল লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিল আমার কথায় অবধান কর। পরে কহিল।

ও হে আমার মনঃপ্রিয় প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর তোমারদের মঙ্গল করিবার বাসনায় কত রাত্রি জাগিয়াছি কত দূরহইতে আসিয়াছি। তোমরা স্বেচ্ছামতে শীঘ্র

করিয়া আমার হাতে নগর দেও। আমি তোমারদের সঙ্গে কখন যুদ্ধ করিতে চাহি না। পূর্ব্বে তোমরাতো আমারি ছিলা। আমি যতকাল তোমারদের প্রভু ছিলাম ও তোমরা আমার প্রজা ততকাল আমি তোমারদের প্রভু হইয়াও সংসারে যত সুখ পাইতে পারিতাম ও তোমারদিগকে আনন্দবদন ও হৃষ্টচিত্ত করিবার নিমিত্তে যত সৃষ্টি করিতে পারিতাম তাহা সমুদয় তোমারদিগকে দিতাম কিছুতে তোমারদের অভাব ছিল না ইহা স্মরণে আছে। দেখ আমাকে ত্যাগ করিলে পর তোমারদের কত প্রকার ক্লেশ ও মনের দুঃখ হইয়াছে। আমার প্রজা থাকিতে তোমারদের এমন কখন ছিল না আর যাবৎ আমারদের ঐক্য না হয় তাবৎ তোমারদের শান্তি হবেও না। বিনয় করি আরবার আমাকে গ্রহণ কর। করিলে আমি তোমারদিগকে পূর্ব্ববৎ সুখ দিব তাহার অধিকও দিব পূর্ব্ব দিকহইতে পশ্চিম দিকপর্য্যন্ত সুখ যে কিছুতে আছে তাহা সমুদয় তোমারদিগকে দিব তোমরা তাহা ভোগ করিবা অধিকারও করিবা। (মাত। ৪॥ ৮।) আর তোমরা আমার যে অপমান করিয়াছ সূর্য্যচন্দ্র যাবৎ থাকে তাবৎ তাহার একটি কথাও উল্লেখ করিব না। আর যে বন্ধুরা তোমারদিগকে ভয় করিয়া নরাত্মার মধ্যে গহ্বরাদিতে লুকিয়া থাকে তাহারা তোমারদের আর কোন ক্ষতি করিবে না বরং তোমারদের দাস হইয়া আপনারদের সম্পত্তি লইয়া ও হাতে যাহা আইসে তাহাহইতে তোমারদের সেবা করিবে। আর কথার প্রয়োজন নাই। তোমরাই তাহারদিগকে জান অল্পকাল হইল তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া কত আনন্দ পাইয়াছিলা। অতএব আমার সঙ্গে

তোমারদের এমন শত্রুতা কেন। আমরা পুনরায় বন্ধু ভাবে থাকি।

বন্ধুকে তুচ্ছ করিও না। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি তোমারদিগকে স্নেহ করি আর নগরের মধ্যে বন্ধুরদের বিষয়ে অতিশয় ব্যগ্র আছি। অতএব আমাকে আর ক্লেশ দিও না আপনারদের শঙ্কা বৃদ্ধিও করিও না। ছলে বলে তোমারদিগকে অধিকার করিবই। সেনাপতিরা প্রবল পরাক্রান্ত আর ইমানুএল কিঞ্চিৎ গৌণে আসিবেন বলিয়া শ্লাঘা করিও না। তাঁহারদের বলেতে তোমারদের কিছু উপকার হইবে না।

আমার সঙ্গে সাহসিক ও মহাবল সৈন্যদল আছে সৈন্যাধ্যক্ষেরা গভীর স্থলের প্রধান২ লোক। সেনাপতিরাও উৎক্রোশ পক্ষিহইতেও বেগে চলে। সিংহহইতেও বলবান। সায়ংকালের শিয়াল অপেক্ষাও ক্ষুধিত। এই সেনাপতিরদের অতি ক্ষুদ্রেরও সম্মুখে বাশান দেশের ওগরাজা বা কোথায়। গাথ দেশের গেলয়থ বীর বা কোথায়। তাহারদের মত একশত প্রবল বীর হইলেই বা কোথায় থাকে। তবে নরাত্মার কি রক্ষা হইতে পারে।

দ্যাবলের এই সকল মিথ্যা শ্লাঘার শেষ হইলে নগরাধ্যক্ষ উত্তর করিল।

ওরে অন্ধকারের রাজা ও সর্ব্বপ্রবঞ্চনার মূল দ্যাবল তোমার মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়াছিলাম তাহার যথোচিত পরীক্ষাও করিয়াছিলাম আর ঐ সংহারক প্রবঞ্চনাতে যথেষ্ট ভোগিয়াওছি। তোমার কথায় পুনবার বিশ্বাস করিয়া মহাশাদাই রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ও তোমার সঙ্গে প্রণয় করিলে যুবরাজ কি আমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবেন না। তিনি ত্যাগ করিলে

তোমার নিমিত্তে যে স্থান প্রস্তুত হইয়াছে সে আমারদের নিমিত্তেও হবে তাহাতে কি বিশ্রাম আছে। ওরে দ্যাবল তোমার কোন কথাই সত্য নয়। বরং তোমার হাতে প্রাণ যায় সেও ভাল তবু আর কথায় বিশ্বাস করিব না।

দ্যাবল দেখিল নগরাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা কহাতে আর কোন ফল নাই। অতএব শয়তানী রাগ প্রকাশ করিয়া সন্দেহি সৈন্য লইয়া আরবার নগরের প্রতি আক্রমণ করিব এমত স্থির করিল।

অতএব ঢাকিকে আজ্ঞা করিল নগর আক্রমণ করিতে সৈন্যেরা সসজ্জ হয় এই নিমিত্তে ঢাক মার। ঢক্কার শব্দ শুনিয়া নরাত্মা ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল পরে দ্যাবল সৈন্যসহিত নিকটে আসিয়া এই প্রকারে লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিল। নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণা এই দুই সেনাপতিকে সৈন্যসহিত চৈতন্য দ্বারের সম্মুখে রাখিল। আর আজ্ঞা করিল প্রয়োজন হইলে বিশ্রামহীন নামক সেনাপতি তোমারদের সাহায্য করিবে। গন্ধক ও কবর নামক দুই সেনাপতিকে নাসিকাদ্বারে বসাইয়া আজ্ঞা দিল তোমরা অতিশয় সতর্ক থাক। চক্ষুর্দ্বারে গতাশকে নিযুক্ত করিল ও সে স্থানে আপনার অতি বিকট ধ্বজাও স্থাপন করিল। অতৃপ্ত নামক সেনাপতির অধীন শকটাদি থাকিল ও শত্রুর কোন ব্যক্তি কি বস্তু লুঠ করিতে পারিলে সকলেই তাহার হাতে থাকিবেক এমন আজ্ঞা করিল।

নগরের লোকেরদের বাহিরে গিয়া শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে মুখদ্বারদিয়া যাইতে হইবে ইহাতে তাহারা সেই স্থানে অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিল আরে, ঐ দ্বার দিয়া ইমানুএলের নিকটে পত্রবাহকেরা যাতা-

য়াত করিত। সেই দ্বারের ছাতে দাড়াইয়া সেনাপতিরা ফিঙ্গা দ্বারা প্রস্তরাদি মারিত। কেননা ঐ দ্বার কিঞ্চিৎ উচ্চস্থানে অতএব তাহাহইতে পাতর মারিলে স্বচ্ছন্দে দ্যাবলের সৈন্যেরদের মধ্যে পড়িয়া মহা ক্ষতি করিত। তাহা জানিয়া দ্যাবল গোবরাদি মলিন বস্তু দিয়া ঐ মুখদ্বার রুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণমতে চেষ্টা করিল।

দ্যাবল নগরের বাহিরে থাকিয়া যুদ্ধের নিমিত্তে যেমন উদ্যোগ করিতেছিল তেমনও ভিতরে সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা উদ্যোগ করিল। তাহারাও ফিঙ্গা স্থাপন করিল ধ্বজা তুলিল তূরী বাজাইল ও শত্রুর ক্ষতি ও নগরের উপকার যাহাতে হয় এমন সকল নিয়ম করিল ও তূরীর শব্দ হইলেই সকলে প্রস্তুত হয় এমন আজ্ঞা করিল। নগরের মধ্যে যে দ্যাবলীয়েরা ছিল তাহারদের প্রতি শ্রীইচ্ছা সতর্ক থাকিয়া গহ্বরের বাহিরে আইলেই তাহারদিগকে ধরিবার উদ্যোগ করিল। না আইলে ঐ গহ্বরাদি পূর্ণ করিয়া তাহারদিগকে বধ করিবার চেষ্টা করিল। শ্রীইচ্ছা পূর্ব্বে আপনার পাপ স্বীকার করিয়া দণ্ড পাইলে পর দ্যাবলীয়েরদের দমন করিবার বিষয়ে যেমন সাহস প্রকাশ করিয়াছিল ততোধিক হইতে পারে না। অক্ষতিকরানন্দ নামক তাহার যে দাস ছিল সে কারাবদ্ধ হইলে পরও তাহার রসিক ও ঠেটানামক দুই পুত্র শ্রীইচ্ছার ঘরে থাকিত তাহারদিগকে লইয়া শ্রীচ্ছা আপন হাতে ক্রুশে বধ করিল। তাহার কারণ এই তাহারদের পিতাকে সত্যপুরুষ নামক কারারক্ষের হাতে অর্পণ করা গেলে ঐ দুই পুত্র শ্রীইচ্ছার কন্যারদিগকে নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আর

তাহারদের মধ্যে অনুপযুক্ত প্রণয়ও হইতেছে এমন গল্প হইতে লাগিল। শ্রীইচ্ছা এই কথা শুনিয়া হঠাৎ বিনাবিচারে তাহারদিগকে নষ্ট করিতে না চাহিয়া কথা সত্য কি না ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে দুইজন সন্ধানিকে নিযুক্ত করিল। তাহারদের নাম উদ্দেশ-প্রাপক ও সর্ব্ববাদী তাহারা ঐ রসিক ও ঠেঁটাকে ক-ন্যারদের সহিত অনুপযুক্ত কৌতুকাদি করিতে দুই একবার ধরিয়া কর্ত্তাকে জানাইল শ্রীইচ্ছা ঐ বিষয় সত্য জানিয়া দ্যাবলীয় জাত ঐ দুই জন দ্যাবলীয়কে ধরিয়া চক্ষুদ্বারে আনিল। সে দ্বারে গতাশ সেনাপতি ও সৈন্যেরা ছিল ও দ্যাবলের অতি কদর্য্য ধ্বজা উড়ি-তেছিল। তাহা শ্রীইচ্ছা তুচ্ছ করিয়া তাহারদের চক্ষুর গোচরেই ঐ দুষ্টেরদিগকে অতি উচ্চ ক্রুশে বাঁধিয়া বধ করিল।

শ্রীইচ্ছার এই সাহসিক ব্যাপার দেখিয়া গতাশ অ-তিশয় ত্রাস পাইল। সৈন্যেরদের সাহস ভগ্ন হইল। নরাত্মার মধ্যে যে দ্যাবলীয়েরা লুকাইয়া থাকিল তা-হারা মহা ভয় পাইল কিন্তু ইমানুএল রাজার সৈন্যের-দের বল ও সাহস বৃদ্ধি হইল। দ্যাবলীয় সৈন্যেরা এই ব্যাপার দেখিয়া বোধ করিল নরাত্মার লোকেরা অবশ্য যুদ্ধ করিবে ও নগরের দ্যাবলীয়েরা কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীইচ্ছা প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ কার্য্যভিন্ন আরো অনেক২ কার্য্য করিয়াছিল তাহার বিবরণ ক্রমে লেখা যাইবেক।

পরিমিত ব্যয়দ্বারা-উন্নতি নামক মনের যে দাস ছিল সে ঐ মনের জারজ কন্যা মন্দধারিণীকে বিবাহ করিয়া-ছিল তাহাতে দুই পুত্র জন্মিল একের নাম কাড়ন অ-ন্যের নাম কুড়ন। পিতাকে কারাগারে দেওয়া গেলে

পর তাহারা মনের বাটীতে থাকিল কিন্তু শ্রীইচ্ছার দাসপুত্রেরদের যাহা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া ঐ দুই জন মনেং ভাবিল কি জানি আমরাও সেইরূপ দণ্ড পাই অতএব তাহারা রাত্রিযোগে পলাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু মন তাহা টের পাইয়া তাহারদিগকে ধরিয়া বদ্ধ করিল। তাহারা দ্যাবলীয় বটে তাহারদের পিতা দ্যাবলীয় কেহং কহে মাতাও দ্যাবলীয় আর নগরের নিয়মমতে দ্যাবলীয়েরদিগকে বধ করিতে হইবেক জানিয়া মন তাহারদিগকে বেড়ি ও জিঞ্জিরে বাঁধিয়া শ্রীইচ্ছা যে স্থানে দুই জনকে বধ করিয়াছিল সেই স্থানে তাহারদিগকেও আনিয়া নষ্ট করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নগরের লোকেরা অধিক সাহস পাইয়া নরাত্মার ক্লেশদায়ক আর কএক জন দ্যাবলীয়কে ধরিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু তাহারা অতি গোপনে থাকাতে ধরা পড়িল না। অতএব তাহারা প্রহরি নিযুক্ত করিয়া স্বং স্থানে গেল।

শ্রীইচ্ছা দুই জন দ্যাবলীয়কে বধ করিয়াছে দেখিয়া দ্যাবল ও তাহার সৈন্যেরা ত্রাসযুক্ত ও ভগ্নাশ হইল এই কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। ক্রমে তাহার সে ত্রাস রহিত হইল আর দ্যাবল রাগান্ধ হইয়া নরাত্মার সঙ্গে ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে স্থির করিল। নগরের লোকেরদের এবং সেনাপতিরদেরও আশাবৃদ্ধি হইল আর আমরা অবশ্য তাহারদিগকে জয় করিব এই আশা পাইয়া তাহারা শত্রুরদিগকে তত ভয়ও করিল না। সে বিষয়ে দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকও আদিপুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১৯ পদ অর্থাৎ কোন সৈন্যদল গাদকে জয় করিলেও সে শেষে তাহারদিগকে পরাজয় করিবে এই কথা ধরিয়া উপদেশ করিল।

তাহাতে নরাত্মা যদিও প্রথমে অতিশয় ক্লেশ পাইল তথাপি শেষে অবশ্য জয় করিবে ইহার প্রমাণ দিল।

পরে দ্যাবল আজ্ঞা করিল ঢাক মারিয়া সৈন্যের-দিগকে যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত করাও। নগরের সেনাপতিরাও তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত হইবার আজ্ঞা করিল। তাহারদের ঢাক ছিল না রৌপ্যময় তূরী বাজাইল। তাহাতে দ্যাবলের সৈন্যেরা নগর অধিকার করিবার আশাতে নিকটে আইল গড়েতে যে সেনাপতিরা ছিল তাহারা ও মুখদ্বারে ফিঙ্গা চালাইতে যে সৈন্যেরা নি-যুক্ত ছিল তাহারাও ভালমতে যুদ্ধ করিল। তৎ-কালে দ্যাবলের সৈন্যেরদের মধ্যে অত্যন্ত রাগ ও ঈশ্বরনিন্দা কিন্তু নগরের মধ্যে সুবাক্য ও প্রার্থনা ও ধর্ম্মগীত হইতে লাগিল। শত্রুরা অতি ভয়জনক আপত্তি বাক্য প্রকাশ করিয়া ভয়ানক ঢক্কার শব্দ ক-রাইল। নগরীয় লোকেরা ফিঙ্গা চালাইল ও তূরীর দ্বারা অতি সুস্বর প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকার অনেক দিনপর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। কেবল কোন২ সময়ে উভয় পক্ষ কিঞ্চিৎকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইত এমন সময়ে নগরীয় লোকেরা বিশ্রাম করিত ও সেনাপতিরা পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত।

ইমানুএলের সেনাপতিরদের রৌপ্যময় সজ্জা ছিল। সৈন্যেরদের পরীক্ষিত উত্তম সজ্জা। দ্যাবলের সৈন্যের-দের লৌহবর্ম্ম ছিল। কিন্তু ইমানুএলের গোলাতে তাহা ভগ্ন হইল। নগরের মধ্যে কোন২ লোকের অল্প কোন২ লোকের অত্যন্ত আঘাত হইয়াছিল। আর তৎসময়ে ইমানুএল উপস্থিত না থাকাতে চিকিৎসক পাওয়া ভার। কিন্তু নগরে এক বৃক্ষ ছিল তাহার পত্রেতে আঘাতি লোকেরদের প্রাণ রক্ষা

হইল বটে তথাপি ক্ষত গলিতে লাগিল ও কতকের অতিশয় দুর্গন্ধ হইল (প্রকা। ২২॥ ২। ৩৮ গীত ৫।) নগরের লোকেরদের মধ্যে বুদ্ধির মস্তকে আঘাত হইল। নগরাধ্যক্ষের চক্ষুতে আঘাত লাগিল। মনের উদরে আঘাত হইল। দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকের হৃৎপিণ্ডের নিকটে গোলা পড়িল। কিন্তু ইহারা হত হইল না। ইতর লোকেরদের মধ্যে অনেকে আঘাতী হইয়া মরিল। দ্যাবলের সৈন্যেরদের মধ্যে অনেক লোক আঘাতী ও হত হইল। রোষ ও নিষ্ঠুর এই দুই জন আঘাতী হইল। অনন্ত দণ্ড নামক এক সেনাপতি হটিয়া গিয়া অতি দূরে ছাউনি করিল। দ্যাবলের ধ্বজাও ফেলিয়া দেওয়া গেল। অত্যন্তক্ষতি নামক ধ্বজাবাহকের মগজ ফিঙ্গার পাতরদ্বারা উড়াইয়া দেওয়া গেল। তাহাতে দ্যাবলের অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জা হইল।

সন্দেহিরদের মধ্যে অনেকে হত হইল। তথাপি যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারদের নরাত্মাকে কাঁপাইবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। সেই দিনে নরাত্মার লোকেরদের পক্ষে জয় হইল তাহাতে নগরীয় লোকেরদের ও সেনাপতিরদের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। দ্যাবলের সৈন্যেরা বিষণ্ণবদন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত ক্রুদ্ধও হইল। পর দিনে নরাত্মা বিশ্রাম করিয়া নগরের ঘণ্টা বাজাইল। তূরীদ্বারাও অতিশয় আনন্দ ধ্বনি হইল সেনাপতিরা নগরের চতুর্দ্দিগে জয়২ধ্বনি করিল।

সে সময়ে শ্রীইচ্ছাও নিষ্কর্ম্মী ছিল না। নগরস্থ দ্যাবলীয়েরদিগকে বিলক্ষণরূপে দমন করিল। যথাতথাগ্রাহক নামে এক ব্যক্তিকে ধরিল। ইহার বি-

ষয়ে পূর্ব্বে কিছু লেখা গিয়াছে। পূর্ব্বকালের যুদ্ধেতে দ্যাবলীয়েরা বিনেরেগশের সৈন্যদলহইতে তিন জনকে ধরিলে ঐ যথাতথাগ্রাহক তাহারদিগকে দ্যাবলের নিকটে আনিল ও শাদাই রাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহারদিগকে পরামর্শ দিল। শ্রীইচ্ছা আর এক জন অতি প্রসিদ্ধ দ্যাবলীয়কে ধরিল তাহার নাম আলগাপদ। এই ব্যক্তি নরাত্মা নগরে দ্যাবলীয়েরদের চর ছিল সে নগরে কোন সম্বাদ শুনিয়া দ্যাবলের ছাউনিতে প্রকাশ করিত আবার সেই স্থানে সম্বাদ শুনিয়া নগরস্থ দ্যাবলীয়েরদের নিকটে জানাইত। এই দুই জনকে শ্রীইচ্ছা সত্যপুরুষ নামক কারারক্ষকের নিকটে পাঠাইয়া তাহারদের পায়ে বেড়ী দিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিল। আর যে সময়ে তাহারদিগকে নষ্ট করণেতে নগরের মঙ্গল ও শত্রুরদের আশাভঙ্গ হইতে পারে এমন সময়ে তাহারদিগকে ক্রুশে হত করিতে মনস্থ করিল।

নগরাধ্যক্ষের আঘাত হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্বমতে চালাক হইতে পারিল না। কিন্তু নগরজাত লোকেরদিগকে সতর্ক থাকিতে ও সুযোগমতে সাহস প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিল। ধর্ম্মোপদেশক বিবেকও সকল ধর্ম্ম শিক্ষা নরাত্মার লোকেরদের মনে রাখিবার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ করিল।

পঞ্চদশাধ্যায়।

কিছু দিন পরে নগরের সেনাপতিরা ও সাহসিক লোকেরা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল আমরা কোন এক দিবসে রাত্রিকালে নগরের বাহিরে যাইয়া দ্যাবলের সৈন্যেরদের প্রতি আক্রমণ করিব। কিন্তু রাত্রিকালে যাওয়া অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম। শত্রুরদের জন্যে রাত্রিকাল উত্তম বটে। নরাত্মা তৎসময়ে ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি তাহারদের অত্যন্ত সাহস বৃদ্ধি হইয়াছিল ও অল্পকাল হইল শত্রুরদিগকে পরাজয় করিয়াছিল ইহাতে সাহস পাইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে স্থির করিল।

নির্দ্দিষ্ট রাত্রি উপস্থিত হইলে যুদ্ধ করিতে অগ্রে কে বাহিরে যাইবে এই বিষয় তাহারা গুলিবাঁট করিল। তাহাতে বিশ্বাস ও প্রাপ্তজ্ঞানের অগ্রে যাইতে হইল সর্ব্বাগ্রে উত্তমাশা গমন করিল। ইমানুএল যে সময়ে নগরে ছিলেন সে সময়ে তিনি ঐ প্রাপ্তজ্ঞানকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাহারা শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহিরে গিয়া একেবারে শত্রুরদের প্রধান অংশের উপর পড়িল। দ্যাবল ও তাহার সৈন্যেরা রাত্রিকালে যুদ্ধেতে নিপুণ অতএব পূর্ব্বে সম্বাদ পাইলে যেমন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত তেমনি শীঘ্র প্রস্তুত হইল। তাহাতে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এক দিগে নরকের ঢক্কাতে অতি ভয়ানক গোল হইল। অপর দিগে যুবরাজের তূরীর মধুর ধ্বনি হইল। অতৃপ্ত নামক দ্যাবলীয় সে-

নাপতি শত্রুরদের শকট বাহনাদির নিকটে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অপেক্ষায় থাকিল।

যুবরাজের সেনাপতিরা অতি সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল এমন যুদ্ধ করিবে ইহার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তাহারা অনেককে আঘাতী করিল ও দ্যাবলের সমুদয় সৈন্যদল তাহারদের সম্মুখহইতে পলাইয়া গেল। বিশ্বাস ও উত্তমাশা ও প্রাপ্তজ্ঞান এই তিন জন সৈন্যসহিত পাছে২ যাইতে২ শত্রুরদিগকে নষ্ট করিতেছিল। এমন সময়ে কোনক্রমে বিশ্বাস উছোট খাইয়া পড়িল তাহাতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া উঠিতে পারিল না শেষে প্রাপ্তজ্ঞান আসিয়া তাহাকে তুলিল তাহাকে পড়িতে দেখিয়া সৈন্যেরদের মধ্যে গোলমাল হইতে লাগিল। বিশ্বাসও অত্যন্ত বেদনাপ্রযুক্ত অতিশয় চীৎকার করিল। এই দারুণ আঘাতে তাহার মরিবার সম্ভাবনা আছে বোধ করিয়া অন্য দুই জন সেনাপতি মুমূর্ষু হইয়া পড়িল সৈন্যেরদের মধ্যেও অধিক গোল হইলে তাহারা আর যুদ্ধ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে দ্যাবল অতি সতর্ক। আর যদিও পলায়ন করিতেছিল তথাপি নগরের সৈন্যেরা থামিয়াছে দেখিয়া বোধ করিল সেনাপতিরা হয় আঘাতী হইয়াছে নতুবা মরিয়াছে অতএব প্রথমে স্থগিত হইল পরে মুখ ফিরাইয়া নারকীয় ক্রোধক্রমে যুবরাজের সৈন্যেরদের উপরে আসিয়া পড়িল। তাহাতে তিন সেনাপতি যে স্থানে ছিল সেই স্থানে আসিয়া তাহারদিগকে খড়্গ ও বর্ষা দ্বারা অত্যন্ত আঘাতি করিল তাহাতে একদিগে সেনাপতিরা ভগ্নাশ অপর দিগে গোলমাল তদ্ভিন্ন তাহারদের অতিশয় আঘাতও অত্যন্ত রক্তপাত হইল তাহাতে সেনাপতিরা প্রবল

লোক হইলেও প্রায় নগরপর্য্যন্তও দৌড়িতে পারিল না।

এই তিন জন সেনাপতি পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া যুবরাজের সৈন্যেরা পলায়ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এইপ্রকারে ঐ রাত্রে যুদ্ধের শেষ হইল।

এই ব্যাপারে দ্যাবল অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বোধ করিল অল্পদিন পরে আমি অনায়াসে নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিব। অতএব পরদিনে সাহস করিয়া নগরের নিকটে আসিয়া কহিল দ্বার খুলিয়া দেহ শীঘ্র করিয়া আমার হাতে নগর অর্পণ কর। সে কালে নগরের মধ্যে যে দ্যাবলীয়েরা ছিল তাহারাও কিছু চালাক হইতে লাগিল তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব। দ্যাবলের ঐ কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ কহিল তুমি যাহা অধিকার করিতে চাহ তাহা যুদ্ধ না করিলে পাইবা না। ইমানুএল রাজা আমারদের ইচ্ছামতে আমারদের প্রতি প্রসন্ন নহেন বটে তথাপি তিনি যাবৎ থাকেন তাবৎ আমরা নরাত্মাকে কাহারো হাতে অর্পণ করিব না।

পরে শ্রীইচ্ছাও কহিল ও রে গভীর গহ্বরের কর্ত্তা সর্ব্ব ভদ্রতার শত্রু দ্যাবল এই নগরনিবাসি দুর্ভাগা আমরা তোমার কর্ত্তৃত্ব ও রাজনিয়ম ভালমতে জানিয়াছি তোমার অধীন হইলে আমারদের যাহাং ভোগিতে হবে তাহাও জানি অতএব আমরা তোমার অধীন হইব না। পক্ষী ফাঁদ না দেখিয়া ব্যাধের হাতে যেমন পড়ে তেমনও আমরা পূর্ব্বে না জানিয়া তোমাকে নগর অধিকার করিতে দিলাম। এইক্ষণে অন্ধকারহইতে দীপ্তিতে প্রবেশ করিয়া আমরা শয়তানের পরাক্রমহইতে ঈশ্বরের প্রতিও ফিরিয়াছি

তোমার ও নগরে যে দ্যাবলীয়েরা আছে তাহারদের চাতুরীতে আমারদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেই আমরা আপনারদিগকে মহা বিপদে ফেলিয়াছি তথাপি আমরা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া তুমি যে অতি দুষ্ট নিষ্ঠুর রাজা তোমার হস্তে আপনারদিগকে অর্পণ করিব তাহা আর কখনো হবে না। বরং এই স্থানে মরিব তাহাও ভাল। তদ্ভিন্ন রাজবাটীহইতে আমারদের উপকার হইবে এই আশা হইতেছে অতএব তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ছাড়িব না।

শ্রীইচ্ছা ও নগরাধ্যক্ষের কথা শুনিয়া দ্যাবলের সাহসের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া রাগের বৃদ্ধি হইল। আর ঐ কথাতে নগরের লোকেরদের ও সেনাপতিরদের কিছু সাহস বৃদ্ধি হইল ও বিশ্বাসের শরীরের আঘাতে ঐ কথা ঔষধের মত হইল। ফলতঃ নগরের সেনাপতিরা ও যোদ্ধা সৈন্যেরা যখন পরাজিত হইয়া নগরে পলায়ন করিয়াছে ও শত্রু অত্যন্ত সাহস পাইয়া নগরের প্রাচীরের নিকটে আসিয়া দ্বার মুক্ত করিতে আজ্ঞা করিতে পারে এমন সময়ে উক্ত সাহসের কথা উপযুক্ত ও ফলদায়ক হইল।

শ্রীইচ্ছাও নগরের মধ্যে বীরতুল্য কার্য্য করিল। সেনাপতিরা ও সেনারা যে সময়ে নগরের বাহিরে যুদ্ধ করিতেছিল সে সময়ে শ্রীইচ্ছাও অস্ত্র লইয়া নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ যে কোন স্থানে কোন দ্যাবলীয়কে পাইল তৎক্ষণে তাহাকে করাঘাত ও খড়্গাঘাত করিল। পরে বিবাদী ও চট্পট্যে ও অনধিকারচর্চ্চক ও কচকচিয়া প্রভৃতি অনেককে আঘাতি করিল। ইতর অনেককেও খঞ্জ করিল কাহাকে

বধ করিল কি না তাহা এইক্ষণে নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। সেনাপতিরা মাঠে যুদ্ধ করিতে গেলে নগরের দ্যাবলীয়েরা কহিল এই সময়ই লোকেরদের মধ্যে গোলমাল করার উপযুক্ত অতএব তাহারা একত্র হইয়া ঝটকার ন্যায় আসিয়া মহাউৎপাত করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীইচ্ছা আপন পরিচারকদিগকে লইয়া অনিবার্য্য সাহস প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে কাটিয়া এদিগে ওদিগে ফেলিতে লাগিল তাহাতে দ্যাবলীয়েরা অতিশীঘ্র পলাইয়া গহ্বরে আশ্রয় লইল। শ্রীইচ্ছাও স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

শ্রীইচ্ছার এই কার্য্যেতে দ্যাবল সেনাপতিরদের যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিকার হইল। তদ্ভিন্ন শত্রুরাও জানিতে পাইল নরাত্মাকে দুই এক বার জয় করিলেও অধিকার অনায়াসে হইবে না। দ্যাবল সেনাপতিরদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিল সেইরূপই যদি নগরস্থ দ্যাবলীয়েরা লোকেরদের প্রতি করিতে পারিত তবে দ্যাবল অতিশয় শ্লাঘা করিত কিন্তু শ্রীইচ্ছার উক্ত কার্য্যপ্রযুক্ত তাহা হইতে পারিল না।

অনন্তর একবার তাহারদিগকে জয় করাতে এই বারও পারিবে এই আশয়ে দ্যাবল পুনশ্চ নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল। অতএব আপন সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিল নরাত্মার প্রতি আক্রমণ করিতে সকলেই রাত্রির অমুক সময়ে প্রস্তুত হও আর বিশেষমতে চৈতন্য দ্বারের প্রতি অধিক সৈন্য আক্রমণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করুক। যুদ্ধেতে সৈন্যেরদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্যে নরকাগ্নি এই শব্দ করিয়া কহিল যদি সমস্ত কি

কতক সৈন্য নগরে প্রবেশ করিতে পারে তবে তাহারা ঐ শব্দ না ভুলুক। প্রবেশ করিলেই উচ্চস্বরে নরকাগ্নি নরকাগ্নি এই কথা কহিবে। নরকাগ্নি ভিন্ন অন্য শব্দ নগরের মধ্যে শুনা না যাউক। ঢক্কার শব্দও নিরন্তর হইতে থাকুক ধ্বজাবাহকেরা ধ্বজা তুলিয়া দেউক সৈন্যেরা অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করুক প্রত্যেক জন বীরতুল্য কর্ম্ম করুক।

রাত্রিতে সকল বিষয় প্রস্তুত হইলে পর দ্যাবল হঠাৎ চৈতন্য দ্বারে আক্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল যুদ্ধ করিলে পর দ্বার মুক্ত করিয়া ফেলিল। কেননা ঐ দ্বার অতি অশক্ত সহজেই খোলা যায়। পরে দ্যাবল যন্ত্রণা ও বিশ্রামহীন নামক দুই জন সেনাপতিকে দ্বারে নিযুক্ত করিয়া আপনি নগরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। এমন সময়ে যুবরাজের সেনাপতিরা উপস্থিত হইয়া অতিশয় বাধা করিল। তাহারা আপনারদের শক্তিমত যুদ্ধ করিল বটে কিন্তু যে তিন জন সেনাপতি আঘাতী হইয়াছিল তাহারাই অতি সাহসিক ও নিপুণ। তাহারা আঘাতপ্রযুক্ত প্রায় কিছু করিতে পারিল না। অন্য সেনাপতিরা দ্যাবল ও তাহার অনুগামি সেনাপতি ও সন্দেহি সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করত সম্পূর্ণ ব্যস্ত ছিল শেষে শত্রুরদের অধিক বলপ্রযুক্ত তাহারদের বাধা করিতে পারিল না সুতরাং শত্রুরা নগরে প্রবেশ করিল। তাহাতে যুবরাজের সেনারা ও সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় লইল গড়ে থাকাতে তাহারা নিজে রক্ষা পায় নগরীয় লোকেরদেরও রক্ষার উপায় হয় কিন্তু গড়ে থাকিবার তাহারদের বিশেষ অভিপ্রায় এই

নগরের যে রাজবাটী ও কর্ত্তৃত্ব ভার তাহা দ্যাবলের হাতে না পড়ে। কেননা গড় যাহার নগর তাহার।

সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় লইলে শত্রুরা প্রায় অবাধিতরূপে নগরের অন্য সকল স্থান অধিকার করিয়া নগরের প্রতিপল্লীতে দ্যাবলের আজ্ঞামতে নরকাগ্নি এই কথা চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল। কতককালপর্য্যন্ত নরকাগ্নি এইশব্দ ও দ্যাবলের ঢক্কার ভয়ঙ্কর শব্দভিন্ন অন্য শব্দই শুনা গেল না। এমন সময়ে নরাত্মা যেন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং নগর উচ্ছিন্ন হইবে এমত বিবেচনা যুক্তিসিদ্ধও বটে। দ্যাবল আপন সৈন্যেরদিগকে নরাত্মার ঘরে২ স্থান দিল। দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছার বাটী ঐ বিদেশীয় সন্দেহিদলেতে পরিপূর্ণ। আর ইহারা যাহাতে আশ্রয় না লইয়াছিল এমন কোন কোণ্ কি ঝোপ কি গোলা কি শূকরের খোঁয়াড়িও ছিল না। তাহারা নগরীয় লোকেরদিগকে ঘরহইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারদের শয্যাতেও শয়ন করিত তাহারদের ভোজের আসনেও বসিত। হায়২ দুর্ভাগা নরাত্মা এক্ষণে পাপের ফল ভোগ করিতেছ কল্পিত নির্ব্বিঘ্নতার মধুর বাক্যের অন্তরে গরল তাহার জ্বালায় মরিতেছ। ঐ সন্দেহিরা হাতে যাহা পড়িল তাহাই বিনষ্ট করিল নগরের অনেক স্থান দগ্ধ করিল। ছোট২ শিশুকে ধরিয়া মাটিতে আছাড়িয়া মারিল অনেক গর্ভও নষ্ট করিল। আশ্চর্য্য কি বিদেশী সন্দেহিরদের করুণা দয়া বিবেচনাদি কি থাকে। তাহারা নরাত্মার কি যুবতী কি বৃদ্ধ অনেক স্ত্রীলোককে বলাৎকার করিয়া পশুবৎ অত্যাচার করিল তাহাতে অনেকে মুমূর্ষু হইল অনেকের অসময়ে গর্ভপাত অনেকেরও

প্রাণ ত্যাগ হইল ও নগরের প্রতিপথের মোড়ে ও পার্শ্বে তাহারদের শব পড়িয়া রহিল।

তৎসময়ে নরাত্মা নগর নাগেরদের গহ্বরতুল্য ও নরকের সমান ঘোর অন্ধকার ময় হইল। অথচ প্রায় নির্ম্মূল বনের ন্যায় সর্ব্বস্থানই কণ্টক ও শিয়াল কাঁটা ও বন ও দুর্গন্ধ বস্তুময়। পূর্ব্বে লিখিয়াছি এ দ্যাবলীয় সন্দেহিরা নগরের লোকেরদিগকে শয্যাহইতে তাড়াইয়া দিল তদ্ভিন্ন তাহারদের অনেক জনকে আঘাতী করিল ও অত্যন্ত প্রহার করিল ও প্রায় সমস্তের মস্তক ভাঙ্গিয়া প্রায় মগজ বাহির করাইল। বিবেককেও অত্যন্ত আঘাতি করিল তাহার ক্ষতসকল পাকিল তাহাতে কি দিবস কি রাত্রি কিছু মাত্র বিশ্রাম পাইতে পারিল না নিত্য যাতনা পাইল। কেবল শাদাই রাজা রক্ষা করিলেন নতুবা তাহাকে একেবারে বধ করিত। নগরাধ্যক্ষের প্রতি তাহারা অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া চক্ষু প্রায় উৎপাটন করিল। শ্রীইচ্ছা গড়ে আশ্রয় লইল নতুবা তাহাকে খণ্ড২ করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিল কেননা তাহার তৎকালীন ভাব বুঝিয়া তাহারা তাহাকেই দ্যাবল ও তাহার সঙ্গিরদের প্রধান শত্রু জ্ঞান করিল। শ্রীইচ্ছা এই যুদ্ধেতে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিল তাহার বিস্তারিত পরে লিখিব।

তৎকালে অনেক দিন পর্য্যন্তও নগর পরিভ্রমণ করিলেও যাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় এমন এক ব্যক্তিকেও প্রায় কেহ দেখিতে পাইত না। হায়২ তৎকালে নরাত্মার কি দুর্দশা। সর্ব্বত্র বিদেশী সন্দেহিরা কেহ রক্তবর্ণ কেহ কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্র পরিয়া দলে২ পথে২ ভ্রমণ করিল ও ঘরে২ ভয়ানক চীৎকার শব্দ

ও দুষ্ট গান করিল ও মিথ্যা কথা ও শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্রের বিষয়ে নিন্দার কথা কহিল। নগরের প্রাচীরে গর্ত্তে গহ্বরে যে দুষ্ট দ্যাবলীয়েরা পূর্ব্বে লুক্কায়িত থাকিত তাহারা প্রকাশ হইয়া নির্লজ্জরূপে সন্দেহিরদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা যেমন পথে২ বেড়াইত ও ঘরে২ যাইত ও প্রকাশে থাকিত তেমন সে সময়ে নগরের লোকও করিতে পারিল না। ইত্যাদি ব্যাপার হইলেও দ্যাবল ও তাহার সঙ্গি বিদেশীয়েরা নরাত্মার মধ্যে কুশলে থাকিতে পারিল না যেহেতুক লোকেরা যেমন ইমানুএলের সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে অতিথি করিল তেমন তাহারদিগকে করিল না বরং তাহারদিগকে হেয়জ্ঞান করিল। শত্রুরা নগরের আহারীয় প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ভোজন কি বিনষ্ট করিল তাহা বলপূর্ব্বক না লইলে লোকেরা ইচ্ছা করিয়া কখন কিছু দিত না। তাহারা সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিত যাহা লুকাইতে পারিত না তাহাও দ্যাবলীয়েরা কাড়াকাড়ী করিয়া লইত। দ্যাবলীয়েরা নগরে থাকিতে না পায় লোকেরদের এই ইচ্ছা। কিন্তু কি করা যায় তৎকালে তাহারা দ্যাবলীয়েরদের বন্দি। বন্দিভাবে থাকিতেই হইল (রোম। ৭ ॥ ১।) তথাপি তাহারদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া শত্রুভাব নিত্য প্রকাশ করিতে থাকিল।

সেনাপতিরাও গড়হইতে নিত্য ফিঙ্গাদ্বারা প্রস্তরাদি ছুড়িয়া তাহারদিগকে অতিশয় যাতনা দিল। দ্যাবল অনেকবার গড়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যোগ করিল কিন্তু ঐশ্বরিকভয় ঐ দ্বারের রক্ষক ছিল এই ব্যক্তি অতিশয় সাহসী ও পটু ও বীর পুরুষ অত-

এব দ্যাবলের অত্যন্ত উদ্যোগ ও বাঞ্ছা হইলেও সে জন জীবৎ থাকিতে গড়ের দ্বার মুক্ত করা অসাধ্য দ্যাবলের উদ্যোগও অনর্থক। ঐ ব্যক্তি নগরের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পাইত তবে মঙ্গল হইত আমার এমন জ্ঞান হয়।

নরাত্মার এইরূপ দুর্দ্দশা দেড় বৎসরপর্য্যন্ত চলিল। নগরই যুদ্ধস্থল ছিল নগরীয় লোকেরা তাড়িত হইয়া গহ্বরে লুকিয়া থাকিল ও নরাত্মার গৌরব ভূমিসাৎ হইল। তবে নরাত্মার বিশ্রাম কি শান্তি কেমনে হইতে পারে। আনন্দরূপ সূর্য্য বা কেমনে উদয় হইতে পারে। ঐ দেড় বৎসরপর্য্যন্ত যদি শত্রুরা নগরে ঘেরিয়া থাকিত তবে নগরের লোকেরা অবশ্য অনাহারে অতিশয় ক্লেশ পাইত কিন্তু নগরের মধ্যেই শত্রুরা ছাউনি ও পরিখা করিল নগরের গড়ের বিপরীত সেই নগরই শত্রুরদের গড়। নগর নগরেরই বিপরীত। নগরের শক্তি ও জীবননাশকের আশ্রয়স্থান নগরই হইল। আর যাবৎ গড় অধিকার করিয়া বিনষ্ট না করে তাবৎ তাহারা নগরের দুর্গেতে বাস করিল। এই কি দুর্দশা। নরাত্মারই সে দশা।

দেড় বৎসর এই দশায় থাকিয়া রাজপুত্রের নিকটে অনেক প্রার্থনাপত্র পাঠাইলেও কিছু উপকার পাইল না দেখিয়া নরাত্মার প্রধান ও প্রাচীনং লোক সকল একত্র হইয়া কতকক্ষণ আপনারদের দুর্দ্দশা বিষয়ে ও পরমেশ্বর যে দণ্ড দিয়াছেন তাহার বিষয়ে বিলাপ করিয়া স্থির করিল আমরা এইক্ষণে উপকার পাইবার জন্যে প্রার্থনাপত্র পুনরায় ইম্মানুএলের নিকটে পাঠাইব। তাহাতে ঐশ্বরিকভয় কহিল শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের স্বাক্ষর যে

পত্রেতে না থাকে তাহা রাজা এমন বিষয়ে কখন গ্রহণ করেন নাই করিবেনও না। এই কারণে এত কাল প্রার্থনা করিয়াও তোমারদের পত্রের কোন ফল হয় নাই। তাহাতে লোকেরা কহিল তবে পত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে স্বাক্ষর করিতে প্রার্থনা করিব। ঐশ্বরিকভয় কহিল শ্রীযুত আপনি যে পত্র না লেখেন তাহাতে কখনো স্বাক্ষর করিবেন না তাহা জানি আর যুবরাজ শ্রীযুতের হাতের লিখন ও পদবিন্যাস ভাল জানেন কেহ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না অতএব আমার পরামর্শ শুন তোমরা শ্রীযুতের নিকটে যাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর। গড়ের মধ্যে সেনাপতিরা ও যোদ্ধারা যে স্থলে বাস করিত শ্রীযুতও সে স্থানে বাস করিতেন অতএব সকল লোক ঐশ্বরিকভয়ের ধন্যবাদ করিয়া তাহার পরামর্শমতে করিল। তাহারা শ্রীযুতের নিকটে গিয়া কহিল আমারদের আসিবার হেতু এই নরাত্মার অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারদের নিমিত্তে এক খানি পত্র মহা শাদাই রাজারও পুত্র ইমানুএলের নিকটে লিখুন। ইমানুএল পিতা রাজার নিকটে ঐ পত্র অর্পণ করিবেন।

শ্রীযুত কহিলেন কোন্ বিষয়ে প্রার্থনা পত্র লিখিতে হইবেক। তাহারা কহিল নরাত্মা নগরের যে দুর্দ্দশা ও মন্দ গতি তাহা আপনি জানেন আমরাও যে প্রকারে পাপে পতিত হইয়া যুবরাজকে ত্যাগ করিয়াছি তাহাও আপনি জানেন আর আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কে আসিয়াছ ও নরাত্মা যে প্রকারে যুদ্ধ স্থল হইয়াছে তাহা আপনি জানেন। আর পুরুষ

স্ত্রী শিশুরদের প্রতি শত্রুরদের যে প্রকার দৌরাত্ম্য হইতেছে ও নগরস্থ দ্যাবলীয়েরা নগরীয় লোকাপেক্ষা অধিক সাহস পাইয়া যে প্রকারে পথে২ বেড়ায় তাহাও আপনি জানেন। অতএব আপনকার ঈশ্বরের তুল্য জ্ঞান আছে আপনি দীনহীন দাসেরদের জন্যে ইমানুএলের নিকটে এক খানি পত্র লিখুন। তাহাতে শ্রীযুত কার্য্যনির্ব্বাহক কহিলেন ভাল আমি পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষরও করিব। তাহারা কহিল এই পত্র লইবার নিমিত্তে আপনকার নিকটে কখন আসিবার আজ্ঞা হয়। তিনি কহিলেন পত্র লিখন সময়ে তোমারদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। তোমারদেরই প্রার্থনা তাহাতে লিখিতে হইবেক। আমি আপন হাতে কলমে লিখিব কালী ও লেখনীপত্র তোমারদের দিতে হবে। তাহা না হইলে প্রার্থনাপত্র তোমারদের কি প্রকারে বলা যায়। আমি অপরাধী নই আমার কোন প্রার্থনাপত্র লেখার প্রয়োজন নাই। (রোম। ৮ ॥ ২৬, ২৭।)

আরো কহিলেন যাহারদের নিমিত্তে আমি পত্র লিখি তাহারদেরই সেই বিষয়ে আত্মমন সংযোগ না হইলে আপন নামে যুবরাজের নিকটে ও তদ্দ্বারা তাঁহার পিতার নিকটে পত্র কখন লিখি না। আর এই বিষয়ও তাহাতে লেখা থাকিবে।

তাহারা শ্রীযুক্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলে প্রার্থনা পত্র অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহা কে লইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত কহিলেন বিশ্বাস নামক সেনাপতি সুবক্তা সে লইয়া যাইবে। অতএব তাহারা তাহাকে ডাকিয়া কহিল এই পত্র ইমানুএলের নিকটে তোমার লইয়া যাইতে হবে। সেনাপতি কহিল আমি

অবশ্য যাইব আমি খঞ্জ বটি তথাপি যত শীঘ্র ও উত্তম রূপে কর্ম্ম করিতে পারি করিব। প্রার্থনা পত্র এই।

হে সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু একাধিপতি ইমানুএল যুবরাজ মহাবলবন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু রাজা আপনকার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ আছে আমরা যদ্যপি আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছি তথাপি আপনি দয়ালু ও ক্ষমাবান। আমরা আপনকার নরাত্মা নামের যোগ্য নই সামান্য মঙ্গলেরও যোগ্য পাত্র নই কিন্তু আপনকার নিকটে ও আপনকার দ্বারা পিতার নিকটে বিনয় করি আমারদের পাপ মার্জনা করুন। আপনি ন্যায়মতে আমারদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন বটে কিন্তু আপনকার নামহেতুক তাহা না করুন। প্রভু আমারদের অত্যন্ত দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া এই সময়ে দয়া প্রকাশ করুন। হে প্রভো চারিদিগে শত্রু ঘেরিয়াছে। পাপহইতে আমারদের তিরস্কার হয় নগরে দ্যাবলীয়েরা আমারদের ভয় জন্মাইতেছে অতলস্পর্শ গহ্বরের দূতের সৈন্যদল আমারদিগকে মহাক্লেশ দিতেছে। আপনকার অনুগ্রহ হইলে আমারদের ত্রাণ হইতে পারে। আপনাভিন্ন আমরা আর কাহার কাছে যাইব।

আরো হে দয়ালু রাজা আমরা সেনাপতিরদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছি তাহারা আশারহিত ও পীড়িত এবং কতক কাল হইল তাহারদের কএক জন পরাজীত হইয়া শত্রুর বল ও পরাক্রম দ্বারা যুদ্ধস্থলহইতে পলাইয়া আসিয়াছে। যে সেনাপতিরদের সাহসেতে আমারদের বিশেষ আশা ছিল তাহারাও আঘাতি লোকতুল্য হইয়াছে। হে প্রভো শত্রুরাও চালাক

ও বলবান তাহারা অহঙ্কার ও দম্ভ করিয়া কহে আমরা লুঠিত দ্রব্য যেমন তেমন ইহারদিগকে বাঁটিয়া লইব। হে প্রভো তাহারা সহস্র সহস্র সন্দেহিদিগকে লইয়া আমারদের প্রতি আক্রমণ করিয়াছে তাহারদিগের আমরা কিছুই করিতে পারি না তাহারদের মুখ অতি ভয়ঙ্কর ও অতি নির্দ্দয় আমারদের ও আপনকার প্রতি আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে।

আপনি আমারদের নিকটহইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমারদের বুদ্ধি ও বল থাকিল না। পাপ ও লজ্জা ও পাপহেতুক মুখের ব্যাকুলতা এই আমারদের রহিল। হে প্রভো দয়া করুন আপনকার দুর্ভগা নরাত্মার প্রতি দয়া করুন শত্রুরদের হাতহইতে আমারদিগকে উদ্ধার করুন তথাস্তু।

পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এই পত্র শ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক লিখিয়াছিলেন। অতি সাহসবান ও বীরতুল্য বিশ্বাস সেনাপতি ঐ পত্র লইয়া মুখদ্বারদিয়া ইমানুএলের নিকটে রাজবাটীতে গেল। পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ দ্বার দিয়া দূতেরা বাহিরে যায়। তাহার পত্র লইয়া যাওনের সম্বাদ কিপ্রকারে প্রকাশ হইল তাহা জানি না কিন্তু বোধ করি দ্যাবল তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। কেননা তদ্বিষয়ে নরাত্মার নিকটে তর্জন গর্জন করিয়া কহিল ওরে বিদ্রোহি একগুঁয়া নরাত্মা আমি তোরদের প্রার্থনা করার শেষ করাইব। এখনও প্রার্থনা করিবি। আমি এই কার্য্য থামাইব। বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া গিয়াছিল ইহারও সম্বাদ দ্যাবল পাইলে অতিশয় ক্রোধ ও ভয় করিতে লাগিল। অতএব পুনরায় ঢাক মারিবার আজ্ঞা দিল সে ঢক্কার শব্দ শুনিয়া নরাত্মার অত্যন্ত ত্রাস জন্মে। কিন্তু দ্যাবল

ঢাক মারিলে নরাত্মার অবশ্য সহ্য করিতে হবে। ঢক্কার শব্দ শুনিয়া দ্যাবলীয়েরা একত্র হইল।

পরে দ্যাবল তাহারদিগকে কহিল ওহে সাহসি দ্যাবলীয়েরা এই বিদ্রোহি নরাত্মার লোকেরা আমারদের ক্ষতি করিবার মন্ত্রণা করিতেছে তাহা জান। নগর আমারদেরই অধিকার তাহা দেখিতেছ। তথাপি এই দুর্ভগা লোকেরা সাহস করিয়া রাজবাটীতে ইমানুএলের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব নরাত্মার প্রতি তোমারদের যাহা করিতে হয় তাহা বুঝ। আমার আজ্ঞা এই নরাত্মার লোকদিগকে সমুচিত দুঃখ দেও। তোমারদের চাতুরীদ্বারা তাহারদিগকে ক্লেশ দেও। স্ত্রী কন্যারদিগকে বলাৎকার কর। শিশুরদিগকে নষ্ট কর। বৃদ্ধেরদের মস্তক চূর্ণ কর। নগর দগ্ধ কর। যত ক্ষতি করিতে পার কর। নরাত্মার লোকেরা আমার বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে তাহার এই প্রতিকার কর।

এই আজ্ঞা পাইয়া দ্যাবলীয়েরাও অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিল কিন্তু ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিতে২ বাধা হইল। বিস্তারিত পরে লিখিব।

পরদিনে দ্যাবল গড়ের দ্বারের নিকটে গিয়া কহিল এইক্ষণে দ্বার খোল। আমাকে ও সঙ্গি লোককে যাইতে দেও। না দিলে তোমারদিগকে নষ্ট করিব। দ্বারের রক্ষক ঐশ্বরিকভয় কহিল তোমারদের নিমিত্তে দ্বার খুলিব না। নরাত্মা আর কিঞ্চিৎকাল দুঃখভোগ করিলে পর সিদ্ধ বলবৎ অচল হইবেক।

তাহাতে দ্যাবল কহিল আমার বিপরীত যাহারা প্রার্থনাপত্র লিখিয়াছে তাহারদিগকে আমার কাছে পাঠাও। বিশেষ যে বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া গিয়াছে

তাহাকে আমার হাতে অর্পণ কর। ঐ শ্যালাকে আমার কাছে পাঠাইলে আমি নগর ছাড়িয়া যাই।

তৎক্ষণাৎ মস্করা নামক এক জন দ্যাবলীয় কহিল। প্রভু ভালই বলিতেছেন। এক জন মারা পড়িলে নগর রক্ষা পাবে এই কি ভাল কথা নয়।

ঐশ্বরিকভয় উত্তর করিল যদি বিশ্বাসকে দ্যাবলের হাতেঅর্পণ করি তবে গভীর স্থলে পড়িতে আর কত দিন লাগিবে। বিশ্বাস ছাড়া হওয়া নগর ছাড়া হওয়া একই কথা। বিশ্বাস গেলে নগর কোথায়। মস্করা এই কথার কোন উত্তর করিল না।

পরে নগরাধ্যক্ষ কহিল ওরে সর্ব্বনেশ্যা দুষ্ট তোর কোন কথা মানিব না তা জানিস্। নরাত্মার মধ্যে যাবৎ সেনাপতি কি পুরুষ কি ফিঙ্গা কি পাতর থাকে তাবৎ তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিব। এই স্থির করিলাম।

দ্যাবল উত্তর করিল তোমরা কি উপকার ও রক্ষার আশা ও প্রতীক্ষা করিতেছ। ইমানুএলের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছ বটে কিন্তু তোমারদের দোষ অতিশয় হইয়াছে তোমারদের মুখহইতে শুদ্ধ প্রার্থনা হইতে পারে না। তোমারদের প্রার্থনা শুনিবেন কার্য্য সফল হইবে এমন কি বোধ কর। তোমারদের কার্য্য সফল হবে না তোমারদের উদ্যোগ বৃথা তাহা জান। কেবল দ্যাবল তোমারদের বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে এমন বুঝ না। ইমানুএলও তোমারদের শত্রু হইয়াছেন। তোমারদিগকে জয় করিতে তিনিই আমাকে পাঠাইয়াছেন। তবে তোমারদের কি আশা। রক্ষা পাইবার বা কি উপায়।

নগরাধ্যক্ষ কহিল আমরা পাপী বটি কিন্তু তাহাতে তোমার কোন লাভ নাই। ইমানুএলের কথা

বিশ্বাস যোগ্য। তিনি কহিয়াছেন যে কেহ আমার নিকটে আইসে তাহাকে কোন ক্রমে দূর করিব না। ওরে শত্রু তিনি আরও কহিয়াছেন মনুষ্য সন্তানের সর্ব্বপ্রকার পাপ ও ঈশ্বরনিন্দা দোষ ক্ষমা হইবেক। অতএব আমারদের আশা আছে অনুগ্রহের অপেক্ষা অবশ্য করিব।

এমন সময়ে ইম্মানুএলের রাজবাটীহইতে বিশ্বাস ফিরিয়া আইল। একটা পুলিন্দা আনিল। নগরাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া দ্যাবলের সঙ্গে আর কথা না কহিয়া চলিয়া আইল। দ্যাবল নগরের প্রাচীরের ও গড়ের দ্বারের নিকটে চেঁচাইতে থাকিল। নগরাধ্যক্ষ বিশ্বাসের বাসায় আসিয়া তাহাকে বন্দনাদি করিয়া তাহার মঙ্গলের বিষয় ও রাজবাটীহইতে কি সম্বাদ ইহা জিজ্ঞাসা করিল। এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে২ তাহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তাহাতে বিশ্বাস কহিল মহাশয় শান্ত হও সময় ক্রমে মঙ্গল হইবে। পরে পুলিন্দা দেখাইয়া এক দিগে রাখিল। নগরাধ্যক্ষ ও সেনাপতিরা তাহা দেখিয়া মঙ্গলের চিহ্ন জানিল। অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার সময় হইলে নগরাধ্যক্ষ সেনাপতিরদের ও প্রাচীনেরদের ঘরে২ ও গড়েতে ও তৈনাতী কর্ম্মে যাহারা প্রবর্ত্ত তাহারদের নিকটে লোককে পাঠাইয়া কহিল বিশ্বাস রাজবাটীহইতে ফিরিয়া আসিয়াছে তোমারদের বিশেষ কোন লোকের নিমিত্তে পত্র আনিয়াছে ও নগরের সকল লোকের নিমিত্তে সাধারণ পত্র আনিয়াছে। তাহা শুনিয়া সকলে বিশ্বাসের ঘরে আসিয়া তাহার বন্দনাদি করিয়া তাহার যাত্রা বিষয়ে ও রাজবাটীর

সুসম্বাদ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। বিশ্বাস উত্তর করিল সময় ক্রমে মঙ্গল হইবে।

পরে বিশ্বাস পুলিন্দা খুলিয়া পত্র বাহির করিল। প্রথম পত্র নগরাধ্যক্ষের নামে। তাহাতে যুবরাজ ইমানুএল এই কথা লিখিলেন। তুমি আপন পদের কর্ম্ম ও নরাত্মা নগর ও লোকেরদের সম্পর্কীয় যে কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি সমর্পিত ছিল তাহা সরল ও বিশ্বস্তমতে করিয়াছ ইহাতে আমি অতি সন্তুষ্ট হইলাম। আরো তুমি যুবরাজ ইমানুএলের সপক্ষে অতিশয় সাহস প্রকাশ করিয়া দ্যাবলের সঙ্গে বিশ্বস্ত রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলা ইহাতেও অতি সন্তুষ্ট। কিঞ্চিৎ পরে তোমাকে পুরস্কার দিব।

দ্বিতীয় পত্র শ্রীইচ্ছার নামে। তাহাতে যুবরাজ লিখিলেন আমি নগরে না থাকিলে যখন দ্যাবলের দ্বারা আমার নামের নিন্দা হইতে লাগিয়াছিল তখন তুমি আপন প্রভুর মান রক্ষা করিতে যে সাহস প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি। আরো নরাত্মা নগরের মধ্যে গহ্বরে২ যে দ্যাবলীয়েরা লুকাইয়া আছে তাহারদিগকে তুমি ভাল মতে দমন করিয়া অতিশয় সতর্ক থাকিয়া তাহারদের সকল চলনে দৃষ্টি রাখিয়া নগরের প্রতি বিশ্বস্ত হইয়াছ ইহাতেও আমি অতিশয় সন্তুষ্ট। আরো তুমি বিদ্রোহিরদের কতক প্রধান লোককে আপন হাতে বধ করিয়া শত্রুরদের আশ্বাস ভঞ্জন করিয়াছ ও নগরীয় লোকেরদিগকে এই সৎকর্ম্ম করিবার পথ দেখাইয়াছে তাহাও শুনিয়াছি অতএব তোমাকেও কিঞ্চিৎ পরে পুরস্কার দিব।

তৃতীয় পত্র দ্বিতীয় উপদেশকের নামে। তাহাতে

যুবরাজ লেখেন তুমি আপন পদের কর্ম্ম ভালও বিশ্বস্তমতে করিয়াছ ও নগরের ব্যবস্থামতে নরাত্মাকে উপদেশ অনুযোগ সতর্কাদি করিয়া আমি তোমাকে যে কর্ম্ম অর্পণ করিলাম তাহা করিয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি। আর নরাত্মা আমাকে ত্যাগ করিলে তুমি লোকেরদিগকে উপবাস করিয়া ভস্ম মাখিয়া খেদ করিতে উপদেশ করিলা আর এই মহৎ কার্য্যেতে বিনেরেগশ সেনাপতির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলা ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট। তুমিও কিঞ্চিৎপরে পুরস্কার পাইবা।

চতুর্থ পত্র ঐশ্বরিকভয়ের নামে। তাহাতে যুবরাজ এই কথা লিখিলেন। কল্লিতনির্ব্বিঘ্নতা দ্যাবলের সপক্ষ হইয়া চাতুরী ও ধূর্ত্ততার দ্বারা মঙ্গলপ্রাপ্ত নরাত্মাকে সৎকর্ম্ম ত্যাগ করাইলে তুমিই প্রথমে তাহাকে ধরিয়াছিলা জানি। আর নরাত্মার দশার বিষয়ে তোমার যে ক্রন্দন ও খেদ তাহাও আমার মনে আছে। আর কল্লিতনির্ব্বিঘ্নতা আপন দুষ্ট অভিপ্রায় সম্পূর্ণ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া আপন বাটীতে ভোজ করিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছে এমন সময়ে তুমি তাহার বাটীতেই তাহার দুষ্টতা প্রকাশ করিলা তাহাও আমি জানি। আর দ্যাবল অনেক প্রকার ভয় দেখাইলেও তুমি অতি সাহসপূর্ব্বক গড়ের দ্বার রক্ষা করিলা আর লোকেরা উপযুক্তমতে প্রার্থনা করিয়া যাহাতে মঙ্গলের উত্তর পাইতে পারে এমন পথ তুমিই তাহারদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলা। এই সকল বিষয় আমি জানি অতএব তোমাকেও পুরস্কার দিব।

পরে নরাত্মার সকল লোকের এক পত্র বাহির

করিয়াছিল। তাহাতে প্রভু লিখেন তোমরা বারম্বার আমার নিকটে প্রার্থনা পত্র পাঠাইয়াছ তাহা আমার মনে আছে ইহার সুফল দেখিবা। আরো দ্যাবল যদিও তোমারদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তথাপি তাহার মিথ্যা উপাসনা শুনিয়া কিম্বা তোমারদের আপন দুঃখ বিবেচনা করিয়া তোমরা তাহার কথা মান নাই ও তাহার নির্দ্দয় অভিপ্রায় সফল করিতে উপায় দেও নাই ও শেষে আপনারদের মন প্রাণ আমার প্রতি ও আমার কার্য্যের প্রতি স্থিররূপে রাখিয়াছ ইহাতে আমি অতি সন্তুষ্ট হইলাম। পত্রের শেষ ভাগে লিখিলেন আমি নরাত্মা নগর শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের হস্তে ও নগরের সমস্ত কার্য্য শ্রীবিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিলাম তোমরা সাবধান হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাহারদের আজ্ঞামতে কর্ম্ম কর। উপযুক্ত সময়ে তোমরা পুরস্কার পাইবা।

বিশ্বাস এই সকল পত্র যাহারদের নামে লেখা ছিল তাহারদিগকে দিয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক কাল কথা কহিল। তাহারদের পরস্পর অতিশয় প্রণয় ছিল আর নরাত্মার যাহা হইবে তাহা অন্য লোকাপেক্ষা তাঁহারা উত্তম জানেন। শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক বিশ্বাসকে অতিশয় স্নেহ করিতেন আর আপন ভোজনাসনহইতে অনেক সুখাদ্য দ্রব্য তাহার নিকটে পাঠাইতেন। নরাত্মার অন্য সকল লোক যদিও দুঃখরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইত তথাপি বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার নিত্য অনুগ্রহ প্রকাশ। অনেক কাল কথোপকথন করিলে পর বিশ্বাস আপন ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল। কিঞ্চিৎ পরে শ্রীযুত তাহাকে ডাকিলেন। বিশ্বাস তৎ-

ক্ষণাৎ গিয়া শ্রীযুতের বন্দনাদি করিয়া নিবেদন করিল দাসের প্রতি মহাশয়ের কি আজ্ঞা। শ্রীযুত তাহাকে এক পার্শ্বে বসাইয়া অনুগ্রহের কতক চিহ্ন দেখাইয়া কহিলেন নরাত্মার সকল সৈন্যেরদের প্রধান অধ্যক্ষ তোমাকে করিয়াছি অদ্যাবধি নরাত্মার সকল লোক তোমার আজ্ঞাধীন হইবেক তোমার আজ্ঞামতে তাহারদের গমনাগমন হইবে অতএব দ্যাবলের সঙ্গে এইক্ষণে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে তুমি আপন পদ বুঝিয়া যুবরাজের ও নরাত্মার সপক্ষে সকল কৰ্ম্ম চালাইবা। সকল সেনাপতি তোমার অধীন থাকিয়া কৰ্ম্ম করিবে।

নগরের লোকেরা দেখিল রাজবাটীতে ও নরাত্মার মধ্যে শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে বিশ্বাস অতি সুগ্রাহ্য। পূর্ব্বে যাহাকে পাঠাইয়াছিল কেহ ইহার মত সুসম্বাদ আনিতে পারিল না। অতএব আপনারদের দুঃখের কালে তাহারা ইহার স্থানে সাহায্য অধিকরূপে চাহে নাই ইহাতে নানারূপে বিলাপ করিয়া তাহারা দ্বিতীয় ধৰ্ম্মোপদেশককে শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিল আমারদের যাহা কিছু থাকে তাহা সমুদয় শ্রীবিশ্বাসের হাতে অর্পণ হউক ও তাঁহার আজ্ঞামতে সকল কার্য্য করা যাউক।

তদনুসারে ধৰ্ম্মোপদেশক নিবেদন করিলে শ্রীযুত এই উত্তর দিলেন। রাজশত্রুরদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় ও নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে যে কার্য্য হয় তাহাতে বিশ্বাস সেনাপতি সৈন্যদলের মধ্যে প্রধান কার্য্যকারক হইবে। এই উত্তর পাইয়া ধৰ্ম্মোপদেশক প্রণাম করিয়া শ্রীযুতের ধন্যবাদ করিয়া নগরীয় লোকের-

দিগকে শ্রীযুতের উত্তর জানাইলেন। এই সকল ব্যাপার অতি গোপনে হইয়াছিল যেহেতু নগরের মধ্যে শত্রুরা অত্যন্ত প্রবল। তাহারদের বিষয়ে পুনশ্চ কিঞ্চিৎ লিখিব।

ষোড়শাধ্যায়।

নগরাধ্যক্ষ ও ঐশ্বরিকভয় দ্যাবলকে যে সাহসের উত্তর দিয়াছিল তাহা পূৰ্ব্বে লিখিয়াছি। তাহারদের উত্তর শুনিয়া দ্যাবল অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া নরাত্মার হিংসা করিবার নিমিত্তে গভীর স্থলের প্রধান২ লোকেরদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধের মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে সকলে একত্র হইল। তাহারদের মধ্যে অবিশ্বাস প্রধান। তাহার সৈন্যদলের সেনাপতিরাও সঙ্গে আইল। সভাস্থ হইয়া তাহারা এই মন্ত্রণা করিল। গড় যাবৎ শত্রুর হাতে থাকে তাবৎ আমরা কৰ্ত্তা নই অতএব কিপ্রকারে ঐ গড় অধিকার করিব। তাহাতে এক জনের একরূপ অন্যের অন্যরূপ পরামর্শ হইল। শেষে সভাধ্যক্ষ আপল্ল্যন কহিল। হে ভ্রাতারা আমার পরামর্শ শুন। প্রথম আমরা নগর ত্যাগ করিয়া মাঠে গিয়া ছাউনি করি। গড় যদি শত্রুরদের হাতে থাকিল তবে এখানে থাকার কিছু ফল নাই আর তাহাতে অনেক সাহসী সেনাপতি যাবৎ থাকে ও অতি সাহসিক ঐশ্বরিকভয় দ্বাররক্ষক হয় তাবৎ আমরা গড় অধিকার করিতে পারিব না। আমরা যদি মাঠে যাই তবে লোকেরা স্বচ্ছন্দে কিছু বিশ্রাম করিবে তাহাতে ধৰ্ম্ম বিষয়েও পুনরায় শৈথিল্য করিতে পারে তাহাতে তাহারদের যত ক্ষতি হইবে তত আমরা কোন কৌশলক্রমে কবিতে পারিব না। যদি এইরূপ না হয় তথাপি কি জানি আমরা

মাঠে গিয়া থাকিলে সেনাপতিরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পুনরায় বাহিরে আসিবে আর পূর্ব্বে আমারদের সঙ্গে মাঠে যুদ্ধ করিলে তাহারদের যাহা হইয়াছিল তাহা তোমরা জান। আরো তাহারা যদি মাঠে আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসে তবে আমরা নগরের পাছে কতক সৈন্য ওতে রাখিব। তাহারা বাহিরে আইলেই ঐ সৈন্যেরা হঠাৎ নগরে গিয়া গড় অধিকার করিবে।

তাহাতে বালজিবূব কহিল। যুদ্ধ করিতে হইলে সকল লোক কি গড় শূন্য রাখিয়া যাইবে। গড় রক্ষার নিমিত্তে কতক জন অবশ্য থাকিবে। আর সকলেই যে বাহিরে যাইবে ইহা নিশ্চয়রূপে না জানিলে এই প্রকার উদ্যোগ করা নির্ম্মূল হইবে। অতএব এই কৰ্ম্ম করিবার অন্য উপায় করিতে হয়। আপল্ল্যন পূর্ব্বে এই পরামর্শ দিয়াছিল নগরীয় লোকেরদিগকে পুনশ্চ পাপে ফেলা যাউক। বোধ করি এই পরামর্শ ভাল। তাহা না হইলে আমরা নগরে থাকি কি মাঠে থাকি কি যুদ্ধ করি কি লোকেরদিগকে হত করি তবু অধিকার পাইব না। আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যে পারে এমন এক জনও যাবৎ নগরে থাকে তাবৎ ইমানুএল অবশ্য তাহারদের সপক্ষ থাকিবেন। তিনি সাহায্য করিলে আমারদের যাহা ঘটিবে তাহা কে না জানে। অতএব তাহারদিগকে পাপে ফেলাইবার কোন উপায় করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাহারদিগকে অধীন করিবার অন্য পথ নাই। সন্দেহিরদিগকে না আনিলেও কোন ক্ষতি হইত না। যদি তাহারদিগকে গড়ের কৰ্ত্তা ও অধ্যক্ষ করিতে পারিতাম তবে ফল হইত বটে কিন্তু সন্দেহিরা যদি

দূরে থাকে তবে তর্ক করিয়া যে আপত্তি খণ্ডন হয় তাহারি মত। যদি গড়ে প্রবেশ করিয়া অধিকার পাইতে পারিতাম তবে আমরা নিতান্তই জয়ী হইতাম। অতএব এখন আমরা মাঠে গিয়া থাকি। গেলেও নরাত্মার সেনাপতিরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহিরে আসিবে ইহার কোন আশা নাই। তবু মাঠে যাই। কিন্তু অগ্রে নরাত্মার গহ্বরাদিতে আমারদের যে বিশ্বাসপাত্রেরা লুকাইয়া আছে তাহারদিগকে এমন পরামর্শ দিই তাহারা নগর আমারদের হস্তে অর্পণ করিবার বিষয়ে উদ্যোগ করে। তাহারা অধিকার না দেওয়াইলে কোন ক্রমেই হইবে না। বোধ হয় এই পরামর্শ বালজিবূব দিয়াছিল তাহাতে সকলেই সম্মত হইল সকলেই কহিল লোকেরদিগকে পাপে না ফেলিলে গড় পাইতে পারিব না। পরে কি প্রকারে তা করা যায় এই বিষয় বিচার করিতে লাগিল।

লুসিফর কহিল বালজিবূবের পরামর্শ ভাল। লোকেরদিগকে পাপে ফেলিবার উপায় জানাই। সৈন্যেরদিগকে লইয়া নরাত্মাহইতে বাহির হইয়া লোকেরদিগকে কথার দ্বারা কি ঢাকের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে ভয় দেখাইব না কেবল উদাসীনের মত মাঠে থাকিব। কেননা ভয় পাইলে তাহারা আরো শক্ত করিয়া অস্ত্র ধরে। আমার অন্য এক পরামর্শ আছে। নরাত্মা নগরে হাট হইয়া থাকে। লোকেরা ব্যবসায়ে আসক্ত। অতএব আমারদের দ্যাবলীয় কোন লোক যদি দূরদেশিরদের মত আসিয়া আমারদের দ্রব্য নরাত্মার হাটে বিক্রয় করে তবে কার্য্য সফল হইতে পারে। সে দ্রব্য যে দরে বিক্রয় করুক

তাহাতে কি চিন্তা। অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিতে হয় করুক। কিন্তু এই কর্ম্মের নিমিত্তে চতুর ও বিশ্বস্ত লোক চাই। এইরূপ হইলে যদি কার্য্য সফল না হয় তবে আমার মস্তক কাটিয়া ফেল। এই কার্য্যের উপযুক্ত দুই জনকে জানি। এক জনের নাম পয়সারক্ষায়-টাকা-অপব্যয়ী। অন্যের নাম গ্রামপ্রাপণে-জিলাহারাণ। তদ্ভিন্ন মিষ্ট সংসার ও আধুনিকমঙ্গল নামে অতিশিষ্ট ও চতুর দুইজন আমারদের পরমবন্ধু ও সহকারী আছে। ইহারা ও অন্য চারি পাঁচ জন এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হউক তাহাতে নরাত্মা ব্যবসায়ে আসক্ত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট ও ধনবান হইবে এইরূপে করিলে তাহারদিগকে অধীন করিব। লাওদিকিয়া নগরে এইরূপে করিয়া যে প্রকারে কার্য্য সফল হইয়াছিল তাহা কি মনে নাই। এখনও কত জন আমারদের এই জালে ধৃত আছে। নরাত্মার লোকেরা হৃষ্ট হইতে লাগিলে আপনারদের দুঃখ ভুলিবে। আর যদি তাহারদিগের ভয় না জন্মাই তবে তাহারা নিদ্রা যাইতে পারে। নিদ্রিত হইলে সুতরাং নগর গড় দ্বার রক্ষা করিতে ত্রুটি করিবে।

আরো এই উপায়মত কর্ম্ম করিলে নরাত্মা বহু দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ হইতে পারে তাহাতে তাহারা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সৈন্য ও যোদ্ধা গড়ে না রাখিয়া গড়কে ভাণ্ডারই করিবে। আমারদের দ্রব্যাদি গড়ে ন্যস্ত হইলে গড়ের অধিকাংশ আমারদের হইল। আর এমন দ্রব্যেতে গড় পূর্ণ করিতে পারিলে যদি তৎপরে আমরা হঠাৎ নগরের প্রতি আক্রমণ করি তবে সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় স্থান পাইবে না। দৃষ্টান্তবাক্যে যাহা লেখা আছে তাহা জান ধনের

মায়াতে বাক্য গ্রাস করে (লুক ৮॥ ১৪।) আর অসঙ্গত ভোজনে ও পানে ও সাংসারিক চিন্তাতে মন মত্ত হইয়া থাকিলে সর্ব্বপ্রকার কুৎসিত অনপেক্ষিতরূপেই হয়। (লুক ২১॥ ৩৪-৩৬।)

আরো মহাশয়েরা জানেন কোন লোক আমারদের দ্রব্য বাহুল্যরূপে পাইলে অবশ্য আমারদের সজাতীয় লোকেরদিগকে দাসস্বরূপ রাখিবে। নরাত্মার যে কেহ সাংসারিক বস্তুতে পূর্ণ হয় তাহার দাসেরদের মধ্যে অপচয়ী অপব্যয়ী পেটুক অনধিকারচর্চ্চক আত্মশ্লাঘাদি দ্যাবলীয়েরদের কোন এক জন অবশ্য থাকে। ইহারাই নরাত্মার গড় অধিকার করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারে অথবা ইমানুএলের বাস করার অনুপযুক্ত করিতে পারে। ইহারদের কোন এক জন হইলেই হয় বিংশতি সহস্র সৈন্যহইতেও ইহারা অতি শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে আমার এইরূপ বোধ হয়। অতএব আমার এই পরামর্শ। আমরা এই সময়ে গড় অধিকার করিবার কোন উদ্যোগ না করিয়া এই নূতন কল্পনা সিদ্ধ করিবার উপায় করি। দেখি তাহারা আপনারদিগকে বিনষ্ট করে কি না।

এই পরামর্শ সকলের মনে সুগ্রাহ্য হইল। সাংসারিক বস্তুতে নরাত্মাকে পূর্ণ করিয়া সংসারের উত্তম২ সকল দ্রব্যেতে উন্মত্ত করা এই পরামর্শ নরকের প্রধানেরা অতি উত্তম জ্ঞান করিল। কিন্তু দেখ কখন২ বিপরীত ব্যাপার একি কালে ঘটে। দ্যাবলীয়েরদের এই সভাভঞ্জন হইলেই বিশ্বাস সেনাপতি ইমানুএলের স্থানে এক পত্র পাইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম এই পরশ্ব আমি নরাত্মার সম্মুখের মাঠে তোমার সঙ্গে সা-

ক্ষাৎ করিব। পত্র পাঠ করিয়া সেনাপতি কহিল মাঠে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন প্রভুর এই কথার ভাব কি। এই কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম না। অতএব পত্র লইয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে গিয়া তাঁহার স্থানে এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল কেননা রাজার সমস্ত ব্যাপারে ও নরাত্মা নগরের মঙ্গল ও সান্ত্বনাজনক সমস্ত বিষয়ে শ্রীযুত বহুদর্শী ছিলেন। অতএব বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া শ্রীযুতের নিকটে গিয়া কহিল মহাশয় আমাকে এই পত্রের অর্থ করিয়া দিউন আমি বুঝিতে পারি না। শ্রীযুত পাঠ করিয়া ক্ষণেককাল থাকিয়া কহিলেন দ্যাবলীয়েরা অদ্য সভা করিয়া নরাত্মার ক্ষতি করিতে মহামন্ত্রণা করিয়াছে। তাহারা নগর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিবার উপায় করিয়াছে। তাহারদের পরামর্শমতে যদি নগরে কার্য্য চালাইতে পারে তবে নরাত্মা বিনষ্ট হইবেক ইহার সন্দেহ নাই সে অভিপ্রায় সফল করিবার নিমিত্তে তাহারা নগরের বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে ও তাহারদের সে উপায় সফল হয় কি না ইহার অপেক্ষায় মাঠে থাকিবে। তুমি আপন প্রভুর সৈন্যেরদের সহিত প্রস্তুত হইয়া পরশ্ব তাহারদের সঙ্গে মাঠেই যুদ্ধ কর। সেই দিনে যুবরাজও মহাদল সৈন্য লইয়া অরুণোদয় কালে কি তৎপূর্ব্বেই মাঠে উপস্থিত হইবেন তিনি শত্রুরদের সম্মুখে তুমি তাহারদের পাছে থাকিয়া দুইদিগহইতে যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিবা।

বিশ্বাস সেনাপতি এই কথা শুনিয়া অন্য সেনাপতিরদের নিকটে যাইয়া কহিল আমি অমুক ভাবের এক পত্র ইমানুএলের স্থানে পাইয়াছি তাহার মধ্যে

যাহা বুঝিতে পারিলাম না তাহা শ্রীযুত প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। আর প্রভুর অভিমত কর্ম্ম করিতে আমারদের এই২রূপ করিতে হইবেক। সেনাপতিরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। বিশ্বাস সেনাপতিও রাজার সকল তূরীবাদককে আজ্ঞা করিল তোমরা গড়ের প্রাচীরে উঠিয়া দ্যাবল ও নরাত্মা নগরের সমস্ত লোক যে স্থানহইতে শুনিতে পাইবে এমন স্থানে দাঁড়াইয়া অতিশয় আনন্দ ধ্বনি কর। তাহাতে বাদ্যকরেরা গড়ের উপরি ভাগে উঠিয়া অতি আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। দ্যাবল শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল এ কি। তাহারা অশ্বারোহণ করিতে প্রস্তুত হইবার কিম্বা অশ্বারোহি হইয়া দৌড়িবার কিম্বা যুদ্ধ করিবার কোন ধ্বনি করে না। তবে এই পাগলেরা এত আনন্দ করে কেন। তাহাতে দ্যাবলীয় একজন উত্তর করিল ইমানুএল যুবরাজ নরাত্মা নগরের উপকারের নিমিত্তে আসিতেছেন তিনি সৈন্যদল লইয়া শীঘ্র আসিবেন ইহাতেই আনন্দ।

নরাত্মার লোক সকলও তূরীর অতি মধুর ধ্বনি শুনিয়া বিবেচনা করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল এই কোনক্রমে অমঙ্গলের লক্ষণ হইতে পারে না। দ্যাবলীয়েরা কহিল আমরা কি করিব। তাহাতে কেহ উত্তর করিল নগরহইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত। অন্য জন কহিল আমারদের মন্ত্রণামতে নগরের বাহিরে যাই তাহাতে যদিবা বাহিরহইতে শত্রুরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসে তবু আমরা আরো উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে পারিব। অতএব পরদিনে তাহারা নগর ত্যাগ করিয়া মাঠে

থাকিল। এইবার অতি ভয়ঙ্কররূপে চক্ষুদ্বারের সম্মুখে ছাউনি করিল। দ্যাবলীয়েরা শেষবার সভা করিয়া যেং হেতুতে নগরের বাহিরে থাকিবার পরামর্শ গ্রাহ্য করিল তদ্ভিন্ন এইং হেতুও ছিল। এক এই আমরা গড় অধিকার করিতে প্যারিলাম না দ্বিতীয় এই মাঠে থাকিলে অনায়াসে যুদ্ধ করা যায় পলাইতে হইলেও অনায়াসে পলাইতে পারিব আরো যদি যুবরাজ আসিয়া আমারদিগকে নগরের মধ্যে ঘেরিয়া রাখেন তবে নগর আশ্রয় স্থান না হইয়া বরং আমারদিগকে ধরিবার গহ্বর হইবে। আরো নগরে যত দিন ছিল তত দিন ফিঙ্গাদ্বারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিল মাঠে গেলে ঐ প্রস্তর তাহারদের নিকট যাইতে পারে না। অতএব তাহারা মাঠে গেল।

অনন্তর দ্যাবলীয়েরদের প্রতি আক্রমণ করিবার সময় হইলে সেনাপতিরা অতি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাত্রে বিশ্বাস ঐ সেনাপতিরদিগকে কহিয়াছিল কল্য প্রভাতে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে অগ্নিতে তৈল দিলে যেমন জ্বলিয়া উঠে তেমন সকলের মনে উত্তেজনা হইল। কেননা অনেককাল যুবরাজকে দেখে নাই তাহাতে তাহারা এই কর্ম্মেতে আরো ব্যগ্র ও উত্তপ্ত হইল। নিরূপিত দিনে বিশ্বাস ও অন্য সেনাপতিরা অতি প্রভাতে মুখদ্বারের সম্মুখে সৈন্যেরদিগকে সাজাইল। সকলে প্রস্তুত হইলে বিশ্বাস সৈন্যদলের অগ্রভাগে গিয়া যুদ্ধের সময়ে যে কথা উচ্চারণ করিয়া সাহস বাড়ান যাইবেক তাহা সেনাপতিরদিগকে জানাইল সেনাপতিরা সেই কথা অধীন সেনাপতি ও সৈন্যের-

দিগকে জানাইল। কথা এই ইমানুএল যুবরাজের খড়্গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল। কিন্তু নরাত্মার ভাষাতে তাহার অর্থ ঈশ্বরের বাক্য ও বিশ্বাস। পরে সেনাপতিরা যুদ্ধ করিতে লাগিল ও দ্যাবলের সৈন্যের-দের সম্মুখ ও পার্শ্ব ও পশ্চাতে আক্রমণ করিল।

পূর্ব্বে দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রাপ্তজ্ঞান নামক সেনাপতি আঘাতে পীড়িত ছিল অতএব সে নগরে থাকিল। কিন্তু অন্য সেনাপতিরদের যুদ্ধ দেখিয়া প্রাপ্তজ্ঞান ইহা ভাবিতে লাগিল ভ্রাতারা যুদ্ধ করিয়া ক্লেশ পাইতেছে ইমানুএল যুবরাজও অদ্য আসিবেন আমি কি এই স্থানে পড়িয়া থাকিব। অতএব আপনার উপপাদ লইয়া যুদ্ধ করিতে গেল। শত্রুরা তাহাকে উপপাদ ধরিয়া আসিতে দেখিলে আরো ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল নরাত্মার লোকেরদের কি হইয়াছে পঙ্গু ব্যক্তিও যুদ্ধ করিতে আসিতেছে কি আশ্চর্য্য। সেনাপতিরা আক্রমণ করিয়া অতিশয় সাহসপূর্ব্বক অস্ত্র চালাইতে লাগিল ও যুদ্ধ করিতে২ তাহারা যুবরাজ ইমানুএলের খড়্গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল এই কথা কহিয়া মহাধ্বনি করিতে লাগিল।

সেনাপতিরা বাহিরে আসিয়া চারিদিগহইতে অতি সাহসপূর্ব্বক দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া দ্যাবল জানিল এইক্ষণে তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিবে ও দ্বিধার খড়্গদ্বারা কাটিতে থাকিবে তাহাতে সেও অত্যন্ত বলেতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকারে উভয়দিগে যুদ্ধ হইল। দ্যাবল যুদ্ধ করিতে২ বিশ্বাস সেনাপতি ও শ্রীইচ্ছা তাহার উপর পড়িল। মনোনীত করণ সন্দেহিরা তাহার তৈনাতি-

স্বরূপ ছিল। শ্রীইচ্ছা অতিবলবন্ত তাহার এক২ ঘা বীরের ঘার তুল্য। ঐ সন্দেহিরদের সঙ্গে অনেক কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে২ চারিদিগে ছেদন ও নষ্ট করিল। বিশ্বাস সেনাপতি তাহাকে এইপ্রকারে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অন্য দিগে ঐ সৈন্যেরদের উপর পড়িল। দুই জনে তাহারদিগকে লণ্ডভণ্ড করিল। আহ্বান সন্দেহিরদের সঙ্গে উত্তমাশা সেনাপতি যুদ্ধ করিল তাহারা অতি সাহসী। কিন্তু সেনাপতিও বীর-পুরুষ প্রাপ্তজ্ঞানও তাহার সাহায্য করিয়া ঐ আহ্বান সন্দেহিরদিগকে তাড়াইয়া দিল। অন্য সকল সৈন্যেরা চারিদিগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল দ্যাবলীয়েরাও সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিল। শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বা-হক আজ্ঞা করিলেন গড়হইতে ফিঙ্গাদ্বারা পাতর মার। শ্রীযুতের সৈন্যেরা ঐ ফিঙ্গা উত্তমরূপে চালা-ইতে জানে যাহা লক্ষ করে তাহাতেই লাগে। কি-ঞ্চিৎ পরে যাহারা যুবরাজের সেনাপতিরদের সম্মুখে পলাইতেছিল তাহারা পুনরায় সাহস পাইয়া যুব-রাজের সৈন্যেরদের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিল তা-হাতে রাজসৈন্যেরা প্রায় বিষণ্ণ হইল। কিন্তু রাজাকে দেখিব বলিয়া তাহারা পুনরায় অত্যন্ত সাহসে ঘোর-তর যুদ্ধ করিল। সেনাপতিরাও যুবরাজ ইমানুএলের খড়্গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল এই মহাধ্বনি করিল তাহা শুনিয়া ইহারা অধিক সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া দ্যাবল হটিয়া গেল কিন্তু ইমানুএল আইসেন নাই। কোন্ দিগে জয় হইবে এই বিষয় কতক কাল নিশ্চয় হইল না। উভয় দিগের সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ হটিয়া গেল। এমন সময়ে বিশ্বাস আপন সেনারদিগকে যুদ্ধ করিতে আশ্বাস দিতে লাগিল। দ্যাবলও তাহা করিল। বি-

শ্বাস সেনাপতি সৈন্যেরদিগকে এই সাহসের কথা কহিল।

সৈন্য মহাশয়েরা ও এই যুদ্ধেতে সহভোগি বন্ধুরা রাজার পক্ষে এত জন অতি সাহসিক ও বীরতুল্য সৈন্য ও নরাত্মার বিশ্বস্ত বন্ধুগণকে অদ্য যুদ্ধস্থলে দেখিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তোমরা দ্যাবলীয় সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উপযুক্ত বিশ্বাস ও সাহস প্রকাশ করিয়াছ। তাহাতে তাহারা যদিও শ্লাঘা করে তথাপি শ্লাঘা করিবার অধিক কারণ নাই। এইবার স্বাভাবিক সাহস প্রকাশ কর বীরের মত যুদ্ধ কর কিঞ্চিৎ পরে যুবরাজ যুদ্ধ স্থলে দর্শন দিবেন। এইবারও দ্যাবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবেক। তাহার পরেই ইমানুএল আসিবেন।

এই কথা কহিলে পর দ্রুতগামি নামক এক জন যুবরাজের নিকটহইতে অতিবেগে আসিয়া সেনাপতিকে কহিল ইমানুএল অতি নিকট আছেন। এই সম্বাদ সেনাপতি অবিলম্বে অন্য সেনাপতিরদিগকে জ্ঞাত করাইল তাহারাও আপনং সৈন্য ও যোদ্ধারদের নিকটে প্রকাশ করিল। তাহাতে মৃত্যুহইতে উত্থাপিত লোকেরদের ন্যায় সেনাপতিরা ও সেনারা উঠিয়া যুবরাজ ইমানুএলের খড়্গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল এই মহাধ্বনি করিয়া পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দ্যাবলীয়েরাও উদ্যোগ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু এইবার তাহারা প্রায় সাহসহীন হইল ও সন্দেহিরদের অনেক লোক মারা পড়িল। এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে পর বিশ্বাস সেনাপতি চক্ষু তুলিয়া দেখিল ইমানুএল আসিতেছেন ধ্বজা উড়িতেছে তূরী বাজিতেছে সৈন্যেরা অতিবেগে আসিতেছে তাহারদের পা

প্রায় ভূমি স্পর্শ করে না। তাহা দেখিয়া বিশ্বাস সেনাপতি আপন সৈন্যেরদিগকে নগরের দিগে লইয়া গেল দ্যাবলের সম্মুখে মাঠ। তাহাতে ইমানুএল সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন মধ্যস্থলে শত্রুরা। এক দিগহইতে ইমানুএল অন্য দিগহইতে বিশ্বাস দুই দিগহইতে যুদ্ধ করত শেষে শত্রুরদিগকে পদতলং করিতেং একস্থানে আসিয়া মিলিলেন।

ইমানুএল আসিয়াছেন ও সম্মুখদিগে দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও শত্রুরা শ্রীযুতের ও বিশ্বাস সেনাপতির মধ্যস্থলে দেখিয়া অন্য সেনাপতিরা ইমানুএলের খড়্গ ও বিশ্বাসের ঢাল এই কথা কহিয়া মহাধ্বনি করিল তাহাতে পৃথিবী ফাটিয়া গেল। যুবরাজ ও তাঁহার সৈন্যেরা দ্যাবল ও তাহার সমস্ত সৈন্যকে ঘেরিয়া মহাযুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া দ্যাবল আপনার সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া গভীর স্থলের প্রধানেরদিগকে লইয়া পলাইল এদিগে তাহার সৈন্যেরা ইমানুএলের ও বিশ্বাসের সৈন্যদ্বারা নষ্ট হইল। তাহাতে সকলেই হত হইল সন্দেহিরদের এক জনও বাঁচিল না। যেমন মাটিতে সার পড়িয়া থাকে তেমন সন্দেহিরদের শবেতে মৃত্তিকা আবৃত হইল।

যুদ্ধের পরে ছাউনির মধ্যে সকল বিষয়ের সুধারা হইলে পর নগরের মধ্যে যাইবার পূর্ব্বে নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা ইমানুএলের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া তিনি নরাত্মায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এই নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করিল। তাহাতে তিনি হাস্যবদনে কহিলেন তোমারদের কুশল হউক। পরে তাহারা ও যুবরাজ ও তাঁহার নুতন সৈন্যেরা নরাত্মায় প্রবেশ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া-

ছেন বলিয়া লোকেরা আনন্দেতে সমস্ত দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম। নগরের সমস্ত দ্বার গড়ের দ্বার পর্য্যন্তও মুক্ত হইল। তিনি প্রবেশ করিলে তাঁহার বন্দনাদি করিবার নিমিত্তে নরাত্মার প্রাচীনেরা দ্বারে২ দাঁড়াইল। পরে তিনি দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে সকলে কহিতে লাগিল হে দ্বার সকল মুক্ত হও হে চিরস্থায়ি কবাট সকল উত্থিত হও মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন। কেহ২ কহিল মহামহিম রাজা কে। অন্যেরা উত্তর করিল পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও যুদ্ধেতে শূর ও পরাক্রমী তিনি। হে দ্বার সকল মুক্ত হও হে চিরস্থায়ি কবাট সকল উত্থিত হও মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন। মহামহিম রাজা কে। সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরই মহামহিম রাজা। (২৪ গীত ৭-১০।)

দ্বিতীয়। নরাত্মার লোকেরা আজ্ঞা করিল নরাত্মার মধ্যে যাহারা বাদ্য বাজাইতে নিপুণ তাহারা নগরের দ্বারাবধি গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত সমস্ত পথে দাঁড়াইয়া বাদ্যধ্বনিতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিবে। তাহাতে ইমানুএল নগরে প্রবেশ করিলে তাঁহার গড়ে উপস্থিত না হওনপর্য্যন্ত নরাত্মার প্রাচীনেরা ও সমস্ত লোক তূরীর ধ্বনি করিল ও এই গান করিয়া পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিল। হে ঈশ্বর তাহারা তোমার গমন অর্থাৎ ধর্ম্মধামে আমার ঈশ্বরের ও আমার রাজার গমন দেখে। (৬৮ গীত ২৪।) গায়কেরা সম্মুখে গেল বাদ্যযন্ত্রিরা পাছে আইল তাহারদের মধ্যে কন্যারা মৃদঙ্গ হস্তে করিয়া বাদ্য করিতে লাগিল।

তৃতীয়। যুবরাজ নরাত্মার দ্বারে প্রবেশ করিলে সেনাপতিরাও তাঁহার নিকটে গেল। বিশ্বাস ও

উত্তমাশা এই দুই জন সম্মুখে গেল। প্রেম অন্য কএক জনের সঙ্গে পাছে আইল সর্ব্ব শেষে সহিষ্ণুতা। অন্য সেনাপতিরা কেহ দক্ষিণে কেহ বামদিগে ইমানুএলের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল। ধ্বজাও উড়িতেছিল তূরীর ধ্বনি হইল সকল সৈন্য অনবরত আনন্দ ধ্বনি করিল। যুবরাজও সসজ্জ হইয়া নগরে আইলেন। তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র নিভাঁজ স্বর্ণময় তাঁহার রথের স্তম্ভ রূপার বাজু সুবর্ণের আসন বাগুনীয়া রঙ্গের ও তাহার মধ্যভাগ নরাত্মার কন্যাগণদ্বারা প্রেমরূপ বস্ত্রেতে বিস্তীর্ণ। (পরমগীত ৩॥ ১১।)

চতুর্থ। যুবরাজ নগরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন লোকেরা পথে২ পুষ্প ছড়াইয়াছে ও নগরের চারিদিগে যে বৃক্ষ আছে তাহার শাখাপল্লব আনিয়া কুঞ্জ নিকুঞ্জ করিয়া নগর সুশোভিত করিয়াছে। প্রতি বাটীর দ্বারেই কোন২ প্রকার সুনির্ম্মিত কার্য্য। দ্বারে২ বহুতর লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ইমানুএল সম্মুখে আইলেই সকলে উচ্চস্বরে কহিল ধন্য এই যুবরাজ আপন পিতা শাদাইর নামে আইসেন তিনি ধন্য।

পঞ্চম। গড়ের দ্বারে নগরের প্রাচীনেরা অর্থাৎ নগরাধ্যক্ষ ও শ্রীইচ্ছা ও দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও জ্ঞান ও মন প্রভৃতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক দাঁড়াইয়া আছে তিনি দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার পদ ধুলা চুম্বন করিল ও পাপহেতুক তাহারদের বিনাশ না করিয়া বহুদয়াতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও নরাত্মাকে অনন্তকালপর্য্যন্ত সুস্থাপন করিবেন এই২ কারণে তাহারা তাঁহার স্তবস্তুতি ধন্যবাদ করিল। এই প্রকারে যুবরাজকে গড়ে আনিল। সেই রাজবাটী তাহাতে যুবরাজ বাস করিবেন শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনি-

র্ব্বাহকের সেই বাটীতে থাকাতে ও বিশ্বাস তাহাতে কর্ম্ম করণেতে ঐ প্রাসাদ যুবরাজের নিমিত্তে প্রস্তুত ছিল। সেই বাটীতে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ। পরে নগরের সমস্ত ইতরবিশেষ লোক রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া তাহারদের যে দোষপ্রযুক্ত তিনি নগরে থাকিতে পারেন নাই সে দোষহেতুক বিলাপ ও খেদ ক্রন্দনাদি করিল তাহারা সাতবার দণ্ডবৎ হইয়া ও চেঁচাইয়া কাঁদিতে২ কহিল হে রাজন্ আমারদিগকে ক্ষমা কর পূর্ব্ববৎ নরাত্মার প্রতি প্রেম স্থির করুন।

যুবরাজ উত্তর করিলেন। কাঁদিও না আপন২ ঘরে যাও উত্তম২ বস্তু খাও মিষ্ট পেয় পান কর যাহারদের নিমিত্তে কিছু প্রস্তুত নাই তাহারদিগকে কিছু২ দেও। তোমারদের প্রভুর আনন্দই তোমারদের বল। আমি দয়াতে নরাত্মায় ফিরিয়া আসিয়াছি নরাত্মার দ্বারা আমার নামের প্রশংসা ও মহিমা হইবেক। পরে যুবরাজ ঐ লোকেরদিগকে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন।

আরো তিনি নগরের প্রাচীন ও রক্ষকেরদের প্রত্যেক জনকে এক২ সুবর্ণের মালা ও মোহর দিলেন। তাহারদের ভার্য্যারদের নিমিত্তে কর্ণিকা বালাপ্রভৃতি অলঙ্কার পাঠাইলেন। যাহারা প্রকৃত নরাত্মায় জন্মিয়াছিল তাহারদিগকেও অনেক বহুমূল্য বস্তু দিলেন।

নরাত্মা নগরের নিমিত্তে এই সকল কার্য্য করিলে পর ইমানুএল সকল লোককে কহিলেন তোমরা বস্ত্র ধুইয়া অলঙ্কারাদি পরিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আইস (উপ। ৯।।৮।) অতএব দাউদ বংশের ও যিরু-

শালম নিবাসিরদের পাপ ও অপবিত্রতার মার্জ্জনার নিমিত্তে যে উনই নির্গত হইল (জিখ্। ১৩।। ১।) তাহাতে তাহারা গিয়া স্নান করিল ও বস্ত্র ধুইয়া গড়ে যুবরাজের নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

এমন সময়ে যুবরাজ আসিয়াছেন ও আপনকার শ্রীমুখরূপ দীপ্তি পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন এইহেতুক নগরের সকল স্থানে নৃত্যগীতাদি হইতে লাগিল। সকল ঘণ্টা বাজিল সূর্য্যও অনেক কালপর্য্যন্ত প্রকাশ হইলে লোকেরা হৃষ্টচিত্ত হইল।

নগরীয় লোকেরা অনেক দ্যাবলীয়কে নষ্ট করিয়াছিল বটে তথাপি সেই কালপর্য্যন্তও কতক জন ছিল তাহারা নগরের প্রাচীরে ও গহ্বরে লুকিয়া রহিল। ইহারদিগকে নষ্ট করিতে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উদ্যোগ হইল।

কিন্তু শ্রীইচ্ছাকে ঐ দ্যাবলীয়েরা পূর্ব্বহইতে অধিক ভয় করিল যেহেতুক তাহারদিগের তত্ত্ব লইয়া কোন কৌশলে নষ্ট করিবার বিষয়ে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত উদ্যোগ হইল শ্রীইচ্ছা তাহারদিগকে দিবারাত্রি বিশ্রাম না দিয়া অত্যন্ত দুঃখ দিল। বিশেষ পরে লিখিব।

ইমানুএলের খড়্গ ও বিশ্বাসের ঢালদ্বারা যে সন্দেহিরা নগরের সম্মুখে হত হইয়াছিল তাহারদের শব মাঠে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাহার দুর্গন্ধেতে লোকেরদের ব্যামোহ জন্মিতে পারে। অতএব নগরের মধ্যে সকল বিষয় পরিপাটীরূপে স্থির করিলে পর ইমানুএল আজ্ঞা করিলেন অবিলম্বে মাঠে গিয়া সকল মরাকে কবর দিতে কোন২ লোককে পাঠাও। তাহারদিগকে কবরে দিতে আজ্ঞা করিবার আর এক

কারণ এই ঐ সন্দেহিরদের নাম লোপ হইয়া তাহারদের স্মরণও লোকেরদের মনে না হয় যুবরাজের এই বাঞ্ছা।

তাহাতে নগরের বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত মঙ্গলকারি নগরাধ্যক্ষ আজ্ঞা করিলেন ঐশ্বরিকভয় ও সরল এই দুই জন ঐ কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিবে আর কএক জনকে এই অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিতে সঙ্গে লইবে। তাহাতে তাহারা কএক জনকে লইয়া মাঠে ঐ মৃত লোকদিগকে কবরে দিতে গেল। কেহ২ কবর খনন করিল। কেহ২ শব কবরে দিল। অন্যেরা মাঠের চারিদিগে ও নগরের নিকট সকল স্থানে বেড়াইয়া যদি সন্দেহিরদের কোন মাথার খুলি কি হাড় কি হাড়ের একখণ্ড নগরের নিকটে দেখিল তবে তাহার নিকটে এক বাতি কিম্বা কোন প্রকার চিহ্ন দিল সেই চিহ্ন দেখিয়া যাহারা কবর দিতেছিল তাহারা ঐ হাড় লইয়া কবরে ফেলিল এইপ্রকারে মাঠ পরিষ্কার হইল। এই সকল কার্য্যের ভাব এই দ্যাবলীয় সন্দেহিরদের নাম ও স্মরণ পৃথিবীতে না থাকে ও নগরে যে শিশুরা জন্মে তাহারা সন্দেহিরদের মস্তকের খুলি কি অস্থি কিম্বা অস্থিখণ্ড কিপ্রকার তাহা শুনিতেও না পায়। তৎকালে ঐশ্বরিকশান্তিও আপনার পদ পুনরায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

উক্তপ্রকারে নরাত্মার নিকট যে মাঠ ছিল তাহাতে মনোনীত হওন বিষয় সন্দেহিরা ও আহ্বান বিষয় সন্দেহিরা ও অনুগ্রহ সন্দেহিরা ও শেষপর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকনের সন্দেহিরা; ও পুনরুত্থানের সন্দেহিরা ও পরিত্রাণের সন্দেহিরা ও অনন্ত গৌরবের সন্দেহিরা কবর পাইল। তাহারদের সেনাপতিরদের নাম

রোষ নিষ্ঠুর অনন্তদণ্ড অতৃপ্ত গন্ধক যন্ত্রণা বিশ্রামহীন কবর গতাশ। তাহারদের রাজা দ্যাবলের অধীন বৃদ্ধ অবিশ্বাস। তদ্ভিন্ন তাহারদের সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত সাত জন। তাহারদের নাম এই২। বালজিবূব লেজিওন আপল্ল্যন পৈথন সরবিরস ও বেলিয়ল। কিন্তু রাজা ও সেনাপতিরা ও বৃদ্ধঅবিশ্বাস ও অধ্যক্ষেরা পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। অন্য সকলে রাজার সৈন্যদলের ও নরাত্মার লোকেরদের বাহুবল ও খড়্গদ্বারা হত হইয়া কবরে দেওয়া গেল। তাহাতে নরাত্মার অতিশয় আনন্দ হইল। কবরদায়ি লোকেরা শবসহিত তাহারদের সংহারক অস্ত্রও কবরে ফেলিল। তাহারদের অস্ত্র বাণ বর্সা যষ্টি জ্বলনশীল কাষ্ঠপ্রভৃতি। তাহারদের ধ্বজা ও দ্যাবলের ধ্বজা ও দ্যাবলীয় সন্দেহিরদের গন্ধ যাহাতে ছিল তাহা সুদ্ধ কবরে ফেলিল।

সপ্তদশাধ্যায়।

অনন্তর দ্যাবল আপন বৃদ্ধ বন্ধু অবিশ্বাসের সহিত নরকদ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে গভীর স্থলে নামিল। পরে কতক কাল সঙ্গিরদের সহিত আপনারদের অদৃষ্ট ও নরাত্মার সম্মুখে যে ক্ষতি ভোগ করিয়াছিল তাহার বিষয়ে বিলাপ করিলে পর মহা রাগ করিয়া কহিল আমরা এই ক্ষতির প্রতিফল দিব। অতএব নরাত্মার ক্ষতির জন্যে আর কি করিতে হয় এই বিষয় পরামর্শ লইতে তাহারা আরবার সভা করিল। কেননা লুসিফর ও আপল্লান যে পরামর্শ দিয়াছিল তাহার ফল দেখিবার অপেক্ষায় তাহারা বসিয়া থাকিতে পারিল না। যাবৎ নরাত্মার শরীর প্রাণ মাংস মগজ সুদ্ধ গ্রাস করিয়া আহার করিতে না পারে তাবৎ তাহারা প্রতিদিবস এক২ বৎসর জ্ঞান করিল। অতএব তাহারা স্থির করিল আমরা মিশ্রিত সৈন্যদল করি অর্থাৎ সন্দেহি ও রক্তেষিরদের দল লইয়া নরাত্মার সঙ্গে পুনশ্চ যুদ্ধ করি। তাহার বিশেষ এই।

সন্দেহিরদের যেমন স্বভাব তেমনি নাম। তাহারা ইমানুএলের কথায় নিত্য সন্দেহ করে তাহারদের প্রভুর নামও সন্দেহকর্ত্তা তাহার দেশের নাম সন্দেহ দেশ। সেই দেশ উত্তর দিগে অতি দূর অন্ধকারময় দেশ ও মৃত্যুরূপ ছায়া নামে উপত্যকা ভূমির মধ্যে।

কেহ২ ঐ অন্ধকারময় দেশ ও মৃত্যু ছায়া দেশ একই জ্ঞান করে ফলে তাহা নয় নিকটানিকটি স্বতন্ত্র দুই প্রদেশ। মধ্যে সন্দেহ দেশ। নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে যাহারা দ্যাবলের সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা ঐ দেশের লোক।

রক্তেষিরদের স্বভাব অতি দুষ্ট নরাত্মার বিনাশ করিতে তাহারা অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক আপনারদের স্বভাব প্রকাশ করে। ইহাতে তাহারদের নাম রক্তেষী। তাহারদের দেশ অতি অশুভ নক্ষত্রের অধীন তাহাতে তাহারদের বুদ্ধিও ভ্রান্ত। তাহারদের দেশের নাম ভদ্রতাঘৃণ। ঐ দেশের এক পার্শ্ব সন্দেহ দেশহইতে অতি দূর বটে তথাপি অন্য দিগ সন্দেহ দেশের তুল্য নরক দ্বার পর্ব্বতের নিকট। সন্দেহিরদের সঙ্গে এই লোকেরদের প্রণয়। নরাত্মার বিশ্বাস ও লোকের-দের বিশ্বস্ততার বিষয়ে ঐ উভয় দেশায় লোকেরা নিত্য সন্দেহ করে অতএব রাজসেবার জন্যে দুই তুল্যরূপে উপযুক্ত।

দ্যাবল ঢাক মারিয়া ঐ দুই দেশহইতে পঁচিশ সহস্র সন্দেহী পঞ্চ দশ সহস্র রক্তেষী একত্র করিল। ইহারদের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত ছিল। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধ অবিশ্বাস।

পূর্ব্বে যে সাত জন সেনাপতি দ্যাবলীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিল তাহারদের পাঁচ জন এইবারও সন্দে-হিরদের অধ্যক্ষ হইল তাহারদের নাম বালজিবূব লুসিফর আপল্যান লেজিওন সরবিরস। পূর্ব্বকালের সেনাপতি কএক জন অধীন পদে নিযুক্ত হইল।

দ্যাবল পূর্ব্ব যুদ্ধেতে ঐ সন্দেহিরদের পরীক্ষা করি-য়াছিল নরাত্মার লোকেরা তাহারদিগকে পরাজয়

করিয়াছিল অতএব এই যাত্রায় তাহারদের হইতে তাদৃশ সাহায্য পাইবে এমন আশা ছিল না। কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও অত্যাবশ্যক হইলে কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারে এই ভাবে তাহারদিগকে লইল। কিন্তু দুষ্ট রক্তেষিরা অতি কষ্ট সহিতে পারে ও পূর্ব্বে অনেক বলের কর্ম্ম করিয়াছিল জানিয়া দ্যাবল তাহারদের প্রতি বিশেষ নির্ভর করিল।

ঐ রক্তেষিরদের সেনাপতিরদের নাম এইং। কাইন। নিমরোদ। ইশ্‌মাএল। এশাউ। শাউল। আবশালোম। য়িহূদা। পাপা।

কাইনের অধীন দুই দল। অর্থাৎ উদ্যোগী ও রাগাল রক্তেষিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ তাহাতে হত্যাকারি যষ্টি বিচিত্র। (আদি। ৪ ॥ ৮।)

নিমরোদের অধীনে নিষ্ঠুর ও অপহারক দুই দল রক্তেষী তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ তাহাতে হন্যা কুকুর চিত্রিত। (আদি ১০ ॥ ৯।)

ইশমাএলের অধীন দুই দল। অর্থাৎ নিন্দক ও অবজ্ঞাকারি রক্তেষিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ তাহাতে অব্রাহামের পুত্র য়িসখাককে নিন্দা করে এমন এক জন চিত্রিত। (আদি। ২১ ॥ ৯, ১০।)

এশাউর অধীনে দুই দল। অর্থাৎ যে রক্তেষিরা পরের মঙ্গল বিষয়ে দ্বেষ করে ও হিংসা ভোগ করিয়া প্রতিহিংসা করে তাহারা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। য়াকুবকে বধ করিতে ওতে থাকা এক জন তাহাতে চিত্রিত। (আদি। ২৭ ॥ ৪২।)

শাউলের অধীন দুই দল। অর্থাৎ অকারণে জ্বলনশীল রক্তেষিরা ও শয়তানের তুল্য রাগান্ধ রক্তেষিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। অহিংসুক দাউদের প্রতি

যে তিন বাণ ফেলা যায় তাহা তাহাতে চিত্রিত (১ শি-মু। ১৮॥ ১১।)

আবশালোমের অধীন দুই দল। অর্থাৎ যাহারা সাংসারিক গৌরব পাইবার নিমিত্তে পিতাকে কি বন্ধুকে বধ করিতে প্রবর্ত্ত ও যাহারা মিষ্ট বাক্যেতে কথা কহিতেং খড়্গদ্বারা ভেদ করে তাহারা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে পিতার রক্তপাত করিতে চাহে এমন পুত্র চিত্রিত।

যিহূদার অধীন দুই দল অর্থাৎ ধনের নিমিত্তে যাহারা পরের প্রাণ বিক্রয় করে ও যাহারা চুম্বন দ্বারা বন্ধুকে শত্রুর হস্তগত করায় তাহারা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা তাহাতে ত্রিশ খান রৌপ্যময় মুদ্রা ও ফাঁসির দড়ি চিত্রিত। (মাত। ২৬॥ ১৪, ১৬।)

পাপার অধীন এক দল। উক্ত প্রকার সকল দুষ্ট তাহার অধীন একত্র থাকে। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে খুঁটি ও অগ্নি ও খুঁটিতে বদ্ধ ভদ্র লোক চিত্রিত।

দ্যাবল যুদ্ধস্থলে পরাজিত হইলে পর অতিশীঘ্র অন্য সৈন্যদল একত্র করিতে পারিল তাহার কারণ এই উক্ত রক্তেষি সৈন্যেতে তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস। সন্দেহিরা তাহার রাজ্য রক্ষা করিবার কার্য্য বিষয়ে অত্যন্ত উপকার করিয়াছিল বটে কিন্তু রক্তেষির দিগের প্রতি অধিক বিশ্বাস হইল কেননা ইহারদিগকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল তাহারা খড়্গ একবার তুলিলে অবশ্য কোন আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম না করিলে কখন ছাড়ে না। তদ্ভিন্ন ইহারা হন্যা কুকুরের ন্যায় কি পিতা কি মাতা কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি রাজা কি কর্ত্তা কি রাজারদের রাজা যাহাকে ধরে তাহাকে না কামড়াইলে ছাড়ে না ইহা জ্ঞাত ছিল। ইহারাও একবার ইমানু-

এলকে জগৎ হইতে তাড়িয়া দিয়াছিল অতএব নরাত্মা-হইতেও অবশ্য তাড়িয়া দিতে পারিবেক ইহা ভাবিয়া তাহারদের দ্বারা সাহায্য পাইবার অত্যন্ত আশা করিল।

বৃদ্ধ অবিশ্বাস পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের এই দল লইয়া নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। এমন সময়ে উকিমারা নামক নরাত্মার প্রধান চর সন্ধান লইতে বাহিরে গিয়া তাহারদের আসিবার সম্বাদ দিল। অতএব লোকেরা দ্বার বদ্ধ করিয়া এই নূতন দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।

দ্যাবল সৈন্যদল আনিয়া নগর বেষ্টন করিল। সন্দেহিরদিগকে চৈতন্য দ্বারে বসাইল। রক্তেষিরদিগকে চক্ষু ও কর্ণ দ্বারে বসাইল।

সৈন্যেরা ছাউনি করিলে পর অবিশ্বাস দ্যাবলের ও আপনার ও রক্তেষিপ্রভৃতি সঙ্গি সকল লোকের নাম করিয়া নরাত্মাকে কহিল তোমরা আমারদের দাওয়া স্বীকার কর। না করিলে আমরা নগরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। নরাত্মা দ্যাবলের হাতে পড়ে রক্তেষিরদের এমন ইচ্ছা নয় তাহারা নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে চাহিল। তোমরা দ্যাবলের অধীন হও এই কথা কহিল বটে কিন্তু যদি অধীন হইত তথাপি ঐ রক্তেষিরা তৃপ্ত হইত না। তাহারা রক্ত নরাত্মারই রক্ত চাহিল তাহা না পাইলে মরে। ইহাতে তাহারদের নাম রক্তেষি। অতএব অন্য সকল যন্ত্র যদি অফল হয় তবে শেষে ইহারদিগকে লইয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিলে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবে দ্যাবলের এই কল্পনা ছিল।

অবিশ্বাসের উক্ত কথা শুনিয়া লোকেরদের নানারূপ

মতামত হইতে লাগিল। কিন্তু দণ্ডেকের মধ্যে স্থির করিল আমরা এই কথা যুবরাজকে জানাই অতএব ঐ কথা পত্রেতে লিখিয়া তাহার নীচে হে প্রভো নরাত্মাকে রক্তেষিরদের হাতহইতে রক্ষা কর এই কথা লিখিয়া যুবরাজের নিকটে আনিল।

তিনি ঐ পত্র লইয়া কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিলেন আর তাহার নীচে নরাত্মার লোকেরা যে ক্ষুদ্র প্রার্থনা লিখিয়াছিল তাহাও দেখিয়া অতি সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন তুমি সহিষ্ণুতা সেনাপতিকে লইয়া রক্তেষি সৈন্যেরা নগরের যে দিগে ছাউনি করিয়াছে সে দিগ রক্ষা কর। অতএব রাজাজ্ঞামতে বিশ্বাস সহিষ্ণুতাকে লইয়া নরাত্মার যে দিগে রক্তেষিরা ছাউনি করে সেই দিগ্ রক্ষা করিল।

পরে তিনি উত্তমাশা ও প্রেম ও শ্রীইচ্ছাকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা নগরের অন্যদিগ রক্ষা কর আমি তোমারদের গড়ের প্রাচীরের উপরে ধ্বজা তুলিব (ইশা। ৫৯॥ ৯।) তোমরা সন্দেহিরদের বিষয়ে সতর্ক হও। পরে অতি সাহসিক প্রাপ্তজ্ঞান সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি প্রতিদিন সৈন্যেরদিগকে হাটের স্থানে একত্র করিয়া নরাত্মার লোকেরদের সম্মুখে তাহারদিগকে শিক্ষা করাও। শত্রুরা অনেক কালপর্য্যন্ত নগর বেষ্টন করিয়া অনেক বার আক্রমণ করিল। রক্তেষিরা বিশেষমতে অনেকবার আক্রমণ করিয়া লোকেরদিগকে বহু ক্লেশ দিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে এই নিমিত্তে ইমানুএল আত্মদান্তি সেনাপতিকে কর্ণ দ্বারে ও চক্ষুদ্বারে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি যুবা ও সাহসিক প্রাপ্তজ্ঞানের

ন্যায় নগরজাত লোক। ইমানুএল নরাত্মায় ফিরিয়া আইলে নগরের মঙ্গলের নিমিত্তে তাহাকে সহস্র সেনার পতি করিলেন। এই সেনাপতি বহু ক্লেশ সহিতে পারে ও সাহসিক নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে কষ্ট স্বীকার করিয়া কখন২ নগরের বাহিরে গিয়া হঠাৎ রক্তেষিরদের প্রতি আক্রমণ করিত ও যুদ্ধ করিয়া তাহারদের কতক জনকে নষ্ট করিল। পরন্তু এমন কৰ্ম্ম করিলে সেনাপতির বহুক্লেশ ভোগ করিতে হইল তাহার মুখে ও অন্যান্য অঙ্গে আঘাতও হইল।

এই প্রকারে কতক কালপর্য্যন্ত নরাত্মার বিশ্বাস ও আশা ও প্রেমের পরীক্ষা করিলে পর ইমানুএল এক দিন আপন সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে একত্র করিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলেই অমুক দিনে অতি প্রভাতে গিয়া শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। এক দল সন্দেহিরদের সঙ্গে অন্য দল রক্তেষিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সন্দেহিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহারা যাহাকে ধরিবে তাহাকে নষ্ট করিবে। রক্তেষিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহারা কাহাকেও নষ্ট করিবে না কেবল ধরিয়া আনিবে।

অতএব নিরূপিত দিবস অতি প্রভাতে সেনাপতিরা শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিল। উত্তমাশা প্রেম শুদ্ধতা প্রাপ্তজ্ঞান প্রভৃতি সেনাপতিরা সন্দেহিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিশ্বাস সহিষ্ণুতা আত্মদান্তি প্রভৃতি সেনাপতিরা রক্তেষিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল।

সন্দেহিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিতে যায় তাহারা মাঠে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত হইলেই সন্দেহিরা পূর্ব্বে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পলাইল। তাহাতে সৈন্যেরা

তাহারদের পাছেং গিয়া অনেককে নষ্ট করিল কিন্তু সকলের লাগাইল পাইল না। কেহং আপন দেশে চলিয়া গেল। অন্যেরা দশ পাঁচ জন করিয়া নানা দেশে গিয়া অসভ্য লোকেরদের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল ঐ অসভ্য লোকেরা তাহার-দিগকে তাড়িয়া দিবার উদ্যোগ না করিয়া তাহারদের দাসের মত হইল। পরে তাহারা কখনং নরাত্মা নগরের সম্মুখে আসিত কিন্তু নগরে থাকিতে পারিত না। বিশ্বাস কি উত্তমাশা অথবা প্রাপ্তজ্ঞানকে দেখি-তে পাইলেই তাহারা পলাইত।

রক্তেষিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহারা রাজার আজ্ঞামতে কাহাকেও নষ্ট করিল না সকলকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিল। ইম্মানুএল যুদ্ধ করিতেছেন না দেখিয়া রক্তেষিরা বোধ করিল তিনি অবশ্যই নগরে নাই সেনাপতিরা যাহা করি-তেছে তাহা উন্মত্ত হইয়া করে অতএব তাহারা ভয় না করিয়া তাহারদিগকে তুচ্ছ করিল। শেষে সেনা-পতিরা তাহারদিগকে চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিল। সন্দে-হিরদিগকে যাহারা তাড়িয়া দিয়াছিল তাহারাও সাহায্য করিতে আইল। এমন সময়ে রক্তেষিরা প-লাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পথ পাইল না। ঐ রক্তে-ষিরা কোন কাহাকে জয় করিতে পারিলে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে কিন্তু শত্রুকে জয়শীল দেখিলে তাহারা নিরাশ হয়। অতএব সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া তাহারদিগকে ধরিয়া যুবরাজের নিকটে আনিল।

যুবরাজের নিকটে আনিলে তিনি তাহারদের বি-চার করিয়া দেখিলেন তাহারা এক দেশের লোক বটে কিন্তু ভিন্নং চাকলার নিবাসী।

তাহারদের কএক জন অন্ধলোক নামক চাকলাহইতে আইল। ইহারা না বুঝিয়া কর্ম্ম করিল।

আর কএক জন অজ্ঞানউদ্যোগ নামক চাকলাহইতে আইল ইহারা ধর্ম্ম জ্ঞানে বিধর্ম্ম কর্ম্ম করে।

অন্য কএক জন মাৎসর্য্য প্রদেশের ঈর্ষা নামক নগরের লোক ইহারা দ্বেষ ও ঈর্ষাতে কর্ম্ম করিল।

অন্ধলোকহইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা যখন জানিল আমরা ইমানুএলের সম্মুখে আছি ইমানুএলের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছি তখন তাহারা কাঁপিতে২ কাঁন্দিতে লাগিল। কতক জন দয়াও প্রার্থনা করিল। যাহারা এমন প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারদের ওষ্ঠাধর তিনি সোণার যষ্টিতে স্পর্শ করিয়া তাহারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

অজ্ঞানউদ্যোগ নামক স্থানহইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কহিল নরাত্মার বিধি ব্যবস্থা অন্য সকল নগরের বিধি ব্যবস্থার মত নয় অতএব যাহা করিতেছি তাহা ভালই করিতেছি। ইহারদের কএক জন আপনারদের দোষ বিষয়ে জ্ঞান পাইয়া দয়া প্রার্থনা করিল। তাহাতে যুবরাজ দয়া প্রকাশ করিলেন।

মাৎসর্য্য প্রদেশে ঈর্ষা নগরের লোকেরা কাঁদিল না উত্তর প্রত্যুত্তরও করিল না নরাত্মার রক্তপান করিতে না পারিয়া জিহ্বা চর্ব্বণ ও দন্তকিড়িমিড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু কএক জন দয়া প্রার্থনা করিল। ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা আপনং দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিল তাহারদের স্থানে যুবরাজ এমন এক পত্র লেখাইয়া লইলেন জগৎ রাজ্যের বিচার করিতে আমারদের প্রভু মহারাজ যে সময় ও স্থান নিরূপণ করেন সে সময়ে আমরা সে স্থানে উপস্থিত

হইয়া নরাত্মা ও রাজার বিপরীত যেং কর্ম্ম করিয়াছি তাহার উত্তর দিব। এই প্রকারে তাহারা মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনারদের সকল কার্য্যের বিষয়ে উত্তর দিতে বদ্ধ হইল।

নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে দ্যাবল যে দ্বিতীয় সৈন্যদল পাঠাইয়াছিল তাহারদের এই দশা।

পরে সন্দেহিরদের তিন জন কতক কালপর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিলে পর রক্ষা পাইলাম বুঝিয়া ও নগরের মধ্যে দ্যাবলের সপক্ষ কএক জন আছে জানিয়া তাহারা সাহস করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। কেবল তিন জন নহে বুঝি চারি জন ছিল। নরাত্মার মধ্যে কদাপত্তিকরণ নামে বৃদ্ধ এক দ্যাবলীয় ছিল। সে নরাত্মার শত্রু ও নগরে দ্যাবলীয়েরদের মধ্যে অত্যন্ত কর্ম্মদক্ষ। ঐ চারি জন তাহার ঘরে যাইবার পথ জানিতে পাইয়া সে ঘরে গেল। কদাপত্তিকরণ তাহারদিগকে অত্যন্ত আদরপূর্ব্বক বাটীতে আনিয়া তাহারদের দুর্ভাগ্য বিষয়ে বিলাপাদি করিয়া ঘরে যে অত্যুত্তম দ্রব্য ছিল তাহা আহার করিতে দিল কিঞ্চিৎকাল কথাবার্ত্তা কহাতে পরস্পর প্রণয় হইল। পরে কদাপত্তিকরণ তাহারদিগকে কহিল তোমরা একি রাজ্যের লোক বটে সকলে কি একি নগরহইতে আসিয়াছ। তাহারা কহিল না এক চাকলাহইতেও নয়। একজন কহিল আমি মনোনীত করণ বিষয়ে সন্দেহী। আর এক জন কহিল আমি আহ্বান সন্দেহী। আর একজন কহিল আমি পরিত্রাণ সন্দেহী। চতুর্থ ব্যক্তি কহিল আমি অনুগ্রহ সন্দেহী। বৃদ্ধ কহিল ভাল তোমরা যে কোন নগরের লোক হও এক জাতীয় বট তোমরা আমি সমান

আমারদের একিরূপ মন অতএব স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বাস করহ। তাহাতে তাহার ধন্যবাদ করিয়া নরাত্মায় আশ্রয় পাইলাম বলিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল। পরে কদাপত্তিকরণ জিজ্ঞাসা করিল নরাত্মার প্রতি আক্রমণ করিতে তোমারদের কত জন আসিয়াছিল। তাহারা কহিল সন্দেহি দশ সহস্র মাত্র। তদ্ভিন্ন রক্তৈষী পঞ্চদশ সহস্র। এই রক্তৈষিরদের দেশ আমারদের দেশের নিকট কিন্তু শুনিয়াছি ইমানুএলের সৈন্যেরা তাহারদের সকলকে ধরিয়াছে। বৃদ্ধ কহিল দশ সহস্র লোক তবে অনেক জন বটে তোমারদের এত জন থাকিতেও তোমরা ভয় করিয়া শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিলা না এই কেমন কথা। তাহারা কহিল সেনাপতি প্রথমে পলায়ন করিল। বৃদ্ধ কহিল তোমারদের ঐ ভীরু সেনাপতি কে। তাহারা কহিল পূর্ব্বে নরাত্মার নগরাধ্যক্ষ যে ছিল সেই কিন্তু তাহাকে ভীরু বলিবা না পূর্ব্বদিগহইতে পশ্চিমপর্য্যন্ত তাহার মত দ্যাবল রাজার সাহায্য যে করিয়াছে এমন আর জনও নাই। তাহাকে যদি ধরিত তবে অবশ্য ফাঁসি দিত। ফাঁসি পাইতে কে চায়।

বৃদ্ধ কহিল ঐ দশসহস্র সন্দেহী সসজ্জ হইয়া যদি নরাত্মাতে থাকিত আর আমি তাহারদের অধ্যক্ষ হইতাম তবে কি না করিতে পারিতাম। তাহারা কহিল বটে তাহা হইতে পারিলে ভাল বটে কিন্তু কথাতে কি হয়। এই কথা তাহারা উচ্চ শব্দে কহিল। কদাপত্তিকরণ কহিল সাবধান উচ্চস্বরে কহিও না। মৃদু শব্দে কহিয়া গোপনে থাক। নগরে যাবৎ থাক তাবৎ সতর্ক হও। না হইলে তোমরাও ধরা পড়িবা। সন্দেহিরা কহিল কেন। বৃদ্ধ কহিল

কেন। কেননা যুবরাজ ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ও সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা সকলেই নগরে আছেন তাহারা নগর পূর্ণ করিয়াছে। শ্রীইচ্ছা নামে এক জন আছে সে আমারদের মহা শত্রু। তাহাকেই যুবরাজ দ্বাররক্ষক করিয়াছেন। ও এমত আজ্ঞা দিয়াছেন তুমি সাধ্যমতে পরিশ্রম করিয়া সকল ও সর্ব্বপ্রকার দ্যাবলীয়কে বিনষ্ট কর। সে জন তোমারদের লাগাইল পাইলে তোমারদের মস্তক যদি সোণারও হয় তবু থাকিবে না।

তাহারা এমন কথা কহিতেছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে উদ্যোগ নামে ঐ শ্রীইচ্ছার অতি বিশ্বাসপাত্র সৈন্য এক জন ঘরের ছাঁইচের নীচে দাঁড়িয়া কাণ পাতিয়া তাহারদের কথাবর্ত্তা শুনিতেছে। ঐ সৈন্য অতি সাহসী ও দ্যাবলীয়েরদের ধরিবার বিষয়ে অতিশয় উদ্যোগী তাহাতে শ্রীইচ্ছা তাহাকে বিশ্বাস করিত স্নেহও করিত।

কদাপত্তিকরণের সঙ্গে ঐ দ্যাবলীয়েরদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি প্রভুকে গিয়া কহিল। শ্রীইচ্ছা কহিল এমন বটে। উদ্যোগ কহে বটে মহাশয় আপনি আমার সঙ্গে গেলে এই কথার প্রমাণ পাইবেন। শ্রীইচ্ছা কহে তাহারা কি সেই ঘরে আছে। কদাপত্তিকরণকে ভাল জানি আমারদের পাপে থাকন সময়ে তাহার সঙ্গে আমার অতিশয় প্রণয় ছিল এইক্ষণে তাহার বাসা জানি না। উদ্যোগ কহিল আমি জানি আপনি সঙ্গে আসিবেন তাহার গহ্বরে লইয়া যাইব। শ্রীইচ্ছা কহিল অবশ্য যাব চল তাহারদিগকে ধরি গিয়া।

তাহাতে দুই জন সোজাপথে তাহার ঘরে গেল।

উদ্যোগ সম্মুখেং গিয়া দুই জনে বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণের প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইল। উদ্যোগ কহিল মহাশয় অবধান করুন তাহার রব জানেন। শ্রীইচ্ছা কহিল ভাল জানি কিন্তু অনেক দিন অবধি তাহাকে দেখি নাই। সে অতি ধূর্ত্ত লোক সাবধান পাছে হাতছাড়া হয়। উদ্যোগ কহিল আমার হাতছাড়া কখন হইতে পারিবে না। শ্রীইচ্ছা কহে ঘরের দ্বার কেমনে পাইব। উদ্যোগ কহিল আমি দেখাইয়া দিব। তাহাতে শ্রীইচ্ছাকে অন্য দিগ দিয়া দ্বারে আনাইল। তাহাতে শ্রীইচ্ছা দ্বার ভাঙ্গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিয়া উদ্যোগ যেমন কহিয়াছিল তেমন পঞ্চ জনকে একত্র পাইয়া তাহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া সত্যপুরুষ নামক কারারক্ষকের হাতে অর্পণ করিয়া কহিল ইহারদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখ। তদ্রূপই রাখিল। প্রাতঃকালে নগরাধ্যক্ষ শ্রীইচ্ছার কার্য্যের বিষয়ে সম্বাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দ করিল কেননা সন্দেহী কএক জন ধরা পড়িয়াছে আর বিশেষ বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণও ধরা পড়িয়াছে। ঐ কদাপত্তিকরণ নরাত্মাকে ও নগরাধ্যক্ষকে অতিশয় ব্যামোহ দিত। অনেক কালপর্য্যন্তও তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইয়াছিল কেহ ধরিতে পারিল না।

পরে ঐ পাঁচ জনের বিচার করিবার উদ্যোগ করা গেল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচারকেরা সভাস্থ হইলে বন্দিরদিগকে সম্মুখে আনা গেল। শ্রীইচ্ছা তাহারদিগকে ধরিলেই বধ করিতে পারিত কিন্তু তাহার এমত বিবেচনা হইল এমন সময়ে ইহারদিগকে প্রকাশরূপে বিচার করিলে যুবরাজের অধিক সম্ভ্রম হয় নরাত্মারও সান্ত্বনা জন্মে শত্রুরদেরও সাহস অতিশয়

হ্রাস হইবেক। অতএব সত্য পুরুষ ঐ দুষ্টেরদিগকে জিঞ্জিরে বাঁধিয়া বিচারালয়ে আনিল জুরি মনোনীত হইল সাক্ষিরদিগকে শপথ করাণ গেল ও প্রাণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের নিমিত্তে অপরাধিরদের বিচার হইল। সত্যতাহীন দাম্ভিকতা নির্দ্দয়তা প্রভৃতি ব্যক্তিরদের বিচার করিতে যে জুরি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারাই এই সময়ে নিযুক্ত হইল।

কদাপত্তিকরণ ঐ সন্দেহিরদিগকে আশ্রয় দিয়া ভোজন পানাদি করাইয়া সান্ত্বনা করিল অতএব প্রথমে তাহার বিচার হইল। বিচারালয়ের কার্য্যকারক তাহাকে কহিল তোমার নামে যে অপবাদ হইয়াছে তাহা শুন পরে তুমি কিছু আপত্তি করিতে কিম্বা উত্তর করিতে চাহিলে করিতে পারিবা। পরে তাহার নামে যে দোষ অর্পণ হইয়াছিল তাহা পাঠ করা গেল। তাহার মর্ম্ম এই।

হে আপত্তিকরণ কদাপত্তিকরণ তোমার নামে এই দোষ হইয়াছে তুমি স্বেচ্ছাতে নরাত্মায় প্রবেশ করিয়াছ যেহেতু তুমি দ্যাবলীয় জাত যুবরাজ ইমানুএলের বিপরীত লোক ও নরাত্মার বিনাশ চেষ্টা করিয়াছ। আরো রাজশত্রুরদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এই দৃঢ় আজ্ঞা হইলেও তুমি তাহা তুচ্ছ করিয়া রাজশত্রুরদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। প্রথম। নরাত্মার শিক্ষা ও অবস্থাবিষয়ে তুমি কদাপত্তি করিয়াছ। দ্বিতীয়। দশ সহস্র সন্দেহী নগরে আইসে তোমার এই বাঞ্ছা হইয়াছে। তৃতীয়। তাহারদের সৈন্যদলহইতে নরাত্মার যে শত্রুরা তোমার নিকটে আসিয়াছে তাহারদিগকে আশ্রয় দিয়াছ ও ভোজন-

পানাদি করাইয়া আশ্বাস দিয়াছ। ইহাতে কি কেহ দোষী আছে কি না।

সে উত্তর করিল। এই সকল কথার ভাব বুঝিতে পারি না। যাহার বিষয় কহিতেছে আমি সে নই। কদাপত্তিকরণের নামে এই অভিযোগ। সে আমার নাম নয়। আমার নাম সরলানুসন্ধান। এই দুই নামের ভাবার্থ প্রায় সমান বোধ হইতে পারে বটে তথাপি মহাশয়েরা জানেন অতিশয় বিশেষ আছে। বোধ করি অতি দুর্দ্দশা কালেও অতি দুষ্ট লোকেরদের মধ্যে বাস করিয়া সরল মনে অনুসন্ধান করিলে কেহ প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয় না।

তাহাতে এক জন সাক্ষী শ্রীইচ্ছা কহিল হে মহাশয় ও নরাত্মার বিচার ও দণ্ডকর্ত্তারা এই ব্যক্তি নাম অস্বীকার করিয়া বোধ করে এই অভিযোগ এড়াইতে পারিবে। কিন্তু আমি জানি সে জন এই বটে ইহার নাম কদাপত্তিকরণ। ত্রিশ বৎসরাবধি ইহার সঙ্গে আমার আলাপ আছে আর দ্যাবল যে সময়ে নরাত্মার কর্ত্তা ছিল সে সময়ে—কহিতে লজ্জা লাগে—ইহার সঙ্গে আমার অতিশয় বন্ধুভাব ছিল। আমার সাক্ষ্য এই। এই ব্যক্তি জাত দ্যাবলীয় যুবরাজের শত্রু নরাত্মা নগরের ক্ষতি চেষ্টা করে। রাজার বিপরীত ব্যবহার যে সময়ে করিতাম সে সময়ে এই লোক আমার ঘরে এক২ বার বিশ পঁচিশ দিন থাকিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত সন্দেহিরদের সঙ্গে সম্প্রতি যেমত কথা কহিয়াছে সে ভাবের কথা আমারদের মধ্যেও হইত। ইহাকে অনেক দিন দেখি নাই বোধ করি এই সময়ে অভিযোগ পত্র শুনিয়া যেমন নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছে তেমন

ইমানুএলের নরাত্মায় আগমন হইলে সে বাসাও পরিবর্ত্তন করিয়াছে কিন্তু লোক সেই বটে।

তাহাতে বিচারকর্ত্তারা কহিল তোমার আর কিছু কথা আছে।

বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণ কহে। আছে মহাশয়। আমার বিপরীত এক জন মাত্র সাক্ষ্য দিয়াছে কিন্তু প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের এই ব্যবস্থা একজন সাক্ষির সাক্ষ্যেতে কাহারো প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।

তাহাতে উদ্যোগ কহিল। মহাশয় আমি অমুক দিবসের রাত্রিতে মন্দপথ নামক পথের গোড়ায় প্রহরী ছিলাম এমন সময়ে এই লোকের বাটীতে কেহ২ ফুসফাস করিতেছে শুনিলাম। তাহাতে ভাবিলাম এই ঘরে কি হইতেছে কোন২ দ্যাবলীয় লোক মন্ত্রণা করিতে থাকিবে। তাহাতে আমি চুপি২ ঘরের পান্দাড়ে দাঁড়াইয়া বিদেশীয় লোকেরদের ভাষা শুনিলাম। ভাষাও বুঝিলাম কেননা আমিও নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এমন পুরাতন ঘরে এমন শব্দ শুনিয়া আমি খিড়কি দ্বারের এক ছিদ্রেতে কর্ণপাতিয়া তাহারদের এই রূপ কথাবার্ত্তা শুনিলাম। সন্দেহিরদিগকে ঐ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে কোথাহইতে আসিয়াছ এই স্থানে তোমারদের কর্ম্ম কি। তাহারা এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিলে পরও এই ব্যক্তি তাহারদিগকে আশ্রয় দিল। পরে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যুদ্ধে তোমারদের কত জন ছিল তাহারা কহিল দশ সহস্র। পরে জিজ্ঞাসা করিল তোমারদের এত জন থাকিতেও কেন সাহসপূর্ব্বক নগর আক্রমণ করিতে পারিলা না। তাহারা এই কথারও উত্তর করিল। পরে বৃদ্ধ কহিল তোমারদের সৈন্য-

ধ্যক্ষ বড় ভীরু কেননা রাজার পক্ষে যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিল। পরে এই কথা কহিল ঐ দশ সহস্রু সন্দেহী এইক্ষণে নরাত্মায় থাকে ও আমি তাহারদের অধ্যক্ষ হই এই আমার অত্যন্ত বাসনা। তাহার এমন কথা স্বকর্ণেই শুনিলাম। আরো তাহারদিগকে কহিল তোমরা সতর্ক হইয়া গোপনে থাক তোমারদিগকে যদি ধরে তবে সোণার মাথা থাকিলেও থাকিবে না।

পরে বিচারক কহিল হে কদাপত্তিকরণ অন্য এই একজন সাক্ষী প্রমাণ দিয়াছে তাহার সাক্ষ্যও পূর্ণ। প্রথমে শপথ করিয়া কহে তুমি ঐ সন্দেহিরদিগকে আপন ঘরে স্থান দিয়াছ তাহারা দ্যাবলীয় ও রাজশত্রু ইহা জানিয়াও তাহারদিগকে প্রতিপালন করিয়াছে। দ্বিতীয় শপথ করিয়া কহিল তাহারদের দশসহস্রু জন নরাত্মায় থাকে এই তোমার বাসনা। তৃতীয় শপথ করিয়া কহে ঐ লোকেরদিগকে পাছে রাজার লোকেরা ধরে এই জন্যে তুমি তাহারদিগকে সতর্কে গোপনে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছ। এই সকল কথাতে তুমি দ্যাবলীয় ইহা প্রকাশ হইয়াছে। যদি রাজার সপক্ষ হইতা তবে অবশ্য তাহারদিগকে ধরিয়া দিতা।

কদাপত্তিকরণ কহিল। ইহার মধ্যে প্রথম বিষয়ে আমার এই উত্তর। যে লোকেরা আমার ঘরে আসিয়াছিল তাহারা বিদেশী তাহাতে তাহারদিগকে অতিথি করিলাম। এইক্ষণে বিদেশীয়কে অতিথি করিলে কি নরাত্মার বিচারে দোষ। আমি তাহারদিগের আতিথ্য করিয়াছিলাম বটে আমার এই অতিথি সেবাতে কি দোষ হইয়াছে। তাহারদের দশ সহস্র জন নরত্মায় থাকে আমার এই বাসনা করিবার অভিপ্রায়

আমি সাক্ষিরদিগকেও কহি নাই ঐ সন্দেহিরদিগকেও জ্ঞাপন করি নাই। তাহারা নরাত্মায় আসিয়া সকলেই ধরা পড়ে ামার এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে তাহাতে নরাত্মার মঙ্গলকারী হইতাম। আর আমার এমন অভিপ্রায় নয় তাহাইবা কে বলিতে পারে। আমি তাহারদিগকে বলিলাম সতর্ক হও পাছে সেনা-পতিরদের হস্তে পড় কিন্তু এই কথা কহাতে কাহারো প্রাণাঘাত না হয় আমার এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে রাজশত্রুরা রক্ষা পায় এমন অভিপ্রায় নাও হইতে পারে।

তাহাতে নগরাধ্যক্ষ কহিল বিদেশীয়েরদিগকে অতিথি করা ভাল বটে কিন্তু রাজশত্রুরদিগকে আশ্রয় দেওয়া রাজবিপরীত দোষ। তোমার অন্য সকল কথা ছলনা মাত্র ছলের উত্তর করিয়া তুমি দণ্ড ভোগ এড়াইতে চাহ। কিন্তু তুমি দ্যাবলীয় এই কথা প্রমাণ তোমার কোন দোষ প্রমাণ না হইলেও দ্যাবলীয় হওয়াপ্রযুক্ত তো৲ার প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক কিন্তু নরাত্মার বিনাশ করিতে যে দ্যাবলীয়েরা দূর-দেশহইতে আসিয়াছে তাহারদিগকে যখন স্থান দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ ও তাহারদের সাহায্য করিয়া আশ্রয় দিয়াছ তখন এই সকল দোষ সহ্য হয় না।

তাহাতে বদাপত্তিকরণ ক৲িল। তবে বুঝিলাম। আমার নামহেতুক ও আমি বদান্য ৲াক ইহা ব-লিয়া প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। পরে আর কিছুই কহিল না।

পরে তাহারা বিদেশীয় সন্দেহিরদিগকে বিচার হইবার নিমিত্তে সম্মুখে আনিল। প্রথমে মনোনীত হওন বিষয়ি সন্দেহির বিচার হইল। তাহার নামে

অভিযোগ পত্র পাঠ হইল কিন্তু বিদেশীয় প্রযুক্ত ভাষা বুঝিতে না পারাতে দোভাষী এক ব্যক্তি তাহাকে অর্থ জানাইল। পত্রের মর্ম্ম এই ইমানুএল যুবরাজের শত্রু হইয়া তুমি নরাত্মা নগর ভুষ্ট করিয়াছ ও নগরের অতি সান্ত্বনা জনক শিক্ষার বাধা করিয়াছ।

বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি উত্তর করিতে চাহ। সে কহিল ঈশ্বরের লোকেরদের পূর্ব্ববধি মনোনীত হওনের বিষয়ে আমি সন্দেহ করি বটে এই রূপ শিক্ষা আমি শিশুকালাবধি পাইয়া আসিতেছি। যদি সর্ম্মহেতুক আমার প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হয় সেও ভাল তাহাতে আমার কিছু চিন্তা নাই।

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল। ঈশ্বরের লোকেরদের পূর্ব্বাবধি মনোনীত হওন বিষয়ে সন্দেহ করাতে মঙ্গল সমাচারের লিখিত এক বহুমূল্য শিক্ষার উচ্ছিন্ন করা হয় যেহেতুক তাহা স্বীকার না করিলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব পরাক্রান্ত ও আপনার বস্তু লইয়া স্বেচ্ছামতে করিতে পারেন এই সকল কথা অগ্রাহ্য করিতে হয়। তাহাতে নরাত্মার বিশ্বাসের ব্যাঘাত হয় ও মনুষ্যের ত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা না হইয়া মনুষ্যের স্বকৃত ক্রিয়ার দ্বারা হয় তোমার শিক্ষার এই মর্ম্ম। তদ্ভিন্ন তোমার শিক্ষার দ্বারা ধর্ম্মপুস্তকের কথা অলীক হয় ও নরাত্মার লোকেরদের মন অস্থির করা যায়। অতএব অতি উত্তম শাস্ত্রানুসারে তোমার প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

পরে আহ্বান সন্দেহিকে সম্মুখে আনা গেল। তাহার অভিযোগ পত্রের মর্ম্ম পূর্ব্ব পত্রের মত। কেবল এই প্রভেদ মনোনীত করণের বিষয়ে সন্দেহ না করি-

য়া এই ব্যক্তি নরাত্মার বিশেষ মতে আহূত হওনের বিষয়ে সন্দেহ করিল।

বিচারক তাহাকে কহিল তোমার এই বিষয়ে কি উত্তর। সে কহিল ঈশ্বর আপন বাক্যদ্বারা সাধারণ মতে সকল লোককে ডাকিতেছেন বটে অর্থাৎ তাহারদিগকে কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুকর্ম্ম করিতে কহেন তাহা করিলে উত্তরকালে অনন্ত সুখভোগ হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর বিশেষমতে আহ্বান করিয়া বলক্রমে নরাত্মাকে লওয়াইতেছেন এই কথা আমি গ্রাহ্য করি না।

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল তুমি দয়াবলীয় নরাত্মনগরের রাজপুত্রের সত্য বাক্যের এক প্রধান অংশ অস্বীকার করিয়াছ। কেননা তিনি আহ্বান করিয়াছেন। নরাত্মাও তাঁহার বিশেষ বলবৎ আহ্বানরব শুনিয়াছেন তাহাতে নরাত্মা মরণরূপ অবস্থা হইতে সজীব ও জাগৃত হইয়াছে ও রাজপুত্রের সঙ্গে সম্ভাষ করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে ও তাঁহার ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতে ও কেবল তাঁহার অনুগ্রহেতে অনন্ত সুখ অপেক্ষা করিতে স্বর্গহইতে শক্তি পাইয়াছে। এই উত্তম শিক্ষা তুচ্ছ করাপ্রযুক্ত তোমার প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক।

পরে অনুগ্রহ সন্দেহিকে আনা গেল। তাহার অভিযোগ পত্র পাঠ হইলে পর সে এই উত্তর করিল। আমি সন্দেহ দেশে জন্মিয়াছি বটে। কিন্তু আমার পিতা জাত ফারিশি তিনি সকল লোকের স্থানে সম্ভ্রম পাইতেন তিনি আমারদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন নরাত্মার ত্রাণ বিনামূল্যে অনুগ্রহদ্বারা হইবেক না এই কথা আমি বিশ্বাস করি ও করিতে থাকিব।

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল। এই বিষয়ে রাজপুত্রের ব্যবস্থার কথা স্পষ্ট। প্রথমে কহেন ক্রিয়ার দ্বারা নয় পরে কহেন অনুগ্রহেতে তোমরা ত্রাণ পাও। (এফি।২॥৮,৯) তোমার মতে শরীরের ক্রিয়াই মূল কেননা ব্যবস্থার ক্রিয়াই শরীরের ক্রিয়া। আরো যদি বল আমিই কার্য্য করিয়াছি তবে তাহাতে ঈশ্বরের প্রশংসা না করিয়া পাপি মনুষ্যের প্রশংসা করিতেছ। খ্রীষ্ট যাহা করিয়াছেন তাহা অনাবশ্যক কহিয়া এবং তাঁহার কার্য্যই প্রচুর ইহা স্বীকার না করিয়া মানুষের ক্রিয়া আবশ্যক তাহাই প্রচুর করিয়া খ্রীষ্টের উপযুক্ত প্রশংসা শরীরের ক্রিয়ার প্রতি খাটাইতেছ। ধর্ম্মাত্মার কার্য্য অবহেলা করিয়া শরীরের ও ব্যবস্থানুযায়ি মনের ইচ্ছার প্রশংসা করিতেছ। তুমি দ্যাবলীয় পিতাও দ্যাবলীয় তোমার দ্যাবলীয় মতহেতুক তোমার মরিতে হইবেক।

এই সকল কার্য্য হইলে পর জুরি ব্যক্তিরা বাহিরে গিয়া ও কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া সকলই প্রাণ দণ্ডের যোগ্য ইহা স্থির করিল। পরে বিচারালয়ের অধ্যাপক বন্দিরদিগকে কহিল হে বন্দিরা তোমরা রাজপুত্র ইমানুএলের বিপরীত ও অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের মঙ্গলের বিপরীত মহাদোষের দোষী ইহার প্রমাণ হইয়াছে। সেই দোষপ্রযুক্ত তোমারদের প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। অতএব প্রাণ দণ্ড হউক।

তাহাতে নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়া দ্যাবল শেষবার যে স্থলে সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াছিল সে স্থলেই ক্রুশে হত হইবে এমত আজ্ঞা হইল। কেবল কদাপত্তিকরণ মন্দ পথের গোড়ায় আপন বাড়ির সম্মুখে হত হইল।

অষ্টাদশাধ্যায়।

এইপ্রকারে নরাত্মার শত্রুরা ও নগরের শান্তির ব্যাঘাত যাহারা করিয়াছিল তাহারা হত হইলে শ্রীইচ্ছাকে এই আজ্ঞা করা গেল তুমি আপনার সেবক উদ্যোগকে লইয়া যে কএক জন দ্যাবলীয় এখনও নরাত্মার মধ্যে আছে তাহারদিগের সন্ধান লইয়া ধরিবার বিষয়ে সাধ্যমতে উদ্যোগ কর। তাহারদের কএক জনের নাম এই২। মস্করা। অনবধানে-ভদ্রতা-ত্যাগী। দাসবৎভয়। প্রেমহীন। সন্দিগ্ধ। শরীর। ও আলস্য। আরো কদাপত্তিকরণের যে২ বালক থাকিল তাহারদিগকে ধরিয়া তাহারদের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা হইল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সন্দেহ। তাহার পর ব্যবস্থাতে জীবন। অপ্রত্যয়। খ্রীষ্ট বিষয়ে ভ্রামক চিন্তা। প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব করণ। শারীরিক কাম। কামাধীনে কালযাপন। আত্মপ্রেম। এই সকল পুত্র আশাহীনা নামে এক স্ত্রীর গর্ভে জন্মে ঐ স্ত্রীর পিতৃব্য অবিশ্বাস তাহার পিতা অন্ধকার। পিতা মরিলে অবিশ্বাস তাহাকে প্রতিপালন করিল পরে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণের সঙ্গে বিবাহ দিল।

শ্রীইচ্ছা আপন সেবক মহোদ্যোগকে লইয়া ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিল। মস্করাকে ধরিয়া জ্ঞানাভাব নামক শুঁড়ি পথে তাহার ঘরের নিকটে ফাঁসি দিল। ঐ মস্করা পূর্ব্বে নরাত্মার লোকেরদিগকে কহিয়াছিল তোমরা বিশ্বাস সেনাপতিকে দ্যাবলের হস্তে অর্পণ

করিলে দ্যাবল সৈন্যদল লইয়া যাইবে। অনবধানে ভদ্রতাত্যাগি নামক ব্যক্তি এক দিন হাটে কর্ম্মেতে ব্যস্ত ছিল এমন সময়ে শ্রীইচ্ছা তাহাকেও ধরিয়া ব্যবস্থামতে বধ করিল। তৎসময়ে নগরের মধ্যে ধ্যান নামক এক ব্যক্তি সুশীল কিন্তু দরিদ্র। নগরীয় লোকেরা যে সময়ে রাজবিপরীত আচার করিত সে সময়ে তাহাকে তুচ্ছ করিত পরে ভদ্রলোক সকল তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতে লাগিল। অনবধানে-ভদ্রতাত্যাগির বহু ধন ছিল ইমানুএল নগরে আইলে ঐ সকল ধন লইয়া সকল লোকের মঙ্গলের নিমিত্তেই ধ্যানকে দিতে আজ্ঞা করেন পরে তাহার পুত্র ভালচিন্তা তাহা ভোগ করিবে। ধ্যানের স্ত্রী অধ্যাপকের কন্যা তাহার নাম সাধ্বী। তাহাতে ঐ পুত্র জন্মিল।

পরে শ্রীইচ্ছা প্রতিজ্ঞা-খর্ব্বকরণকে ধরিল সে অতি দুষ্ট লোক রাজার অনেক মুদ্রা মেকি করিত অতএব তাহাকে প্রকাশরূপে দণ্ড দেওয়া গেল। তাহার দোষের প্রমাণ হইলে পর এই দণ্ড হইল প্রথমে হাড়িকাঠে ফেলা যাইবে পরে নরাত্মার সকল বালক ও দাস তাহাকে প্রহার করিবে শেষে ফাঁসি হবে। কেহ২ বলিতে পারে এই ব্যক্তির দণ্ড এমন কঠিন কেন হইল। কিন্তু নরাত্মায় যাহারা সরলরূপে ব্যবসা করে তাহারাই জানে প্রতিজ্ঞারূপ মুদ্রা যে মেকি করে এমন এক জনেতে অল্পকালে বহুলোকের ক্ষতি হইতে পারে। অতএব তাহার নাম বিশিষ্ট ও তাহার মতাচারি সকল লোকের সেইরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত আমার এই বিবেচনা।

শ্রীইচ্ছা শারীরিক কামকেও ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু এই ব্যক্তি কোনক্রমে পলায়ন করিয়া-

ছিল। আর সে নগরও ছাড়ে না দিনমানে দ্যাবলীয় কোন গহ্বরে লুকিয়া থাকে রাত্রে ভূতের মত ভাল লোকেরদের ঘরে২ বেড়ায়। অতএব নরাত্মার হাটে এই সম্বাদ ঘোষণা হইল। যে কেহ শারীরিক কামকে ধরিয়া নষ্ট করিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রতি দিন যুবরাজের ভোজাসনে বসিবে ও নরাত্মার ধনাগারের রক্ষক হইবে। অতএব অনেক লোক তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল তাহাকে কত বার দেখিলও বটে কিন্তু ধরিয়া নষ্ট করিতে পারিল না। শ্রীইচ্ছা খ্রীষ্টবিষয়ে-ভ্রামক-চিন্তা নামক ব্যক্তিকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিল কারাগারে সে ক্ষয়রোগী হইয়া মরিল।

আত্মপ্রেমও ধরা পড়িয়া কারাবদ্ধ হইল কিন্তু নরাত্মার মধ্যে অনেক লোক তাহার সপক্ষ অতএব তাহার বিচার করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। এই প্রকার বিলম্ব দেখিয়া আত্মদান্তী কহিল যদি এমন দুষ্টেরদিগকে নরাত্মায় রক্ষা করিবা তবে আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি। পরে আত্মদান্তী আত্মপ্রেমকে ধরিয়া আপন সৈন্যেরদের মধ্যে আনিয়া যষ্টিদ্বারা তাহার মস্তক চূর্ণ করিল। ইহাতে কোন২ লোক অসন্তুষ্ট হইয়া কচকচি করিতে লাগিল কিন্তু ইমানুএল নগরে ছিল এই প্রযুক্ত তাহারা ভয় করিয়া স্পষ্টরূপে কিছু কহিতে পারিল না। আত্মদান্তির এই কার্য্য বিষয়ে রাজপুত্র শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া নগরের এক জন কর্ত্তা করিলেন। শ্রীইচ্ছাও নরাত্মার মধ্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল তদ্ধেতুক ইমানুএল তাহাকে অতিশয় প্রশংসা করিলেন।

পরে আত্মদান্তী সাহস পাইয়া শ্রীইচ্ছার সঙ্গে

দ্যাবলীয়েরদিগকে ধরিতে অতিশয় যত্ন করিল। তাহারা কামাধীনে-কালযাপন ও ব্যবস্থাতে-জীবন নামক দুই ব্যক্তিকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ করিল। কিন্তু অপ্রত্যয় অতিশয় চালাক। তাহাকে অনেকবার ধরিতে উপক্রম করিয়াও ধরিতে পারিল না। অতএব যাবৎ নরাত্মা জগৎ রাজ্যের মধ্যে থাকিল তাবৎ ঐ অপ্রত্যয় ও দ্যাবলীয় অন্য কএক জন চতুর লোক নরাত্মায় বাস করিতে থাকিল কিন্তু গহ্বরে ও গর্ত্তেতে লুকিয়া রহিল। যদি কোন সময়ে দেখা দিত কি নগরের পথে বেড়াইত তৎক্ষণে নগরীয় সমস্ত লোক অস্ত্র লইয়া তাহারদিগকে ধরিতে যাইত বালক বালিকাপর্য্যন্তও তাহারদিগকে চোরের মত জ্ঞান করিয়া পাছেং চেঁচাইয়া দৌড়িত ও পাতর মারিয়া নষ্ট করিতে চাহিত। এমন সময়ে নরাত্মার কিঞ্চিৎ শান্তি হইতে লাগিল। রাজপুত্রও নগরে বাস করেন সেনাপতিরা ও সৈন্যসকল আপনং কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত। দূরদেশের সহিত নরাত্মার যে কারবার ছিল তাহাতে সকল লোক মনোযোগী ও আপনং শিল্প কর্ম্মেতে নিবিষ্ট।

এই প্রকারে নরাত্মার শত্রু ও যাহারা শান্তির ব্যাঘাত করে তাহারা হত হইলে পর রাজপুত্র তাহারদিগকে কহিলেন অমুক দিবসে আমি হাটে যাইব তোমরা সকলেও উপস্থিত হও। উত্তর কালে তোমারদের যাহা করিতে হবে তাহা জানাইব। আমার আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলে তোমারদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইবেক ও নগরজাত দ্যাবলীয়েরদের দণ্ড ও বিলাপ হইবেক। সে দিন উপস্থিত হইলে নগরের সকল লোক একস্থানে আইল। ইমানুএলও রথে আগমন

করিলেন তাঁহার উভয় পার্শ্বে সেনাপতিরা সসজ্জ হইয়া আইলেন। পরে লোকেরদিগকে অবধান করিবার আজ্ঞা হইল ও পরস্পর প্রেমবন্দনা হইলে পর যুবরাজ এই বাক্য কহিলেন।

হে আমার নরাত্মা মনের অতি প্রিয় তোমার অনেক বিশেষ মঙ্গল করিয়াছি। তোমাকে অন্য সকলহইতে বিভিন্ন করিয়া আপনার নিমিত্তে মনোনীত করিয়াছি তুমি যোগ্য বলিয়া নহে কেবল আমারই নামহেতুক। পিতার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া ক্রোধ পাত্র হইয়াছিলা সে ক্রোধের ভয়হইতে ও দ্যাবলের হাতহইতে তোমারদিগকে ত্রাণ করিলাম। তোমাকে স্নেহ করিয়া তোমার মঙ্গল করিতে স্থির করিয়া এই সকল করিয়াছি। আর তোমার পরকালীন সুখ পাইবার বাধা যাহাতে হয় তাহা স্থানান্তর করিবার নিমিত্তে আমি প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তোমাকে আপনার নিমিত্তে ক্রয় করিয়াছি। আর যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিলাম তাহা সোণা রূপাদি ক্ষয়ণীয় বস্তু নয় রক্ত রূপ মূল্য তুমি আমার হও এই নিমিত্তে আমি ইচ্ছাপূৰ্ব্বক আপন রক্তপাত হইতে দিয়াছি। এই প্রকারে পিতার সঙ্গে তোমার মেল করাইলাম ও রাজধানীতে পিতার নিকট যেং ঘর আছে তাহা তোমাকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে নরাত্মা যাহা চক্ষুতে কখন দেখ নাই ও মনুষ্যের মনে যাহার চিন্তাও উদয় হয় নাই এমন অনেক বস্তু সেই স্থানে আছে।

তদ্ভিন্ন হে নরাত্মা আমি যাহা করিয়াছি তাহা তুমিই দেখিয়াছ। পিতাকে ত্যাগ করিয়া তুমি শত্রুর অধীন ছিলা শত্রু তোমার রাজা হইয়া শেষে তোমার বিনাশ করে ইহাতেও তোমার সন্তোষ ছিল সেই

শত্রুর হাতহইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। প্রথমে তোমাকে সচেতন করিবার নিমিত্তে ব্যবস্থা জানাইলাম পরে আপন মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে মঙ্গল সমাচার শুনাইলাম। যাহা ছিলা যাহা কহিতা ও করিতা তাহা জান কতবারও পিতার ও আমার বিপরীত আচার করিয়াছ তাহাও জান কিন্তু অদ্যাই দেখিতেছ তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই তোমার নিকটে আসিয়াছি তোমার কুব্যবহার সহ্য করিয়াছি তোমার সেবাপর্য্যন্ত করিয়াছি শেষে শুদ্ধ দয়াতে ও অনুগ্রহেতে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছি। বিনষ্ট হইবার তোমার ইচ্ছাও ছিল আমিই নষ্ট হইতে দিলাম না। তোমাকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া নিজ কর্ম্ম বিষয়ে বিরক্ত হও ও দুঃখেতে নম্র হইয়া আপন মঙ্গল ও সুখের বাসনা কর এই জন্যে তোমাকে দুঃখ দিলাম। তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিলে পর তাহাতেই তোমার মঙ্গল জন্মাইলাম।

আর শত্রুরদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্যে রাজবাটীহইতে কত জনকে আনিয়া রাখিয়াছি সেনাপতি কর্ত্তা সৈন্য যোদ্ধা যুদ্ধযন্ত্র ও সদুপায় এই সকল নগরে রাখিয়াছি তাহা দেখিতেছ। আমার কথার ভাব বুঝিতে পার। হে নরাত্মা ইহারা আমার দাস তোমারও বটে। তাহারদিগকে নগরে রাখিলাম তাহার কারণ এই তাহারা তোমাকে রক্ষা ও পরিষ্কার ও বলবান করিবে আমি তোমাকে ভোগ করিতে পারি এই জন্যে তাহারা তোমাকে প্রিয় করিবে ও পিতার সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও বৈভব ভোগ করিতে তাহারা তোমাকে উপযুক্ত করিবে। হে নরাত্মা এই সকল মঙ্গল ভোগ করিবার নিমিত্তেই

তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। আর ঐ সৈন্যেরদের এই সকল কার্য্য করিবার স্বভাবও বটে।

আরও হে নরাত্মা তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি যেরূপ তোমার দোষ ক্ষমা করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়াছি তাহা দেখিয়াছ। তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলাম বটে কিন্তু ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়াছি। হে নরাত্মা তোমার শত্রুরদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে। তোমার দোষপ্রযুক্ত আমি আপন মুখ লুকাইয়া তোমারদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। এখন যে ফিরিয়া আসিয়াছি তাহা তোমাকে ভাল দেখিয়া আইলাম এমন নয়। দোষই করণের পথ তোমার ছিল। তোমাকে ফিরিয়া আনিবার উপায় আমিই করিলাম। আমিই তোমার ফিরিয়া আসিবার উপায় করিলাম। যে বস্তুতে সুখ জন্মে না এমন বস্তুর প্রতি তুমি মন ফিরাইলে আমিই তোমার চারিদিগে বেড়া প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করিলাম। আমি তোমার মিষ্ট বস্তু তিক্ত করিলাম তোমার দিবস রাত্রি করিলাম চৌরস পথে কাঁটা দিলাম ও তোমার বিনাশ করিতে যাহারা চেষ্টা করিল তাহারদিগকে আমিই লণ্ডভণ্ড করিলাম। নরাত্মাতে ঐশ্বরিক ভয়কে আমি কর্ম্ম করাইলাম। তোমার মহাপাপ হইলে পর আমিই তোমার বিবেক বুদ্ধি ইচ্ছা ও স্নেহের উৎসাহ জন্মাইলাম। হে নরাত্মা তুমি আমাকে অন্বেষণ করিয়া পাও ও আমাকে পাইয়া স্বাস্থ্য সুখ পরিত্রাণ পাও এই অভিপ্রায়ে আমিই তোমাকে সচেতন করিলাম। আমিই দ্বিতীয়বার দ্যাবলীয়েরদিগকে নরাত্মাহইতে বাহির করিলাম আমিই তাহারদিগকে জয় করিয়া তোমার সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

এইক্ষণে হে নরাত্মা আমি কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমার দোষ না হইবার মত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের মত তোমার আর হইবে না প্রথমে যে মঙ্গল ছিল তাহার অপেক্ষা অধিক মঙ্গল করিব। এইক্ষণে যাহা কহিব তাহাতে দুঃখিত হইও না। হে নরাত্মা অল্পকাল পরে অর্থাৎ কতক বৎসর পরে আমি এই অতি প্রসিদ্ধ নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিব আর এই নগরে যে পাতর ও কাষ্ঠ প্রাচীর ধূলা ইত্যাদি আছে ও যে লোক বাস করে তাহা সকলই আপন দেশে পিতার রাজ্যেতেই আনাইব ও সেই স্থানে যে বলে ও গৌরবে পুনরায় স্থাপন করিব তেমন বল ও গৌরব কখনও এই স্থানে দেখা যায় নাই। সে স্থানে পিতাই নগরে বাস করিবেন কেননা তাঁহারই নিবাসের নিমিত্তে এই নগর এই জগৎমণ্ডলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম সেই স্থানে এই নগর দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে ও আমার অনুগ্রহের চিহ্ন জানিবে। নরাত্মার লোকেরা এই স্থানে যাহা কখন দেখে নাই এমন অনেক আশ্চর্য্য বস্তু সে স্থানে দেখিবে। জগতে থাকিয়া তাহারা যাহারদের নীচ আছে সে স্থানে তাহারদের সমান হইবে। সেই স্থানে হে নরাত্মা আমার ও পিতার ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের সঙ্গে তোমার যেমন আলাপ হইবেক তেমন এই স্থানে কখন হয় না সহস্র বৎসর থাকিলেও হইতে পারে না।

হে নরাত্মা সে স্থানে হন্তারদের ভয় হবে না দ্যাবলীয়েরদেরও ভয় হবে না। হে নরাত্মা তোমার বিপরীত ষড়যন্ত্র মন্ত্রণা কৌশলাদি আর হবে না। কোন দুঃখের সম্বাদ শুনিবা না দ্যাবলের ঢক্কার শব্দ

শুনিবা না। দ্যাবলীয় ধ্বজাবাহককে দ্যাবলের ধ্বজাও দেখিবা না। সে দেশে তোমার সম্মুখে দ্যাবলীয়ের-দের ঢিবি করা যাইবেক না তোমার ভয় জন্মাইতে দ্যাবলীয় ধ্বজা তোলা যাইবে না। সে স্থানে শোক নাই। অনন্ত কালপর্য্যন্তও দ্যাবলীয়েরা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না তোমার প্রাচীরের গর্ত্তে লুকিয়া থাকিতেও পারিবে না ও তোমার প্রাচী-রের মধ্যে কখনো দেখাও যাইবে না। এদেশে যত দীর্ঘ আয়ু বাঞ্ছা করিতে পার তাহাহইতেও অতি দীর্ঘ আয়ু হইবেক। সে পরমায়ুতে নিত্য সুখ পাইবা কখন জীর্ণ হইতে পারিবে না কোন বিঘ্নও হবে না।

হে নরাত্মা তোমার মত যাহারা দুঃখ পাইয়াছে ও যাহারদিগকে আমি মনোনীত করিয়া ত্রাণ করিয়াছি ও পিতার রাজবাটীর নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছি এমন অনেক লোককে সে স্থানে দেখিবা। তাহারা তোমাকে দেখিয়া আনন্দ পাইবে তুমিও তাহারদিগ-কে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবা।

জগতের সৃষ্টি কালাবধি যাহা কখনো দেখা যায় নাই এমন অনেক বস্তু পিতা ও আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা পিতার নিকটে আছে তুমি যাবৎ সে স্থানে না যাও তাবৎ তোমার নিমিত্তে গোপনে রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নরাত্মাকে তুলিয়া অন্য স্থানে স্থাপন করিব। সে স্থানে যাহারা আছে তাহারা এখনও তোমাকে স্নেহ করে ও তোমার বিষয়ে আনন্দ করে তবে তুমি অত্যন্ত বৈভব পাইলে তাহারদের কিপর্য্যন্ত আনন্দ না হবে। তোমাকে সে স্থানে লইয়া যাইতে পিতা তাহারদিগকে পাঠাই-বেন তাহারদের বক্ষস্থল তোমার রথস্বরূপ হইবেক।

হে নরাত্মা তুমি বায়ুরূপ পাখাতে উড়িয়া যাইবা। তাহারা যে স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে সে স্থানে যাইতে তোমার অত্যন্ত বাসনা হবে।

হে নরাত্মা পরে তোমার যাহা হইবে তাহা কহিয়াছি। তাহা যদি বুঝিতে পারিয়াছ তবে ভাল! এইক্ষণে যাবৎ আমি আসিয়া তোমাকে আপনার নিকটে না লই তাবৎ ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত সত্য বাক্য মতে তোমার যাহা করিতে হবে তাহা বলি।

প্রথমে। তোমাকে ছাড়িয়া যাওনের পূর্ব্বে যে বস্ত্র দিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক ও পরিস্কার রাখ। ইহাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণস্বরূপ। বস্ত্র উত্তম কিন্তু তোমারই তাহা নিষ্কলঙ্ক ও পরিস্কার রাখিতে হইবেক। এমন করাই তোমার বুদ্ধি ও সম্ভ্রমের চিহ্নস্বরূপ হইবে তাহাতে আমার প্রশংসাও জন্মে। তোমার বস্ত্র পরিস্কার থাকিলে জগতের লোকেরা জানিবে তোমরা আমার লোক। বস্ত্র পরিস্কার থাকিলে আমিও তোমার ক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হইব। কেননা এমন হইলে তোমার চলন বিদ্যুতের ন্যায় তেজাল হইবেক সকল লোকও তাহা জানিবে তাহারদের চক্ষুতে তাহা চকচকিয়া হইবেক। অতএব আমার আজ্ঞামতে বিভূষিত হও আমার ব্যবস্থামতে তোমরা সোজা পথে চল। তাহা হইলে রাজা তোমার সৌন্দর্য্য ইষ্ট জ্ঞান করিবেন কেননা তিনি তোমার নাথ অতএব তাঁহার সেবা কর।

তোমার বস্ত্র পরিস্কার থাকে এই নিমিত্তে পূর্ব্বে কহিয়াছি মুক্ত উনই নিরূপণ করিয়াছি। অতএব সাবধান বারম্বার সেই উনইতে স্নান কর কলঙ্কযুক্ত

বস্ত্র পরিয়া ভ্রমণ করিও না। বস্ত্র ময়লা হইলে যেমন আমার অসম্ভ্রম ও অনাদর হয় তেমন তোমারও ক্লেশ হইবে। অতএব আমার বস্ত্রই তোমার বস্ত্র অর্থাৎ তোমাকে আমি যে বস্ত্র দিলাম তাহা মাংসের কলঙ্কেতে কলঙ্কিত করিও না। (য়িহূ। ২৩ পদ।) তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ হউক ও তোমার মস্তকের তৈলের অকুলান না হউক।

হে নরাত্মা দ্যাবলের অভিপ্রায় ও কৌশল ও ষড়যন্ত্র ও উদ্যোগাদিহইতে আমি অনেকবার তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি ইহার পুরস্কার চাহি না কেবল এই চাহি আমি তোমার মঙ্গল করিয়াছি তুমি আমার অপমান করিও না। অতি প্রিয় নরাত্মার প্রতি আমার স্নেহ ও চিরকালীন দয়া মনে রাখিয়া যে মঙ্গল পাইয়াছ তদনুসারে চল। পূর্ব্বে পশুবলিকে রজ্জুদ্বারা বেদির শৃঙ্গে বদ্ধ করা যাইত। হে আমার নরাত্মা যাহা কহি তাহা বিবেচনা কর।

হে নরাত্মা আমি জীবৎ ছিলাম। মৃতও ছিলাম। জীবৎ আছি তোমার নিমিত্তে আর মরিব না। তুমি না মর এই নিমিত্তে জীবন্ত আছি। আমার সজীব হওয়াহেতুক তুমিও জীবন্ত হইবা। ক্রুশে আমার যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহার দ্বারা পিতার সঙ্গে তোমার মেল করিলাম। পুনর্মিলিত হইলে আমার দ্বারা তুমি জীবন পাইবা। আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিব যুদ্ধ করিব তোমার অধিক মঙ্গলও করিব।

পাপাভিন্ন কিছু তোমারে হিংসা করিতে পারে না। পাপভিন্ন কিছুতেই আমার দুঃখ জন্মিতে পারে না। পাপভিন্ন কিছুতেই তোমাকে নীচ করিতে পারে না। হে নরাত্মা পাপবিষয়ে সাবধান হও।

হে নরাত্মা দ্যাবলীয়েরদিগকে তোমার প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে দিলাম এখনও দিতেছি তাহার কারণ জান তাহা এই। তোমার প্রত্যাশা নিত্য থাকে তোমার স্নেহের পরীক্ষা হয় তুমি সতর্ক হও ও আমার ভদ্র সেনাপতি সৈন্যেরদিগকে ও আমার অনুগ্রহ বহুমূল্য জ্ঞান কর এই কারণ তাহারদিগকে থাকিতে দিলাম।

আরো পূর্ব্বে তোমার যে অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল তাহা না ভুল অর্থাৎ যে সময়ে দ্যাবলীয় কএক জন মাত্র নয় কিন্তু সমস্তই প্রাচীরে মাত্র নয় কিন্তু গড়ে দুর্গে বাস করিত হে নরাত্মা তুমি সে কাল না ভুল এই জন্যেও তাহারদিগকে থাকিতে দিলাম।

হে নরাত্মা অন্তরস্থ সকল শত্রুকে যদি বিনষ্ট করি তবে বাহিরের অনেক লোক তোমাকে বন্দিস্বরূপ করিতে উদ্যত হইবেক। অন্তরস্থ সকলে যদি বিনষ্ট হইত তবে বাহিরের শত্রুরা তোমাকে নিদ্রালু দেখিয়া ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিত। অতএব তোমার ক্ষতি হয় এই জন্যে নয় তোমার মঙ্গলের নিমিত্তে তাহারদিগকে রাখিলাম। তাহারদের কথা শুনিয়া তাহারদের সেবা করিলে ক্ষতি হবেই সতর্ক থাকিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমারদের মঙ্গল হবে। অতএব তাহারা যে কোন কর্ম্মেতে তোমাকে লওয়াইতে চাহে জান তুমি আমাহইতে দূরে যাও আমার কখন এমন অভিপ্রায় নয় বরং আমারই নিকট থাক ও যুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর ও প্রার্থনা করা ভাল বাস ও আপন জ্ঞানে আপনি অতি ক্ষুদ্র হও এই অভিপ্রায়ে তাহারদিগকে তোমার পরীক্ষা করিতে দি। হে নরাত্মা এই কথাতে অবধান কর।

অতএব হে নরাত্মা আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর। তোমার আত্মার ত্রাণ করিলাম সাবধান যাহারা নগরে থাকে তাহারদের দ্বারা আমার প্রতি বৈরক্তি না জন্মে। বরং তাহারদিগকে দেখিলেই আমার প্রতি স্নেহ বাড়ুক। যে বিশাল বাণেতে তোমার বিনাশ হইতে পারিত তাহাহইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্তে আমি একবার দুইবার তিনবার আসিয়াছি। হে নরাত্মা আমি তোমার বন্ধু আমার সপক্ষ হইয়া দ্যাবলীয়েরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর আমিও পিতার ও রাজবাটীর সকলের সম্মুখে তোমার সপক্ষ হইব। পরীক্ষা হইলেও আমাকে স্নেহ কর তুমি দুর্ব্বল হইলেও আমি তোমাকে স্নেহ করিব।

হে নরাত্মা সেনাপতি সৈন্য যুদ্ধযন্ত্রাদির দ্বারা তোমার নিমিত্তে যেমঙ্গল হইয়াছে তাহা মনে রাখ। তাহারা তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়াছে। হে নরাত্মা তোমার মঙ্গল করিবার নিমিত্তে তাহারা তোমার স্থানে বিস্তর অপমান স্বীকার করিয়াছে। তাহারা যদি সাহায্য না করিত তবে দ্যাবল অবশ্য তোমাকে অধীন করিত। অতএব হে নরাত্মা তাহারদের প্রতিপালন কর। তুমি সুস্থ থাকিলে তাহারাও সুস্থ থাকিবে। তুমি পীড়িত হইলে তাহারাও পীড়িত অসুস্থ দুর্ব্বল হইবে। হে নরাত্মা আমার সেনাপতিরদিগকে ব্যামোহ দিও না। তাহারা পীড়িত হইলে তুমি সুস্থ হইতে পার না। তাহারা দুর্ব্বল হইলে তুমি বলবান হইতে পার না। তাহারা ম্লান হইলে তুমি রাজার পক্ষে সাহসবান্ হইতে পার না। আরো তুমি যাহা দেখিয়া স্পর্শ করিতে পার তাহাতে তোমার নিত্য প্রতিপালন হবে এমত বোধ করিও না। আমার

কথাতে প্রতিপালন হবে। হে নরাত্মা আমি তোমার সপক্ষ হইয়া অবশ্য নিত্য তোমাকে স্নেহ করি ও হৃদয়ে রাখি এই বিষয় বিশ্বাস করিতে হইবেক।

অতএব হে নরাত্মা তুমি আমার অতি প্রিয় এই কথা মনে রাখ। সতর্ক হইয়া যুদ্ধ করিতে ও প্রার্থনা করিতে ও শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যেমন শিক্ষা করিয়াছ তেমন তোমার প্রতি আমার নিত্য স্নেহ ইহা বিশ্বাস কর এই আমার আজ্ঞা। হে নরাত্মা তোমার প্রতি আমার মন ও স্নেহ লাগিয়াছে। সতর্ক হও। দেখ আমি তোমারদিগকে কোন নূতন ভার দিব না কেবল তোমার যাহা আছে তাহা আমার না আইসন-পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া ধর।

পুস্তক সমাপ্ত।